বেঙ্গল
পুলিশ ম্যানুয়েল।

অর্থাৎ

পুলিশ ষ্টেশন, আউটপোষ্ট, পেট্রোল বোট, গবর্ণমেণ্ট
রেলওয়ে পুলিশ, কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর
এবং রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টরের জ্ঞাতব্য
ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের
অপরাধকারী জাতিদিগের
ইতিহাস
ও
সুবিস্তীর্ণ নির্ঘণ্ট
সহ

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত
কর্ত্তৃক
বাঙ্গালা ভাষায়
অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা।
২ নং বেনেটোলা লেন, সখা-যন্ত্রে, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, দাস গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী
দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৮৮৮

উৎসর্গ পত্র।

মহামান্যবর,

শ্রীযুক্ত হেন্‌রি নেভিল্ হারিস সাহেব

মহামান্যবরেষু।

আপনি আমার বর্ত্তমান ও ভাবী উন্নতির একমাত্র কারণ, আপনার সদ্ব্যবহার ইহ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না, তাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে এই ম্যানুয়েল খানি আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত।

(সাকিন কালিয়া, জেলা যশোহর।)

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

পুলিশ ম্যানুয়েল সাধারণের আদরনীয় হয় কিনা সন্দেহে আমি প্রথমবার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বহি প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এক কালীন নিঃশেষিত হওয়ায় এবং নিম্ন বঙ্গের নানা জেলা হইতে এখনও অনেকে আগ্রহ সহকারে বহির জন্য লিখিতেছেন দেখিয়া সাধারণের অভাব দূর করণার্থ বহি পুনঃ প্রকাশ করিলাম। বর্ত্তমান ১৮৮৮ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সংস্করণের যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তৎসমুদয় এইবার যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বরিশাল, ১২৯৫ } শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত।

Opinion regarding the translation of the Police Manual :—

Offg : Inspector Sarat Chandra Das has published a translation of the Police Manual...... It is very useful to station, court and reserve officers.........

Barisal,
27 August, 1888. } Sd. F. Wilcox
District Supdt.

ভূমিকা

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট পুলিশ নিয়োগ করিয়াছেন; আমাদের দেশেও হিন্দু রাজার রাজত্ব সময় হইতে পুলিশ আছেন। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে পুলিশের ক্ষমতা ও দায়ীত্ব অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন পুলিশের ন্যায়ান্যায়ের উপর দেশস্থ লোকের সুখ, দুঃখ, মান, সম্ভ্রম অনেক পরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং পুলিশের বিশেষ কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ইংরেজ জাতি আমাদের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা, তদ্গতিকে দেশের আইন কানুন এবং গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ পুলিশ ও অন্যান্য সমুদয় বিভাগের সারকিউলার ইত্যাদি ইংরেজী ভাষায় বাহির হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সমুদয় পুলিশ এখন পর্য্যন্ত ইংরেজী জানেন না, অথচ অত্যাবশ্যকীয় সারকিউলার ইত্যাদি দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাঁহাদিগকে জানান হয় না। জেলার কর্ত্তৃপক্ষ কতক বিষয় মফঃস্বলস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীকে জানাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু পুলিশ বিভাগের সমুদয় সারকিউলার তাঁহাদের জানিবার কোন উপায় নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু সময়ের অভাব বশতঃ এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই। কয়েক বৎসর হইল বাখরগঞ্জ জেলার ভূতপূর্ব্ব সব ইনেস্পেক্টর বাবু চণ্ডীচরণ কুসিয়ারী কতক সারকিউলারের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তৎপর ক্রমে অনেক সারকিউলার বাহির হইয়া তদ্দ্বারা চণ্ডী বাবুর অনুবাদিত সারকিউলারের অনেক নিয়ম রহিত হইয়াছে, এই জন্য বর্ত্তমান ম্যানুয়েল যখন প্রথম আমার হস্তগত হয় তখনি আমি সাধারণের এই অভাব মোচনার্থ যত্নবান হই, এবং ক্রমে তিন মাস

পরিশ্রম করিয়া বর্ত্তমান অনুবাদ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম; ইহার দোষ গুণ তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। আমি তাঁহাদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক বিষয় নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এখন ইহাতে তাঁহাদের পুলিশ বিভাগের কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা জন্মিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। আমি এই অনুবাদ করিতে আরম্ভ করার পর বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এফ্, উইলকক্স্ সাহেবের নিকট হইতে সময় সময় অনেক উপদেশ পাইয়াছি, তিনি অনুবাদের কতকাংশ নিজে দেখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সময়াভাবে তাহা পারেন নাই। যাহা হউক তাঁহার সদাশয়তার জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার সুহৃদ বাবু আশুতোষ রায় যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

পুস্তকের আয়তন আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় যত সত্বর বহি প্রচারের অভিপ্রায় ছিল তদপেক্ষা বিলম্ব ঘটিয়াছে, ভরসা করি গ্রাহকগণ এই ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। ইতি

বরিশাল,
১২৯৫।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক।

প্রথম অধ্যায়।

পুলিশের কর্ম্মে নিয়োগ ১
পুলিশের পদোন্নতি ১২
পুলিশের শাস্তি ১৭
পুলিশের বদলী ও অবসর ২১
পুলিশের বিদায়ের নিয়ম ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পোষ্টাফিস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ২৮
মেমোরিয়েল প্রদান সম্বন্ধীয় বিধি ৩২

তৃতীয় অধ্যায়।

টাকা ও কয়েদী প্রেরণের সাধারণ বিধি .. ৩৫
কয়েদী প্রেরণের নিয়ম ৪০
টাকা প্রেরণের নিয়ম ৫৫
সদর ও মহকুমার ট্রেজারির পাহারা সম্বন্ধে নিয়মাবলী ৬০
জেলের কয়েদী বাহিরে তাম্বুতে থাকা কালে পাহারা দেওয়ার নিয়ম ৬৩

চতুর্থ অধ্যায়।

রিজার্ভ অর্থাৎ পুলিশ লাইন ৬৫
সেলাম দেওয়ার নিয়ম ৬৯
প্রহরী পরিবর্ত্তনের নিয়ম ৭১
পুলিশের অস্ত্র সস্ত্রাদি ৭২

সূচীপত্র

বিষয় — পত্রাঙ্ক।

পুলিশের পোষাক ৭৮

আসামী পয়ায়ন ৮১

গোয়েন্দা ৮২

গৃহাদি প্রস্তুত ও সংস্করণ ৮৩

জরীপের স্তম্ভ মেরামত সমন্ধে বিধি ৮৫

পঞ্চম অধ্যায়।

পুলিশ গেজেট ৮৬

বেতনের বিল সম্বন্ধীয় বিধি ৮৭

সারভিস বহি ৯০

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয় ৯১

সপ্তম অধ্যায়।

পুলিশ ষ্টেশন, ও আউটপোষ্ট এবং তথায় যে যে বহি রাখিতে হইবে ৯৮

পুলিশ ষ্টেশন, ও আউটপোষ্টের সংজ্ঞা ... ঐ

পুলিশ ষ্টেশন, ও আউটপোষ্টে যে যে আইন থাকিবে ৯৯

ষ্টেশনের চার্জ্জ আদান প্রদানের বিধি ... ১০০

ষ্টেশনের পুলিশ কোথায় বাস করিবে ... ১০১

সব ইনেস্পেক্টরের ঘোড়া রাখিতে হইবে ... ঐ

বক্সী রাখা নিষেধ ... ... ঐ

ভিন্ন জেলার পুলিশের সহিত অলাপ করা কর্ত্তব্য ... ... ঐ

সব ইনেস্পেক্টর তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে কাজ শিক্ষা দিবেন ১০২

বিষয় পত্রাঙ্ক।

সব ইনেস্পেক্টর আউটপোষ্টের কাজ দেখিবেন ... ১০২
খেয়া নৌকার লোক বোঝাই তদন্ত করিতে হইবে ১০৩
ভ্রমণকারী সম্বন্ধে উপদেশ ... ... ঐ
বসন্তরোগ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যতা ১০৫
কলেরা রোগ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যতা ১০৭
ইউরোপীয় সৈন্য পলায়ন করিলে ধৃত করা সম্বন্ধে নিয়ম ১০৮
ইউরোপীয় ভ্রমণকারী সম্বন্ধীয় নিয়ম ... ... ঐ
বাজে কার্য্যে পুলিশকে নিযুক্ত করা অবিধেয় ... ১০৯
পুলিশ কর্ম্মচারীর কুত ও খেয়া ভাড়া দিতে হয় না ১১০
অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে আবকারী ইত্যাদি আইন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার বিধি ... ... ঐ
কর্ম্মস্থলে ঋণদান ও গ্রহণ নিষেধ ১১১
গবর্ণমেণ্টের ঘরে অগ্নি লাগে তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা ... ... ঐ
ষ্টেশনে নোটীস বোর্ড থাকিবে ... ... ঐ
পাগল সম্বন্ধে আচরণ ... ... ঐ
থানা-ব-থানা ক্রমে আসামী পাঠান নিষেধ ... ১১২
কনেষ্টবলদিগকে আইন শিক্ষা দিতে হইবে ... ঐ
পোষ্টাফিসের টাকার বাক্স ষ্টেশনে থাকার নিয়ম ... ঐ
পুলিশ ষ্টেশন ও আউটপোষ্টের রেজেষ্টরী ও রিটার্ণ ১১৩
প্রথম এতলা প্রস্তুতের নিয়ম ১১৭
এ ফারম ১২৬
বি ফারম ১৩৪

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
এ, বি, সি ফারম সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ ...	১৩৮
মাল চুরি ও পুনঃপ্রাপ্ত বহি	১৩৯
না দাবী ও না ওয়ারিস মালের বহি	১৩৯
ফেরারী আসামীর রেজেষ্টরী	১৪৪
শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী	১৪৯
পুলিশের নজর বন্দীতে থাকা ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী ...	১৫৩
হুলিয়া বহি	১৫৭
চৌকিদারী রেজেষ্টরী	ঐ
চৌকিদারী হাজিরা বহি	১৬৩
চৌকিদারের বেতনের রসীদ বহি	১৬৬
আফিম আইনান্তর্গত অপরাধে শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী	১৬৮
অস্বাভাবিক মৃত্যুর রেজেষ্টরী	১৬৯
স্থানীয় দৈনিক বহি	১৭৫
অর্ডার বহি	১৮১
জরিমানার বহি	১৮২
মৃত্যুর দৈনিক বহি	১৮৩
জন্মের দৈনিক বহি	১৮৪
বন্যপশু ও সর্পদ্বারা নষ্ট হওয়া মনুষ্য ও পশ্বাদির রেজেষ্টরী	১৮৫
টাকার মাসিক হিসাবের ফাইল	ঐ
অযোগ্য মোকদ্দমার রেজেষ্টরী	১৮৭
সারকিউলার ফাইল	ঐ
টাকা ও মালের রসীদ ফাইল	১৮৮
বিশেষ দৈনিকের ফাইল	ঐ
জারী না হওয়া ওয়ারেণ্টের ফাইল	১৯৩
মালখানার আমদানী হওয়া মালের বর্ণনা পত্র ...	১৯৪

বিষয় পত্রাঙ্ক।

কমাণ্ড সার্টিফিকেটের ফাইল ১৯৪

আউটপোষ্টের মোকদ্দমার রেজেষ্টরী ... ১৯৫

পরিদর্শন রিপোর্ট বহি ... ... ঐ

অষ্টম অধ্যায়।

পেট্রোল বোট ও অন্যান্য নৌকা ১৯৮

নবম অধ্যায়।

পুলিশের বহি আদি রক্ষা ও নষ্ট করার নিয়ম ... ২০২

দশম অধ্যায়।

আবকারী ২১৪

আবকারী সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর ২১৬

আবকারী আফিস সংক্রান্ত অপরাধ নিবারণ সম্বন্ধে পুলিশের কর্ত্তব্যতা ২২৭

ঐ সম্বন্ধে পুলিশের কর্ত্তব্যকাজ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ... ২৩৩

বোর্ডের সারকিউলার ২৩৫

একাদশ অধ্যায়।

লবণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ২৩৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

পাউণ্ড সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ২৪৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের কার্য্য প্রণালী ... ২৫৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বঙ্গদেশের অপরাধকারী জাতির বিবরণ ... ২৬৮

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মহকুমার ও সদর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরদিগের কাজ সম্বন্ধে উপদেশ ২৯৩

বিষয় পত্রাঙ্ক।
কুড়ি টাকার ন্যূন বেতনের কোন হেড কনেষ্টবল কোর্টের স্বাধীন চার্জ্জে রাখা যাইবে না ... ২৯৩
কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরদিগের জামিনের টাকার পরিমাণ ঐ
কিরূপে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর জামিন দিবেন ... ১৯৪
জামিনের টাকা কোথায় রাখিতে হয় ... ঐ
কি নিয়মে জামিনের টাকা ব্যাঙ্কে রাখিতে হয় ... ঐ
গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী দত্ত একরার কত কাল পরে ফেরত পাওয়া যায় ... ... ঐ
অন্য জেলায় বদলি হইলে জামিনের টাকা স্থানান্তর করার নিয়ম ঐ
সদর ও মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরদিগের কাজে পার্থক্য আছে কি না ২৯৫
কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের ডেইলি রিপোর্ট প্রস্তুত করার বিধান ঐ
হেড কনেষ্টবল ও কনেষ্টবলকে কাজ শিক্ষার্থ কোর্টে রাখা হয় ২৯৬
কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে নালিস হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহার রিপোর্ট করিবেন ... ... ঐ
পুলিশের নামে ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৯ ধারামতে মোকদ্দমা স্থাপন করিবে ... ... ঐ
সদর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে মফঃস্বলে লওয়া যায় না ২৯৭
মাজিষ্ট্রেটের জেনারেল রেজেষ্টরী ... ... ঐ
মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমার বহি ৩০২
মোকদ্দমা বিচার আদালতে চালান সম্বন্ধে উপদেশ ... ৩০৪
রিমাণ্ড ৩০৬
নিষ্পত্তি মোকদ্দমার ফল প্রেরণ করার মিমো ... ৩০৭
খতিয়ান রেজেষ্টরী সম্বন্ধে নিয়মাবলী ৩০৮
গুরুতর অপরাধে দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী ... ৩১৪
কয়েদীর সহিত দেখা করা সম্বন্ধে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্যতা ৩১৬

বিষয় পত্রাঙ্ক।

সাক্ষীর হাজীরা বহি ৩১৬

ম্যাজিষ্ট্রেটের পারমেনেণ্ট এড্‌ভান্স সম্বন্ধে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরে কর্ত্তব্যতা ৩১৮

সাক্ষীর বারবরদারী দেওয়া হয় কিনা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ৩১৯

ম্যাজিষ্ট্রেটের দৈনিক ক্যাস বহি ... ... ঐ

রসিদ চেক বহি ৩২০

কোর্টের অর্ডার বহি ৩২১

যোগ্য মোকদ্দমার সমন ওয়ারেণ্টের রেজেষ্টরী ... ৩২২

পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য মোকদ্দমা ৩২৩

অযোগ্য মোকদ্দমার সমন ওয়ারেণ্টের রেজেষ্টরী ... ৩২৪

হাজত রেজেষ্টরী ৩২৬

বিচার জন্য চালান হওয়া আসামীর নিকট প্রাপ্ত মালের বহি ৩২৯

মালখানা সম্বন্ধে ১৬। ১৭ নম্বর বহি ৩৩১

লাস ও জখমী পরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়ম ৩৩৩

পলাতক অপরাধী সম্বন্ধে কার্য্য প্রণালী ... ৩৩৬

জামিন ও মুচলিকা সম্বন্ধে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্যতা ৩৩৮

জরিমানার বহি সম্বন্ধে নিয়ম ৩৩৯

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যে কাগজ প্রাপ্ত হয়েন তাহার রেজেষ্টরী ৩৫১

কাগজ প্রেরণ করার ও পরিদশন রিপোর্ট বহি ... ঐ

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আফিসের পিয়ন বা চালান বহি ঐ

বন্দুক পাসের রেজেষ্টরী কোন্ কর্ম্মচারীর রাখিতে হইবে ঐ

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের সমুদয় বহিতে পত্রাঙ্ক দিতে হইবে ৩৫২

বিবিধ বিষয় ... ... ঐ

সাময়িক রিটার্ণ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে উপদেশ ... ৩৫৮

খতিয়ান রেজেষ্টরী হইতে কিরূপে সালতামামী নক্সা প্রস্তুত করিতে হয় তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী ৩৭৩

বিষয় পত্রাঙ্ক।

ষোড়শ অধ্যায়।

রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টরের যে যে বহি রাখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ ৩৭৭
সারভিস সিট ... ... ঐ
গ্রেডেসন লিষ্ট ৩৭৮
ডিস্‌পজিসন রেজেষ্টরী ৩৭৯
মর্ণিং রিপোর্ট বহি .. ... ঐ
ডিষ্ট্রীক্ট অর্ডার বহি ৩৮০
পুলিশের শাস্তির বহি ... ... ঐ
পদ খালি এবং পদোন্নতির বহি ৩৮২
বিদায়ের রেজেষ্টরী বহি ৩৮৩
চরিত্র সম্বন্ধীয় বহি ... ... ঐ
সচ্ছবিত্রের নিমিত্ত বেল্লার রেজেষ্টরী বহি ... ৩৮৫
পাহারার তত্ত্বাবধারণ করার রেজেষ্টরী বহি ... ঐ
মজুত অস্ত্রাদির বহি ৩৮৬
গুলি বারুদ ইত্যাদির হিসাব বহি ... ... ঐ
কর্ম্ম হইতে অবসৃত ব্যক্তিগণের নকলেবী সার্টিফিকেট ফাইল ঐ
স্কর্ট পাওয়ার প্রার্থনা পত্র ৩৮৭
কাপড়ের লেজার (খতিয়ান) বহি ৩৮৮
কাপড় প্রাপ্তি ও বিতরণের রেজেষ্টরী ... ঐ
টারগেট প্রাক্‌টিস বহি ৩৯১
ভেরিফিকেসন রোলের ফাইল ... ... ঐ
রেলওয়ে পুলিশের পোষাক সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম ... ঐ

সপ্তদশ অধ্যায়।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অপরাধকারী জাতির বিবরণ ৩৯৩

পুলিশ ম্যানুয়েল।

প্রথম অধ্যায়।

বঙ্গদেশের পুলিশের নিয়োগ, পুরস্কার, শাস্তি, স্থানান্তর এবং অবসর হওয়ার নিয়ম।

প্রথম অঙ্ক।

নিয়োগ।

১। ডিষ্ট্রীক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমুদয় কনেষ্টবল নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সকল কার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধেই আপন অভিপ্রায় দিতে পারেন।

২। ১৮ হইতে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের, দারজিলিং এবং জলপাইগুড়ী ব্যতীত নিম্ন বঙ্গপ্রদেশের অন্যান্য স্থানের নিমিত্ত অন্যূন ৫ ফীট ৪ ইঞ্চের উচ্চ আকৃতির বলিষ্ঠ, সুস্থ যুবা পুরুষ, যাঁহারা দেশীয় ভাষা জানেন তাঁহাদিগকে পুলিশের কর্ম্মে মনোনীত করিতে হইবে। "বিশেষ রিজার্ভের" জন্যও ঐরূপ লোক মনোনীত করিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের ৫ ফীট ৬ ইঞ্চ লম্বা হওয়া আবশ্যক। এবং মালদহ ও পূর্ণিয়া ব্যতীত বেহার প্রদেশের অন্য সকল জেলার কর্ম্মপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ৫ ফীট ৫ ইঞ্চ লম্বা হওয়া আবশ্যক।

৩। ডিষ্ট্রীক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে ২৫ বৎসরের অতিরিক্ত বয়ঃক্রমের লোকদিগকে নিযুক্ত বা পুনঃ নিয়োগ করিতে পারেন না এমত নহে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইলে শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর

জেনারেল সাহেবের অনুমতি লইতে হয় এবং কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে এই প্রকার লোকদিগকে নিযুক্ত করা যাইবে না।

৪। কর্ম্মপ্রার্থীকে মনোনীত করিবার সময় কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায় বা জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে না; কিন্তু যে সকল লোক আদালতে বিনা কর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়ায় বা যাহারা দেশীয় কর্ম্মচারীর অনুগ্রহপ্রার্থী এমত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রমজীবি ও কৃষক সম্প্রদায় হইতে যতদূর সম্ভব লোক মনোনীত করা শ্রেয়ঃ। নেপাল দেশীয় কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা এককালীন নিষিদ্ধ।

৫। প্রত্যেক জেলার হেড কনেষ্টবল ও কনেষ্টবলদিগের মধ্যে শতকরা যতজন বিদেশীয় লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে, বিশেষ মঞ্জুরি ব্যতীত ইহার অতিরিক্ত বিদেশীয় লোক নিযুক্ত করা যাইবে না।

নম্বর।	জেলা।	শতকরা মঞ্জুরি বিদেশীর সংখ্যা।	
১	বাখরগঞ্জ	৩০	
২	বালেশ্বর	৩০	
৩	বাঁকুড়া	৩০	
৪	বীরভূম	৩০	
৫	ভাগলপুর	৩০	
৬	বগুড়া	৩০	
৭	বর্দ্ধমান	৫০	
৮	চট্টগ্রাম	৩০	
৯	ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশ	৩০	
১০	চাম্পারণ	৩০	
১১	কটক	৩০	
১২	ঢাকা	৬০	
১৩	দারজিলিং	৪০	

নম্বর।	জেলা।	শতকরা মঞ্জুরি বিদেশীর সংখ্যা।
১৪	দিনাজপুর	৩৫
১৫	দারভাঙ্গা	৩০
১৬	ফরিদপুর	৩০
১৭	গড় ঝাট	৩০
১৮	গয়া	৩০
১৯	হাজারিবাগ	৩০
২০	হুগলি	৬০
২১	হাবড়া	৩০
২২	যশোহর	৩৫
২৩	জলপাইগুড়ী	৬৫
২৪	খুলনা	৩০
২৫	লোহারডাঙ্গা	৪০
২৬	মালদহ	৪৫
২৭	মানভূম	৫০
২৮	মেদিনীপুর	৫০
২৯	মুঙ্গের	৩০
৩০	মুরশিদাবাদ	৬০
৩১	মজঃফরপুর	৩০
৩২	ময়মনসিং	৩০
৩৩	নওয়াখালী	৩০
৩৪	নদীয়া	৪০
৩৫	পালামৌ	৩০
৩৬	পাটনা	৩০
৩৭	পুরী	৩০
৩৮	পাবনা	৩২
৩৯	পূর্ণিয়া	৩০

নম্বর।	জেলা।	শতকরা মঞ্জুরি বিদেশীর সংখ্যা।
৪০	রাজসাহি	৪০
৪১	রংপুর	৩০
৪২	সারণ	৩০
৪৩	সাহাবাদ	৩০
৪৪	সিংভূম	৩০
৪৫	সাঁওতাল পরগণা	৬০
৪৬	ত্রিপুরা	৩০
৪৭	২৪ পরগণা	৬০

যে সকল জেলায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তথাকার বাসন্দা পুলিশ বিহার প্রদেশে “বিদেশী,” এবং বিহার দেশীয় বাসন্দা লোক বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত দেশে “বিদেশী” বলিয়া গণ্য হইবে।

বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে যে সকল জেলায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তথাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত জেলা হইতে এবং হিন্দী প্রচলিত দেশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন হিন্দী ভাষা প্রচলিত জেলা হইতে লোক আনাইতে পারেন।

৬। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী, বা কোন ব্যক্তি জেল ভোগ করিলে, বা অন্য কোন বিভাগ হইতে পদচ্যুত হইলে, তাহাকে শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পুনরায় কর্ম্মে নিয়োগ করা যাইবে না। কোন ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করিলে তিনি পূর্ব্বে যে জেলায় কর্ম্ম করিতেন তথাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে ও তদ্বিবরণ পুলিশ সম্বন্ধীয় মাসকাবার নক্সায় (force return) লিখিতে হইবে। পুলিশের আয় ব্যয় বার্ষিক হিসাবের (Budget) তহবিল হইতে যে সকল কেরাণী, মোহরের ও অন্যান্য লোক বেতন পান তাহাদের সকলের প্রতি এই নিয়ম তুল্য রূপে বর্ত্তিবে।

৭। মাসিক ২০৲ টাকার ন্যূন বেতনভোগী সংস্বভাবান্বিত ব্যক্তি অত্যন্ত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সরকারী কার্য্যের আবশ্যকতা বশতঃ বিদায় না পাইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ও কর্ম্ম পরিত্যাগের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে পুনরায় নিযুক্ত হইলে, তাহার কর্ম্ম পরিত্যাগের পূর্ব্বের চাকরি, পারিতোষিক বা পেনশন সময় মধ্যে গণ্য হইবে। পূর্ব্বের চাকরি পেনশন মধ্যে গণ্য হইবে কি না তদ্বিষয় প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে রিপোর্ট করিতে হইবে। কুড়ি টাকার অতিরিক্ত বেতন ভোগী কোন কর্ম্মচারী সরকারি কার্য্য পরিত্যাগ করিলে বা অসচ্চরিত্রতা বা অপারগতা, বা নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারা গতিকে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলে তাহার পূর্ব্ব চাকরির কোন দাবি থাকে না।

৮। কোন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এক জেলায় বদলি হইলে তিনি শেষ যে জেলায় চাকরি করিয়াছেন তথাকার পুলিশ দলভুক্ত বা দল পরিত্যক্ত কোন ব্যক্তিকে ইনেস্পেক্টর জেনারেলের বিনা আদেশে নবাগত জেলার পুলিশের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না।

৯। বিদেশীয় লোকের শতকরা সংখ্যা পরিপূরণ জন্য বিহার দেশীয় ভাল লোকের প্রয়োজন হইলে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে রিপোর্ট করিতে হইবে; কিন্তু এক সময় তিন জনের কম লোকের নিমিত্ত রিপোর্ট করিতে হইবে না। এই রিপোর্ট করিবার পূর্ব্বে ও প্রেরণের তারিখ হইতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শূন্য পদে উপস্থিত মতে একটিন নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

১০। বেহার প্রদেশের লোক তথায় এক মাসের বেতন অগ্রিম পাইতে পারিবে। এই অগ্রিম টাকা তাহাদের তিন মাসের বেতন হইতে তুল্য অংশে কর্ত্তন করিয়া আদায় করিতে হইবে।

১১। কোন বিশেষ রিজার্ভে তিন বৎসর কর্ম্ম করার পর সচ্চরিত্র কোন ব্যক্তি বদলির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

যাহারা বদলি হইতে অনিচ্ছুক তাহারা অনির্দ্দিষ্টমতে বিশেষ রিজার্ভে থাকিতে পারিবেন।

১২। বিশেষ রিজার্ভের ব্যক্তিগণ আপন আপন পদেই বদলি হইবেন, কিন্তু ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার বিশেষ রিজার্ভের কোন লোক বাঙ্গালা প্রদেশে বদলির প্রার্থনা করিলে তাহারা যে পদে থাকেন তদূর্দ্ধপদে উন্নীত হইয়া বদলি হইবেন।

১৩। বিশেষ রিজার্ভ হইতে শত করা দশ জনের অতিরিক্ত ছয় মাসে বদলি হইতে পারে না।

১৪। অনেক জেলায় কর্ম্ম খালি হইলে কর্ম্ম দেওয়ার আশায় বিনা বেতনে বা অল্প বেতনে লাইনে কতক লোক শিক্ষার্থে রাখা হয়। অর্দ্ধ বেতনে বা বিনা বেতনে বিদায় থাকা ব্যক্তিদিগের স্থলে যাহারা একটিন নিযুক্ত হয় তাহাদিগকে অর্দ্ধেক বেতন দেওয়া যাইতে পারে। সম্ভব হইলে এই বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য করা অযৌক্তিক নহে।

১৫। কর্ম্মে নিযুক্ত করার পূর্ব্বে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সিভিল সার্জ্জন দ্বারায় পরীক্ষা করাইতে হইবে। ১ নম্বর ফারমে এক রেজেষ্টরী রাখিতে হইবে ও তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। সিভিল সার্জ্জন উপযুক্ত বলিয়া পাশ না করিলে ও তাহার বাঙ্গলা টীকা বা ইংরাজি টীকা হইয়াছে কি না কি বসন্ত উঠিয়াছিল কি না এতৎ সম্বন্ধে সার্টিফিকেট না দিলে কাহাকেও নিযুক্ত করা যাইবে না। মাসিক ২০৲ টাকার অতিরিক্ত বেতনে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েন তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সিভিল সার্জ্জন ৫ নম্বর ফারমে এক সার্টিফিকেট দিবেন ও তাহা ঐ ব্যক্তির প্রথম মাসের বেতনের বিলের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে।

১৬। পুলিশে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যেক পদের প্রত্যেক ব্যক্তির এক যথার্থ বর্ণনাপত্র (Verification Roll) ২ নম্বর ফারমে ঐ ব্যক্তির আপন জেলায় পাঠাইতে হইবে।

(ক) ইংরাজীতে এবং যে জেলায় প্রেরিত হইবে তথাকার দেশীয় ভাষায় স্পষ্টরূপে এই বর্ণনাপত্র লিখিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা জেলার অন্য ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহা দস্তখত করিবেন।

(খ) ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেই তাহার নাম অর্ডার বহিতে ও সারভিষসিটে লিখিতে হইবে। রিজার্ভ সবইনেস্পেক্টর তখন তাহার বর্ণনাপত্র (Verification Roll) প্রস্তুত করিবেন ও হেডক্লার্ক অর্ডার বহিস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণনাপত্র যথা স্থানে প্রেরণ করিবেন ও ঐ সকল ব্যক্তির সারভিষসিটে ভি, আর, নম্বর (অর্থাৎ ভেরিফিকেশন রোল—নম্বর চিঠী যোগে প্রেরণ করা গেল) লিখিবেন। বর্ণনাপত্র ফেরত পাওয়ার পর ঐ ব্যক্তির চরিত্র ভাল বলিয়া রিপোর্ট আগত হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তারিখ দিয়া দস্তখত করিবেন। কাহার চরিত্র মন্দ বলিয়া রিপোর্ট হইলে বা কাহারও আত্মপরিচয় মিথ্যা প্রকাশ হইলে তদ্বিষয় অর্ডার বহিতে ও সারভিষসিটে লিখিতে হইবে এবং অবস্থানুসারে ঐ ব্যক্তিকে কর্ম্মচ্যুত বা ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে হইবে।

(গ) ১৮৬১ সনের ৫ আইন অনুসারে যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হয়েন তাহাদের প্রত্যেককে বর্ণনাপত্রস্থিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও রিজার্ভ সবইনেস্পেক্টর বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এতদর্থে অন্য যে ব্যক্তিকে মনোনীত করেন, তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া তাহাতে আপন সম্পূর্ণ নাম সহি করিবেন এবং ঐ প্রশ্নোত্তর কর্ম্মপ্রার্থীকে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে উপস্থিত করিবেন, তদনন্তর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করা না করা সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিবেন।

১৭। যে বয়সে কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া যায় তাহা ঠিক মত না বলিলে পেন্সন পাওয়ার সময় গোল হয়।

১৮। প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে ৩ নম্বর ফারমে এক সার্টিফিকেট পাইবেন। কনেষ্টবল, হেড কনেষ্টবল, ও সবইনেস্পে-

ক্টরদিগের সার্টিফিকেট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দস্তখত করিবেন এবং ইনেস্পেক্টরদিগের সার্টিফিকেট ইনেস্পেক্টর জেনারেল দস্তখত করিবেন।

১৯। কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্রের পৃষ্ঠে কাপড় আটিয়া রাখিতে হইবে। ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের দস্তখত জন্য যে সার্টিফিকেট পাঠান হইবে তাহাতে কাপড় আটা না থাকিলে বিনা দস্তখতে ফেরত প্রেরিত হইবে।

২০। লেখক কনেষ্টবলগণ সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়ম করা গেল।

(ক) সাধারণ কনেষ্টবল হইতে উচ্চবংশীয় শিক্ষিত যুবাদিগকে হেড কনেষ্টবল না হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষানবীশ স্বরূপ কিছুকালের নিমিত্ত নীচের লিখিত সর্ত্তে লেখক কনেষ্টবল বলিয়া পুলিশে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে।

প্রথম—তাহারা হেড কনেষ্টবলের পোষাক পরিধান করিতে পারে। কিন্তু ঐ পোষাক পরিধানের অধিকার যে তাহাদিগকে দিতে হইবে এমত নহে, এবং তাহাদিগকে এই পোষাক পরিতে কোন রকমে বাধ্য করিতে হইবে না। সাধারণ কনেষ্টবল হইতে কিছু ইতর বিশেষ করার জন্য তাহাদিগকে হেড কনেষ্টবলের পেটি পরিতেই হইবে।

দ্বিতীয়—সাধারণ কনেষ্টবলের যে সকল কাজ করিতে হয় তাহাদিগকে সে সকল হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয়—তাহাদিগকে পুলিশ ষ্টেশনের বহি লিখিতে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(খ) কোন ব্যক্তিকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করার পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন, এবং তাহার পূর্ব্ব বিবরণে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহাকে লেখক কনেষ্টবল হইতে খারিজ করিবেন।

(গ) প্রত্যেক ষ্টেশনে এক জন, প্রত্যেক ইনেস্পেক্টরের আফিসে এক জন, সদর কোর্টে দুইজন, ও মহকুমার কোর্টে এক জন লেখক

কনেষ্টবল থাকিবে। লেখক কনেষ্টবলের উপযুক্ত লোক না পাওয়া গেলে লেখাপড়া জানা সামান্য কনেষ্টবল এই কার্য্য করিবে।

(ঘ) লেখক কনেষ্টবলগণের কাওয়াত শিক্ষা করিতেই হইবেক, এবং তাহা কদাচ অবহেলা করিতে হইবে না।

(ঙ) লেখক কনেষ্টবল যে কেবল ষ্টেশনের বহি লিখিবে এমত নহে, তদন্তকারীগণের সঙ্গে তাহাদিগের মফস্বলও যাইতে হইবে।

সবইনেস্পেক্টরের উচিত যে তাহাদিগকে কায শিক্ষা দেন।

কোন ব্যক্তি প্রথমতঃ লেখক কনেষ্টবল পদে নিযুক্ত হইয়া উন্নতি পাওয়ার অনুপযুক্ত হইলে সামান্য কনেষ্টবলের সমুদয় কায তাহাকে করিতে হইবে, বা ইচ্ছা হইলে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে পাঁচ বৎসরের অধিক কাল লেখক কনেষ্টবলের পদে রাখা যাইবে না।

২১। ইংরাজী ভাষাজ্ঞ লোকদিগকে কনেষ্টবলের উচ্চ পদে নিযুক্ত জন্য মনোনীত করিতে হইবে।

সৎকর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ ডোরা (বেল্লা)।

(GOOD CONDUCT STRIPES.)

২২। (ক) কোন কনেষ্টবলের আচরণে অত্যান্ত দক্ষতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বা সাহসিকতা প্রকাশ হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে এক ডোরা (বেল্লা) দিতে পারেন এবং বিনা ক্রুটিতে নীচের লিখিত বৎসর সদ্ভাবে অতিবাহিত করিতে পারিলেও ডোরা দেওয়া যাইতে পারেঃ—চারি বৎসরে প্রথম বেল্লা; অতিরিক্ত তিন বৎসরে দ্বিতীয় বেল্লা; অতিরিক্ত দুই বৎসরে তৃতীয় বেল্লা।

(খ) তিন বেল্লাধারী ব্যক্তি মাসিক এক টাকা অতিরিক্ত বেতন পায়, কিন্তু মঞ্জুরি অতিরিক্ত বেতন পাওয়ার লোকের সংখ্যা পূরা

থাকিলে (মঞ্জুরি সকল ব্যক্তিই তখন অতিরিক্ত বেতন পাইতে থাকিলে) এই টাকা তখন পাইতে পারে না। এই টাকা হইতে বৃদ্ধাবস্থার সংস্থান বাবদ কিছুই কর্ত্তন হয় না।

(গ) অতিরিক্ত বেতনভোগী কনেষ্টবল হেড কনেষ্টবলের পদে উন্নীত হইলে আর এই অতিরিক্ত বেতন পায় না।

(ঘ) কনেষ্টবলদিগের মধ্যে শতকরা দশ জন মাত্র এই অতিরিক্ত বেতন পাইতে পারে। কিন্তু বেল্লাধারী লোকের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই।

(ঙ) সংকার্য্যের বেল্লা লাল কাপড়ের বেড় দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয় ও তাহা বাম হাতের কনুই ও কবজার মধ্য স্থানে ব্যবহার করিতে হয়।

(চ) কনেষ্টবল সংকার্য্যের তিনটী বেল্লা পাইলে ও মাসিক এক টাকা অতিরিক্ত বেতন পাইলে তাহাকে এক রৌপ্য আংটি (বেল্লা) দিতে হইবে, এবং তাহা কোটের হাতার উপর কাপড়ের বেল্লার পরিবর্ত্তে সেই স্থানে ব্যবহার করিতে হইবে।

(ছ) উপরের লিখিত রৌপ্য আংটী (বেল্লা) ধারী কনেষ্টবল (ক) প্রকরণের লিখিত কোন বিশেষ প্রশংসার কার্য্য করিলে আরো সংকার্য্যের বেল্লা পাইতে পারে, এবং এইরূপে অতিরিক্ত তিনটী বেল্লা পাইলে (ও শতকরা দশ জনের কম ব্যক্তি অতিরিক্ত বেতনভোগী থাকিলে) আরও অতিরিক্ত এক টাকা বেতন বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয় আর একটী রৌপ্যের আংটি (বেল্লা) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এক টাকার অতিরিক্ত বেতন প্রাপ্তোপযোগী ব্যক্তিগণ সেই সময় তাহাদের প্রাপ্য টাকা উপভোগ না করিলে দুই টাকা অতিরিক্ত বেতন পাওয়া যায় না।

(শতকরা দশ জনে এক টাকা অতিরিক্ত বেতন ভোগ না করিলে কেহ দুই টাকা অতিরিক্ত বেতন পাইতে পারে না)।

(জ) অপর পৃষ্ঠার লিখিত ফারমে সংকার্য্যের বেল্লার হিসাব অর্ডার বহিতে রাখিতে হয়।

১৮৪২৭

নাম, নম্বর, শ্রেণী।	বেল্লা দেওয়ার কারণ।	শেষ শাস্তির তারিখ।	পূর্ব্ব বেল্লা দেওয়া সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট অর্ডারের নম্বর।

সারভিস্ সিটে—জি, সি, এই অক্ষরে লাল কালি দ্বারা অর্ডারের নম্বর ও সন লিখিতে হইবে।

যথা—জি, সি,—১৭৮ সন ১৮৭১।

(ঝ) বেল্লাধারী কোন কনেষ্টবল বিভাগীয় নিয়ম অনুসারে জরিমানা কি সামান্য শাস্তি পাওয়ার উপযোগী কোন দোষ করিলে তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে বেল্লা ফিরাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু গুরুতর অপরাধ হইলে বেল্লা লইতে হইবে ও তদতিরিক্ত শাস্তিও হইতে পারিবে।

(ঞ) সচ্চরিত্রের নিমিত্ত বেল্লাধারী কনেষ্টবলকে ভৎর্সনা করা আবশ্যক হইলে তাহার প্রথম অপরাধের জন্য বেল্লা ফিরাইয়া লইতে হইবে না। কিন্তু প্রথম ভৎর্সনার পর এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় ভৎর্সনা করার প্রয়োজন হইলে তখন বেল্লা উঠাইয়া লইতে হইবে।

(ট) বিশেষ কুচরিত্রের কোন ব্যক্তি কোন প্রশংসার কার্য্য করিলে তাহাকে বেল্লা দেওয়ার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ পুরস্কার দিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি কদাচ শাস্তি পায় নাই তাহাদের সম অবস্থায় ইহাকে রাখা কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পদোন্নতি।

১। যদি সম্ভব হয়, কনেষ্টবলের ঊর্দ্ধ পদস্থ সমুদয় কার্য্য ক্রমে নিম্ন শ্রেণী হইতে পারদর্শী ও উপযুক্ত লোকদিগকে উন্নত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

(ক) কনেষ্টবলের উচ্চ পদস্থ কোন কার্য্যে বাহিরের লোক নিযুক্ত করিতে হইলে ঐ ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার পূর্ব্বে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মতি লওয়া আবশ্যক।

(খ) পুলিশ-দলের বাহিরের কোন লোককে কনেষ্টবলের উচ্চ কোন পদে স্থায়ী রূপে নিযুক্ত করিলে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট ঐ ব্যক্তির প্রথম মাসের বেতনের বিলের সহিত প্রেরণ করিতে হয়।

২। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সব ইনেস্পেক্টরের পদ পর্য্যন্ত প্রমোশন দিতে পারেন। কিন্তু সমুদয় শ্রেণীর সব ইনেস্পেক্টরের নিয়োগ ও পদোন্নতি সম্বন্ধে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মতি ও মঞ্জুরি লইতে হইবে।

৩। চতুর্থ শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরের পদ সচরাচর স্থানীয় বন্দোবস্ত দ্বারা পূরণ করা যাইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরের পদ, যে জেলায় বা বিভাগে শূন্য থাকুক না কেন, সাধারণ ফর্দ্দ অনুসারে তাঁহাদের পদোন্নতি হইবে।

৪। চতুর্থ শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরের কোন পদ শূন্য হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক জন পুলিশ কর্ম্মচারিকে মনোনীত করিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেটকে জানাইবেন, মাজিষ্ট্রেট তাহাতে সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করিবেন। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলে আর এক জন পুলিশ কর্ম্মচারিকে মনোনীত করিতে হইবে। তদনন্তর মাজিষ্ট্রেট তাঁহার মনোনীত ব্যক্তির নাম কমিশনার সাহেবকে

জানাইবেন। তিনি সম্মত হইলে মঞ্জুর জন্য তদ্বিষয় ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবকে জানাইবেন। পদোন্নতির উপযুক্ত কোন সব ইনেস্পেক্টর জেলায় না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয় কমিশনারকে জানাইবেন, কমিশনার তাঁহার বিভাগস্থ অন্য কোন জেলার অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন বা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের নিকট এ বিষয় মীমাংসার জন্য লিখিবেন। কমিশনারের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে ইনেস্পেক্টর জেনারেল পছন্দ না করিলে তিনি গবর্ণমেণ্টে এ বিষয় এস্তমেজাজ করিবেন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি মনোনীত হওয়া মাত্র ইনেস্পেক্টরের কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পদ শেষ মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন বাহির করা হইবে না। অন্য কোন শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরের পদ শূন্য হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয় ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে ত্বরায় রিপোর্ট করিবেন। তিনি সাধারণ ফর্দ্দ হইতে ঐ পদে কাহাকেও উন্নীত করিবেন বা তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন।

৫। ইনেস্পেক্টর জেনারেল তৃতীয় শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরের পদ পর্য্যন্ত প্রমোশন দিবেন, তদূর্দ্ধ পদে প্রমোশন গবর্ণমেণ্ট দিবেন।

৬। প্রথম, দ্বিতীয়, বা তৃতীয় শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরের পদে কাহার প্রমোশন হইলে (জেলায় ঐ পদের কোন কর্ম্মচারী মঞ্জুর না থাকিলে বা মঞ্জুরির অতিরিক্ত হইলেও) তাঁহার স্থানান্তরিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। যে জেলায় তিনি কর্ম্ম করেন তথায় থাকিবেন ও উন্নীত পদের বেতন পাইবেন।

৭। কমিশনার সাহেব স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে তাঁহার এলেকাখণ্ডের কোন জেলার মঞ্জুরি ইনেস্পেক্টর বা অধঃস্থ কর্ম্মচারিদিগকে অন্য জেলায় কিছুকালের জন্য বা স্থায়ীরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের যোগে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

৮। কোন ব্যক্তির অবনতি বা পদচ্যুতি শেষ মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বে তৎপদে কাহাকেও স্থায়ীরূপে উন্নীত করা কর্ত্তব্য নহে।

ঐ সকল শূন্য পদে একটীন নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহার বেতন স্থায়ী ব্যক্তির অবনতি বা পদচ্যুতির আদেশ মঞ্জুর হওয়ার প্রতি নির্ভর করিবে।

৯। এক কালীন শূন্য পদ শীঘ্র শীঘ্র পূরণ করা কর্ত্তব্য। একটীন, প্রমোশন বা শিক্ষানবিশ স্বরূপ লোক নিযুক্ত করিয়া উর্দ্ধ শ্রেণীর শূন্য পদ পূরণ করিতে হয়, এবং একটীন নিযুক্ত হওয়া ব্যক্তির স্থানে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। একটীন নিযুক্ত করিবার সময়ও উপরোক্ত নিয়মানুসারে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি লওয়া আবশ্যক।

১০। শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত কোন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে হেড কনেষ্টবলের উপরস্থ কোন পদে বা সব ইনেস্পেক্টর-পদের এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া যাইবে না।

(ক) প্রহরীর তত্ত্বাবধান এবং কয়েদী, টাকা ইত্যাদি প্রেরণের কার্য্যে শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত লোকই বেশী উপযুক্ত, অতএব ষ্টেশনের কার্য্যে অনুপযুক্ত অশিক্ষিত ভাল কনেষ্টবলদিগকে পুরস্কার স্বরূপ এই সকল পদে উন্নীত করা কর্ত্তব্য।

(খ) প্রত্যেক জেলার মঞ্জুরী অশিক্ষিত হেড কনেষ্টবলের সংখ্যা নীচে প্রদান করা গেল।

নম্বর।	জেলা।	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট।
১	বাখরগঞ্জ	০	৩	৪	৬	১৩
২	বালেশ্বর	১	২	২	৫	১০
৩	বাঁকুড়া	১	২	৩	৭	১৩
৪	বীরভূম	১	২	২	৪	৯
৫	ভাগলপুর	১	৩	৫	১১	২০
৬	বগুড়া	১	৩	৩	৪	১০

নম্বর	জেলা।	১ম শ্রেণী।	২য় শ্রেণী।	৩য় শ্রেণী।	৪র্থ শ্রেণী।	মোট।
৭	বর্দ্ধমান	২	৪	৯	১০	২৫
৮	চট্টগ্রাম	১	৩	৫	৬	১৫
৯	চাম্পারণ	১	২	৪	৫	১২
১০	কটক	১	৩	৫	১১	২০
১১	ঢাকা	১	৩	৫	১০	১৯
১২	দারজিলিং	১	৪	৭	—	১২
১৩	দিনাজপুর	১	১	২	২	৬
১৪	দারভাঙ্গা	১	৩	৪	৯	১৭
১৫	ফরিদপুর	১	২	৩	৬	১২
১৬	গড়ঝাট	১	১	১	২	৫
১৭	গয়া	০	৫	৯	১৬	৩০
১৮	হাজারিবাগ	১	২	৪	৫	১২
১৯	হুগলি	১	৬	১০	১৬	৩৩
২০	হাবড়া	১	৩	৬	—	১০
২১	যশোহর	১	৩	৫	৭	১৬
২২	জলপাইগুড়ী	১	৪	৭	—	১২
২৩	খুলনা	০	২	৫	৬	১৩
২৪	লোহারডাঙ্গা	১	২	৪	৪	১১
২৫	মালদহ	১	১	৩	৪	৯
২৬	মানভূম	১	২	২	৫	১০
২৭	মেদিনীপুর	১	৪	৮	১১	২৪
২৮	মুঙ্গের	১	৫	৪	৮	১৮
২৯	মুরশিদাবাদ	১	৭	৮	৯	২৫
৩০	মজঃফরপুর	১	৪	৫	১২	২২
৩১	ময়মনসিংহ	১	৫	৫	৮	২০

নম্বর	জেলা।	১ম গ্রেড	২য় গ্রেড	৩য় গ্রেড	৪ গ্রেড	মোট
৩২	নোয়াখালী	১				৯
৩৩	নদীয়া	১			১১	২৮
৩৪	পালামৌ	—			২	৪
৩৫	পাটনা	১			১৬	২৮
৩৬	পুরী	১			৭	১৫
৩৭	পাবনা	১			৫	১৩
৩৮	পূর্ণিয়া	১		৫	৯	১৮
৩৯	রাজসাহী	১		৫	৬	১৫
৪০	রংপুর	২		৫	৬	১৭
৪১	সারণ	১		৬	১৩	২৩
৪২	সাহাবাদ	—		৬	৯	২০
৪৩	সিংভূম	১		২	২	৬
৪৪	সাঁওতাল পরগণা	১		৩	৬	১২
৪৫	ত্রিপুরা	১		৩	২	৮
৪৬	২৪ পরগণা	৪		২০	৩৬	৭০

(গ) এই সকল হেড কনেষ্টবলদিগকে গারদ কয়েদী ও টাকা চালান, জেলার পাহাড়ার তত্বাবধান ইত্যাদি লেখা পড়া নিষ্প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে।

(ঘ) পুরাতন ও সুখ্যাতিপন্ন কনেষ্টবলগণকে এই পদে প্রমোশন দিতে হয়, নূতন কোন ব্যক্তিকে ইহার কোন পদে নিযুক্ত করা এক কালীন নিষিদ্ধ। এই পদে প্রমোশন পাওয়ার উপযুক্ত কনেষ্টবল জেলায় না থাকিলে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে আবেদন করিতে হয় এবং তাহা হইলে অন্য জেলা হইতে লোক পাওয়া যায়।

তৃতীয় অঙ্ক।

শাস্তি।

১। ইনেস্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারী ফৌজদারী আদালতের দণ্ড যোগ্য অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ত্রুটি বা অসদ্ব্যবহার করিলে, বা স্বকীয় কোন কর্য্যের দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের অনুপযুক্ত হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে জরিমানা, সম্পণ্ড, অবনতি, পদচ্যুতি, অতিরিক্ত কাওয়াত (drill) বা লাইনে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ করিতে পারেন। কিন্তু সব ইনেস্পেক্টরদিগকে দণ্ড করিবার সময় জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মতি লওয়া আবশ্যক। ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের অভিপ্রায় যে অর্থ দণ্ড করার নিয়ম যতদূর সম্ভব হ্রাস করা কর্ত্তব্য। সামান্য সামান্য অপরাধে ষ্টেশন ও আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত সব ইনেস্পেক্টর কি হেড কনেষ্টবলের জরিমানা হইয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র বেতনের নীচের শ্রেণীর হেড কনেষ্টবল ও কনেষ্টবলের কদাচিত জরিমানা করা বিধেয়। অতিরিক্ত কাওয়াত (ড্রিল), প্রমোশন বন্দ, বিদায় বন্দ, প্রভৃতি প্রকারে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

২। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ইনেস্পেক্টর তাঁহাদের অধীনস্থ কোন ব্যক্তিকে জরিমানা করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয় পৃথক পৃথক রূপে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে রিপোর্ট করিবেন ও ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদের রিপোর্ট সম্বন্ধে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

৩। বিনা বিদায়ে অনুপস্থিত হইলে সর্ব্বদাই বেতন কর্ত্তন হইবে, এবং বিদায় সম্বন্ধীয় বিধি অনুসারে বিদায় অন্তে এক সপ্তাহ মধ্যে উপস্থিত না হইলে সচরাচর জরিমানা হইবে। প্রথম অপরাধের জন্য যত দিবস অনুপস্থিত থাকা যায় সেই কয়েক দিবসের বেতন কর্ত্তন করিতে হইবে, দ্বিতীয় বার অপরাধ হইলে (উপযুক্ত ন্যায় সঙ্গত কারণ না থাকিলে) এক দিবস অনুপস্থিতের জন্য দুই

দিবসের বেতন কর্ত্তন হইবে। তদনন্তর ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ৭ ধারার বিধান মতে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপন অভিপ্রায় অনুসারে শাস্তি দিতে পারিবেন। কোন কর্ম্মচারী বিদায়ের সময় অতীত হওয়ার এক সপ্তাহ মধ্যে উপস্থিত না হইলে তাহার আপন জেলার (যে জেলায় তাহার বাড়ী তথাকার) ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সেই অনুসন্ধানে উপস্থিত না হওয়ার উপযুক্ত কারণ প্রকাশ না পাইলে তাহাকে ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৯ ধারার অপরাধে বিচারার্থ ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ না করিয়া তাহার বেতন কর্ত্তন, সস্পণ্ড, অবনতি, বা উর্দ্ধ সংখ্যা পদচ্যুতি ইত্যাদি বিভাগীয় নিয়মানুসারে (Departmental) শাস্তি দিবেন।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনেস্পেক্টরদিগকে গবর্ণমেণ্ট শাস্তি দিবেন, তদ্ব্যতীত অধীনস্থ আর সমুদয় কর্ম্মচারীকে ইনেস্পেক্টর জেনারেল বা ডিপুটী ইনেস্পেক্টর জেনারেল শাস্তি দিতে পারিবেন। কোন ইনেস্পেক্টরের অর্থ দণ্ড দ্বারা শাস্তি হইতে পারে না। ইনেস্পেক্টরের নীচের পদস্থ কোন কর্ম্মচারীর এক মাসের অতিরিক্ত বেতন জরিমানা হইতে পারে না। এবং ইনেস্পেক্টর ও অন্যান্য সমুদয় পুলিশ কর্ম্মচারীর মধ্যে কাহাকেও ছয় মাসের অতিরিক্ত সস্পণ্ড করা যাইতে পারে না।

৫। ইনেস্পেক্টর শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম করিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার মাজিষ্ট্রেট ও শাখা খণ্ডের কমিশনার সাহেবের যোগে তদ্বিষয় ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে রিপোর্ট করিবেন।

কোন ইনেস্পেক্টরের দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে সস্পণ্ড করিয়া তৎসম্বন্ধে অবিলম্বে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে রিপোর্ট করিতে পারেন।

৬। কোন ব্যক্তির কারাদণ্ড হইলে তাহার যে কয়েক দিবসের বেতন বাকী থাকে তাহা দিয়া তাহাকে পদচ্যুত করিতেই হইবে। ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর জরিমানা হইলে

ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা না করা সম্বন্ধে যাহা উচিত বোধ করেন তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যে বহাল রাখিলে তাহার কারণ পুলিশ সম্বন্ধীয় মাসকাবার নক্সায় (Force return) জরিমানার ঘরে লিখিতে হইবে।

৭। মাজিষ্ট্রেট বা জজ আদালতে কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর শাস্তি হইলে সেই দণ্ডের আদেশ আপীল আদালত কর্ত্তৃক বহাল না হওয়া পর্য্যন্ত বা আপীল করিবার সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তির নাম পুলিশ বিভাগ হইতে কর্ত্তন করা যাইবে না।

৮। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্যতীত অপর কোন মাজিষ্ট্রেট পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৯ ধারামত মোকদ্দমা স্থাপন করিতে পারিবেন না।

৯। যে সকল অপরাধের জন্য ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করা যাইতে পারে তদ্রূপ অপরাধের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে কখন কখন ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ না করিয়া পদচ্যুত করা হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে ঐরূপ কোন ঘটনা হইলে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ না করার কারণ, পদচ্যুত করার আদেশ প্রচারের সময় লিখিতে হইবে। কোন আপত্তি না থাকিলে পদচ্যুত করার আদেশের সঙ্গেই এই কারণ লেখা কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি এই আদেশের নকল পাইবেন।

১০। যে সকল লোক বিনা বিদায়ে অনুপস্থিত থাকেন তাহাদের সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অন্য প্রকারে প্রকৃত পক্ষে কর্ম্ম খালি হওয়া জানিতে পারিলে (মৃত্যু হইলে) তাহাদের নাম কর্ত্তন করিয়া দিবেন।

১১। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী দেনার জন্য ধৃত, অথবা আদালতে আপনাকে দেউলিয়া বলিয়া প্রকাশ করিলে কর্ম্মচ্যুত হওয়া বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু হঠাৎ কোন দৈব দুর্ঘটনায় অথবা অনিবার্য্য কারণে যদি দেনা হইয়া থাকে এবং অমিতব্যয়িতার গতিকে দেনা হয় নাই ইহা দর্শাইতে পারিলে কর্ম্মচ্যুত হইবে না। গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী দেনার জন্য ধৃত হইলে অথবা আপনাকে দেউলিয়া বলিয়া

পরিচয় প্রদান করিলে তদ্বিবরণ গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে রিপোর্ট করিতে হইবে। ১৮৮৩ সনের ২৮এ নবেম্বর তারিখের ৩২ নম্বর সার্কিউলার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে, কোন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করা প্রয়োজন হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রথমতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ লিখিয়া লইতে হইবে, এবং উক্ত অভিযোগের সম্পূর্ণ উত্তর প্রস্তুত ও দাখিল করিবার জন্য তাহাকে সম্যক প্রকার ন্যায্য সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

১২। দণ্ডাজ্ঞার (ডিপার্টমেণ্টেল) যে সকল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে তাহতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির অপরাধ, তাহার জওবাব, তৎসম্বন্ধে যে আদেশ হয় ও আদেশ প্রদানের হেতুবাদ বিস্তৃত রূপে লিখিতে হইবে। অপরাধীর চরিত্র সম্বন্ধেও উল্লেখ করিতে হইবে।

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয় অনুসন্ধান আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই ক্রমিক উপরোক্ত বিবরণ সকল উপস্থিত অনুসারে লিখিতে হইবে। চূড়ান্ত আদেশের পর লেখা অবিধেয়।

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র ক্রমিক নম্বর দিয়া রাখিতে হইবে ও সেই নম্বব 'সারভিস্ সিটে লিখিতে হইবে যথাঃ— পদচ্যুত, ১৮৭৬ সনের ১১ই জানুয়ারি তারিখের ১ নম্বর কার্য্য বিবরণ (Proceedings)।

(গ) কোন ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ডিষ্ট্রীক্ট অর্ডার বহির আদেশের অবিকল নকল তাহাকে সর্ব্বদাই দিতে হইবে। ঐ ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হইলে নকলের জন্য রসীদ লইতে হইবে, ও সেই রসীদ তাহার নথীর সহিত থাকিবেক।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি রীতিমত ফি দিলে বা তাহার নিজের কাগজ ও আপন নকলনবিশ দ্বারা লেখাইয়া লইতে চাহিলে নথীস্থিত অবশিষ্ট কাগজের নকল পাইতে পারিবেন। এই ফিসের টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা দিতে হয়।

চতুর্থ অঙ্ক।

বদলী এবং অবসর।

১। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ যে জেলায় কর্ম্ম করেন সাধারণতঃ তাঁহারা সেই জেলার নিমিত্ত নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং ইনেস্পেক্টর ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় কর্ম্মচারী আপন আপন জেলায় প্রমোশন পাইবেন।

২। ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব আবশ্যক অনুসারে কোন পুলিশ কর্ম্মচারীকে বাঙ্গলা প্রদেশের কোন জেলায় বদলী করিতে পারেন। বদলীর আদেশ রহিত করিবার নিমিত্ত কোন আবেদন করিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে প্রেরণ করিবেন না।

৩। কোর্ট, ষ্টেশন ও আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে জেলার মধ্যে কোন স্থানে বদলী করার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তদ্বিষয় অবগত করাইতে হইবেক। জেলার মধ্যের যে কোন বদলীতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন মত ব্যক্ত করিতে পারেন।

৪। কর্ম্ম হইতে অবসৃত সমুদয় পুলিশ কর্ম্মচারীকে ৪ নম্বর ফারমে এক সার্টিফিকেট দিতে হইবেক ও তাহাতে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বাক্ষর করিবেন। কি কারণে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছানুসারে অবসর, দুশ্চরিত্রের নিমিত্ত কর্ম্মচ্যুত, আর কর্ম্ম করিতে অপারগ বিধায় অবসৃত, বা এবালিশ ইত্যাদি যে কোন কারণে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তাহা স্পষ্ট রূপে ও সংক্ষেপে লিখিতে হইবে।

৫। কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়া সমুদয় পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তাহাদের নিয়োগ পত্র (সার্টিফিকেট) রাখিতে হইবেক এবং কাহাকেও জেলার সদর মোকামে না আনাইয়া অবসর করা যাইবে না। মফস্বলস্থ কোন ব্যক্তিকে অবসর করা প্রয়োজন হইলে তাহাকে প্রথমতঃ লাইনে বদলী করিয়া অনিতে হইবে, তৎপর

তাহার হিসাব পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহার মকরোরী সার্টিফিকেট ফেরৎ লইতে হইবে, তাহার কাপড় নিলাম করাইতে হইবেক, এবং তাহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করার নিদর্শন পত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবেক। এই সকল সার্টিফিকেটের এক ফাইল থাকিবে ও তাহা প্রতি বৎসর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে নষ্ট করিয়া ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে এক রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

৬। বিদায় লইয়া যাওয়ার সময় মকরোরী সার্টিফিকেট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপীসে রাখিয়া যাইতে হয়। কোন গতিকে সার্টিফিকেট হারাইলে এবং তৎসম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট না করিলে ও দৈবাৎ খোয়া গিয়াছে প্রমাণ করিতে না পারিলে জরিমানা হইবেক।

৭। কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়ার পূর্ব্বে লাইনে যাওয়ার হুকুম পাইয়া কেহ সেই আদেশ অমান্য করিলে তাহার নামে ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে মোকদ্দমা স্থাপন করা যাইবে।

৮। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সার্টিফিকেট দিতে হইলে ঐ ব্যক্তির চরিত্র এবং পদচ্যুতি বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রকৃত কারণ সম্পূর্ণ রূপে লিখিতে হইবে।

চিকিৎসকের নিদর্শন পত্রানুসারে কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়া।

৯। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী চিকিৎসকের নিদর্শন পত্রানুসারে কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়ার পর পুনরায় কলিকাতা বা অন্য কোন স্থানের চিকৎসকের নিকট হইতে তাহার শারীরিক সুস্থতার সার্টিফিকেট উপস্থিত করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। এতদ্দ্বারা এই প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রথম সার্টিফিকেট অবিবেচনার সহিত দেওয়া হইয়াছিল অতএব ভবিষ্যতে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কর্ম্ম হইতে অবসর করার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল বিদায়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় কি না দেখিতে

হইবে; দীর্ঘকাল বিদায় দেওয়ার পূর্ব্বে কাহাকেও অবসর করা যাইবে না।

আপীল।

১০। উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ জরিমানা করিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল করিবার কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু আপীল আদালত ইচ্ছা করিলে কোন নথী তলব দিয়া যে হুকুম আবশ্যক বোধ করেন তাহাই প্রদান করিতে পারেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট, কনেষ্টবল এবং হেড কনেষ্টবলদিগের সম্বন্ধে, স্বয়ং বা আপীল স্বরূপ, যে কোন আদেশ প্রদান করেন বিভাগের কমিশনার সাহেব তাহা সংশোধন করিতে পারেন। কনেষ্টবল এবং হেড কনেষ্টবল অবনতি অথবা কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহার আপীল জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে হইবে, সব-ইনেস্পেক্টরদিগের সম্বন্ধীয় আদেশের আপীল বিভাগস্থ কমিশনার সাহেবের নিকট, এবং ইনেস্পেক্টর সম্বন্ধীয় আদেশের আপীল গবর্ণমেণ্টে হইবে। হুকুমের তারিখের পর দিবস হইতে ৩০ দিবস মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে হয়। কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে অত্যন্ত অবিচার হইলে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবার ক্ষমতা এতদ্দ্বারা রহিত হইল বিবেচনা করিতে হইবে না।

১১। সম্পণ্ড থাকার সময় বেতন পাওয়ার বিধি।

(ক) নীচের লিখিত (গ) ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অবস্থা ব্যতীত কোন কর্ম্মচারী পদচ্যুত হওয়ার তারিখ হইতে আর বেতন প্রাপ্ত হয়েন না, তাহার পদচ্যুত হওয়ার আদেশের অসম্মতিতে আপীল নিষ্পত্তি হইতে যে সময় লাগে সেই সময়ের বেতন দেওয়া যায় না।

(খ) উপরোক্ত (গ) ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অবস্থা ব্যতীত কুচরিত্রের নিমিত্ত শাস্তি স্বরূপ কোন ব্যক্তি সম্পণ্ড হইয়া যত দিবস তদবস্থায় থাকেন সেই সময়ের কোন বেতন প্রাপ্ত হয়েন না।

(গ) কোন ব্যক্তি কর্ম্মে থাকা সময় যে ব্যয় পড়ে তাহার অতি-

রিক্ত ব্যয় নীচের লিখিত অবস্থা ব্যতীত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিনা আদেশে করা যাইতে পারে না ঃ—

(১) কোন কর্ম্মচারীর দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সম্পণ্ড করা গেলে যে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে তিনি সম্পণ্ড হয়েন সেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে খোরাকী বাবদ তাহার বেতনের এক চতুর্থাংশ দিতে পারেন। ঐ কর্ম্মচারী ইয়ুরোপের বাসান্দা হইলে তাহাকে মাসিক অন্যূন ২৫৲ টাকা করিয়া খোরাকী বাবদ দিতে হইবে। ঐ ব্যক্তির মাসিক বেতন ১০০৲ টাকার কম হইলে সেই হারে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। খোরাকীর টাকা অনুগ্রহ স্বরূপ দেওয়া যায়, কাহারও সত্ব আছে বলিয়া ইহা পাইতে পারেন না।

(২) কোন কর্ম্মচারী দুশ্চরিত্র নিমিত্ত সম্পণ্ড হওয়ার পর পুনর্বিচারে বা আপীলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা এক কালীন বা আংশীক অন্যায্য সাব্যস্ত হইলে, অথবা যদি কোন কর্ম্মচারী পদচ্যুত বা তাহার দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পণ্ড হওয়ার পর অনুসন্ধানে বা পুনর্বিচারে কি আপীলে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তবে পুনর্বিচারক বা আপীল আদালত ঐ কর্ম্মচারীকে তাহার সম্পণ্ড থাকা সময়ের নিমিত্ত ঃ—

(১) এক কালীন নির্দ্দোষী সাব্যস্থ হইলে তাহার সম্পূর্ণ বেতন বা (২) পুনর্বিচারক কি আপীল আদালত তাহার বেতনের যে অংশ দেওয়া উচিত বোধ করেন তাহাই দেওয়ার আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(ঘ) স্বীয় পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পণ্ড থাকার কাল চাকুরী বলিয়া গণ্য হয়। সম্পণ্ডের সময় কোন নির্দ্দিষ্ট দণ্ড বলিয়া আদেশ হইলে এই সময় চাকুরী মধ্যে গণ্য হয় না। কোন কর্ম্মচারী তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পণ্ড হইয়া পুনরায় কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে যদি সম্পণ্ড থাকা সময়ের বেতনের কোন অংশ প্রাপ্ত না হয়েন তবে ঐ সময় চাকুরী

বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যে কর্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে তিনি কর্ম্মে পুনরায় নিয়োগ হয়েন সেই কর্তৃপক্ষ তৎকর্ম্মে পুনরায় নিয়োগ কালে ঐ সস্পণ্ডের সময় চাকরী বলিয়া গণ্য হওয়ার স্পষ্ট আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(ঙ) কোন পুলিশ কর্ম্মচারী সস্পণ্ড হইলে ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ৮ ধারার বিধান অনুসারে তাহার পুলিশের কোন ক্ষমতা থাকে না। সেই সময়ে তিনি আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন এবং তাঁহার যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন।

(চ) কোন কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে কোন তদন্ত হওয়ার সময়ে তাহাকে উপস্থিত রাখা আবশ্যক বোধ হইলে তাহাকে সস্পণ্ড না করিয়া লাইনে রাখা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

বিদায়ের নিয়ম।

১। পুলিশের ইনেস্পেক্টর, সব ইনেস্পেক্টর এবং নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ বিদায় গ্রহণ করিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের ঠিকানা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে রাখিয়া যাইবেন।

২। জেলার মঞ্জুরি পুলিশ মধ্যে শতকরা ৫ জনের অতিরিক্ত এক সময় বিদায় পাইতে পারেন না।

৩। ফার্লো বিদায়ের প্রয়োজন হইলে বিদায় গ্রহণ করার অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে আবেদন না করিলে বিলম্বের কারণ দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হয়।

৪। শীতকালে, অর্থাৎ অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ হইতে মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখ মধ্যে, বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন অনুগ্রহের বিদায় দেওয়া যায় না।

৫। বিদায় মঞ্জুর হওয়ার তারিখ হইতে পঁয়ত্রিশ দিবস মধ্যে

বিদায় গ্রহণ না করিলে বিদায় লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে পুনরায় আদেশ গ্রহণ করিতে হয়।

৬। ইনেস্পেক্টর ব্যতীত এবং নীচের লিখিত ৭ প্রকরণের অবস্থা ভিন্ন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অধীনস্থ সমুদয় পুলিশদিগকে নিয়মানুসারে বিদায় দিতে পারেন। ইনেস্পেক্টরদিগের বিদায় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের মঞ্জুরি লওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের বিদায়ের আরজী উপযুক্ত সময়ে প্রেরণ করিতে হইবে। চিকিৎসকের সার্টিফিকেট অনুবলে বিদায় লইতে হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মতি লইয়া ইনেস্পেক্টরকে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।

(ক) মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমত্যানুসারে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইনেস্পেক্টরকে দশ দিবসের ডিষ্ট্রীক্ট বিদায় দিতে পারেন; কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই বিদায় দেওয়া অবৈধ, অথবা অন্য প্রকার বিদায়ের সহিত এই বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

(খ) ডিষ্ট্রীক্ট বিদায় অর্থ জিলার মধ্যে বিদায়, অর্থাৎ ইনেস্পেক্টর এই বিদায় অনুবলে আপন জিলার বহির্ভূত স্থানে যাইতে পারেন না। জেলার সীমানার বাহিরে যাইতে হইলে রীতিমত আরজী করিতে হইবে।

(গ) পীড়িত বা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ বশতঃ এক কি দুই দিবস কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিলে কর্ত্তৃপক্ষ তদধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে যে বিদায় প্রদান করেন তাহাকে "ক্যাজুয়েল" বিদায় বলে। এই বিদায় সম্বন্ধে কোন বিধি দেখা যায় না এবং ইহা রীতিমত অন্য প্রকার বিদায়ের ন্যায় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৭। এক জেলা হইতে জেলান্তরে বদলীর আদেশ হইলে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই বিদায়ের প্রার্থনা করিয়া থাকেন, অতএব জেলা হইতে বদলী হওয়ার আদেশ হইলে, অথবা কোন জেলায় বদলী হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করায় অথবা কয়েক দিবস পরে কাহাকেও শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের বিনাদেশে বিদায় দেওয়া যাইবে না।

৮। বদলীর আদেশ প্রাপ্তির পর দিবস হইতে নূতন স্থানের কার্য্যে যোগ দেওয়ার তারিখ আরম্ভ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৯। সমুদয় পুলিশ কর্ম্মচারীগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে, তাহাদের বিদায় যে তারিখে শেষ হয় সেই দিবস আপন কার্য্যে উপস্থিত হয়েন। বিদায়ে থাকা সময় অতিরিক্ত বিদায়ের প্রয়োজন হইলে তাহার আরজী এইরূপ ভাবে করা কর্ত্তব্য যে, তাহা মঞ্জুর কি অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ বিদায় শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই পাওয়া যাইতে পারে। যদি ঐ সময় মধ্যে কোন সংবাদ না পাওয়া যায় তবে তাহাদের আপনাপন কর্ম্মে হাজির হইতে হইবে।

১০। ফার্লো বিদায় অতীত হওয়া মাত্র, এবং বিশেষ ও অনুগ্রহের বিদায় অতীত হওয়ার পর এক সপ্তাহ মধ্যে কর্ম্মে পুনরায় যোগ না দিলে কাহার চাকরি পাওয়ার দাবি থাকে না। অনুগ্রহ বিদায়ের অতিরিক্ত সময় অনুপস্থিত থাকিলে সমুদয় বিদায়কালের বেতন পাওয়ার কোন সত্ব থাকে না, কিন্তু অভিপ্রায় হইলে সেই অনুগ্রহ বিদায় ফার্লো অথবা মেডিকেল বিদায় বলিয়া গণনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং সেইরূপ বিদায়ের হিসাবে বেতন পাওয়া যায়।

১১। পুলিশ কর্ম্মচারীর আপনাপন স্বাস্থ্যের নিমিত্ত বিদায় প্রয়োজন হইলে তিনি তৎকালীন যে স্থানে থাকেন সেই জেলার সিভিল সার্জ্জন সাহেবের সার্টিফিকেট সহ বিদায়ের প্রার্থনা করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম অঙ্ক।

পোষ্টাফিস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

১। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ কদাচ একা এক গবর্ণমেণ্টে কোন চিঠী-পত্র লিখিতে পারিবেন না, তাঁহাদের আবশ্যক হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যোগে দরখাস্ত করিতে পারেন।

২। নিম্ন বঙ্গ প্রদেশের পুলিশ কর্ম্মচারী অন্য গবর্ণমেণ্টের অধীন পুলিশের নিকট অথবা বঙ্গদেশের যে স্থানে ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে তথায় কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট চিঠী লিখিলে তাহা ইংরাজীতে অথবা ঐ দেশের প্রচলিত ভাষায় লিখিবেন।

৩। চিঠী বা রিপোর্ট সহ যে সকল কাগজ প্রেরণ করা যায় তৎসমুদয় উত্তম রূপে সূতা দ্বারা গাঁথিয়া দিতে হইবে যেন কোন কাগজ পড়িয়া না যায়।

৪। অকারণ অধিক ডাক মাশুল না লাগে এই জন্য এক তারিখে এক আফিসে যত কাগজ যায় তাহা ৮ দফার লিখিত নিয়মানুসারে এক লেপাফায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

৫। জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অর্থাৎ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যোগে ব্যতীত কোন দরখাস্ত ইন্স্পেক্টর জেনারেল সাহেব গ্রহণ করিবেন না। এক রিপোর্টে নানা বিষয় লেখা অবৈধ, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক রিপোর্ট করিতে হয়।

৬। কোন বিষয়ের জন্য তাগীদ আসিলে ও তাহা অনেক পূর্ব্বে প্রেরিত হইয়া থাকিলে তাহার নকল তাগীদের উত্তরের সহিত পাঠান কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি এরূপ হয় যে তাগীদ ও আসল কাগজ

পরস্পর এক সময় ডাকে গতায়াত করিয়াছে তবে আর নকল প্রেরণ করা নিষ্প্রয়োজন।

৭। রাজকীয় কাজের জন্য যে টেলিগ্রাম করা হয় তাহার ভাষা অর্থ সংযুক্ত হইবে, ও অল্প কথায় তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে কোন টেলিগ্রাম করিলে তাহার ব্যয় টেলিগ্রাম প্রেরণের সময় নগদ টাকা বা ষ্ট্যাম্প দ্বারা দিবেন। সাধারণ লোকের সংবাদ ও রাজকীয় সংবাদ তুল্য ব্যয়ে প্রেরিত হয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। এই অনুমত্যনুসারে কোন রাজকীয় জরুরি সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে প্রেরণকারী ইহার ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিবেন ও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহা টেলিগ্রাফ আফিসে দিবেন। রাজকীয় টেলিগ্রাম সাধারণত "বিলম্বে প্রেরিত" (deferred) হইবে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে "জরুরি" (urgent) হইবে না। রাজকীয় কোন টেলিগ্রাম "সাধারণ" (ordinary) ভাবে পাঠান যায় না। "জরুরি" (urgent) বলিয়া লেখা না থাকিলে সমুদয় রাজকীয় টেলিগ্রাম "বিলম্বে প্রেরিত" (deferred) বলিয়া গণ্য হইবে। কি প্রকারের টেলিগ্রাম কত ব্যয় লাগে তাহা স্থানীয় পোষ্টাফিসে জানা যায়।

৮। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ যে সকল সরকারী লেপাফা প্রেরণ করেন তাহা সরকারী টিকিট (Service Stamp) দ্বারা মাশুল দিয়া পাঠাইবেন ও লেপাফার উপর "শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর কার্য্য" লিখিয়া দিবেন। এবং যিনি লেপাফা প্রেরণ করেন তিনি তাহাতে স্বীয় নাম ও পদ সম্পূর্ণ রূপে লিখিবেন। যথা—

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর কার্য্য—
সরকারী টিকিট।
শ্রীযুক্ত——
প্রেরণকারীর নাম—
তাহার পদ।

লেপাফার উপরিভাগে "শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর কার্য্য" না লিখিয়া বা দস্তখত না করিয়া, কেবল সরকারী টিকিট বসাইয়া প্রেরণ করিলে তাহা ব্যারিং লেপাফার ন্যায় গণ্য হইবে। কি ওজনের লেপাফায় কত মাশুল লাগে তাহা স্থানীয় পোষ্টাফিসে জানা যায়।

৯। সরকারী লেপাফা ঠিকানা পরিবর্ত্তনের গতিকে ফেরত আসিলে তাহার অতিরিক্ত মাশুল লাগে না।

১০। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর নামে "শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর কার্য্য" উল্লেখে কোন লেপাফা আসিলে তাহার মাশুল দিয়া রাখিতেই হইবে। প্রেরণকারীর কোন অনিয়ম বা ত্রুটির গতিকে মাশুল ধার্য্য হইলে তদ্বিষয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানান কর্ত্তব্য।

১১। সারভিস ষ্ট্যাম্প না পাওয়া গেলে লেপাফা ব্যারিং দিতে হইবে, কিন্তু তাহাতেও প্রেরণকারীর নাম, পদ, এবং "শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর কার্য্য" স্পষ্টরূপে লিখিত হইবে।

১২। বৃহদাকার লেপাফা সামান্য চিঠীর ন্যায় না পাঠাইয়া প্যাকেট পোষ্টে পাঠাইতে হয় কারণ তাহাতে কম মাশুল লাগে। বৃহদাকারের লেপাফা প্যাকেট পোষ্ট অপেক্ষা পারশেল পোষ্টে প্রেরণ করিতে অধিক ব্যয় লাগে অতএব গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ অকারণ পারশেল পোষ্টে কোন কাগজ পাঠাইবেন না।

১৩। ছয়শত তোলার অতিরিক্ত ওজনের সরকারী কোন লেপাফা ডাকে যায় না, এবং ২ ফিট লম্বা ১ ফিট পাশ অথবা উচ্চ হইতে বড় কোন সরকারী লেপাফা প্যাকেট পোষ্ট প্রেরণ করা যায় না, কিন্তু তদরূপ কোন লেপাফা ৬০০ ছয়শত তোলা পর্য্যন্ত ওজন হইলে পারশেল পোষ্টে পাঠান যায়।

১৪। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ সরকারী কার্য্যকারক স্বরূপে কোন ব্যক্তির নিকট, ঐ ব্যক্তির নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে, কোন চিঠী অথবা পারশেল পাঠাইলে তাহা সারভিস ব্যারিং ডাকে পাঠাইবেন ও ঐ লেপাফায় প্রেরণকারী তাঁহার নাম ও পদ সম্পূর্ণ রূপে লিখিবেন।

১৫। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্বন্ধে অপর ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর নিকট কোন লেপাফা প্রেরণ করিলে (যেমন জমিদার প্রভৃতি যাঁহারা অপরাধের সংবাদ পুলিশের নিকট দিতে বাধ্য) তাহা সারভিস ব্যারিং লেপাফায় পাঠাইবেন এবং ঐ লেপাফার উপর তাঁহাদের নাম স্পষ্ট করিয়া দস্তখত করিবেন। যে ব্যক্তির নিকট লেপাফা প্রেরণ করেন তাঁহার পদও সম্পূর্ণরূপে লেপাফার উপর লিখিবেন।

১৬। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ বিদায়ে থাকা সময় অথবা পেনসন লইয়া অবসর থাকা সময়ে সাধারণ লোকের ন্যায় সরকারী কার্য্যকারক নিকট চিঠী লিখিতে পারেন।

১৭। সরকারী লেপাফার উপর যে মাশুল দেয় বলিয়া চিহ্নিত হয় তাহা ঐ লেপাফা যে পোষ্টাফিস হইতে বিলী হয় তথাকার পোষ্টমাষ্টার বা ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার দস্তখত করিয়া দিবেন।

১৮। মাসের শেষ কণ্টিজেণ্ট বিল করিয়া ব্যারিং লেপাফার মাশুল পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ লেপাফা না থাকিলে মাশুল মঞ্জুর হয় না।

১৯। সারভিস ষ্ট্যাম্পের জমা খরচের এক হিসাব বহি সর্ব্বদাই রাখিতে হইবে।

২০। এক কালীন জমিদারী ডাক লাইনের আয়ে যে সকল লেপাফা চলে ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার মাশুল পরিহার করিয়াছেন, কিন্তু যে স্থানের লেপাফা কতক জমিদারী ডাক লাইনের আয়ে কতক রাজকীয় ব্যয়ে বহন হয়, অথবা এক কালীন রাজকীয় ব্যয়ে বহন হয় তথায় মাশুল আদায় হইয়া থাকে। সুতরাং কোন লেপাফা রাজকীয় লাইনের কোন অংশ হইয়া যাইলে তাহার মাশুল সারভিস ষ্ট্যাম্প দ্বারা অগ্রিম দিতে হইবে অথবা সারভিস ব্যারিং পাঠাইতে হইবে।

২১। বদলী বা উন্নতির জন্য কোন দরখাস্ত করিতে হইলে ঐ দরখাস্ত লেখার কাগজ, ও তাহা প্রেরণের ডাকমাশুল দরখাস্তকারী নিজ হইতে দিবেন।

২২। বিদায়, বদলী অথবা নিজের অন্য কোন স্বার্থের জন্য উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট টেলিগ্রাম করিতে হইলে তাহার ব্যয় নিজ হইতে দিতে হয়। ঐ টেলিগ্রামের উত্তর যদি টেলিগ্রাম দ্বারা পাওয়ার অভিপ্রায় হয় তবে তদ্ব্যয়ও নিজের অগ্রিম দিতে হইবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

মেমোরিয়েল প্রদান সম্বন্ধীয় বিধি।

১। গবর্ণমেণ্টের অনেক কর্ম্মচারী একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টে কোন "মেমোরিয়েল" (প্রার্থনা বা অভিনন্দন পত্র) প্রেরণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন "মেমোরিয়েল"—দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই একত্র মেমোরিয়েল প্রদান নিষেধ দ্বারা ব্যক্তিগত অভিপ্রায় আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করা নিষেধ হইল বিবেচনা করিতে হইবে না।

২। গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী তাঁহার নিজের স্বার্থ-বিহীন স্বীয় পদের সহিত সংসৃষ্ঠ কোন বিষয়ে মেমোরিয়েল প্রেরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু যাহারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে অসক্ত এমত ব্যক্তির পক্ষ হইয়া মেমোরিয়েল পাঠাইতে পারেন।

৩। সাধারণতঃ যে নিয়মে মেমোরিয়েল দেওয়া হয় তদনুরূপ দিতে হইবে না। অতি নম্র ও বিনীত ভাষায় মেমোরিয়েল দাতার কথা প্রকাশ করিতে হইবে।

৪। উপরের লিখিত নিয়মের অন্যথাচরণে কোন মেমোরিয়েল দেওয়া হইলে যে কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে তাহা প্রেরণ করা যায়, তিনি তৎসম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করিবেন না এবং মেমোরিয়েল দাতা কর্ম্মচারীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরাগ ভাজন হইবে।

৫। আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পৃথক চিঠী দ্বারা এই মেমোরিয়েল যথাস্থানে প্রেরণ জন্য পাঠান উচিত।

৬। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নিকট কোন মেমোরিয়েল দিতে হইলে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যোগে পাঠাইতে হইবে।

৭। হাতে লিখিয়া অথবা ছাপিয়া মেমোরিয়েল দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত যে কোন দলিল থাকে তাহার ও মেমোরিয়েলের প্রত্যেক পাতে দাতাগণের দস্তখত থাকা আবশ্যক।

৮। মেমোরিয়েল এবং তৎসহ যে দলিল প্রেরিত হয় তৎসমুদয় ইংরাজীতে লিখিতে হইবে। যদি ঐ দলিল দেশীয় ভাষায় প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ হয় তবে তাহার এক ইংরাজী অনুবাদ তৎসহ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহাতেও দাতাগণের দস্তখত করিতে হইবে।

৯। দুই অথবা তিনখানা মেমোরিয়েল প্রেরণ করা নিষ্প্রয়োজন; একখানাই যথেষ্ট এবং তাহাই ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে। আবশ্যক হইলে তাহার এক নকল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাখিয়া থাকেন।

১০। মেমোরিয়েল উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের যোগে আগত হইলে তাহা প্রাপ্তির পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ এক মাসের অনধিক বিলম্বে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

১১। নীচের লিখিত অবস্থাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এবং প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাগণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অথবা ভারতবর্ষীয় শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব সমীপে মেমোরিয়েল প্রেরণ করা সম্বন্ধে ইচ্ছানুরূপ আচরণ করিতে পারেন (অর্থাৎ তাঁহাদের অভিপ্রায় হইলে মেমোরিয়েল প্রেরণ না করিলেও পারেন)।

(১) যদি মেমোরিয়েল অস্পষ্ট লেখা হয় অথবা না বুঝা যায়।

(২) যদি মেমোরিয়েল অসম্মানসূচক অথবা অসঙ্গত ভাষায় লেখা হয়।

(৩) যে বিষয়ের জন্য মেমোরিয়েল দেওয়া হয় তাহা যদি পূর্ব্বে একবার যাঁহার নিকট মেমোরিয়েল পাঠান যায় তাঁহা কর্ত্তৃক

নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং তৎপর পুনর্ব্বিবেচনা জন্য আর নূতন কোন অবস্থা অথবা ঘটনা না হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যাহার আপীল একবার না মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার জন্য পুনরায় শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট মেমোরিয়েল দেওয়া গেলে তাহা দ্বিতীয় মেমোরিয়েল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা প্রেরণ করা হইবে না।

(৪) যাঁহার কোন স্পষ্ট দাবি নাই এমত ব্যক্তি অর্থের সাহায্য জন্য যদি দরখাস্ত করেন।

(৫) চিহ্নিত (covenanted) কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় কোন গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন কর্ম্ম পাওয়ার দরখাস্ত করিলে।

(৬) যদি মেমোরিয়েল কোন আদালতের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হয়।

(৭) যদি মেমোরিয়েলদাতা সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পেনশন পাওয়ার আশায় তাহা দেন।

(৮) মাসিক ২৫০৲ টাকার অনধিক বেতনভোগী গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত, অবসৃত অথবা অবনত হইয়া ভারতর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ আদেশ মঞ্জুর হওয়ার পর যদি তদ্বিরুদ্ধে আপীল স্বরূপ ঐ মেমোরিয়েল দেন।

(৯) ভারতবর্ষীয় কোন গবর্ণমেণ্ট বা শাসনকর্ত্তাগণ আইনতঃ কোন ক্ষমতা অথবা নিয়ম অনুসারে কোন দয়া প্রদর্শন না করায় কেবল তদ্বিরুদ্ধে যদি আপীল হয়।

১২। কোন বিষয়ের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পূর্ব্বে আবেদন না করা হইয়া থাকিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের কোন মেমোরিয়েল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অথবা ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নিকট না প্রেরণ করিলেও পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

টাকা ও কয়েদী প্রেরণের বিধি।

প্রথম অঙ্ক।

সাধারণ নিয়ম।

১। জেলার সদর মোকাম হইতে মহকুমায়, বা মহকুমা হইতে জেলায় টাকা ইত্যাদি প্রেরণ জন্য প্রতি সপ্তাহে লাইন হইতে লোক প্রেরিত হইবে। এই সকল লোক দ্বারা অন্যূন তিন মাস অন্তর মহকুমার ট্রেজরীর প্রহরী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(ক) মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ ষ্টেশন ও আউটপোষ্টের পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে জানাইবেন যে, তাঁহারা যে সকল দ্রব্য জেলার সদর মোকামে প্রেরণ করিতে চাহেন তাহা মহকুমা হইতে স্কর্ট (Escort) রওয়ানা হইবার অন্ততঃ পুরা এক দিবস পূর্ব্বে মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(খ) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্য যে ষ্টেশন ও আউটপোষ্ট হইতে যে সকল মাল আগত হয় তৎসমুদয় ও কয়েদী, টাকা ইত্যাদি চালান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এবং টাকা, অন্য ভারি জিনিষ, ও যে সকল কয়েদী হাটিতে পারে না তাহাদিগের নিমিত্ত গাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা হয় কি না তাহাও তিনি দেখিবেন। যাঁহার আদেশ ক্রমে এই দ্রব্যাদি চালান হয় তাঁহার এই ব্যয় দিতে হইবে।

(গ) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের নিয়মাবলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যে লোক সদর

মোকাম হইতে প্রেরিত হয় তাহারা যে পরিমাণ টাকা বা কয়েদী আনিতে পারে তদতিরিক্ত প্রেরণ করার আবশ্যক হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীকে জানাইবেন, তিনি পুলিশ ষ্টেশন হইতে অবশিষ্ট লোক আনাইয়া উপযুক্ত "স্কর্ট" কবিয়া দিবেন। সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারী অনুপস্থিত থাকিলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর নিজেই এই কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

(ঘ) এইরূপ ভাবে বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে, পুলিশ ষ্টেশন হইতে যে সকল লোক দেওয়া হয় তাহারা সম্মুখস্থ ষ্টেশনেই অবসর হইতে পারে।

(ঙ) মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাপ্তাহিক "স্কর্ট" ব্যতীত অতিরিক্ত "স্কর্ট" চাহিলে তাঁহাকে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে তজ্জন্য আবেদন করিতে বলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে তাঁহার লিখিত অনুমতি ক্রমে সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারী বা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর "স্কর্ট" দিবেন ও মাজিষ্ট্রেটের আসল আদেশ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অবগত্যার্থে প্রেরণ করিবেন।*

২। জেলার বহির্ভাগে "স্কর্ট" প্রেরণের প্রার্থনাপত্র, সম্ভব হইলে অন্যূন ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে পাঠাইতে হইবে।

৩। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পুলিশ দ্বারা কোন "স্কর্ট" অবসর করিতে হইলে তদ্বিষয় পুরা তিন দিবস পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন।

৪। পদব্রজে বা দেশীয় নৌকায় যে "স্কর্ট" যায় তাহা সচরাচর পথিমধ্যের কোন জেলার সদর মোকামে অবসর হইবে। কিন্তু ষ্টিমারে গমন করিলে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুরের এলাকা মধ্যে থাকা পর্য্যন্ত রাস্তার কোন স্থানে "স্কর্ট" বদল হইবে না। এবং কতক ষ্টিমারে ও কতক রেলওয়ে যোগে গমন করিলে "স্কর্ট" বদল হইবে না।

---

* সাপ্তাহিক "স্কর্ট" প্রেরণের নিয়ম ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ইচ্ছাধীন।

৫। কয়েদী বা টাঁকা লইয়া যে "স্কর্ট" কলিকাতা রওয়ানা হয় তাহারা কতক রেলওয়ে গাড়ীতে এবং কতক হাটিয়া যায়, সুতরাং তাহাদের গন্তব্য স্থানের শেষ সীমানায় তাহাদিগকে অবসর করিতে অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হয়, অতএব ২৪ পরগণা অথবা হাবড়ার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে তদ্বিষয়ের এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে হইবে। এই টেলিগ্রাম "স্কর্ট" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দিতে হয়, তিনি রেলওয়েতে পৌছামাত্র এই টেলিগ্রাম করিবেন। তিনি যে গাড়ীতে যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন কোন কারণ বশতঃ তাহাতে যাইতে না পারিলে দ্বিতীয় গাড়ীতে যে সময় রওনা হয়েন তাহা আর এক টেলিগ্রাম দ্বারা জানাইবেন। শেষ সীমানার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট "স্কর্টের" লোকদিগকে যে কোন আদেশ প্রদান করেন তাহা নিরাপত্তিতে প্রতিপালন করিতে হইবে।

৬। রিজার্ভের কর্ম্মচারী "স্কর্টের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে এক ডিউটী সার্টিফিকেট দিবেন ও তাহাতে "স্কর্টের" সমুদয় ব্যক্তির নাম, ও তাহাদের যাতায়াতের ব্যয় বাবদ যত টাকা "স্কর্টের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়া যায় তাহা লিখিবেন।

৭। "স্কর্টের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদনন্তর সকল লোকসহ রওনা হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় গন্তব্য স্থানে পৌছিবেন ও যাঁহার প্রার্থনানুসারে "স্কর্ট" দেওয়া যায় তাঁহাকে সংবাদ দিবেন এবং তিনি যেরূপ অনুমতি করেন ঠিক তদ্রূপ আচরণ করিবেন। "স্কর্ট" উপযুক্ত সময় না পৌছিলে তজ্জন্য "স্কর্টের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দায়ী হইবেন।

৮। রাস্তায় কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে লিখিত উপদেশ পাওয়ার পূর্ব্বে "স্কর্টের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রওনা হইবেন না। যাঁহার প্রার্থনামতে "স্কর্ট" দেওয়া যায় তিনি এই উপদেশ প্রদান করিবেন।

৯। যাঁহার প্রার্থনামতে "স্কর্ট" দেওয়া যায় তিনি গাড়ী ইত্যাদির

বন্দোবস্ত করিবেন। সে কাজ পুলিশের নহে। বিশেষ অবস্থা ব্যতীত কয়েদী এবং টাকা একত্র প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

১০। "স্কর্ট" প্রেরণ করিতে কেবলমাত্র পুলিশের যে ব্যয় (কয়েদী, টাকা ইত্যাদির খরচ নহে) তাহাই পুলিশ বিভাগ হইতে পাওয়া যায়। ক্ষেয়া পার হইতে, ও রাস্তার কুত বাবদ যে ব্যয় হইবে তাহা রওনা হওয়ার পূর্ব্বে লইয়া যাইতে হয়। পুলিশের নিমিত্ত যে সকল ব্যয় হয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেবল তাহাই দিবেন, অন্যান্য ব্যয় যে বিভাগের কার্য্যে পুলিশ প্রেরিত হয়েন তথা হইতে পাওয়া যাইবে। পুলিশ এবং টাকা বা কয়েদী এক নৌকায় কি অন্য কোন প্রকার যানে গমনাগমন করিলে উভয় বিভাগ আবশ্যক হইলে, অংশ অনুসারে প্রেরণের ব্যয় বহন করিবেন।

১১। বাঙ্গলা দেশের কোন জেলায় "স্কর্ট" প্রেরণ করার প্রয়োজন হইলে উত্তর দেশীয় ভাল কাওয়াত (ড্রিল) জানা ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতে হইবে।

১২। "স্কর্ট" যাওয়ার সময় পুলিশের নির্দ্দিষ্ট পোষাক পরিধান করিতে হইবে। অস্ত্রাদি উপযুক্ত মত ধারণ করিতে হইবে, সে সময় ছাতা লইয়া যাইতে হইবে না; পোষাক ঝোলায় করিয়া লইতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ইহার অন্যথার জন্য দায়ী হইবেন।

১৩। রেলে বা নৌকায় যাতায়াত ভিন্ন অথবা বিশেষ উপদেশ ব্যতীত কোন "স্কর্ট" রাত্রিতে চলিবে না। রওনা হইবার সময় এরূপ হিসাব করিয়া চলা কর্ত্তব্য যেন, রাত্রিতে রাস্তার কোন পুলিশ ষ্টেশনে, আউটপোষ্ট অথবা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে কয়েদী এবং টাকা লইয়া থাকা যাইতে পারে।

১৪। উপযুক্ত ভাবে দৃষ্টি রাখার জন্য চালানের লোক (কয়েদী) ও দ্রব্যাদি খুব নিকটে রাখিতে হইবে ও ঐ সকল লোক ও জিনিষের প্রত্যেক পার্শ্বে ও পশ্চাদ্ভাগে পুলিশ থাকিবে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিজে পশ্চাদ্ভাগে থাকিবেন। প্রহরীগণের বন্দুক, কয়েদী

বা টাকার গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের মোকাবেলা পরীক্ষা ও বোঝাই করিতে হইবে।

১৫। কয়েদী বা টাকার গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের সহিত বাহিরের লোকের কোন প্রকার আলাপ করিতে দেওয়া এককালীন নিষিদ্ধ।

১৬। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী চালান লইয়া যাওয়ার সংবাদ তাহার রাস্তাস্থিত পুলিশ ষ্টেশন বা আউটপোষ্টের কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্বদা জানাইবেন, কয়েদী অথবা টাকার গাড়ীর গাড়োয়ানদের সহিত বাহিরের লোকের আলাপ না হয় এবং রাস্তায় অজ্ঞাতসারে কোন চুরি না হয় এই জন্য তিনি প্রার্থনা করিলে সম্মুখস্থ ষ্টেশনে, অথবা আউটপোষ্টে তাহাদিগকে পৌঁছিয়া দেওয়ার জন্য ষ্টেশন বা আউটপোষ্ট হইতে কনেষ্টবল নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

১৭। অবস্থানুসারে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অভিপ্রায় মতে রেলওয়েতে গমন ব্যতীত অন্য প্রকারে চালান হওয়া কয়েদী বা টাকার প্রহরীদিগকে বোঝাই করা বন্দুক দিতে হইবে। একজন হেড কনেষ্টবল ও চারিজন কনেষ্টবলের কম প্রহরী হইলে তাহারা কেবল রুল ব্যবহার করিবে।

১৮। "স্কর্টের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আপন গন্তব্য স্থানের শেষ সীমানায় তাহার জিম্মা থাকা কয়েদী বা টাকা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়ার কালে তদ্বিষয়ের ডবল রসীদ লইবেন। এই রসীদের একখানা তাহার আপন জেলায় প্রত্যাগমন করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দিবেন ও অপর খানা নিজের রসীদ স্বরূপ রাখিবেন।

১৯। প্রত্যাগমন করার কালে সকলে রীতিমত দলবদ্ধ হইয়া আসিবেন, ও যে সকল ষ্টেশন তাহাদের রাস্তায় পড়ে তাহার প্রত্যেক ষ্টেশনে তাহাদের পৌঁছা সংবাদ দিয়া আসিবেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কয়েদী প্রেরণের নিয়ম।

১। সাধারণ অবস্থায় নীচের লিখিত নিয়মে কয়েদী প্রেরণ করিতে হয়।

১ হইতে ৩ জন কয়েদীর নিমিত্ত ২ জন কনেষ্টবল
৪ „ ৬ „ ৩ „ *

নিকটস্থ কোন জেলার জেলে বা কোন মহকুমার জেল হইতে সদর জেলে স্ত্রীলোক কয়েদী একাকিনী প্রেরণ করিতে হইলে বৃদ্ধ বা সৎস্বভাববিশিষ্ট কেবলমাত্র একজন কনেষ্টবল মারফত পাঠাইতে হইবে।

৭ হইতে ১২ জন কয়েদীর নিমিত্ত ১ জন হেড কনেষ্টবল এবং ৪ জন কনেষ্টবল। ১৩ হইতে ১৮ জন কয়েদীর নিমিত্ত ১ জন হেড কনেষ্টবল এবং ৬ জন কনেষ্টবল। ১৯ হইতে ২৪ জন কয়েদীর নিমিত্ত ১ জন হেড কনেষ্টবল এবং ৮ জন কনেষ্টবল।

৮ জন কনেষ্টবলের অতিরিক্ত প্রহরীর প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত হেড কনেষ্টবল ও সেই হিসাবানুসারে দিতে হইবে।

২। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপন বিবেচনা মত উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম হইতে প্রহরীর সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন।

৩। ইউরোপীয় কয়েদীকে সম্ভব হইলে, ইউরোপীয় পুলিশ কর্ম্মচারীর মারফত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

৪। কোন ইংরাজ সৈন্যের শাস্তি হইলে যদি তথায় কোন ইউরোপীয় পুলিশ না পাওয়া যায় তবে স্থানীয় যুদ্ধ সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সৈন্যের দ্বারা ঐ কয়েদীকে জেলে প্রেরণ জন্য সর্ব্বদাই আবেদন করিতে হইবে।

---

* ইহার এক ব্যক্তি হেড কনেষ্টবলের কার্য্য করিবেন।

৫। নীচের লিখিত নিয়ম অনুসারে পুলিশ ষ্টেশন হইতে আসামী প্রেরণ করিতে হয়।

(১) সচরাচর একজন অথবা সামান্য অপরাধী হইলে দুই জন আসামী একজন কনেষ্টবলের হেপাজতে প্রেরণ করা যাইবে; নিতান্ত আবশ্যক হইলে এক জন গ্রাম্য চৌকিদারও তৎসঙ্গে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ অবস্থা হইলে, (অর্থাৎ যদি চৌকিদার সঙ্গে দেওয়া হয়) সচরাচর হাতকড়া ব্যবহার করিতে হইবে, এবং কনেষ্টবলের কোন কারণ বশত; স্থানান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হইলে সে চৌকিদারের বাম হাতের সহিত একজন কয়েদীর ডান হাত হাতকড়ি দিবে; সবল শরীর বিশিষ্ট চৌকিদারকে এই কর্ম্মে মনোনীত করিতে হইবে। চৌকিদারকে সম্ভব হইলে রাস্তা হইতে বিদায় দিতে হইবে এবং তাহার গ্রাম হইতে অনেক দূর লইয়া যাইতে হইবে না, তাহার এই সময়ের খোরাকী পুলিশের দিতে হইবে। *

(২) আসামী কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে অথবা আসামীর সংখ্যা অতিরিক্ত হইলে সেই হিসাবে প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে, অথবা প্রয়োজন হইলে এক জনের অতিরিক্ত চৌকিদার সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) উহাদের রাত্রে পথে কোন স্থানে অবস্থিতি করিতে হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছিয়া কনেষ্টবল তথাকার প্রধান ব্যক্তির নিকট যাইবে এবং কয়েদী রাখার জন্য একটি নিরাপদ স্থান চাহিবে। রাত্রিতে পাহারা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত লোক আবশ্যক হইলে তাহাও তাঁহার নিকট চাহিবেন।

(৪) হাতকড়া দুরস্ত আছে কি না তাহা দেখিয়া লইতে হইবে, তন্মধ্যে কোন একটি ভাঙ্গিলে তৎক্ষণাৎ তাহা দুরস্ত বা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। †

---

* একজন চৌকিদার লইয়া রওনা হইয়া কতকদূর গমনের পর আর এক চৌকিদার লইয়া পূর্ব্বের ব্যক্তিকে বিদায় দিতে হইবে। শেষ সীমানায় না পৌঁছা পর্য্যন্ত এইরূপ করা উচিত।

† এই জন্য সদর আফিসে রিপোর্ট করিতে হয়।

(৫) সম্মুখের ষ্টেশনে সচরাচর দিবাবসানের পূর্ব্বে আসামী পৌঁছিতে পারে এরূপ ভাবে ষ্টেশন হইতে আসামী চালান দেওয়া উচিত। ইহার অন্যথাচরণ জন্য ষ্টেশনের এবং আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দায়ী হইবেন।

৬। দিনসেই আসামীদিগকে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য অথবা অল্প সময় পরেই ষ্টেশন পাওয়া যাইবে এরূপ হইলে ঐ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া খোরাকী দেওয়া উচিত।*

৭। স্থলপথ অথবা জলপথে আসামীর হাতকড়া কিম্বা অন্য যে কোন বন্দ থাকে তাহা রাস্তায় খুলিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৮। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে প্রেরণ করার জন্য যে সকল ব্যক্তিকে পুলিশ ধৃত করেন তাহারা পলায়ন না করিতে পারে কেবল মাত্র তাহাই করা কর্ত্তব্য, আর কোন অতিরিক্ত ভাবে তাহাদিগকে আটক করা কর্ত্তব্য নহে।

৯। গুরুতর মোকদ্দমার আসামীগণকে হাতকড়া দেওয়া উচিত। গুরুতর মোকদ্দমা না হইলে এবং আসামী যদি উগ্র প্রকৃতির না হয় তবে হাতকড়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তদবস্থায়ও হাতকড়া দেওয়া আবশ্যক হইলে কেবল মাত্র ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হইবে।

১০। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৭১ ধারানুসারে যে সকল সাক্ষী গ্রেপ্তার হয় তাহাদিগকে অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে না, বা তাহাদিগকে হাতকড়া দিতে হইবে না। তাহাদিগকে দেওয়ানি আদালতের আদেশ মত ধৃত হওয়া ব্যক্তিগণের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

১১। প্রত্যেক আসামীকে ক্ষমতাবিশিষ্ট নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট সমীপে একা এক চালান করিতে হয়। পুলিশের উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হয় না।

---

* এই নিয়ম বৈকাল বেলার খোরাকী সম্বন্ধে।

১২। কোন কয়েদী-গোয়েন্দা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বদলী হইলে তাহাকে সামান্য আসামীর ন্যায় দেখিতে হইবে ও তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কিন্তু তাহাকে হাতকড়া দিতে হইবে না।

১৩। যে সকল আসামী অধিক বয়স্ক, স্ত্রীলোক, অথবা যাহাদিগকে শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হাতকড়া ব্যতীত অনায়াসে ও নিরাপদে রাখা যাইতে পারে তাহাদের সম্বন্ধে উপরের লিখিত সমুদয় নিয়ম পরিচালনা করা কর্ত্তব্য নহে।

১৪। পুলিশ ষ্টেশন হইতে সদর মোকামে আসামী প্রেরণ করা কালে তাহাদের খোরাকী জন্য যে ব্যয় হয়, এবং অনুসন্ধানের কার্য্যের জন্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত যে সকল হাজতের আসামী পুলিশের জিম্মা দেওয়া যায় তাহাদের খোরাকী জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে পুলিশ কর্ম্মচারী ফেরত পাইবেন।

১৫। আসামী পুলিশের জিম্মায় থাকা সময় তাহাদের খোরাকীর বিল করা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম স্থানে স্থানে থাকায় এতদ্দ্বারা তৎসমুদয় রহিত করিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে নীচের লিখিত নিয়ম অনুসারে এতৎসম্বন্ধে আচরণ করিতে হইবে।

(ক) ষ্টেশনের কর্ম্মচারী প্রতি মাসে বিল প্রস্তুত করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে প্রেরণ করিবেন, সেই আফিস হইতে এক সাধারণ বিল প্রস্তুত হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে।

(খ) জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে টাকা পাওয়ার পর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাসিক বেতনের টাকার সহিত তাহা প্রত্যেক ষ্টেশনে প্রেরণ করিবেন।

১৬। প্রহরীর (গার্ডের) ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জমা খরচের ফারমে খরচের এক বিস্তৃত হিসাব রাখিবেন। রাস্তায় "গার্ড" বদলী হইলে যিনি চার্জ্জ গ্রহণ করেন তিনি ঐ হিসাব ও তল্লিখিত অবশিষ্ট টাকা বুঝিয়া লইবেন।

১৭। নির্দ্দিষ্ট স্থানে কয়েদী পৌছিলে "গার্ডের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্ম-

চারী ঐ হিসাব, অবশিষ্ট কোন টাকা থাকিলে তৎসহ জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে দিবেন; তিনি, যে জেলা হইতে কয়েদী প্রেরিত হইয়াছিল তথাকার মাজিষ্ট্রেটের সমীপে তাহা প্রেরণ করিবেন।

১৮। রেলওয়ে যোগে কয়েদী প্রেরণের বিধি।

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে যোগে যে সকল কয়েদী কলিকাতা চালান হয় তাহারা প্রাতঃকালের গাড়ীতে হাবড়া পৌছিতে পারে এরূপ ভাবে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। "গার্ডের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার পৌছা সংবাদ জানাইবেন ও তাঁহার নিকট হইতে আলিপুর যাওয়ার অনুমতি লইবেন, বা হাবড়া হাজত ঘরে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিবেন।

(২) কোন কয়েদী বা পাগল রেলওয়ে যোগে প্রেরিত হইলে যাঁহার অনুমতি ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে পাঠান যায় তিনি তাহার সমুদয় রেলওয়ের ভাড়া ও খোরাকী দিবেন; না দিলে পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবেন না।

(৩) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশনের আঙ্গিনার মধ্যে কৃত-অপরাধে ধৃত হওয়া আসামী ও যে রেলওয়ে পুলিশ মারফত ঐ ব্যক্তি চালান হয় তাহারা বিনা ব্যয়ে রেলওয়ে যোগে প্রেরিত হইবে। রেলওয়ের সহিত সংস্রব না থাকা দেশস্থ অন্য ফৌজদারী আইনান্তর্গত অপরাধীগণ ও পুলিশ প্রহরী গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রেরিত হইবে। এই শেষোক্ত প্রকারের গমনাগমনে কোন প্রকার বিলম্ব না ঘটে এজন্য ষ্টেশন মাষ্টার পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে ভাড়ার নিমিত্ত রসীদ লইয়া তাহাদিগকে পাশ দিবেন।

(৪) রেলওয়েতে গমনাগমন করিবার সময় নীচের লিখিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) কয়েদী এবং পাগল তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চালান হয়; সেই গাড়ীর জানালায় লৌহের শিক দেওয়ার বন্দোবস্ত করা

হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

(১) কোন সৈন্য কয়েদী হইলে ;

(২) চালান হওয়া কয়েদী এবং প্রহরীর মোট সংখ্যা তিন জনের অতিরিক্ত হইলে ;

(৩) উগ্র প্রকৃতি বা আশঙ্কাজনক একজন মাত্র কয়েদী হইলে ;

(৪) পাগল সৈন্য বা অন্য প্রকারের পাগল হইলে ;

কয়েদীগণকে পৃথক করিয়া রাখিতেই হইবে ; গাড়ীস্থ অন্য লোকের সহিত একত্র রহিবে না।

(খ) সৈন্য কয়েদী এবং পাগল সৈন্যদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চালান করিতে হয়। এই শ্রেণীর গাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন কুঠরি আছে ; সুতরাং কয়েদী পৃথক রাখার নিমিত্ত ইহাতে লৌহ ফ্রেম বসান অনাবশ্যক।

(গ) কয়েদী বা পাগল প্রেরণ জন্য গাড়ী রিজার্ভ করিতে (এক কালীন নিজের ব্যবহারে রাখিতে) হইলে কি তাহাদিগকে পৃথক রাখার নিমিত্ত লৌহ ফ্রেম দেওয়া আবশ্যক হইলে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয় নতুবা সাধারণ গাড়ীতে সাধারণ ভাড়ায় প্রেরিত হয়।

(ঘ) লৌহ ফ্রেমের প্রয়োজন হইলে ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশন মাষ্টার সমীপে লিখিত আবেদন করিতে হয়।

(ঙ) গাড়ীতে কয়েদী তুলিবার পূর্ব্বে 'গার্ডের' ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, শিক সকল শক্ত করিয়া আটকান হইয়াছে কিনা এবং হাতের জোরে তাহা স্থানান্তর করা যায় কি না। কোন শিক আল্‌গা বা আশঙ্কাজনক বোধ হইলে তদ্বিষয় ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইতে হইবে।

(চ) সমুদয় রেলয়ের নিম্ন শ্রেণীতে 'গার্ড' গমনাগমন করিবে।

(ছ) রেলওয়েতে পরিভ্রমণ করিবার সময় নীচের লিখিত সতর্কতাও লওয়া আবশ্যক।

(১) গাড়ীতে কয়েদী তুলিবার পূর্ব্বে কয়েদীগণের শিকল ও হাতকড়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) সচরাচর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর এক কামরায় কয়েদীগণকে একত্র রাখিতে হইবে ও প্রহরীগণ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। প্রহরীর সংখ্যা যথেষ্ট থাকিলে গাড়ীর প্রত্যেক দরজায় দুইজন করিয়া থাকিবে ও তাহাদের অস্ত্র আপনাপন পার্শ্বে সাবধানে রাখিবে।

(৩) এক কুঠরীতে সমুদয় কয়েদী ও প্রহরীগণের নিমিত্ত স্থান না হইলে কয়েদী এবং প্রহরীগণ ভাগ হইয়া থাকিবে।*

(৪) গাড়ী কোন বড় ষ্টেশনে পৌঁছিলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, প্রহরীগণ সচকিত এবং কয়েদীগণ সুশৃঙ্খল ভাবে আছে কি না দেখিবেন। কোন কয়েদীর গাড়ীর বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক কয়েদীর জন্য একজন প্রহরী যাইবে, অতিরিক্ত সহায়তা আবশ্যক হইলে রেলওয়ে পুলিশের নিকট তাহা চাহিবেন। এক সময় দুই জনের অতিরিক্ত কয়েদী গাড়ীর বাহিরে যাইতে দিতে হইবে না। এবং তিন জনের অনধিক প্রহরী হইলে এক জনের অতিরিক্ত এক সময় বাহিরে যাইতে দিতে হইবে না।

(৫) ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দিবাভাগে কোন এক সময় আলিপুর জেলে কয়েদী বুঝাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন।

১৯। কয়েদী প্রেরণ জন্য জেলখানায় যে গার্ড দেওয়া যায় তাহার বিধি।

(১) যে ব্যক্তি কয়েদীর চালান লইয়া গমন করেন তিনি নীচের লিখিত কাগজ জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে পাইবেন :—

(ক) লিখিত উপদেশ।—রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে এই উপদেশ সমূহ বিশেষ রূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

---

* প্রহরী ব্যতীত কয়েদী রাখা যাইবে না, প্রত্যেক কুঠরীতে কয়েদী এবং প্রহরী রহিবে।

(খ) তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রেরিত সমুদয় কয়েদীর আসল ওয়ারেণ্ট।

(গ) ইংরাজী এবং বাঙ্গলা বা হিন্দী ভাষায় লিখিত সমুদয় কয়েদীর নামের ফর্দ্দ। ইহাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক চরিত্রের কোন কয়েদী থাকিলে তদ্বিবরণ এই ফর্দ্দে উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) স্থানান্তরে প্রেরিত (চালানের লিখিত) প্রত্যেক কয়েদীর পূর্ব্ব বিবরণের এক বর্ণনাপত্র।

(ঙ) কয়েদীগণ পদব্রজে, ষ্টীমারে, নৌকায়, গাড়ীতে বা দেশীয় গরুর গাড়ীতে যে কোন প্রকারে যাউক না কেন তাহারা যে গমন করিতে উপযুক্ত তৎসম্বন্ধে চিকিৎসকের বিশেষ বর্ণনাযুক্ত সার্টিফিকেট লইতে হইবে।

(চ) রওয়ানার সময় যে সকল কাপড়, পাক করিবার পাত্রাদি দেওয়া হয় তাহার তালিকা। এই সকল দ্রব্য যে জেলে কয়েদী পৌঁছাইতে হইবে তথায় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দায়ী।*

(২) কয়েদী লইয়া গমন সময় রাস্তায় যে যে জেলে অবস্থিতি করিবার জন্য জেল হইতে উপদেশ পাওয়া যায় তথাকার প্রত্যেক জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে উপরোক্ত কাগজ সকল দেখাইতে হইবে।

(৩) পদব্রজে চলিতে অসক্ত বা অনুপযুক্ত কোন কয়েদীকে স্থানান্তর করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলে জেল ডিপার্টমেণ্ট তাহাকে প্রেরণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবেন। কয়েদীর নিমিত্ত দেওয়া গাড়ী প্রহরীগণ ব্যবহার না করে তজ্জন্য বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে।

(৪) যে সকল কয়েদী চালান হয়, তাহাদের আকৃতি, ওয়ারেণ্ট এবং অন্যান্য সমুদয় কাগজ প্রহরীদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট

---

* জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার নিমিত্ত যে কোন ফারম নির্দ্দেশ করিবেন তাহাতেই উপরোক্ত বিবরণ সমুদয় লিখিয়া দিতে হইবে।

থাকিবে ও তাঁহারা যে স্থানে অবস্থিতি করেন তথাকার মাজিষ্ট্রেটকে তাহা দেখাইবেন। যে সকল কয়েদীর দ্বীপান্তর প্রেরণের আদেশ হয় তাহাদের আসল ওয়ারেণ্ট ব্যতীত তাহাদের পূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে এক বর্ণনাপত্র ও ইংরাজী এবং বাঙ্গলা (বেহার হইলে হিন্দী) ভাষায় এক আকৃতি লিখিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দিতে হইবে, তিনি কয়েদী যে জেলে প্রেরিত হয় তথাকার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট তাহা অর্পণ করিবেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই সকল কাগজের রসীদ দিবেন। কয়েদীর পূর্ব্ব চরিত্রের বর্ণনাপত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

(৫) যে কর্ম্মচারী কয়েদী প্রেরণ করেন তিনি কয়েদীগণকে নিরাপদে আবদ্ধ রাখা ও তাহাদেব শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে এক সার্টিফিকেট প্রহরীগণের (কয়েদী লইয়া যাওয়া) ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দিবেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে যে যে ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তথাকার মাজিষ্ট্রেটও এই সার্টিফিকেটে দস্তখত করিবেন এবং অবশেষে যে জেল হইতে কয়েদী প্রেরিত হইয়াছিল, তথায় এই সার্টিফিকেট ফেরত পাঠাইতে হইবে।

(৬) কয়েদী বুঝিয়া লইবার পূর্ব্বে গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য যে, সমুদয় হাতকড়া ও পায়ের বেড়ি ঠিকমত দুরস্ত আছে কি না এবং কোন কয়েদী নিজে নিজে তাহা খুলিতে পাবে কি না তাহা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কয়েদীগণ যখন অবস্থিতি করে এবং গমন করিতে আরম্ভ করে তাহার প্রত্যেক বার এই পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৭) গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, সম্ভব হইলে দুই যোড়া অতিরিক্ত পায়ের জিঞ্জির লইবেন, ও তাহা কয়েদীগণের রাস্তায় মল মূত্র ত্যাগ করার সময় হাতকড়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবেন।

(৮) কয়েদীগণের গমন সময় হাতকড়া দেওয়া থাকিবে, এবং দ্বীপান্তর প্রেরণাদিষ্ট কয়েদীগণের পায়েও বেড়ি দিতে হইবে।

(ক) গমন সময় দুইজন কয়েদীকে একত্রে হাতকড়া দিতে

হইবে। কোন বিযোড় কয়েদী থাকিলে তাহাকেই এক হাতকড়া দিতে হইবে। কোন আশঙ্কাজনক বা অবাধ্য কয়েদী থাকিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশ অনুসারে তাহাদিগকে সাবধানে রাখিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(খ) কয়েদীগণের একত্র হইয়া গমন সময় যোড়ায় যোড়ায় হাতকড়া দিতে হইবে। এক জনার বাম হাতের কবজা অপর জনার ডান হাতের কবজার সহিত একত্র হাতকড়া দিতে হইবে। বিশ্রাম করিবার সময় কয়েদীগণ পলায়ন না করে কেবল তাহাই দেখিতে হইবে। আবশ্যক হইলে কয়েদীগণকে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেড়ি দেওয়ার প্রয়োজন হইলে কয়েদীর পায়ে ঘা না হয় এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত চামড়ার পদ পরিচ্ছদ আনিতে হইবে। (বেড়ি আঁটিবার স্থানের চতুষ্পার্শ্বে চামড়া লাগাইতে হইবে)।

বৃদ্ধ ও পীড়িত কয়েদীগণকে নিতান্তই স্থানান্তর করা প্রয়োজন হইলে তন্মধ্যে যে সকল ব্যক্তি হাটিতে অসক্ত তাহাদিগকে বহন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং ইহার জন্য যে গাড়ী দেওয়া হয় তাহা প্রহরীগণ ব্যবহার করিবে না।

(গ) কয়েদীর তত্বাবধানে প্রেরিত প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট হাতকড়ার চাবি থাকিবে।

(৯) কয়েদীগণ গমন কালে কোন লৌহ সলাকা, অস্ত্র, দড়ি, রেসম, বা অন্য কোন দ্রব্য যদ্দারা তাহাদের লৌহ বন্ধন কাটিয়া বা অন্য কোন প্রকারে পলায়ন করিবার সুযোগ পাইতে পারে এরূপ কোন দ্রব্য কথনই সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

(১০) স্থানান্তর প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে প্রত্যেক কয়েদীকে জেল হইতে এক থান কম্বল, একপ্রস্থ জেলের পোষাক ও পাক এবং পান করিবার আবশ্যকীয় পাত্র দিতে হইবে। ইহার কোন জিনিষ প্রহরীগণের ষড়যন্ত্রে বা অসাবধানতায় নষ্ট হইলে কি পাওয়া না গেলে যে প্রহরীর ত্রুটিতে তদ্রূপ ঘটনা হয় তাহার নিকট হইতে ঐ জিনিষের মূল্য আদায় হইবে।

(১১) কয়েদী চালান করিবার সময় জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রাস্তায় কয়েদীদিগের প্রতি ব্যবহার, ও তাহাদিগের খোরাকী সম্বন্ধে, কোন্ সময় রওনা হইতে হইবে, যে পথে কয়েদী লইয়া যাইতে হইবে, যে যে জেলে অবস্থিতি করিতে হইবে, যে যে তারিখে ঐ সকল জেলে পৌঁছিতে হইবে, এবং যে দিবস নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে হইবে, তদ্বিষয়ের বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করিবেন। প্রহরীগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক বা অন্যায় মতে ইহার অন্যথাচরণ করা প্রকাশ পাইলে দণ্ডনীয় হইবে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জেল হইতে প্রাপ্ত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(১২) যে জেল হইতে কয়েদী চালান হয় তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় কয়েদীগণের খোরাকী ও গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ যে ব্যয় লাগিবার সম্ভব, তাহা কয়েদী লইয়া যাওয়ার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে দিবেন, তিনি ঐ টাকা হইতে কয়েদীগণ সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যয় দিবেন; কয়েদীগণের নিমিত্ত যে ব্যয় হয় তাহার এক হিসাব তিনি রাখিবেন। এবং কোন পুলিশ ষ্টেশনে বা আউট-পোষ্ট কি গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন কার্য্যালয়ে এই ব্যয় হইলে (তথায় খোরাকী দিলে) তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উপরোক্ত ঐ খরচের সত্যতা হিসাবে লিখিয়া দিবেন।

(১৩) গার্ডের ভাবপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তথাকার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ঐ টাকার এক বিস্তারিত হিসাব দিবেন। উপরোক্ত নিয়ম যতদূর সম্ভব জলপথে প্রেরিত কয়েদীগণের সম্বন্ধে বর্ত্তিবে।

(১৪) কয়েদীগণ সমুদয় বা কতক পথ পদব্রজে গমন করিলে তাহারা দশ মাইলের ন্যূন অথবা বিশ মাইলের অধিক এক দিনে গমন করিবে না।

(১৫) আবশ্যক অনুসারে কয়েদীগণের কোন সময় থামিতে হইলে দলস্থ সমুদয় ব্যক্তি অপেক্ষা করিবে, এবং দুই জনে অতিরিক্ত কয়েদীকে এক সময় পৃথক করিতে হইবে না। ইহাদের (পৃথক

করা ব্যক্তিদ্বয়ের) প্রত্যেকের পায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বেড়ি দিয়া হাতকড়া খুলিয়া দিতে হইবে, এবং দল হইতে ১২ পদের অতিরিক্ত দূরে (মল মূত্র ইত্যাদি ত্যাগ নিমিত্ত) যাইতে দিতে হইবে না। পরিষ্কার ও খোলা ময়দান পাইলে তথায় অপেক্ষা করিতে হইবে। পায়ের বেড়ি না দেওয়া হইলে হাতকড়া, এবং হাতকড়া না দেওয়া হইলে পায়ের বেড়ি খুলিতে হইবে না।

(১৬) ভ্রমণের দৈর্ঘ্যতানুসারে প্রত্যেক কয়েদীকে দেশীয় লোকের আহার্য্য শুষ্ক খাদ্য (চিড়া) দিতে হইবে। যে স্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে তথায় পৌঁছিলে জল দিতে হইবে। সমুদয় কয়েদী (ইউরোপীয় ও দেশীয়) জেলে থাকা সময় যে খাদ্য পায় রেলে স্থানান্তর প্রেরণ সময় তদ্রূপ খাদ্যই পাইবে। প্রত্যেক কয়েদীকে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে তাহার দৈনিক আহার্য্য দ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে রেলওয়ে ষ্টেশনে খাদ্য সামগ্রী খরিদ করা উচিত নহে।

(১৭) কয়েদীগণ দিবসে দুই বার আহার পাইবে নীচের লিখিত অবস্থায় একবার এবং দ্বিতীয় বার রাত্রে অবস্থিতি সময়।

(১৮) কয়েদীগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে পাক করিয়া আহার করিতে যে অপেক্ষা করিবার বিধান আছে, তদতিরিক্ত আবশ্যকীয় অন্য কার্য্যের নিমিত্ত এক দিবসে দুই বারের অধিক থামিতে পারিবে না।

(১৯) রাস্তায় কোন পুলিশ ষ্টেশন অথবা আউটপোষ্টে উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেলে তথায়, দিবসে কি রাত্রে যখন হয়, অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। পুলিশ ষ্টেশন কি আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী "স্কর্টের" ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে উপযুক্ত সহায়তা করিবেন। কিন্তু কয়েদীগণকে খাওয়াইবার এবং পাহারা দিবার সমুদয় বন্দোবস্ত "স্কর্টের" লোকদিগের করিতে হইবে, স্থানীয় পুলিশের তাহা করিতে হইবে না। জেলের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন সদর বা মহকুমার জেলে কয়েদীগণের বিশ্রাম করিতে হইবে না। দিবসে

থাওয়াইবার সময় কয়েদীগণ কোন প্রকারে পলায়ন না করে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২০) অনেক জেলা হইয়া গমন করিতে হইলে তৎসমুদয় স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(২১) গমন কালীন রাস্তায় কোন কয়েদীর পীড়া উপস্থিত হইলে বা কাহার মৃত্যু হইলে, অথবা কোন কয়েদী পলায়ন করিলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ইহার প্রত্যেক অবস্থায় নীচের লিখিত নিয়মানুসারে আচরণ করিবেন।

(ক) কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করার অনুপযুক্ত হইলে তাহাকে নিকটস্থ জেলে, কি "লক-আপে," বা সাধারণের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে হইবে, এবং তথাকার চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যে জেল হইতে কয়েদী প্রেরিত হইয়াছিল এবং যথায় যাইতেছিল এই উভয় জেলে তদ্বিষয়ের সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে।

(খ) কয়েদী দুইজন একত্রে হাতকড়া দেওয়া থাকে তন্মধ্যে এক ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে ও অপর ব্যক্তিকে অন্য বিযোড় কয়েদী থাকিলে তৎসহ, বা ঐ ব্যক্তিকেই পৃথক ভাবে হাতকড়া দিয়া রাখিতে হইবে। কয়েদীগণ রাস্তায় গমন কালীন পীড়িত হইলে তাহাদের পীড়া থাকা পর্য্যন্ত অন্য কয়েদীর সহিত তাহাদিগকে একত্র হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহাদিগকে পৃথক ভাবে চলিতে দিতে হইবে।

(গ) গমন কালীন কয়েদী বা প্রহরীগণ মধ্যে কারো পীড়া উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ থামিতে হইবে ও নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমত্যানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

(ঘ) কোন কয়েদীর মৃত্যু হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদ্বিবরণ নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে ও নিকটস্থ জেল বা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করিবেন; এবং যে স্থানে মৃত্যু ঘটনা

হয় তথাকার চৌকিদার দ্বারা মৃতদেহ হেপাজতে রাখার বন্দোবস্ত করিবেন। পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই সকল মৃতদেহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকা প্রকাশ না হইলে রীত্যানুযায়ী আচরণ করিবেন।

(ঙ) চালান হওয়া কয়েদীর মধ্যে কোন ব্যক্তি পলায়ন করিলে নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে এবং নিকটস্থ জেল বা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে অনতিবিলম্বে তৎ সংবাদ দিয়া অবশিষ্ট কয়েদী লইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে।

২২। কয়েদী কি টাকার চালান লইয়া জলপথে কি স্থলপথে গমন কালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এক কি ততোধিক রাত্রি অতিবাহিত করিবার প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক চারি ব্যক্তিকে একটী লণ্ঠন ও তদুপযুক্ত তৈল বা তন্মূল্য রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টর দিবেন। গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই সকল লণ্ঠন বিশেষ সাবধানে রাখিবেন ও কার্য্য সমাধান্তে রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টরকে প্রত্যর্পণ করিবেন। কয়েদীগণ রাত্রে যে ঘরে বা পালের নীচে অবস্থিতি করে তথায় প্রহরীর জিম্মায় একটি বন্দ করা লণ্ঠন রাখিতে হইবে।

২৩। কয়েদীগণের মধ্যে কাহার চরিত্র অত্যন্ত দূষিত থাকিলে, বা তন্মধ্যে কোন বিখ্যাত রাজদ্রোহী থাকিলে পাহারার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

২৪। সমুদয় বৃহৎ গার্ডের মধ্যে অল্প কয়েক জন কনেষ্টবলকে কেবল মাত্র রুল সহ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য; কারণ বন্দুকধারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা ইহারা সত্বর পলাইত-আসামীর পশ্চাদনুসরণ করিতে পারে।

২৫। ষ্টিমারে কয়েদীর চালান লইয়া যাওয়ার সময় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানে থাকা কয়েদীগণ সম্বন্ধে সমুদয় বিষয় ষ্টিমারের বা "ফ্লাটের" কমাণ্ডার সাহেবের নিকট জানাইবেন। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহার উপদেশ ও সহায়তা গ্রহণ করিবেন

এবং কয়েদীগণকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্বন্ধে ও তাঁহার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন।

২৬। পাগলা ফাটকে পাগল চালান দেওয়া সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়মাবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) কোন নির্দ্দিষ্ট পাগলা ফাটকে পাগল চালান দেওয়ার সময় সিভিল সার্জ্জন সাহেব ঐ পাগলের তৎকালীন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একখানি সার্টফিকেট দিবেন।

পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষদিগকেও পাগলা ফাটকে পৌঁছিলে তথাকার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এই সার্টিফিকেটের এক নকল দিতে হইবে।

(খ) যে পথে পাগল লইয়া যাইতে হইবে তাহা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, এবং গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রাস্তাস্থিত প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন, এবং তিনি প্রথম যে পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হন তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (ক) প্রকরণের লিখিত সার্টিফিকেট দৃষ্টি করণান্তর তাহাতে পাগল যে তারিখে ষ্টেশনে পৌঁছে, তাহার সেই সময়ের শরীরের অবস্থা, এবং শরীরের কোন আঘাতের চিহ্ন থাকিলে তাহা ঐ সার্টিফিকেটে লিখিয়া দিবেন। এই বিবরণের এক অবিকল নকল ষ্টেশনের দৈনিক বহিতে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া রাখিবেন। পাগলের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা গেলে, কিরূপে তাহা হইল তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় তদন্ত করিতে হইবে। ও তৎসম্বন্ধে যে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া সদর মোকামে রিপোর্ট করিতে হইবে, এবং ঐ পাগল যদি চলিতে পারে তবে তাহার সহিত আগত প্রহরীকে ষ্টেশনে রাখিয়া অন্য বন্দোবস্ত করিয়া পাগলকে পাঠাইতে হইবে। সম্মুখস্থ প্রত্যেক ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এইরূপ আচরণ করিবেন এবং ঐ পাগলের সহিত থাকা সার্টিফিকেট ও এই নিয়ম অনুসারে তাহাতে কিছু লেখা আছে কি না, তাহাও দেখিবেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

টাকা প্রেরণের নিয়ম।

১। বিশ্বাসী, ও সচ্চরিত্র একজন কনেষ্টবলের সঙ্গে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রেরণ করা যায়। যদি ঐরূপ কোন কনেষ্টবল না থাকে তবে দুই জন কনেষ্টবল মারফত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

৩০৲ টাকার ঊর্দ্ধ, ২৫০৲ পর্য্যন্ত দুই জন কনেষ্টবল। ২৫০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তিন জন কনেষ্টবল। এই তিন জন মধ্যে একজন হেড কনেষ্টবলের কাজ করিবে।

৫০০৲ টাকার অনধিক এক সময় চালান হইলে তাহা পুলিশের বহন করিয়া লইতে হইবে, তজ্জন্য কোন কুলির ব্যয় পাওয়া যায় না।

৫০০৲ হইতে ১০০০৲ পর্য্যন্ত চারি জন কনেষ্টবল। এই চারি জনের মধ্যে একজন হেড কনেষ্টবলের কাজ করিবে।

১০০০৲ হইতে ১০০০০৲ পর্য্যন্ত একজন হেড কনেষ্টবল, চারি জন কনেষ্টবল।

১০০০০৲ হইতে একলক্ষের অনধিক পর্য্যন্ত এক জন হেড কনেষ্টবল ও আট জন কনেষ্টবল। একলক্ষ হইতে দুইলক্ষ পর্য্যন্ত দুই জন হেড কনেষ্টবল এবং ১২ হইতে ১৬ জন কনেষ্টবল। দুইলক্ষের অধিক হইলে এক জন সব ইনেস্পেক্টর, দুই জন হেড কনেষ্টবল ও ১৬ হইতে ২০ জন কনেষ্টবল।

২। রেলওয়ে যোগে টাকা চালান হইলে কেবল মাত্র এক জন হেড কনেষ্টবল ও দুই জন কনেষ্টবলকে উপযুক্ত রক্ষক জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু টাকা গাড়ীতে তুলিবার ও নামাইবার সময় উপরের লিখিত নিয়মানুসারে উপযুক্ত প্রহরী দিতে হইবে।

(ক) রেলওয়ের ভাড়া ট্রেজারি হইতে অগ্রিম পাওয়া যায় এবং খরচ অন্তে ঐ টাকার হিসাব দিতে হয়।

৩। একজন হেড কনেষ্টবল, ও ছয়জন অস্ত্রধারী কনেষ্টবল

মারফত এক লক্ষের অনধিক পরিমাণ টাকা ষ্টিমারে প্রেরণ করা যায়। আবশ্যক হইলে তাহারা দিবসে একজন ও রাত্রে দুইজন প্রহরীর কার্য্য করিবে। এক লক্ষের অধিক টাকা হইলে প্রহরীর সংখ্যা টাকার পরিমাণানুসারে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১২জন কনেষ্টবল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৪। রেলওয়ে কোম্পানী অথবা ষ্টিমার কোম্পানী টাকা উপযুক্তমতে পৌঁছাইয়া দিবার দায়ীত্ব স্বীকার করিলে, অর্দ্ধ লক্ষের অনধিক টাকা একজন হেড কনেষ্টবল ও দুইজন অস্ত্রধারী কনেষ্টবল মারফত প্রেরণ করা যাইবে। অর্দ্ধ লক্ষের অতিরিক্ত এবং এক লক্ষের অনধিক টাকা একজন হেড কনেষ্টবল ও চারিজন অস্ত্রধারী কনেষ্টবল মারফত প্রেরণ করা যাইবে।

৫। ষ্টিমার যোগে কেবল পয়সা চালান হইলে তৎসহ কেবল পুলিশ প্রহরী প্রেরণ করা অনাবশ্যক, ষ্টিমারের কাপ্তেনের রসীদ গ্রহণে পয়সা প্রেরণ করা যাইবে। কিন্তু উপযুক্ত প্রহরীর দ্বারা পয়সা ষ্টিমারে তুলিতে ও নামাইতে হইবে।

৬। যে স্থানে কোন মুন্সেফী আদালত আছে তথা হইতে জজ সাহেবের নির্দ্দিষ্টমতে মাসের মধ্যে এক দিবস ট্রেজারিতে টাকা দাখিল জন্য পুলিশের নিকট দেওয়া যাইবে।

(ক) গার্ডের যে তারিখে প্রয়োজন মুন্সেফ তৎপূর্ব্ব দিবস পুলিশ ষ্টেশনে সংবাদ দিবেন, তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিবসে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী একদল গার্ড লইয়া মুন্সেফের আদালতে উপস্থিত হইবেন।

(খ) প্রহরীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সম্মুখে টাকা গণনা করিয়া ছালায় পুরিয়া লা মোহর করিয়া গার্ডের জিম্মায় দিতে হইবে, এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ ঐ টাকা লইয়া সদর মোকামের অথবা মহকুমাস্থ ট্রেজারিতে রওয়ানা হইবে।

(গ) যে ট্রেজারিতে টাকা চালান হয় তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পুলিশ কর্ম্মচারীর সম্মুখে টাকার ছালা ও মোহর পরীক্ষা করিয়া

লইবেন। পুলিশ কর্ম্মচারী ছালার মোট টাকার জন্য দায়ী, কিন্তু তন্মধ্যস্থিত কোন মেকী টাকার জন্য দায়ী নহেন।

(ঘ) অধিক টাকা প্রেরণ করিতে হইলে আরো উত্তমরূপ ছালা বন্দ করিতে হইবে। উপরের লিখিত নিয়মে কেবল অল্প পরিমাণ টাকা চালান দেওয়া যাইবে।

(ঙ) কেবল পয়সা চালান হইলে এবং তাহা ওজনে সওয়া ছয় সের হইতে অতিরিক্ত হইলে মুন্সেফের ব্যয়ে কুলি দ্বারা তাহা বহন করাইতে হইবে।

(চ) মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার টাকা প্রেরণ করার আবশ্যক হইলে পুলিশ ষ্টেশনে সংবাদ পাইলে উপরের লিখিত নিয়ম অনুসারে আচরণ করিতে হইবে।

৭। জলপথে টাকার চালান লইয়া যাওয়ার সময় গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দেখিবেন যে, প্রত্যেক বাক্সের সহিত অনুমান তিন ফিট লম্বা নয় ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট অবিভক্ত (ফাড়া নহে) একখণ্ড বাঁশ অন্যূন ২০ কুড়ি হাত লম্বা দড়ির সহিত জড়াইয়া ঐ দড়ির এক দিক বাক্সের সহিত ও অপর দিক ঐ বাঁশের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। গন্তব্য পথের নদীর গভীরতা অতিরিক্ত হইলে দড়ির দীর্ঘতা সেই অনুসারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই দড়ি বাক্সের চতুষ্পার্শ্বে জড়াইয়া রাখিতে হইবে না; ইহা শিথিল ভাবে ঐ বাঁশে জড়াইয়া বাক্সের উপর রাখিতে হইবে যে, নৌকা ডুবিলে বাঁশ অনায়াসে ভাসিয়া উঠিতে পারে, এবং তাহা হইলেই টাকা পাওয়া যাইবে।

৮। বাক্স বা অন্য দ্রব্যাদি রাস্তায় উপযুক্ত মতে রক্ষা করা ও তাহা নিরাপদে (যে ভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ মোহর অভগ্ন, অপরিবর্ত্তনীয় কেবলমাত্র সেই ভাবে) বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি দায়ী। যে সকল বাক্স বা পুলিন্দা মজবুত করিয়া বান্ধা না হয়, অথবা যাহা ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় তদ্রূপ কোন বাক্স আদি তাহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

৯। রাস্তায় প্রহরীর পরিবর্ত্তন হইলে যিনি অবসর হয়েন তিনি তাহার জিম্মা থাকা টাকার এক রসীদ যাহাকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দেন তাহার নিকট হইতে পাইবেন। যাহার নিকট টাকা প্রেরিত হয় তাহার নিকট পৌঁছিলে তিনি ছালা গণনা করিবেন, বাক্স ওজন করিবেন এবং ঐ টাকার এক রসীদ দিবেন। কোন বাক্স ওজনে কম হইলে বা পরিবর্ত্তিত হওয়া সন্দেহ হইলে গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সম্মুখে তাহা খুলিতে হইবে, নতুবা তাহাকে প্রত্যাগমন জন্য অনুমতি প্রদান করিতে হইবে।

১০। কোন প্রকাশ্য বন্ধের দিবস ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী চালানের টাকা লইতে অস্বীকার না করিতে পারেন। কিন্তু যতদূর সম্ভব বন্ধের দিবস টাকা লইয়া না আসিবার বন্দোবস্ত পুলিসের করা কর্ত্তব্য।

১১। রেলওয়ে যোগে টাকা চালান সম্বন্ধে বিধি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুর রেলওয়ে যোগে টাকা চালান করিতে পুলিশের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।

(ক) যে পুলিশ কর্ম্মচারী টাকার চালান লইয়া যাইবেন তিনি ট্রেজারিতে টাকা বন্ধ করার সময় তথায় থাকিবেন না। কিন্তু বাক্স ওজন করার সময় উপস্থিত থাকিবেন, ও রেলওয়ে গাড়ীতে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বাক্স উপযুক্ত রূপে বন্ধ করা হইয়াছে কি না তাহা দেখিবেন।

(খ) টাকার গাড়ীর সহিত সংলগ্ন এক গাড়ীতে প্রহরীদিগকে রাখিতে হইবে অথবা টাকার গাড়ীর পরের গাড়ীতে শেষ কামরায় তাহাদিগকে রাখিতে হইবে। প্রহরীদিগের গাড়ীর দরজায় কদাচ তালা বন্দ করা যাইবে না।

(গ) প্রহরী পরিবর্ত্তন হইলে যিনি ভারপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে, তিনি যত খানা টাকার গাড়ীর রসীদ প্রদান করেন তত

খানা গাড়ী আছে কি না, তালা সকল দুরস্ত আছে কি না, এবং প্রহরীদিগের গাড়ীর দরজা খোলা যায় কি না সেই সকল দেখিয়া লইবেন।

(ঘ) প্রহরীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে একটী লণ্ঠন প্রদান করিতে হইবে ও তাহাতে সমস্ত রাত্রি আলো থাকিবে, এবং প্রত্যেক দ্বিতীয়বার অপেক্ষা করিবার স্থলে এক জন প্রহরী গাড়ী হইতে নামিয়া তালা সকল দুরস্ত আছে কি না তাহা দেখিবেন। গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলে টাকার গাড়ীর দরজার সম্মুখে রীতিমত পাহারা দিতে হইবে। অনেক গাড়ীতে টাকা থাকিলে গাড়ীর দুই সীমানায় দুইজন প্রহরী রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট ট্রেজারিতে বাক্স পৌঁছাইলে তথা হইতে তিনি এক রসীদ পাইবেন। কোন বাক্স কম ওজন হইলে, বা পরিবর্ত্তিত হওয়ার চিহ্ন দেখা গেলে তাহা গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মোকাবেলায় খুলিতে হইবে। নতুবা তাহাকে অবিলম্বে প্রত্যাগমন জন্য বিদায় দিতে হইবে।

(চ) উপরের লিখিত কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইলে গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী টাকার গাড়ী অন্যান্য গাড়ী হইতে পৃথক করাইবেন ও তৎক্ষণাৎ যিনি টাকার চালান দিয়াছেন তাঁহাকে, তাহার আপন বিভাগীয় উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে এবং রেলওয়ের ট্রাফিক্ ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম দ্বারা এ বিষয় জানাইবেন।

১২। টাকার চালান লইয়া যাওয়ার সময় পুলিশ কর্ম্মচারীগণের কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে বিশ্রাম করিতে হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিবেন, এবং যে স্থানে বিশ্রাম করিতে হইবে ও টাকা রাখিতে হইবে, তাহা তাহারা দেখাইয়া দিবেন। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ যে কামরা ষ্টেশন বলিয়া ব্যবহার করেন তথায় ইহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দিবেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

১। সদর এবং মহকুমার ট্রেজারির পাহারা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নীচের লিখিত নিয়ম প্রচারিত করা গেল।

(ক) ট্রেজারি যে সময় খোলা যায় তখন সর্ব্বদাই প্রহরী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(খ) প্রতি দুই ঘণ্টায় প্রহরী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(গ) প্রহরী বা তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তিত হইলে খাজাঞ্চী বা তাহার মনোনীত ট্রেজারির অন্য কোন কর্ম্মচারী পাহারায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও তৎপরিবর্ত্তে আগত ব্যক্তির সহিত পরিভ্রমণ করিয়া দরজা, খিড়কী, তাহার খিল, টাকার বাক্স পরীক্ষা করিবেন, এবং ট্রেজারি ঘরের প্রত্যেক জিনিশ উপযুক্ত রক্ষণায় আছে কি না তদ্বিষয় উভয়ে দেখিবেন।

(ঘ) প্রত্যেক বার প্রহরী বদল হইলে উপরের লিখিত নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছে কি না তদ্বিষয় ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীকে বাচনিক জানাইতে হইবে।

(ঙ) ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পাহারাওয়ালা এবং তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর অসাক্ষাতে কদাচ ট্রেজারির ঘর বা ধনাধার (টাকা, ষ্ট্যাম্প আদির বাক্স) খুলিবেন না, কি বন্ধ করিবেন না।

(চ) ট্রেজারির ঘর খোলা হইলে তাহার দরজা, খিড়কীর বন্ধন আদি পরীক্ষা করিতে হইবে এবং প্রহরীর জিম্মায় থাকা সমুদয় টাকার বাক্সের মোহর, তালা, কবজা, হুড়কা, কড়া, ও শিকল সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

(ছ) ট্রেজারি বন্ধ করিবার সময় সেই কালের প্রহরীকে ও গারদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে খাজাঞ্চী ডাকাইয়া ট্রেজারির

ভিতরের সমুদয় বাক্সের তালা ইত্যাদি দুরস্ত আছে কি না ও ট্রেজারির দরজা ও খিড়কী ভালরূপ বন্ধ করা হইল কি না দেখিয়া লইতে বলিবেন।

(জ) কোন তালা, হুড়কা আদি বিশৃঙ্খল অবস্থায় পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা সদর মোকামের কি মহকুমার অন্য প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট বিশেষ রিপোর্ট করিতে হইবে।

(ঝ) টাকা সম্বলিত কোন বাক্স কদাচ ট্রেজারি কামরার বাহিরে রাখা যাইবে না। বিশেষ কোন সময়ে ইহা অপরিহার্য্য হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদ্বিষয় সদর মোকামের বা মহকুমার প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ জানাইবেন। তিনি টাকার রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ বন্দোবস্ত করিবেন ও এই বিশেষ বন্দোবস্তের আবশ্যকতা ইনেস্পেক্টরকে জানাইবেন। কালেক্টরীর কোন কর্ম্মচারী ট্রেজারির বাহিরে কোন টাকা কি মূল্যবান মাল রাখিলে ঐ বাক্স উপযুক্ত রূপে বন্ধ করিয়া সন্ধ্যাকালে গারদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মোকাবেলায় প্রহরীকে বুঝাইয়া দিবেন।

(ঞ) প্রহরী পরিবর্ত্তন করিবার সময় গারদের একজন হেড কনেষ্টবল তাহাদিগকে সর্ব্বদা আপনাপন স্থানে দাঁড় করাইবেন। গারদে একজন মাত্র হেড কনেষ্টবল থাকিলে পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত গারদের প্রধান একজন কনেষ্টবলকে এই কার্য্য দেখিতে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে কিন্তু রাত্রে হেড কনেষ্টবলের নিজেরই দেখিতে হইবে।

(ট) হেড কনেষ্টবল বা অন্য যে ব্যক্তি প্রহরী পরিবর্ত্তন করেন, তিনি এবং পাহারাওয়ালা প্রত্যেক বার পাহারা বদলের সময় তালা ইত্যাদি দুরস্ত আছে কি না দেখিয়া লইবেন।

(ঠ) ধনাগারের রক্ষণায় যে সকল প্রহরী থাকে রাত্রে তাহাদের নিকট বোঝাই করা বন্দুক থাকিবে।

(ড) এই সকল বোঝাই করা বন্দুক দিবসে স্থানান্তর রাখিতে

হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা সদর মোকামের কি মহকুমার অন্য প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী তাহা রক্ষণের বন্দোবস্ত করিবেন। বোঝাই করা বন্দুক প্রতি সপ্তম দিবসে ছাড়িতে (খালাষ করিতে) হইবে।

(ঢ) ট্রেজারি গৃহে কোন অগ্নি কদাচ রাখা যাইবে না।

(ণ) কেবলমাত্র উত্তম লণ্ঠনে আলো রাখিতে হইবে। এই লণ্ঠন ও বাতির তৈল কালেক্টর সাহেব বা ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দিবেন।

(ত) দিবসে গারদের অর্দ্ধেক ব্যক্তি সর্ব্বদা গারদে পোষাক পরিধানে সশস্ত্র থাকিবেন এবং রাত্রে সমুদয় ব্যক্তিকেই পোষাক পরিধানে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(থ) জেলার বা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর আদেশ অনুসারে প্রত্যহ একজন কর্ম্মচারী দিবসে একবার ও রাত্রে একবারে ট্রেজারির সমুদয় প্রহরীর তত্ত্বাবধান করিবেন, এবং তাঁহার পরিদর্শনের ফল ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডের অবগতার্থে লিখিত রিপোর্ট দ্বারায় আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট দাখিল করিবেন।

(দ) উপরের লিখিত নিয়ম সদর ও মহকুমার ট্রেজারির প্রতি সাধারণতঃ বর্ত্তিবে, কিন্তু মহকুমার ট্রেজারিতে কেবলমাত্র একজন প্রহরী থাকিলেই চলিবে।

(ধ) মহকুমার ট্রেজারির টাকা ডবল তালায় আবদ্ধ থাকিবে। তন্মধ্যে এক তালার চাবি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট ও অপরটি নাজিরের নিকট থাকিবে। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং গারদের হেড কনেষ্টবলের অসাক্ষাতে কদাচ টাকার বাক্স খুলিতে হইবে না।

(ন) উপরের লিখিত নিয়মানুসারে ঠিক কার্য্য করা হয় কি না ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(প) সমুদয় ট্রেজারিতে এই সকল আদেশের ছাপার বিজ্ঞাপন লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

(ফ) ট্রেজারির কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে হইবে তাহা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নির্দ্দেশ করিবেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

জেলের কয়েদীগণ বাহিরে তাম্বুতে থাকা কালীন তাহাদিগকে পাহারা দেওয়ার নিয়ম।

১। কয়েদীদিগের মধ্যে কলেরা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তাম্বুতে রাখার সময় যে পুলিশ প্রহরীর প্রয়োজন হয় তাহা জেল বিভাগের প্রার্থনামতে তাঁহাদের ব্যয়ে অনতিবিলম্বে দিতে হইবে।

২। উপরোক্ত তাম্বুতে পাহারা দিবার জন্য সুচতুর লোক নিযুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদের স্থানে সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত একটীং লোক নিযুক্ত করিতে হইবে।

৩। জেলের বাহিরে কোন তাম্বুতে কয়েদীদিগকে পাহারা দেওয়া সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়মানুসারে প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইবে।

১০ জনের অনধিক কয়েদীর জন্য	১ জন হেড কনেষ্টবল ও ৪ জন কনেষ্টবল।
১১ হইতে ২৫ জন পর্য্যন্ত	১ জন হেড কনেষ্টবল ও ৮ জন কনেষ্টবল।
২৬ হইতে ৫০ জন পর্য্যন্ত	১ জন হেড কনেষ্টবল ও ১২ জন কনেষ্টবল।
৫১ হইতে ৭৫ জন পর্য্যন্ত	২ জন হেড কনেষ্টবল ও ১৬ জন কনেষ্টবল।

৭৬ হইতে ১০০ জন পর্য্যন্ত	১ জন সব ইনেস্পেক্টর,২ জন হেড কনেষ্টবল এবং ৩০জন কনেষ্টবল।
অতিরিক্ত প্রত্যেক ২৫ জনের নিমিত্ত	১ জন হেড কনেষ্টবল এবং ৪ জন কনেষ্টবল।

দেড় শতের অতিরিক্ত কয়েদী হইলে দুইজন সব ইনেস্পেক্টর প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। এবং ২০০ কয়েদীর অতিরিক্ত হইলে একজন ইনেস্পেক্টরও ইহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

পীড়িত হউক কি সুস্থ হউক যে সকল কয়েদীকে বান্ধাবস্থায় রাখা না যায় তাহাদের প্রত্যেক পাঁচ জনের উপর আরো অতিরিক্ত একজন কনেষ্টবল প্রহরী থাকিবে।

৪। জেলের কয়েদীর প্রহরীগণের ক্রটিতে কয়েদী পলায়ন করিলে সমুদয় প্রহরীগণকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে হইবে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীগণ এই সকল বিষয় সরাসরিমতে নিস্পত্তি করিবেন না।

৫। কেবলমাত্র প্রহরীর ক্রটি ব্যতীত গৃহের বা জেল সম্বন্ধীয় নিয়মের কোন অসম্পূর্ণতা গতিকে কয়েদী পলায়ন করিলে তদ্বিষয় সকল ঘটনায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

৬। বিচারাধীনে থাকা হাজতের আসামীগণকে মফস্বলে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরী (জেল প্রহরী নহে) নিযুক্ত করিতে হইবে। মঞ্জুরী পুলিশ দ্বারা এই কার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে অতিরিক্ত লোক কিয়ৎকালের জন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে অতিরিক্ত প্রহরী দেওয়া গেলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয় ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের সমীপে রিপোর্ট করিবেন।

পুলিশ প্রহরী দেওয়া গেলে হেড কনেষ্টবল বা প্রধান কনেষ্টবলকে বলিয়া দিতে হইবে যে, গারদস্থ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ পুলিশ চৌকিদার, ওয়ার্ডার, প্রভৃতি সকলেই তাহার অধীন, তিনি ইহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন।

৮। যে মহকুমায় একজন মাত্র মাজিষ্ট্রেট থাকেন তথাকার জেলে কয়েদী না থাকিলে তিনি মফঃস্বলে হাজতের আসামীর পাহারার সহায়তার জন্য চারিজনের মধ্যে দুইজন জেলওয়ার্ডার সঙ্গে করিয়া মফঃস্বল যাইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম অঙ্ক।

রিজার্ভ অর্থাৎ পুলিশ লাইন।

১। সকল লোক পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হওয়া মাত্র লাইনে থাকিয়া কাওয়াত শিক্ষা করিবে, এবং শিক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত লাইনে থাকিবে।

২। কাওয়াত করার অনেক প্রক্রিয়া শিক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যে টুকু শিক্ষা হয় তাহা ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বন্দুক কিরূপে হস্তান্তর করিতে হয়, ও সকলের সহিত একত্র হইয়া কিরূপে ঠিকভাবে ও নিয়মানুসারে চলিতে হয় তাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩। পুলিশে নিযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিত কাওয়াত (drill) শিক্ষা করিবেন।

(ক) Position of the soldier (পোজিসন্ অব্ দি সোল্জার) অর্থাৎ সৈন্যের দাঁড়াইবার নিয়ম।

(খ) Standing at ease and attention (ষ্ট্যাণ্ডিং য়্যাট্ ইজ্ এ্যাণ্ড য়্যাটেনসন্) অর্থাৎ সোজাভাবে সতর্ক হইয়া দাঁড়াইবার নিয়ম।

(গ) Saluting (স্যালুটীং) অর্থাৎ সেলাম করার নিয়ম।

(ঘ) Turnings (টার্নিংচ্) অর্থাৎ ডাইন বা বামদিকে ফিরিবার নিয়ম।

(ঙ) Balance step, with and without gaining ground (বেলান্স ষ্টেপ্ উইথ্ এণ্ড উইদাউট্ গেইনিং গ্রাউণ্ড) অর্থাৎ ধীরভাবে সম্মুখে ও পশ্চাতে পদ সঞ্চালন করিবার নিয়ম।

(চ) Quick step (কুইক্ ষ্টেপ্) অর্থাৎ দ্রুতপদ নিক্ষেপ করার নিয়ম।

(ছ) Turning on march (টার্নিং অন মার্চ্চ) অর্থাৎ দ্রুত গমন কালে ডান ও বামদিকে ফিরিবার নিয়ম।

(জ) Marching to the front and rear (মার্চ্চিং টু দি ফ্রন্ট এ্যাণ্ড রিয়ার) অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাৎদিকে দ্রুত পদে গমন করার নিয়ম।

(ঝ) To move in fours, sections, half companies, and to form line on either flank (টু মুভ্ ইন ফোর্চ্চ্, সেক্সন্চ্, হাপ কম্পেনিজ, এ্যাণ্ড টু ফরম লাইন্ অন্ আইদার ফ্লাঙ্ক) অর্থাৎ যত লোক একত্র হইয়া দ্রুতপদে চলে তাহাদিগকে দুইভাগে, এবং চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পুনরায় ঐ ভাবে একত্র হইয়া চলার নিয়ম।

(ঞ) The manual exercise (দি ম্যাণুয়েল এক্সারসাইজ্) অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা সেলাম ইত্যাদির কার্য্য।

(ট) The platoon exercise (দি প্লেটুন এক্সারসাইজ্) অর্থাৎ বন্দুক বোঝাই ও আওয়াজ করা।

(ঠ) Target practice (টারগেট প্রাক্টিস্) অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা হাত সহি করার নিয়ম।

৪। টারগেট প্রাক্টিস্ (Target practice) করা সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়ম প্রচার করা গেল। সমুদয় রিক্রুট (শিক্ষানবিস) কাওয়াত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে টারগেট প্রাক্টিস্ (Target practice) করিবে।

(ক) "রিক্রুট" (Recruit) বন্দুকে গুলি পুরিয়া আওয়াজ করিবার পূর্ব্বে ব্লাঙ্ক (blank) কার্ত্তুজ দ্বারা বন্দুক আওয়াজ করিতে অভ্যাস করিবে।

৫ কার্ত্তুজ দাঁড়াইয়া (standing) আওয়াজ করিবে। ৫ " ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ (independent) "	standing (ষ্ট্যাণ্ডিং)
৫ " সিংগ্লি (singly) আওয়াজ করিবে। ৫ " ইন্ ভলিজ্ (in volleys) সকলের সহিত একত্র হইয়া আওয়াজ করিবে।	kneeling (নিলিং) হাটু-পাতিয়া

(খ) ব্লাঙ্ক (blank) কার্ত্তুজ আওয়াজ করা শিক্ষা হইলে এইমিং (aiming) অর্থাৎ হাত সহি করা শিক্ষা দিতে হইবে। অন্য কোন যন্ত্র না থাকিলে তিন খানা কাষ্ঠ বা বাঁশের এক দিক একত্র বান্ধিয়া ত্রিপদ অর্থাৎ তিন পায়া বিশিষ্ট প্রস্তুত করিয়া তদুপরি মৃত্তিকাপূর্ণ ছালা স্থাপন করিতে হইবে। যে স্থানে ছালা স্থাপিত হইবে সে স্থান মাটি (জমিন) হইতে ৪॥ ফিট উচ্চ হইবে।

(গ) রিক্রুটগণ তদনন্তর টারগেট প্রাক্‌টিস্ নিমিত্ত লক্ষ্যভেদ স্থানে প্রেরিত হইবে, এবং

৫০ কদম হইতে ১০ আওয়াজ করিবে।
৭৫ ঐ ঐ
১০০ ঐ ঐ
১৫০ ঐ ঐ

(ঘ) প্রতি বৎসর শীতকালে যে সকল কনেষ্টবল রিক্রুট (শিক্ষা নবিস) দিগের শিক্ষিত কাওয়াত শিক্ষা করিয়াছে অর্থাৎ যে সকল কনেষ্টবল ভাল কাওয়াত শিখিয়াছে তাহাদিগকে সদর মোকামে আনাইয়া তাহাদের শিক্ষিত বিষয় অভ্যস্ত রাখিবার নিমিত্ত ১৫টী (Blank) ব্লাঙ্ক (খালি) কার্ত্তুজ্ এবং ২০টী গুলি (বল কার্ত্তুজ্) আওয়াজ করিবে।

ব্লাঙ্ক কার্ত্তুজ্ মধ্যে—

৫টী ইন্ ভলিজ—(সকলে একত্র হইয়া আওয়াজ করিবে)

৫টী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ (Independent) স্বাধীনভাবে আওয়াজ করিবে।

৫টী ওপন্ অথবা স্কার্মিসিং অর্ডার (open or skirmishing order) অর্থাৎ প্রকাশ্য বা ক্ষুদ্র যুদ্ধ করার ন্যায় আওয়াজ করিবে।

(ঙ) প্রতি বৎসর কাওয়াত শিক্ষা করা ব্যক্তিগণ নীচের লিখিত নিয়মে বন্দুক আওয়াজ করিবে।

৫০	কদম হইতে	৫টী
৭৫	ঐ	ঐ
১০০	ঐ	ঐ
১৫০	ঐ	ঐ

(চ) যে স্থানে লৌহ নির্ম্মিত টারগেট (লক্ষ্য স্থান) না পাওয়া যায় তথায় ৬ ফিট উচ্চ, ২ ফিট প্রশস্ত একখানা লৌহ খণ্ডের উপর হাত সহি করিতে হইবে। এই লৌহখণ্ড সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যস্থিত খণ্ডে ৮ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট একটি বুল্‌স্ আই (Bull's eye) আঁকিতে হইবে ; যেমন—

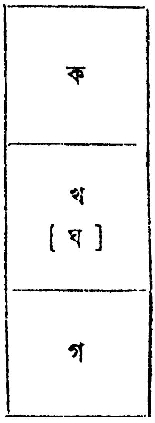

(ছ) টারগেটে অর্থাৎ উপরোক্ত লৌহ খণ্ডের স্থান বিশেষে গুলি লাগাইলে নীচের লিখিত নম্বর দেওয়া যাইবে।

আউটার (outer) অর্থাৎ ক, কি গ চিহ্নিত স্থানে গুলি লাগিলে।	২ নম্বর পাইবে।
সেণ্টার (centre) অর্থাৎ খ চিহ্নিত স্থানে লাগিলে	৩ নম্বর
বুল্‌চ আই (Bull's eye) অর্থাৎ ঘ চিহ্নিত স্থানে লাগিলে	৪ নম্বর।

রিকোসেট্‌ (Ricochet) অর্থাৎ গুলি গড়াইয়া টারগেট (লৌহ খণ্ডের) কোন স্থানে লাগিলে আর (R) লিখিয়া রাখিতে হইবে, এবং মিচ্‌ (miss) অর্থাৎ গুলি এক কালীন না লাগিলে ও (O) লিখিতে হইবে এবং এই সমুদয় নীচের লিখিত নিসান দ্বারা দেখাইতে হইবে।

আউটার (outer)—সাদা কি সবুজ বর্ণ।
সেণ্টার (centre)—গভীর নীল বর্ণ।
বুলচ্‌ আই (Bull's eye)—লাল এবং সাদা।
রিকোসেট্‌ (Ricochet) তুফানের ন্যায় উচ্চ নীচু লাল বর্ণ।
মিচ (miss)—কোন নিসান দেখাইতে হইবে না।

(জ) প্রত্যেক বৎসর বঙ্গপ্রদেশের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট টারগেট প্রাক্‌টিস্‌ (Target practice) করিতে পারিবে অর্থাৎ যে ভাল গুলি লাগাইতে পারিবে সে ২০৲ টাকা এবং প্রত্যেক জেলার যে ব্যক্তি ভাল গুলি লাগাইতে পারিবে সে ১০৲ টাকা পারিতোষিক পাইবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সেলাম দিবার নিয়ম।

নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে সেলাম দিতে হইবে।

(ক) শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব।	সূর্য্য উদয় এবং অস্ত যাওয়ার মধ্যে যতবার দেখা হয় ততবার সমুদয় গারদ এবং প্রহরীগণ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া সেলাম দিবে। (Present arms)
(খ) শ্রীযুক্ত কমিসনার,এবং ডিপুটী ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব।	সূর্য্য উদয় এবং অস্ত যাওয়ার মধ্যে কেবলমাত্র একবার সমুদয় গারদ এবং প্রহরীগণ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া সেলাম দিবে। (Present arms)
(গ) শ্রীযুক্ত জজ, মাজিষ্ট্রেট এবং ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব।	গারদ দিবসের মধ্যে একবার অস্ত্র উত্তোলন করিয়া (Present arms) এবং প্রহরীগণ সকল সময় সেলাম করিবে।
শ্রীযুক্ত আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, সবরডিনেট জজ এবং অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটগণ।	ইহাঁদের মধ্যে কেহ গারদের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সকলে সংকিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। (To stand at ease and attention)

(ঙ) আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইলে তাঁহাকে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ন্যায় সেলাম করিতে হইবে।

(চ) দিবসে একবার সশস্ত্র সেলাম পাওয়ার (প্রেজেণ্ট আর্‌মচ্‌) উপযুক্ত কোন কর্ম্মচারী দিবসের মধ্যে দ্বিতীয়বার গারদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সকলে বন্দুক হাতে লইয়া (সোলজার আর্‌মচ্‌) ঠিকভাবে থাকিবে।

(ছ) মহকুমার ভারপ্রাপ্ত আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গারদের নিকট দিয়া যাইবার সময় গারদস্থ লোক বন্দুক হাতে লইয়া (সোলজার আর্‌মচ্‌) ঠিকভাবে দাঁড়াইবে, এবং প্রহরীগণ অস্ত্র লইয়া থাকিবে।

(জ) নিরস্ত্র পুলিশ, সমুদয় পুলিশ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে সেলাম করিবে।

(ঝ) গারদের পুলিশ এবং প্রহরীগণ তাহাদের এলাকা খণ্ডের বা জেলার পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট অস্ত্র লইয়া যাইবে।

২। গারদের হেড কনেষ্টবলদিগের তরবারী রাখিতে হইবে, তাহাদের কোন বন্দুক থাকিবে না।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রহরী পরিবর্ত্তনের নিয়ম।

(ক) প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সমুদয় পাহারাওয়ালা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক প্রহরীর নিমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট "আদেশ" থাকা উচিত, এবং তাহা পাহারা পরিবর্ত্তন সময় পরবর্ত্তী ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যাহাকে পাহারা বুঝাইয়া দেওয়া যায় তাহাকে) বলিয়া দিতে হইবে,—যেমন "আমি আমার পাহারার সময় সচকিত থাকিব, কাপড় খুলিব না অথবা বসিয়া থাকিব না।"

(গ) কোন প্রহরী এই নিয়ম লঙ্ঘন করা অপরাধে বিচারার্থ সোপর্দ্দ হইলে তাহাকে যে হেড কনেষ্টবল বা অপর ব্যক্তি পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা ঐ প্রহরীর "আদেশ" প্রমাণ করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রহরীর সম্বন্ধীয় "আদেশ" স্মরণ না থাকিতে পারে এজন্য তাহা একখানা কাগজে লিখিয়া গারদের প্রত্যেক প্রহরীর দাঁড়াইবার স্থানে লটকাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

২। যে ডিপার্টমেণ্টে পুলিশ প্রহরী দেওয়া যায় সেই ডিপার্টমেণ্টই পুলিশের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

৩। গবর্ণমেণ্টের গৃহের, প্রহরীদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সেই ঘরে কোন প্রকার অগ্নি রাখার নিয়ম নাই।

কেবলমাত্র মজবুত লণ্ঠনে করিয়া একটি আলো রাখিতে হইবে। পুলিশের ঘরের আলোর নিমিত্ত যে লণ্ঠন লাগিবে তাহা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এবং অন্যান্য স্থানের লণ্ঠন তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দিবেন।

৪। উপরের লিখিত নিয়ম ভঙ্গ হইলে তজ্জন্য গারদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দায়ী হইবেন।

চতুর্থ অঙ্ক।

পুলিশের অস্ত্র সস্ত্রাদি।

১। পুলিশ বিভাগে যে সকল বন্দুক ব্যবহার হয়, তাহাতে কোন চিহ্ন বা নম্বর না থাকায় সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্ত কোন অস্ত্রাদির জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না; কারণ কোন ব্যক্তির নিকট অপরিষ্কৃত বা অনিষ্টাবস্থায় কোন বন্দুক পাওয়া গেলে সে ঐরূপ অবস্থায়ই তাহা প্রাপ্ত হওয়া বলিয়া থাকে।

এতন্নিবারণ জন্য সমুদয় বন্দুকে নম্বর দেওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রতি জেলায় পৃথক নম্বর দিতে হইবে না, সমুদয় বঙ্গ প্রদেশে ক্রমিক নম্বর পড়িবে। কোন ব্যক্তি অস্ত্রধারী প্রহরীর কার্য্য বা যে কার্য্যে অস্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক এমত কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত হইলে ঐ গার্ডের বা রিজার্ভের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহাকে যে বন্দুক ব্যবহার জন্য দেন তাহার নম্বর লিখিয়া রাখিবেন এবং যে কনেষ্টবলের নিকট বন্দুক যতকাল থাকিবে তজ্জন্য সে দায়ী হইবে।

বন্দুকের কুন্দার ডান পার্শ্বে লোহার অক্ষর দ্বারা নম্বর দিতে হইবে।

২। নীচের লিখিত নিয়মানুসারে প্রত্যেক জেলার নম্বর দিতে হইবে।

১।	বাখরগঞ্জ	১	নম্বর হইতে	১২০	পর্য্যন্ত।
২।	বালেশ্বর	১২১	,,	২০৪	,,
৩।	বাঁকুড়া	২০৫	,,	২৫৮	,,
৪।	বীরভূম	২৫৯	,,	৩০২	,,
৫।	ভাগলপুর	৩০৩	,,	৩৮১	,,
৬।	বগুড়া	৩৮২	,,	৪২৫	,,
৭।	বৰ্দ্ধমান	৪২৬	,,	৫১৯	,,
৮।	চট্টগ্রাম	৫২০	,,	৬৪৯	,,
৯।	চাম্পারণ	৬৫০	,,	৭০৪	,,
১০।	কটক	৭০৫	,,	৮১৮	,,
১১।	ঢাকা	৮১৯	,,	৯২৩	,,
১২।	দারজিলিং	৯২৪	,,	১০১১	,,
১৩।	দিনাজপুর	১০১২	,,	১১০৪	,,
১৪।	দারভাঙ্গা	১১০৫	,,	১১৮৭	,,
১৫।	ফরিদপুর	১১৮৮	,,	১২০৪	,,
১৬।	গরঝাট	১২৪১	,,	১৪৩৫	,,
১৭।	গয়া	১৪৩৬	,,	১৫৪৯	,,
১৮।	হাজারিবাগ	১৫৫০	,,	১৭০২	,,
১৯।	হুগলি	১৭০৩	,,	১৭৫৫	,,
২০।	হাবড়া	১৭৫৬	,,	১৭৯৫	,,
২১।	যশোহর	১৭৯৬	,,	১৯১৪	,,
২২।	জলপাইগুড়ী	১৯১৫	,,	২০১৮	,,
২৩।	খুলনা	২০১৯	,,	২০৬৮	,,
২৪।	লোহারডাঙ্গা	২০৬৯	,,	২১৪৪	,,
২৪ ক।	পালামৌ	২১৪৫	,,	২১৮২	,,
২৫।	মালদহ	২১৮৩	,,	২২২৬	,,
২৬।	মানভূম	২২২৭	,,	২২৮০	,,
২৭।	মেদিনীপুব	২২৮১	,,	২৩৮৪	,,

২৮।	মুঙ্গের	২৩৮৬	নম্বর হইতে	২৪৪৮	পর্য্যন্ত।
২৯।	মুরশিদাবাদ	২৪৪৯	,,	২৫০২	,,
৩০।	মজঃফরপুর	২৫০৩	,,	২৫৬৫	,,
৩১।	ময়মনসিংহ	২৫৬৬	,,	২৬৬৮	,,
	ঐ	২৬৬৯	,,	২৭৬২	,,
৩৩।	নদীয়া	২৭৬৩	,,	২৮৪১	,,
৩৪।	পাটনা	২৮৪২	,,	৩০০৪	,,
৩৫।	পুরী	৩০০৫	,,	৩০৮৮	,,
৩৬।	পাবনা	৩০৮৯	,,	৩১৪২	,,
৩৭।	পূর্ণিয়া	৩১৪৩	,,	৩২১৫	,,
৩৮।	রাজসাহী	৩২১৬	,,	৩২৯০	,,
৩৯।	রংপুর	৩২৯১	,,	৩৩৭৩	,,
৪০।	শারণ	৩৩৭৪	,,	৩৪৪৬	,,
৪১।	সাহাবাদ	৩৪৪৭	,,	৩৫২৯	,,
৪২।	সিংভূম	৩৫৩০	,,	৩৬৬১	,,
৪৩।	সাঁওতালপরগণা	৩৬৬২	,,	৩৭৭১	,,
৪৪।	ত্রিপুরা	৩৭৭২	,,	৩৮৭৫	,,
৪৫।	২৪পরগণা	৩৮৭৬	,,	৩৯১৪	,,
৪৬।	ঢাকা স্পিসেল রিজার্ভ	১	,,	১০৮	,,
৪৭।	ডুমকা ঐ	১০৯	,,	২১৬	,,
৪৮।	ভাগলপুর ঐ	২১৭	,,	২৭০	,,

৩। বন্দুকে যে নম্বর পড়ে সঙ্গীনেও সেই নম্বর দিতে হইবে। সঙ্গীন যে স্থানে আবদ্ধ করা যায় তথায় ছিদ্রের সম্মুখে নম্বর দিতে হইবে।

৪। উষ্ণপ্রধান জেলায় সপ্তাহে অন্যূন একবার ও অন্যান্য স্থানের অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক্য রূপে অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইবে। বর্ষার প্রারম্ভে ও অন্তে সমুদয় অস্ত্র খুলিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা ও পরিষ্কার করিতে হইবে। বন্দুকের নালে, কুন্দায়, এবং

রঞ্জক ঘরে মরিচা পড়িতে পারে, অতএব ঐ সকল স্থান ভালরূপ পরিষ্কার করিতে হইবে।

৫। রিজার্ভের হেড কনেষ্টবল, ও কনেষ্টবলদিগকে বন্দুক খুলিতে ও পরিষ্কার করিয়া পুনরায় আটিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। গুদমস্থ অস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখার জন্য রিজার্ভের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দায়ী।

৬। ব্যবহারে থাকা অস্ত্রাদি যে পুলিশ কর্ম্মচারীর জিম্মায় থাকে তিনি তাহা পরিষ্কার রাখিবেন, ও তজ্জন্য তিনি দায়ী হইবেন।

৭। রিজার্ভে কোন অস্ত্র প্রত্যর্পিত হইলে রিজার্ভের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহা পরীক্ষা করিবেন, ও কোন অনিষ্ট হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন।

৮। সংস্কার করণোপযোগী অস্ত্রাদি অবিলম্বে মেরামত করিতে হইবে। যে সমুদয় অস্ত্রাদি অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম (Fort William) অস্ত্রালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অকর্ম্মণ্য সাব্যস্ত হইলে তজ্জন্য রীত্যানুযায়ী ইণ্ডেণ্ট প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। নূতন নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে অস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

১০। অস্ত্র শস্ত্রাদি সময় সময় লেবুর রস দ্বারা মুছিয়া মোম অথবা মোম রোগান দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

১১। কোন ব্যক্তির অসাবধানতায় অথবা উপযুক্ত তত্ত্বাবধানতার ত্রুটিতে কোন দ্রব্য খোয়া গেলে বা অনিষ্ট হইলে তাহার তদ্বিষয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

১২। কোন অস্ত্রাদি অকর্ম্মণ্য বলিয়া রিপোর্ট হইলে তৎসম্বন্ধে বিহিত আদেশ জন্য এক কমিটী রিপোর্ট শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে। এই কমিটী রিপোর্টে নীচের লিখিত বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে।

(ক) কোন স্থান হইতে অকর্ম্মণ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

(খ) কতকাল পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহার হইতেছে বা পাওয়া গিয়াছে।

(গ) অস্ত্রের যে টুকু অনিষ্ট হওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছে তাহার বিবরণ।

(ঘ) অকর্ম্মণ্য হওয়ার কারণ কি? রীতিমত ব্যবহার বা অন্য কারণে নষ্ট হইয়াছে।

(ঙ) এই কমিটী রিপোর্ট ১ নম্বর ফারমে শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের সমীপে আবশ্যক হইলে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৩। প্রহরী, বা অপর কোন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী গুদম হইতে কোন নষ্ট হওয়া বারুদ আদি প্রাপ্ত না হইলে (অর্থাৎ নিজেরা কোন দ্রব্য নষ্ট করিলে) তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী হইবেন।

১৪। ক্যাপ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নীচের লিখিত নিয়ম সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

(ক) কোন ডিপার্টমেণ্টে মঞ্জুরির অতিরিক্ত ক্যাপ কখনই রাখিতে পারিবেন না, কিন্তু কোন দৈব ঘটনা বশতঃ যেমন পুলিশের কতক এবালিস বা সৈন্য স্থানান্তরিত ইত্যাদি করিলে অতিরিক্ত ক্যাপ থাকিলে তৎসম্বন্ধে বিহিত আদেশ পাওয়ার জন্য অস্ত্রাদির ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে অনতিবিলম্বে আবেদন করিতে হইবে।

(খ) নষ্ট ক্যাপ সম্বন্ধেও উপরোক্ত নিয়মানুসারে আচরণ করিতে হইবে।

(গ) বন্দুক ব্যবহার করায় যে সকল ক্যাপ আওয়াজ হইয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং শতকরা ৯০টার হিসাব দিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তৎসমুদয় সাবধান করিয়া রাখাইবেন।

(ঘ) বৎসরের মধ্যে একবার যখন ভগ্ন অস্ত্রাদি অস্ত্রালয়ে প্রেরিত হয়, সেই সময় এই আওয়াজ হওয়া ক্যাপ ঠিক মত ওজন করিয়া সেই সুযোগে পুলিন্দা করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে। এবং তৎসহ

"তাম্র, পুরাতন আওয়াজ হওয়া ক্যাপ" ইত্যাদি লিখিয়া এক তালিকা দিতে হইবে।

(৬) অস্ত্রাগারে পৌঁছার পর পুনরায় ওজন করিতে হইবে ও পৃথক রসিদ দিতে হইবে, এই সকল ক্যাপ পিটাইয়া একত্র করিতে যে ওজনে কম হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শতকরা ৭টা করিয়া রসিদে কম থাকিবে।

১৫। অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রাপ্ত মাত্র তাহাতে উষ্ণ লৌহ বা যে কালীর চিহ্ন না উঠিয়া যায় এমত কালী দ্বারা চিহ্ন দিতে হইবে। অঙ্ক দ্বারা দ্রব্যাদি প্রাপ্তির সন, মাস, ও তন্নিম্নে এক প্রকারের যত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহা লিখিতে হইবে; যেমন ১৮৭৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ২৫টা চামড়ার থলি পাওয়া গেলে $\frac{১২-৭৫}{২৫}$ এই ভাবে চিহ্ন দিতে হইবে।

১৬। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কোন অস্ত্রাদির জন্য জরুরি ইণ্ডেণ্ট প্রেরণ করিতে হইবে না।

১৭। অস্ত্রাদির সংখ্যা পূরা রাখিবার জন্য যে ইণ্ডেণ্ট করিতে হয় তাহা সচরাচর বৎসরান্তে অস্ত্রাদি পরীক্ষা করার পর করা কর্ত্তব্য।

১৮। অস্ত্রাদি এবং বন্দুকের নালের মুখ বন্ধ করা দ্রব্যের (মাজল ষ্টপার) নিমিত্ত ইণ্ডেণ্ট করিতে হইলে, ছিদ্রের আকার এবং অস্ত্রের ঠিক বিবরণ ইণ্ডেণ্টে উল্লেখ করিতে হইবে। এবং কি প্রকারে কোন্ ষ্টেশনে পাঠাইতে হইবে তাহাও লিখিতে হইবে।

১৯। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন যে, গুলি, বারুদ ইত্যাদির বাক্স রেলওয়ে কি অন্য কোন কোম্পানির রক্ষণায় আগত হইলে ও তাহা অনিষ্ট হওয়া বলিয়া সন্দেহ হইলে তাঁহারা এই দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বোচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীকে তদ্বিষয় জানাইবেন, তিনি আবশ্যক হইলে ক্ষতিপূরণ লওয়ার জন্য উপযুক্ত লোক দ্বারা তাহা পরীক্ষা করাইবেন।

২০। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিনানুমতিতে কোন অকর্ম্মণ্য বারুদ ইত্যাদি গুদমে রাখিলে তজ্জন্য অস্ত্রালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দায়ী হইবেন।

পঞ্চম অঙ্ক।

পুলিশের পোষাক।

১। সরকারী কার্য্য করার সময় পুলিশের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় পোষাক পরিধানে থাকা কর্ত্তব্য।

২। যখন কোন অস্ত্রধারী প্রহরীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়, অথবা কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থ গমন সময় যদি আত্মরক্ষার আবশ্যক হয়, তবে কেবল সেই সময় ইনেস্পেক্টর এবং সব ইনেস্পেক্টর কিরিচ ব্যবহার করিবেন।

৩। ইনেস্পেক্টর এবং সব ইনেস্পেক্টর কর্ত্তব্য কার্য্য করার সময়, এবং সরকারী পোষাক পরিধান থাকা সময় কোন কম্বল, চোগা, শাল, চাদর প্রভৃতি আর কিছুই ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৪। রেলওয়ে পুলিশের সার্জ্জন কর্ত্তব্য কার্য্য করার সময় সর্ব্বদাই পেটী কোমরে রাখিবেন, ও রুল ব্যবহার করিবেন।

৫। হেড কনেষ্টবলকে তাঁহার নিজের পেটী দুই টাকা দ্বারা খরিদ করিয়া লইতে হইবে।

৬। কনেষ্টবলগণ পেণ্টুলন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৭। লেখক কনেষ্টবল ও হেড কনেষ্টবলের এক প্রকার পোষাক, কিন্তু লেখক কনেষ্টবল বেল্লা পাইবেন না।

৮। ইউরোপীয়ান অথবা ইউরোপীয়ান সব ইনেস্পেক্টর এবং ঐ শ্রেণীর কনেষ্টবলদিগের পোষাক এক প্রকার।

৯। পূরা এক বৎসর কর্ম্ম করা হইলে প্রত্যেক কনেষ্টবলের দুইটা জাম্ফর (আবশ্যক মত ইহার একটা পশমি হইবে) দুইখানা

পাইড় বিহীন সাদা ধুতি, দুইটা পাগড়ী, একবরান্ডী, এক ঝোলা, ও এক জোড়া জুতা রাখিতে হইবে।

১০। ইণ্ডেণ্ট অনুসারে রিজার্ভ হইতে পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে পোষাক দেওয়া যাইবে। তিনি তাহা উপযুক্ত মতে বিলি করিয়া সদর মোকামে তাহার রসিদ প্রেরণের জন্য দায়ী। প্রত্যেক ব্যক্তির যাহা আবশ্যক ইণ্ডেণ্টে তাহা পৃথক করিয়া লিখিতে হইবে। ইণ্ডেণ্টের এক নকল সদর মোকামে থাকিবে, এবং আসল ইণ্ডেণ্ট পোষাকের সহিত পুলিশ ষ্টেশনে ফেরত দেওয়া যাইবে। কাহার পোষাকের কত মূল্য তাহা ইণ্ডেণ্টে প্রত্যেক ব্যক্তির নামের পার্শ্বে লেখা থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নামের পার্শ্বে রসিদ লইয়া তাহা সদর মোকামে ফেরত পাঠাইতে হইবে।

MEASUREMENT FOR COATS.

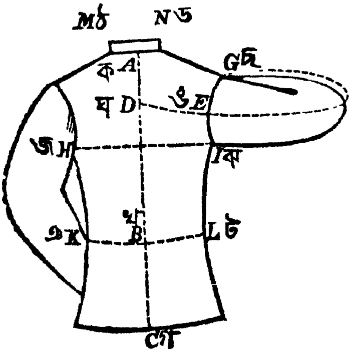

A to B From nape of neck to waist belt.
B „ C „ waist belt to full length required.
D „ E „ middle of back to armhole.
E „ F „ armhole to elbow.
F „ G „ elbow to length of sleeve desired.
H „ I Round back and chest tight under armpits.
K „ L Round the waist.
M „ N „ neck easy loose measurement.

ক হইতে খ—ঘাড়ের শির হইতে মাজা পর্যান্ত।
খ „ গ—মাজা হইতে যতদূর লম্বা প্রয়োজন।
ঘ „ ঙ—পৃষ্ঠের মধ্যস্থান হইতে বগল পয্যন্ত।
ঙ „ চ—বগল হইতে কোনু পর্য্যন্ত।
চ „ ছ—কোনু হইতে আস্তিন যত লম্বা প্রয়োজন।
জ „ ঝ—বগলের নীচ দিয়া বুক ও পীঠের পরিধি।
ঞ „ ট—মাজার বেড়।
ঠ „ ড—ঘাড়ের ঢিলা মাপ।

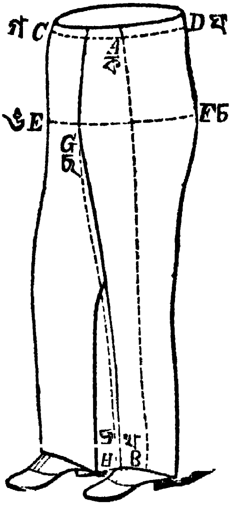

MEASUREMENT FOR TROUSERS.

পেণ্টুলনের মাপ।

A to B From height required to full length.
C „ D Round the waist.
E „ F Round the hips.
G „ H Tight under the crutch to full length of leg.

ক হইতে খ—যত লম্বা প্রয়োজন।
গ „ ঘ—মাজার পরিধি।
ঙ „ চ—উরুর পরিধি।
ছ „ জ—কুচ্‌কি হইতে যত লম্বা প্রয়োজন।

১১। ইনেস্পেক্টর এবং সব ইনেস্পেক্টরগণ নানা প্রকার পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা নিবারণ জন্য নিজে পোষাকের কিরূপ মাপ দেওয়া যায় তাহার উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। কোন কর্ম্মচারীর পোষাকের প্রয়োজন হইলে তিনি ইঞ্চি হিসাবে মাপ লইবেন, ও পরিমাপের ফারম পোষাক প্রস্তুতকারী কণ্ট্রাক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন। তিনি একই রকম পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

১২। কোন কর্ম্মচারী নিজে পোষাক প্রস্তুত করিয়া লইবেন না। ইহাতে নানা রকম পোষাক প্রস্তুত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলার পুলিশ এক স্থানে হইলে বড়ই হাস্যাস্পদ দেখা যায়।

১৩। ইনেস্পেক্টর এবং সব ইনেস্পেক্টরগণ তাঁহাদের পোষাক কণ্ট্রাক্টর ক্ষেত্রমোহন দে এবং কোম্পানীর নিকট হইতে আনাইবেন। তাহাদের জাম্ফর ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

আসামী পলায়ন।

১। যাহার জিম্মা হইতে আসামী পলায়ন করে তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইতে হয়। ১৮৬৩ সনের ২১এ এপ্রিল তারিখের ২৯০০ নম্বর আদেশ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে, পুলিশ কর্ম্মচারী আসামী পলায়ন অপরাধে দোষী হইলে তাহার বিচার জন্য তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে হইবে, ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম অনুযায়ী তাহার সম্বন্ধে কোন সরাসরি হুকুম দিতে হইবে না।

রাস্তা হইতে কোন আসামী ফেরার হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে, তিনি আসামী পুনরায় ধৃতের উপায় অবলম্বন করিবেন; যে জেল হইতে কয়েদী আসিয়াছিল এবং যথায় যাইতেছিল তদুভয় স্থানে সংবাদ দিতে হইবে, কয়েদী তৎক্ষণাৎ ধৃত না হইলে তাহার ওয়ারেণ্ট, ও মাল যে জেল হইতে তাহাকে চালান দেওয়া হইয়াছিল, তথায় ফেরত দিতে হইবে।

২। কেবল মাত্র নীচের লিখিত অবস্থায় চালান হওয়া আসামীর প্রতি গুলি করা যাইতে পারে।

প্রথম। কোন ব্যক্তির প্রতি যদি কয়েদী এমত ভাবে আক্রমণ করে যে তাহা অন্য কোনরূপে নিবারণ করা যায় না এবং তদ্দাতিকে আক্রান্ত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অথবা আঘাত প্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে।

দ্বিতীয়। সমুদয় কয়েদী একত্র হইয়া অথবা বলপূর্ব্বক প্রহরীর উপর আক্রমণ করিলে অথবা ঐ ভাবে পলায়ন করার উদ্যোগ করিলে।

তৃতীয়। প্রহরীদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য না হইলে, অন্য কোন অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিনা আদেশে কয়েদীকে গুলি করিতে পারে না।

চতুর্থ। কোন কয়েদী গোপনভাবে পলায়ন করার চেষ্টা করিতেছে, প্রহরীগণ মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহা দেখিলে তৎক্ষণাৎ আর সকলকে তাহা জানাইবে, কিন্তু ঐ কয়েদীকে গুলি করিতে পারিবে না।

সপ্তম অঙ্ক।

গোয়েন্দা।

১। কোন কোন জেলায় ডাকাতি-গোয়েন্দা আছে, তাহারা দৈনিক দুই আনা হিসাবে সরকার হইতে পায়। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত এই দুই আনার অতিরিক্ত যে সকল দুর্ব্বল গোয়েন্দা উপার্জ্জন করিতে পারে না তাহাদিগকে শীতকালের প্রারম্ভে একটা কম্বলও দেওয়া যাইতে পারে।

২। এই সকল ব্যক্তি সদ্ভাবে থাকিয়া রাত্রে লাইনে প্রত্যাগমন করিবার, ও সময় সময় পরিদর্শন জন্য উপস্থিত হইবার সর্ত্তে লাইন হইতে দূরস্থানে কর্ম্ম করিতে যাইতে পারে।

৩। গোয়েন্দাদিগকে উপযুক্ত রক্ষণায় রাখিবার জন্য পুলিশের নজরবন্দিতে রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে অপরাধের অনুসন্ধানার্থ (অর্থাৎ কোন মোকদ্দমা কিনারা করার জন্য গোয়েন্দা রূপে) ব্যবহার করিতে হইবে না।

৪। গোয়েন্দাগণ অসৎচরিত্র হইলে গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে তাহাদের প্রথম দণ্ডাজ্ঞার নিয়মানুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সচ্চরিত্র ভাবে থাকিলে মুক্ত হওয়ার সর্ত্তে, বা শাস্তির অবশিষ্ট সমুদয় অংশ ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনরায় কারাগারে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

অষ্টম অঙ্ক।

গৃহাদি প্রস্তুত ও সংস্করণ।

১। কণ্ট্রাক্ট দ্বারা ঘর মেরামত বা প্রস্তুত না করাইয়া পুলিশ নিজে করিলে কি মূল্যের কি কি দ্রব্য কি পরিমাণ লাগিয়াছে, ও কত জন লোকে দৈনিক কি হিসাবে কাজ করিয়াছে, তদ্বিষয়ের হিসাব যে মাসে টাকা পাওয়া যায়, সেই মাসের শেষেই প্রেরণ করিতে হয়।

২। মার্চ্চ মাসের ৩১এ তারিখের পর ঘর প্রস্তুত বা মেরামত বাবদ কোন টাকা হাতে রাখা যাইবে না। সেই দিবসের পূর্ব্বে মেরামত ইত্যাদি বাবদ যে টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায় ও ঐ দিবস পর্য্যন্ত যাহা খরচ হইতে বাকি থাকে, তৎসমুদয় ট্রেজারিতে দাখিল করিতে হইবে। এই নিয়মের কোন বর্হিভূত আচরণ করা যাইতে পারিবে না।

৩। কণ্ট্রাক্টরকে কোন অগ্রিম টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যে পরিমাণ কাজ করা হয় সেই হিসাবে প্রতি সপ্তাহে, অথবা প্রতি মাসে তাহাকে টাকা দেওয়া উচিত। টাকা সরকারে জব্দ হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় কদাচ কণ্ট্রাক্টরকে টাকা দেওয়া যাইতে পারে না।

৪। এক কাজের জন্য মঞ্জুরী টাকা অন্য কর্ম্মে ব্যয় করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। এইরূপে কোন অনিয়মের নিমিত্ত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দায়ী।

৫। যে স্থান মেরামত করিতে প্রকৃত যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহার এষ্টিমেট করা কর্ত্তব্য, এবং মেরামত জন্য যে টাকা মঞ্জুর হয়, তাহা নূতন ঘর প্রস্তুত করিতে ব্যয় করা যায় না। ঘরের আকৃতি পরিবর্ত্তন না করিয়া যে সংস্করণ করা হয় তাহাকে "মেরামত করা" বলে, এবং আকার পরিবর্ত্তন অথবা এক কালীন নূতন প্রস্তুত করাকে "নির্ম্মাণ" বলে।

৬। ঘর প্রস্তুতের জন্য কোন অগ্রিম টাকার প্রয়োজন হইলে

আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর যোগে দরখাস্ত করিতে হয়। তিনি ঐ দরখাস্ত আপন অভিপ্রায় সহ বিভাগের কমিসনার সাহেবের যোগে গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

৭। কেবল মাত্র ঘর প্রস্তুত করার জন্যই এই অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইতে পারে, কোন ঘর খরিদ করার নিমিত্ত দেওয়া যায় না। দরখাস্তকারীর এরূপ প্রতিজ্ঞা পাঠ লিখিয়া দিতে হইবে যে, এই অগ্রিম টাকা কেবলমাত্র ঘরের জন্যই ব্যয় হইবে, এবং ঘর প্রস্তুত হওয়ার পর যাহা উদ্বর্ত্ত হইবে তাহা গবর্ণমেণ্টে ফেরত দেওয়া যাইবে।

৮। অগ্রিম টাকা মঞ্জুর হওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রাপ্ত মাত্র ঘরের কাজ আরম্ভ না করা হইলে কমিসনার সাহেবের আদেশানুযায়ী ঐ দরখাস্তকারীর এক চুক্তিনামা লিখিয়া দিতে হইবে, এবং তৎপর ক্রমশঃ যত টাকা দেওয়া যাইবে বলিয়া চুক্তিনামায় লেখা থাকে সেই পরিমাণ টাকা ক্রমে পাইবেন।

৯। ঘর প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হইলে দরখাস্তকারী এক বন্ধকী পত্র লিখিয়া দিবেন, ও তাহা রীতিমত রেজেষ্টারী হইলে সমুদয় টাকা অগ্রিম পাইতে আর কোন ব্যাঘাত থাকিবে না।

১০। যে কর্ম্মের জন্য যত টাকা মঞ্জুর হয় তদতিরিক্ত তজ্জন্য ব্যয় করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে তৎসম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমতি লওয়া আবশ্যক।

১১। যে কাজের জন্য যত টাকা মঞ্জুর হয় কেবল তজ্জন্যই তাহা ব্যয় করিতে হইবে, অন্য কাজে ব্যয় করা যায় না। নূতন ঘরে অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হইলে তাহা পৃথক রিপোর্ট দ্বারা আনাইতে হয়।

১২। নূতন ঘর প্রস্তুত করিতে এক হাজার বা তদূর্দ্ধ টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভব হইলে ঐ কর্ম্ম পাবলিক্ ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট (P. W. D.) করিবেন এবং হাজার টাকার অনধিক হইলে পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট ঐ কার্য্য করিবেন।

১৩। পুরাতন ঘর নিলামের মূল্য নূতন ঘর প্রস্তুত জন্য ব্যয় করা যায় না।

জরিপের স্তম্ভ মেরামত সম্বন্ধে বিধি।

১। সার্ভে পিলার (জমি পরিমাপ করার স্তম্ভ) কোন লোক নষ্ট না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২। স্তম্ভের যে সমুদয় ফাটা স্থান দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করে, তাহা মৃত্তিকা ও কর্দ্দম দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে; চিহ্নিত প্রস্তরের নিকট যে সকল ভগ্ন স্থান থাকে তাহা ইষ্টক বা মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে; পাহাড় বা উচ্চ স্থানে যে সকল স্তম্ভ আছে তথায় চিহ্নিত প্রস্তরের উপর মৃত্তিকা ও ইষ্টক দ্বারা গোড়ায় ৬ ফিট প্রশস্ত ৪ কি ৫ ফিট উচ্চ করিয়া স্তম্ভ প্রস্তুত করিতে হইবে। স্তম্ভের উপর কোন জল দাঁড়াইতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পুলিশ বা গ্রাম্য চৌকীদার জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আদেশানুসারে এই সকল মেরামত অনায়াসে করিতে পারেন, এবং তাহাতে যে ব্যয় হয় (গড়পরতা প্রত্যেক স্তম্ভের নিমিত্ত ৪৲ টাকা) সার্ভে জেনারেল সাহেবের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম অঙ্ক।

পুলিশ গেজেট।

১। বৎসর ১০৲ টাকা অথবা প্রত্যেক সংখ্যার জন্য চারি আনা করিয়া চাঁদা দিলে পুলিশ কর্ম্মচারী নিজের ব্যবহার জন্য একটি পুলিশ গেজেট পাইতে পারেন। কাহার গেজেট লইতে ইচ্ছা হইলে বঙ্গ প্রদেশের শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের আফিসে দরখাস্ত করিতে হয়, এবং গেজেটের মূল্য স্থানীয় ট্রেজারিতে দাখিল করিয়া তাহার রসিদ ঐ দরখাস্তের সহিত প্রেরণ করিতে হয়।

২। গেজেটে প্রকাশিত কোন ফেরারী ব্যক্তি ধৃত হইলে, আত্মসমর্পণ করিলে অথবা তাহার বিরুদ্ধের মোকদ্দমা খারিজ হইলে তদ্বিবরণ গেজেটে প্রকাশ জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে অনতিবিলম্বে রিপোর্ট করিতে হইবে।

৩। যে সকল ঘোষিত অপরাধীর নাম গেজেটের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা গেজেটের সহিত একত্র বান্ধিয়া রাখিতে হইবে না। এই ক্রোড়পত্র একত্র পৃথক ফাইল করিয়া রাখিতে হইবে এবং ইহার লিখিত কোন ব্যক্তির ধৃত হওয়ার বিবরণ গেজেটে প্রকাশিত হইলে ক্রোড়পত্র সংশোধন করিতে হইবে।

৪। কোন তারিখের গেজেট না পাওয়া গেলে স্থানীয় পোষ্টাফিসে অনুসন্ধান করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হয়।

৫। গেজেট প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বকার ফাইলে যে সংশোধন করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে। যথা; গেজেটের ১০০ প্রকরণে যে

খালাসী কয়েদীর ঠিকানা পাওয়া গিয়াছিল না, তাহার সন্ধান হইলে ঐ ১০০ প্রকরণের পার্শ্বে এইরূপ লিখিতে হইবে, "পাওয়া গিয়াছে অমুক খণ্ডের অমুক প্রকরণ দেখ।"

৬। ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী গেজেটের লিখিত বিষয় সকল মনযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। এবং ফেরারী, সন্দেহযুক্ত লোক, খালাসী কয়েদী, এবং কয়েদী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা অধীনস্থ হেড কনেষ্টবল ও কনেষ্টবলদিগকে জ্ঞাত করাইবেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বেতনের বিল প্রস্তুত সম্বন্ধীয় বিধি।

১। প্রত্যেক মাসের শেষ দিবস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার নিজের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের বেতনের বিল ১ নম্বর ফারমে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে পাঠাইবেন। এবং অধীনস্থ প্রত্যেক আউটপোষ্টের জন্য পৃথক পৃথক বিল পাঠাইবেন।

এই বিলের কেবল মাত্র প্রথম তিন ঘর অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নম্বর, নাম, পদ ও শ্রেণী ষ্টেশন হইতে পূরণ করিয়া দিবেন। মাসের মধ্যে কোন নূতন লোক আসিয়া থাকিলে "রিজার্ভ হইতে প্রাপ্ত" ইত্যাদি কৈফিয়ৎ ঐ ব্যক্তির নামের পার্শ্বে মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে।

২। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অভিপ্রায় অনুসারে ইংরাজী বা দেশীয় ভাষায় এই বিল প্রস্তুত হইবে। মহকুমার কোর্টে, ট্রেজারিতে এবং জেলে যে সকল ব্যক্তি থাকে তাহাদের বিল কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর বা কোর্টের ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন। রিজার্ভের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রিজার্ভস্থ লোকের বিল প্রস্তুত করিবেন ও তাহাতে সদর মোকামের সমুদয় প্রহরী

ও হাঁসপাতালের লোকের নাম ভুক্ত করিতে হইবে। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এবং হেড ক্লার্ক তাঁহাদের আফিসস্থ লোকদিগের বিল প্রস্তুত করিবেন।

৩। যে সকল ইনেস্পেক্টরদিগের নাম গবর্ণমেণ্টের গেজেট ভুক্ত হয় না, অর্থাৎ যাঁহারা ২০০৲ টাকার কম বেতন পান, তাঁহাদের নাম মহকুমার সদর ষ্টেশনের বিলে লিখিতে হইবে।

৪। ২০০৲ শত টাকার কম বেতনের কর্ম্মচারী বিদায় লইয়া ভারতবর্ষে থাকিলে তাঁহার সেই অনুপস্থিত সময়ের বেতনের টাকা পাইতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি যে জেলায় কর্ম্ম করেন তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে ব্যতীত অপর কোন স্থানে তাহা পাইবেন না, এবং তথা হইতে তাঁহার নিকট টাকা প্রেরণের বন্দোবস্ত তাঁহার নিজের করিতে হইবে।

৫। কোন কর্ম্মচারী উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পূর্ব্ব মাসের বেতনের রসিদযুক্ত বিল যথা সময় (অর্থাৎ পর মাসের বেতনের বিল প্রস্তুতের পূর্ব্বে) সদর আফিসে প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার বেতন বাহির করা বন্ধ রাখিতে পারেন।

৬। বেলা ১২টার পূর্ব্বে বেতনের টাকা ট্রেজারি হইতে না পাওয়া গেলে সেই দিবস টাকা না আনিয়া তৎপর দিবস আনিতে হইবে।

৭। লিখিতে পারে না এমত ব্যক্তির বেতন লেখা পড়া জানা কোন লোকের সাক্ষাতে দিতে হইবে। তিনি আপন দস্তখত দ্বারা প্রত্যেক টেঁড়া সহির সত্যতা করিবেন। টাকা প্রাপক তাঁহার মোকাবেলা প্রকৃত ঐ টেঁড়া সহি করিল বলিয়া বিলে লিখিবেন।

৮। বেতন বিলি করিতে কোন অনাবশ্যক বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। ষ্টেশন হইতে আউটপোষ্টের বেতনের টাকা বিল সহ তথায় পাঠাইতে হইবে। এবং আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বেতন বিলি করিয়া ঐ রসিদযুক্ত বিল যত সত্বর হয় ষ্টেশনে ফেরত

পাঠাইবেন। সমুদয় টাকা প্রাপকগণকে দিয়া রসিদ লওয়া হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে বিল ফেরত পাঠাইতে হইবে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ২০৲ টাকার অতিরিক্ত টাকার বাবদ এক আনার ষ্ট্যাম্প দ্বারা রসিদ লইতে হইবে। কোন টাকা থরচ না হইলে তাহা কি জন্য বিলি হইতে পারে নাই তদ্বিষয়ের কারণ সংযুক্ত এক রিপোর্ট দ্বারা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে ঐ টাকা পাঠাইতে হইবে।

৯। ২০৲ টাকা ও তন্নিম্ন বেতনভোগী সমুদয় ব্যক্তির বেতন হইতে প্রতি টাকায় ছয় পাই হিসাবে পুলিশের বৃদ্ধাবস্থার সংস্থান জন্য প্রতিমাসে কর্ত্তন করিয়া লওয়া যায়।

১০। জেলার ভারপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কি আসিষ্ট্যাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অথবা তদুপরিস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারী, তদধীনস্থ আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিম্নপদস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর অন্য জেলায় বদলির আদেশ হইলে তাহার এক মাসের অগ্রিম বেতন ও যাতায়াতের আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য আন্দাজমত থরচের টাকা মঞ্জুর করিয়া দিতে পারেন। এই টাকা অগ্রিম বেতনভোগী কর্ম্মচারীর তিন মাসের বেতন হইতে তুল্যাংশে কর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইবে।

১১। যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারীর বেতন তাঁহাদের নামে না বাহির হইয়া সংখ্যা অনুসারে বাহির হয়, অর্থাৎ যাঁহারা ২৫৲ টাকার ন্যূন বেতন পান, তাঁহারা নিয়মানুসারে পূরা এক মাসের বেতন পাইতে না পারিলে সাধারণতঃ কোন অগ্রিম টাকা পাইবেন না।

১২। এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বদলি হইলে, শেষে কোন্ মাসের বেতন প্রথমোক্ত জেলা হইতে পাওয়া যায় তদ্বিষয়ের এক সার্টিফিকেট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিস হইতে লইয়া যাইতে হয়, নতুবা নূতন জেলায় যাইয়া বেতন পাওয়া যায় না।

১৩। পুলিশ কর্ম্মচারী আপন জেলা হইতে অন্য জেলায় টাকা, অথবা কয়েদী, কি আর কোন দ্রব্যের চালান লইয়া যাওয়ার সময় যদি এরূপ বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার রওয়ানার মাস মধ্যে প্রত্যাগমন করিবার সম্ভব নাই তবে আপন জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে তাঁহার সঙ্গীয় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য বেতনের এক বিল লইয়া যাইতে পারেন এবং যে স্থানে গেলে বেতন পাওনা হয় অর্থাৎ মাস শেষ হয়, তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট ঐ বিল দিলে তিনি স্থানীয় ট্রেজারি হইতে বিল ভাঙ্গাইয়া গারদের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রসিদ গ্রহণে বেতনের সমুদয় টাকা দিবেন।

১৪। বেতনের কোন টাকা কর্ত্তন হইলে তৎসম্বন্ধে যে আপত্তি থাকে তাহা পশ্চাৎ করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অঙ্ক।

সারভিস্ বহি।

১। এই বহি ইংরাজিতে লিখিতে হইবে। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ নিজেরা এই বহি শুদ্ধরূপে লেখাইয়া রাখিবেন। এই বহিতে প্রত্যেক কর্ম্মে নিয়োগ, ক্যাজুয়েল (casual) ব্যতীত অন্য সকল প্রকার বিদায়, কর্ম্ম হইতে সস্পণ্ড সময়, ও কর্ম্মের অন্যান্য ফাঁক (অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে অবসর হইবার বিবরণ) লিখিতে হইবে।

২। প্রত্যেক কার্য্য আরম্ভ ও শেষ হইবার তারিখ, অথবা কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিবার বিবরণ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দস্তখত দ্বারা প্রমাণ করা কর্ত্তব্য। এই বহিতে কিছু লেখার প্রয়োজন হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে আবেদন করিতে হইবে, এবং তাঁহার অনুমতি ও দস্তখত ভিন্ন এই বহিতে কিছুই লিখিতে হইবে না। যদি এই বহিতে কিছুই

লেখা না থাকে, অথবা যাহা লেখা থাকে তাহাও ভ্রম সংযুক্ত হয়, তবে পেনসন, অথবা পারিতোষিক (gratuity) পাওয়ার সম্বন্ধে গোল হইতে পারে অতএব সকলেই এই বহি শুদ্ধমত রাখিবেন।

৩। সকলের সারভিস বহি আফিসে রাখিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়।

১। কোন স্থানে শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে অবিলম্বে তাহা তদন্ত করিয়া মুখ্য ব্যক্তি, ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে জামিন, মুচলিকায় আবদ্ধ করার জন্য রিপোর্ট করিতে হইবে।

২। হাঙ্গামা, অথবা বে-আইনী জনতার মোকদ্দমায় যত ব্যক্তি লিপ্ত হওয়া প্রমাণ হয়, তৎসমুদয়কে চালান দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রকারের মোকদ্দমায় প্রথমতঃ এক কি দুইজন আসামী চালান দেওয়া এককালীন নিষিদ্ধ।

৩। সাধারণের গমনাগমনের পথ সর্ব্বদা নিরাপদে রাখা পুলিশের বিশেষ কর্ত্তব্য। কোন মিছিল, বা লোকযাত্রা পথ দিয়া চলিবার পূর্ব্বে তথায় শান্তিরক্ষা করিবার বিধানার্থ অধীনস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী, ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট উপযুক্ত সময়ে রিপোর্ট করিবেন। তিনি যেরূপ আদেশ করেন তদনুরূপে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে।

রথযাত্রার সময় নীচের লিখিত নিয়মাবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) রাস্তা, বিশেষতঃ যে দিকে রথের গতি থাকে সেই দিক, লোক শূন্য রাখিতে হইবে।

(খ) রথ হইতে ১৫ এবং ২০ ফিটের মধ্যে কেহ রথ টানিবার দড়ি ধরিতে পারিবে না।

(গ) রথের যে স্থানে দড়ি বান্ধা থাকে তথায় তীক্ষ্ণ ছুরী, অথবা কুড়ালসহ লোক রাখিতে হইবে, এবং কোন প্রকার বিপদাশঙ্কা দেখিলে তৎক্ষণাৎ রথের দড়ি কাটিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে।

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হইলে তাহার নিকট হইতে আর কোন সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয় না। কোন দলের দুই কি তিন ব্যক্তির শাস্তি হইলেই পুলিশ নিরস্ত থাকেন, হয়ত আর কে, কে ঐ দলভুক্ত, তাহারা কোথায় আছে, তদ্বিষয়ের কোন অনুসন্ধানই লওয়া হয় না। ডাকাতি, দস্যুতা, বিষ দ্বারা গো মেষাদি বধ, দলবদ্ধ হইয়া চুরি, এবং সিঁদ চুরি মোকদ্দমায় অধিক ব্যক্তি লিপ্ত থাকিলে ২।১ ব্যক্তির শাস্তিতে প্রকৃত কোন উপকার হয় না, অতএব ঐ সকল মোকদ্দমায় যত ব্যক্তি লিপ্ত থাকা প্রকাশ হয় তাহার প্রত্যেককে বিচারার্থ চালান দেওয়া উচিত। এই জন্য যে সকল ব্যক্তির শাস্তি হয় তাহাদের নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, এবং তন্নিমিত্ত ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যোগে রিপোর্ট করিলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি পাওয়া যায়। এই অনুমতি লইয়া কারাধ্যক্ষের মোকাবেলা, অথচ কি কথা হইতেছে তিনি না শুনিতে পারেন এমত স্থানে দাঁড়াইয়া, কয়েদীর সহিত আলাপ করিতে হয়। সব ইনেস্পেক্টরের নীচের পদস্থ কোন ব্যক্তিকে সচরাচর এই অনুমতি দেওয়া যায় না।

৫। গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে এবং কয়েদীগণকে উপযুক্ত মতে

চিনিবার জন্য প্রত্যেক রবিবার সিবিল সারজন সাহেবের পরিদর্শনার্থ সমুদয় পুরুষ কয়েদী যে একত্র হইয়া থাকে তখন পুলিশ তাহাদিগকে দেখিবেন।

(ক) কোন পুলিশ ষ্টেশনের কি কোন জেলার যে কর্ম্মচারী ঐ সময় সদর মোকামে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকে এই কাওয়াতে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং তিনি কোন কয়েদীকে চিনিতে পারেন কিনা দেখিবেন। ২০ জনের অতিরিক্ত পুলিশের এই জেল কাওয়াতে এক সময়ে উপস্থিত হওয়া অনাবশ্যক।

(খ) রিজার্ভের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রতি সপ্তাহে এই জেল পেরেড সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন; তাহাতে কে কে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, কোন্ কোন্ কয়েদীকে সেনাক্ত করা হইয়াছে, এবং অন্য কোন আবশ্যকীয় বিষয় প্রকাশ পাওয়া গিয়াছে কিনা লিখিবেন।

(গ) যদি কাওয়াত না হয় তবে তাহার কারণও লিখিতে হইবে।

(ঘ) পুলিশের পরিদর্শন জন্য কোন স্ত্রীলোক কয়েদীকে একত্রিত করা নিষ্প্রয়োজন।

৫। গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী দেশীয় কোন রাজা, অথবা অন্য কোন লোকের নিকট হইতে কোন প্রকার ভেট গ্রহণ করিবেন না। যদি নিতান্তই ভেট গ্রহণ না করিলে দাতা অত্যন্ত অসন্তোষ হন, তবে মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেব বাহাদুরের অনুমতি লইয়া ভেট লওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে।

৭। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, অথবা দেশীয় লোকের নিকট হইতে কাহারও কোন প্রকার সুখ্যাতিসূচক অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, এবং নিজের সম্মানার্থ ঐরূপ কোন প্রকাশ্য সভা কি আমোদ হইলে তাহাতেও যোগদান করা অনুচিত।

৮। অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে, অথবা আপন এলেকার কোন জমিদার, কি আর কোন বাসন্দা লোকের নিকট হইতে পুলিশ

কর্ম্মচারী কোন টাকা কর্জ্জ করিবেন না। ঐরূপ কর্জ্জ করা প্রকাশ হইলে সেই কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ সরাসরি ভাবে পদচ্যুত হইবেন। উপরিস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী স্থদ গ্রহণে অধীনস্থ লোকদিগকে টাকা কর্জ্জ দিবেন না।

৯। নীচের লিখিত বিধানানুসারে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ সালিসী করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন।

(ক) আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর অনুমতি ভিন্ন, অথবা সালিসী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাপন্ন উপযুক্ত আদালতের অনুজ্ঞা ব্যতীত কোন কর্ম্মচারী কোন মোকদ্দমায় সালিসী করিবেন না।

(খ) আপন পদোপলক্ষে নিজের নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা থাকিলে ঐ মোকদ্দমায় কেহ সালিসী করিবেন না।

(গ) পক্ষদ্বয়ের আপনাপন অনুরোধ মতে কোন সালিসী করিলে তজ্জন্য কোন পারিতোষিক গ্রহণ করিবেন না।

(ঘ) কোন আদালতের অনুমতি ক্রমে সালিসী করিলে ঐ আদালত যত ফিস লইতে নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) উপরোক্ত নিয়ম যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানি কার্য্যবিধির অথবা অন্য কোন আইনের নিয়মানুযায়ী নিষ্পত্তি হইয়া আইন সদৃশ বলবৎ হইতে পারে তৎপ্রতি বর্ত্তিবে। কিন্তু আদালতের অজ্ঞাতসারে, গোপনে যে সকল সালিসী হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি হয় তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না। অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ শেষোক্ত প্রকারের মোকদ্দমায় সালিসী করা সম্বন্ধে জেলার মাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর সাহেব যে নিয়ম করেন তদনুরূপ আচরণ করিবেন।

১০। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উপলক্ষে কোন ক্রিয়া করিলে তাঁহার নামে যদি নালিশ হয়, তবে তিনি আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর যোগে মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থা গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে রিপোর্ট করিবেন, যেন তদ্দ্বারা মোকদ্দমার

প্রকৃত বিবরণ বুঝা যায়। গবর্ণমেণ্ট কাগজাদি দৃষ্টি করার পর, যদি ঐ কর্ম্মচারীর কার্য্যে কোন দোষ না থাকা বুঝিতে পারেন তবে গবর্ণমেণ্টের উকিলকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে আদেশ দিবেন। পক্ষান্তরে মোকদ্দমার কাগজ পত্র দৃষ্টে ঐ কর্ম্মচারীর নিজের দোষ থাকা প্রকাশ হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবেন না, ও তদ্বিষয় তাঁহাকে অবগত করাইবেন, এবং তাঁহার নিজের ব্যয়ে আপন পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের উক্ত কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের উকিল ব্যতীত অন্য কোন উকিল নিযুক্ত করিলে তাহার ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন না, তাঁহার নিজের দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেই কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইলে অভিযুক্ত কর্ম্মচারী নিজে আত্ম সমর্থন করিবেন, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ভাবে মুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট মোকদ্দমার ব্যয় দিবেন।

১১। সরকারি কর্ম্ম করিতে গমন করিবার সময় পুলিশের খেয়া নৌকার ভাড়া দিতে হয় না।

১২। কটকের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের, বা কেন্দ্রপাড়ার ইনেস্পেক্টরের পুলিশ বোটে কর্ম্মচারীগণ উড়িষ্যা খাল দিয়া গমনাগমন করিলে তাঁহাদের কুত দিতে হয় না।

১৩। ভাতার (Travelling) জন্য যে মাসে যে টাকা ব্যয় হয় তজ্জন্য সেই মাসে বা তাহার পর মাসে বিল না করিলে, এবং বিলম্বে বিল করার বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে তৎপর আর টাকা মঞ্জুর হইবে না।

১৪। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সুবিধার জন্য কোন কর্ম্মচারী এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে বদলি হইলে তিনি ভাতা পাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিজের ইচ্ছায় বা কোন অসচ্চরিত্রতার নিমিত্ত হইলে পাইবেন না।

১৫। সরকারী কোন তহবিল তছরূপ, বা অন্য কোনরূপে টাকা কি মাল চুরি হইলে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় রিপোর্ট করিতে হইবে।

১৬। গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারি, বেঙ্গলব্যাঙ্ক, বা তাহার কোন শাখা ব্যাঙ্কে টাকা আমানত না করিয়া অন্যত্র রাখিলে সেই টাকার জন্য আমানতকারী নিজে দায়ী।

১৭। কোন সংবাদদাতাকে, বা কোন অপরাধী ধৃতকারীকে, কিঁ অন্য কোন কর্ম্মচারীকে কোন প্রশংসনীয় কাজের নিমিত্ত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ৫০৲ টাকা, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ২০০৲ টাকা, এবং কমিশনার অথবা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দিতে পারেন।

১৮। কাহার পারিতোষিক পদক (মেডেল) হারাইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সমীপে আবেদন করিলে পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে।

১৯। ১৮৮৮ সনের ৭ম আইন দ্বারা সংশোধিত দেওয়ানি কার্য্যবিধি আইনের ২৮ ধারার বিধানানুসারে নীচের লিখিত হারে কোন দেওয়ানি আদালত পুলিশ কর্ম্মচারীর বেতন ক্রোক করার আদেশ প্রদান করিতে পারেন:—(১) মাসিক কুড়ি টাকার ন্যূন বেতন হইলে সমুদয় বেতন; (২) কুড়ি টাকার অধিক এবং চল্লিশ টাকার অনধিক বেতন হইলে মাসে কুড়ি টাকা; এবং (৩) অন্যান্য অবস্থায় অর্দ্ধ বেতন।

২০। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী বিভাগস্থ কমিশনার সাহেবের নিষ্পত্তির কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে তদ্বিষয়ের অবস্থা শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের সমীপে জানাইতে পারেন।

২১। কোন ব্যক্তি পুলিশের কর্ম্ম হইতে পদচ্যুত হইলে তাহার নামের এক বর্ণনাপত্র ৮৫ নম্বর ফারমে স্পষ্টরূপে ইংরাজীতে লিখিয়া ঐ ব্যক্তির বাড়ী যে জেলায় তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে পাঠান যাইবে, এবং তথা হইতে দেশীয় ভাষায় তাহা অনুবাদিত হইয়া ঐ ব্যক্তির বাড়ী যে ষ্টেশনের এলেকায় তথায় তাহা ফাইল করিয়া রাখার জন্য প্রেরিত হইবে। কোন ব্যক্তি পুলিশ বিভাগে নূতন নিযুক্ত হইলে তাহার বর্ণনাপত্র (ভেরিফিকেসন্ রোল) যখন তদন্ত জন্য ষ্টেশনে যায়, তখন এই পদচ্যুত হওয়া লোকের বর্ণনাপত্রের ফাইল ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, এবং তাহাতে ঐ নূতন নিযুক্ত ব্যক্তির নাম আছে কি না

তাহা (ভেরিফিকেসন্ রোলের) বর্ণনাপত্র সম্বন্ধীয় তদন্তের উত্তরে সর্ব্বদাই উল্লেখ করিতে হইবেক।

২২। সমুদ্রের তীরস্থ জেলার পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, জাহাজের কোন "বয়া" পাড়ের নিকট বা জলে ভাসিতে দেখিলে তাহা হস্তগত করিয়া বিস্তারিত রিপোর্ট করেন।

২৩। গবর্ণমেণ্টের হাতির খোরাকী ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নীচের লিখিত নিয়ম প্রচলিত আছে, এই হিসাব অনুসারে ব্যয় দিয়া রিপোর্ট করিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিস হইতে টাকা পাওয়া যায়।

৬ হইতে ৭ ফিট উচ্চ হাতির	জন্য প্রত্যহ	সাত সের	চাউল, বা আটা
৭ " ৮	ঐ	৮ সের	ঐ
৮ " ৯	ঐ	৯ সের	ঐ
৯ ফিটের উচ্চ	ঐ	১০ সের	ঐ

কাজ না করিলে, ১লা এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসের ১লা তারিখ পর্য্যন্ত রোজ ৩ সের হিসাবে কম খোরাকী দেওয়া যাইবে।

এতদ্ব্যতীত রোজ দুই হইতে চারি আনার ঘাস ও মাসিক বার আনার মসলা দিতে হইবে।

২৪। বদমাইসী ও সাধারণের অনিষ্টজনক কোন মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট করিতে হইবে। এই সকল মোকদ্দমায় কোন প্রথম এতলা ব্যবহার করিতে হয় না।

২৫। সমুদয় বাঙ্গালা রিপোর্ট পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। পুলিশ কর্ম্মচারীর নাম সংক্ষেপে না লিখিয়া তাহার পূরা নাম, ও পদ, যে জেলার যে ষ্টেশনে তিনি কাজ করেন, এবং যে তারিখে রিপোর্ট দেন, তৎসমুদয় স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পুলিশ ষ্টেশন ও আউটপোষ্ট এবং তথায় যে যে রেজিষ্টার রাখিতে হইবে।

১। কার্য্যবিধি আইনের ৪ ধারার (ণ) প্রকরণ অনুসারে পুলিশ ষ্টেশন তিন ভাগে বিভক্ত ; যথা--পুলিশ ষ্টেশন, স্বাধীন আউটপোষ্ট, এবং আউটপোষ্ট। আউটপোষ্ট আবার সাধারণ আউটপোষ্ট, রোড আউটপোষ্ট, এবং টাউন আউটপোষ্ট—এই তিন ভাগে বিভক্ত।

সব ইনেস্পেক্টর ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কম্মচারী, এবং স্থানের অবস্থা অনুসারে তাঁহার অধীনে হেড কনেষ্টবল ও কনেষ্টবল আছে।

স্বাধীন আউটপোষ্ট পুলিশ ষ্টেশনের এলেকার কতক অংশ মাত্র, এই স্বাধীন আউটপোষ্ট কার্য্যতঃ ক্ষুদ্র ষ্টেশনে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীন আউটপোষ্টের কাগজাদি একা এক সব ডিষ্ট্রিক্ট আফিসে প্রেরিত হয়, এবং পুলিশ ষ্টেশনে যে সকল বহি থাকে এখানেও তৎসমুদয় রাখা হয়।

পঞ্চম শ্রেণীর কোন সব ইনেস্পেক্টর অথবা উচ্চ শ্রেণীস্থ হেড কনেষ্টবল ইহার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক। ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টরকে তাঁহার ষ্টেশনের এলেকার মধ্যস্থিত স্বাধীন আউটপোষ্ট পরিদর্শন করিতে হয়। হেড কনেষ্টবল আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক ; এবং তথাকার ফৌজদারী কার্য্যাদির রিপোর্ট ষ্টেশনের যোগে প্রেরণ করিতে হয়। বাণিজ্য দ্রব্যাদি রাস্তায় রক্ষা করার জন্য রাস্তার উপর যে আড্ডা থাকে তাহাকে "রোড্-পোষ্ট" বলে। এবং রোন্দ গস্তী করাই তথাকার পুলিশের প্রধান কার্য্য।

রাত্রে জেলা ইত্যাদির উপর রোন্দগস্তী করার জন্য যে পুলিশ আড্ডা থাকে তাহাকে "টাউন আউটপোষ্ট" বলে। শান্তি স্থাপন

ও মিউনিসিপাল উপবিধির নিয়মাদি লঙ্ঘন হইলে তাহার সংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত তথাকার পুলিশের দিবসে মহল্লায় পরিভ্রমণ করিতে হয়।

“রোডপোষ্ট”, ও “টাউন আউটপোষ্ট” কেবলমাত্র রোন্দগস্তী করার জন্যই স্থাপিত হয়, তদুভয় স্থানের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের লেখা পড়া জানা অনাবশ্যক; এবং তাহার কোন তদন্ত করা কদাচ উচিত নহে।

২। পুলিশ ষ্টেশন, স্বাধীন আউটপোষ্ট ও সাধারণ আউটপোষ্টে নীচের লিখিত আইন রাখিতে হইবে।

(১) দণ্ডবিধি আইন—	১৮৭০ সনের ১৪ এবং ২৭ আইন, ১৮৭২ সনের ১৯ আইন, ১৮৮২ সনের ৮ আইন, এবং ১৮৮৬ সনের ১০ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৬০ সনের ৪৫ আইন।
(২) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন—	১৮৮৪ সনের ৩ আইন এবং ১৮৮৬ সনের ১০ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৮২ সনের ১০ আইন।
(৩) পুলিশ আইন—	১৮৬১ সনের ৫ আইন।
(৪) আফিম বিষয়ক আইন—	১৮৭৮ সনের ১ আইন
(৫) আবকারী আইন—	১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইন, ১৮৮১ সনের বঙ্গীয় ৪ আইন, এবং ১৮৮৩ সনের বঙ্গীয় ১ আইন।
(৬) অস্ত্রবিষয়ক আইন—	১৮৭৮ সনের ১১ আইন।
(৭) চৌকিদারী আইন-	বঙ্গীয় ১৮৭০ সনের ৬ আইন, ১৮৭১ সনের ১ আইন, এবং ১৮৮৬ সনের ১ আইন।
(৮) পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ বিষয়ক আইন—	১৮৭১ সনের ১ আইন, এবং ১৮৮৩ সনের ১৮ আইন।

(৯) ইংরাজী এবং বাঙ্গালা টীকা সম্বন্ধীয় আইন— ১৮৬৫ সনের বঙ্গীয় ৪ আইন, এবং ১৮৮০ সনের বঙ্গীয় ৫ আইন।

(১০) প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইন— ১৮৭২ সনের ১, এবং ১৮ আইন।

এবং আবশ্যক হইলে নীচের লিখিত আইন, অথবা তাহার কতক অংশও রাখিতে হইবে।

(১১) জুয়া খেলা সম্বন্ধীয় আইন— বঙ্গীয় ১৮৬৭ সনের ২ আইন।

(১২) ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সম্বন্ধীয় আইন— ১৮৭৯ সনের ৪ আইন।

(১৩) উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধীয় আইনের ১৭২ এবং ১৭৩ ধারা— ১৮৮২ সনের ১ আইন।

(১৪) লবণ সম্বন্ধীয় আইন— বঙ্গীয় ১৮৬৪ সনের ৭ আইন, ও ১৮৭৭ সনের ১৮ আইন।

৩। পুলিশ ষ্টেশন এবং আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী চার্জ্জ দেওয়ার সময় নীচের লিখিত নিয়মানুসারে আচরণ করিবেন।

(১) উপযুক্ত মতে অবসর হওয়ার পূর্ব্বে, এবং বিশেষ অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মচারী কর্ম্মস্থল পরিত্যাগ করিবেন না।

(২) যে ব্যক্তি চার্জ্জ গ্রহণ করেন তিনি নীচের লিখিত ফারম অনুসারে এক সার্টিফিকেট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে প্রেরণ করিবেন; যথা—

"আমি সতর্ক হইয়া ষ্টেশনের সমুদয় রেজেষ্টারি, ও ফাইল পরীক্ষা করিয়াছি; এবং আমার সাধ্যানুসারে তাহাদের শুদ্ধতা দেখিয়া লইয়াছি, অদ্য নীচের লিখিত বাবদ এত টাকা যে হাতে আছে তাহা আমি সম্পূর্ণ পাইয়াছি (কি কি বাবদ তাহা এই স্থানে লেখ)। অত্রসহ প্রেরিত ফর্দ্দের লিখিত গবর্ণমেণ্টের সমুদয় সম্পত্তি আমি পাইয়াছি। শেষ চার্জ্জ দেওয়ার সময় যে সকল সম্পত্তি ছিল, সেই ফর্দ্দের সহিত আমি ইহা মোকাবিলা করিয়াছি এবং

তাহাতে নীচের লিখিত ব্যতিক্রম দেখা যায়। (এই স্থানে তাহা লেখ)।”

উপরে যাহা লেখা গেল তদতিরিক্ত যে কর্ম্মচারী চার্জ্জ দেন, উপরের লিখিত বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম থাকিলে তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে কৈফিয়ত থাকে তাহাও দিবেন। এবং কোন্ সময় চার্জ্জ দেওয়া হয়, তাহাও লিখিতে হইবে।

কিছুকালের জন্য অনুপস্থিত হইলে, যেমন ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সদর মোকামে কোন সাক্ষী দিতে গেলে, এই নিয়ম প্রতিপালন না করিলেও চলে। ঐরূপ অবস্থায় উভয় কর্ম্মচারী (চার্জ্জদাতা ও গৃহীতা) ষ্টেশন দৈনিকে চার্জ্জ প্রদান ও গ্রহণ করার সংবাদ লিখিলেই যথেষ্ট হইবে।

কোন কারণ বশতঃ উপরের লিখিত নিয়ম, অথবা তাহার কোন একটি প্রতিপালিত না হইলে তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ কৈফিয়ত দিতে হইবে।

৪। পুলিশ ষ্টেশনের সমুদয় কর্ম্মচারী ও ব্যক্তিগণ ষ্টেশনে বাস করিবেন।

৫। যে স্থানে ঘোড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে তথাকার সব ইনেস্পেক্টরকে এক দিবস উত্তমরূপে পরিভ্রমণ করা যায় এরূপ একটি উপযুক্ত ঘোড়া রাখিতেই হইবে।

৬। পুলিশ দলভুক্ত নহে, এরূপ কোন ব্যক্তি দ্বারা পুলিশ কর্ম্মচারীগণ পুলিশের রিপোর্ট অথবা রেজেষ্টারী লিখিবার সহায়তা লইবেন না। কোন আত্মীয় সাক্ষাৎ করিতে অথবা কার্য্যশিক্ষা করিতে আসিয়াছে, বন্দী, মদতনবিশ, তাইদ, পাচক, অথবা বন্ধু ইহার যে কোন প্রকারই হউক ঐরূপ লোককে কর্ম্ম করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর ঐ প্রকার কোন সাহায্যকারী রাখা প্রকাশ হইলে তাহাকে হুকুম অমান্য অপরাধে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা যাইতে পারিবে।

৭। ভিন্ন জেলার পরস্পর নিকটস্থ ষ্টেশন এবং আপন জেলায়

অন্যান্য ষ্টেশন সহিত সর্ব্বদা আলাপ পরিচয় রাখা কর্ত্তব্য। কেবল স্থানীয় অপরাধকে অপরাধ বলিয়া বুঝিতে হইবে না। পুলিশ কর্ম্মচারী আপন এলেকার মধ্যে অপরাধ নিবারণ জন্য যেমত চেষ্টা করিবেন অন্য স্থান সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিবেন। ব্যবসায়ী অপরাধীগণ অতি শীঘ্রই পুলিশ কর্ম্মচারীগণের এ বিষয়ে অমনোযোগীতার পরিচয় পাইয়া তদনুসারে আপন অভীষ্ট সাধন করে।

আপন এলেকাস্থ খালাসী কয়েদী এবং সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা ষ্টেশনের ভাল কর্ম্মচারীর উচিত। এবং তদ্বিষয় নিকটস্থ ষ্টেশনের কর্ম্মচারীকে সর্ব্বদা জ্ঞাত করা বিধেয়।

৮। ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে যতদূর সম্ভব আপন এলেকায় পরিভ্রমণ করিতে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা বিট সৃজন করিয়া তাহা পরিভ্রমণ করার নিয়ম করা গেল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না। শ্রীযুক্ত ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন বিট সৃজন প্রথা প্রচলিত করা যাইবে না। যে সকল লোককে পরিভ্রমণ কার্য্যে নিয়োগ করা যাইবে, তাহাদিগকে কোন্ কোন্ স্থানে যাইতে হইবে, কোন্ কোন্ বা ওর সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইতে হইবে, এবং এই কার্য্যে কত দিবস থাকিতে হইবে তৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। বিনা উপদেশে কদাচ ঐ সকল লোকদিগকে এক সময় অধিক দিবসের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে না। এলেকাখণ্ড অত্যন্ত বিস্তৃত না হইলে পরিভ্রমণের কার্য্য কদাচিত ছত্রিশ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিবে, অর্থাৎ এক দিবস প্রাতে যাহাকে ঐ কার্য্যে নিয়োগ করা যায় সে তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগমন করিবে।

৯। ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টর আউটপোষ্টের কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করিবেন—প্রথমতঃ, তিনি প্রতি মাসে আউটপোষ্ট পরিদর্শন করিবেন; দ্বিতীয়তঃ, আউটপোষ্টের দৈনিক, বিশেষ দৈনিক, এবং শেষ রিপোর্ট যাহা ষ্টেশনের যোগে প্রেরিত হয়, তৎসমুদয় পাঠ

করিবেন। কিন্তু ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টর অনুপস্থিত থাকিলে এই সকল রিপোর্ট তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে না। আউট-পোষ্ট হইতে আগত বি, অথবা সি, ফারমের শেষ রিপোর্ট অন্য ফারমে প্রেরণ করার জন্য সব ইনেস্পেক্টর ফেরত দিতে পারেন। এইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় আউটপোষ্ট হইতে আগত শেষ ফারম অগ্রাহ্য করার কারণ ঐ ফারমে লিখিয়া তাহা সব ডিষ্ট্রীক্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

১০। খেয়া ঘাটের নিকট যে সকল ষ্টেশন আছে, তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উচিত যে, ঐ সকল নৌকায় অতিরিক্ত বোঝাই না হয় তদ্বিষয়ে নিজে অধীনস্থ কর্ম্মচারী সহ সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন।

১১। বিদেশস্থ ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি ও তাহাদিগকে আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য নীচের লিখিত উপদেশ প্রদান করা যাইতেছে।

(১) গ্রামের সীমানার মধ্যে ভ্রমণকারী বিদেশীয় লোকের কোন বড় বা ছোট দল থাকিলে, কি আসিলে চৌকিদারগণ সত্বর তদ্বিষয়ের সংবাদ নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে দিবে।

(২) ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ ঐ দল দেখিবেন, এবং নীচের লিখিত বিষয় সকল অনুসন্ধান দ্বারা ঠিকানা করিবেন।

(ক) ঐ দলস্থিত সমুদয় ব্যক্তিগণের নাম ও তাহাদের আকৃতি;

(খ) তাহাদের সহিত যত পশ্বাদি আছে;

(গ) দলস্থিত লোক কোন জাতীয়;

(ঘ) দলপতির নাম;

(ঙ) কোন্ জেলা হইতে তাহারা কোন্ পথে আসিয়াছে;

(চ) তাহারা ইংরেজাধিকৃত দেশে বসতি করে কি না;

(ছ) তাহারা কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এবং তাহাদের সাধারণতঃ চরিত্র কি প্রকার।

(৩) এই অনুসন্ধানের ফল বিশেষ রিপোর্ট দ্বারা অনতিবিলম্বে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং অথবা তাহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী অন্যূন সপ্তাহে একবার এই দলের আড্ডা দেখিবেন। দল হইতে কোন লোক অনুপস্থিত হইলে, অথবা কোন নূতন লোক আসিলে তাহার ঠিকানা রাখিবেন। ঐ আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে এক কি দুই জন কনেষ্টবল তৎসহ প্রেরণ করিবেন, এবং যে ষ্টেশনের এলেকায় ঐ সকল লোক অবস্থিতি করে ঐ কনেষ্টবল তথায় তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবে। সংবাদ দেওয়ার পরই কনেষ্টবলকে আপন ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করার অনুমতি দিতে হইবে।

(৫) সমুদয় চৌকিদারগণ অবগত হওয়া মাত্র নীচের লিখিত সংবাদ দিবে।

(ক) দল হইতে কোন লোক অনুপস্থিত হইলে,

(খ) কোন নূতন লোক দলভুক্ত হইলে;

(গ) আড্ডা স্থানান্তরিত হইলে।

(৬) এতৎসম্বন্ধে যে সকল রিপোর্ট প্রেরিত হয় তাহার এক পৃথক ফাইল ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে থাকিবে। এবং দলস্থ লোকগণ যে আত্মপরিচয় প্রদান করে তাহার সত্যতা তাহাদের প্রকাশিত স্থানে অনুসন্ধানের দ্বারা ঠিকানা করিবেন। কোন দল দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ঠিকানা করিতে হইবে, এবং তাহারা কোথায় আছে তদ্বিষয় সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জানাইতে হইবে।

(৭) দলস্থ লোক যে পরিচয় দেয় তাহা অনুসন্ধানে মিথ্যা প্রকাশ পাইলে তাহাদের সমুদয়কে, অথবা তাহাদের মধ্যে যত জন আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া কার্য্যবিধি আইনের ৫৫ ধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইবে।

১২। সংক্রামক বসন্ত রোগ উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যাবধারণের নিয়মাবলী।

(ক) কোন নগর অথবা গ্রামে বসন্ত রোগ উপস্থিত হইলে জমিদার, বা তাঁহার কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে রিপোর্ট করিবেন, পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত যে ঐ রিপোর্ট প্রাপ্ত মাত্র জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে প্রেরণ করেন। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, অথবা পীড়া হ্রাস হইলে তদ্বিষয় সময় সময় রিপোর্ট দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর করিতে হইবে।

(খ) কোন স্থানে রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপন বিবেচনামতে পীড়া ক্রমে হ্রাস অথবা এক কালীন তিরোহিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ স্থানের হাট বাজার, বা মেলা বন্ধ করার উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(গ) সাধারণের গমনাগমনের পথে, অথবা কোন রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকট কোন নগর অথবা গ্রামে বসন্ত রোগ উপস্থিত হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ পথিকগণের এবং আরোহীগণের আবাসের জন্য ঐ নগর অথবা গ্রাম হইতে দূরতর কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(ঘ) যদি রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার অবস্থা ভাল না হয়, তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ ঐ স্থানের লোকদিগকে তাহাদের স্থান পরিত্যাগ করিতে, ও নিকটস্থ নগর অথবা গ্রামে যাতায়াত করিতে, যতদূর সম্ভব নিষেধ করিয়া দিবেন। যদি নগরের কোন এক ভাগে রোগ উপস্থিত হয় এবং তাহার অবশিষ্ট অংশ ভাল থাকে তবে সংক্রামক স্থানে যাতায়াত যতদূর সম্ভব বন্দ করা কর্ত্তব্য।

(ঙ) নগরের সীমানায় অস্থায়ী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সমুদয় রোগীদিগকে তৎক্ষণাৎ তথায় প্রেরণ করা উচিত। ঘাসের

ছাপরা দিয়া প্রত্যেক খানা ২০´×১৪´ দীর্ঘ প্রস্থ, ছেচের চাল মৃত্তিকা হইতে ৪´ উচ্চ, এবং চতুষ্পার্শ্বে বাশের বেড়া দিয়া এই সকল অস্থায়ী চিকিৎসালয় প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এইরূপ প্রত্যেক ঘরে চারি জনের অতিরিক্ত রোগী রাখা যাইবে না; এবং আবশ্যক মত ছাপরার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(চ) রোগীর শুশ্রূষার জন্য প্রত্যেক রোগীর পরিবারস্থ একটি লোক রোগী আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত চিকিৎসালয়ে যাইয়া তথায় অবস্থান করিবেন। চিকিৎসালয়ে অবস্থান সময় আবশ্যক হইলে প্রত্যেক শুশ্রূষাকারীকে রোজ দুই আনা করিয়া খোরাকী দেওয়া যাইবে। চিকিৎসালয়ের জন্য এক জন ভিস্তী, এক জন মেথর থাকিবে, এবং রোজ খাদ্য দ্রব্য চিকিৎসালয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া দেওয়ার জন্য এক জন দোকানী নিযুক্ত করিতে হইবে। চিকিৎসালয়ের চতুষ্পার্শ্বের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। এবং রোগী অথবা শুশ্রূষাকারীকে কোন কারণে তাহার বাহিরে যাইতে দিতে হইবে না, অথবা বাহিরের কোন লোক ঐ সীমানার মধ্যে যাইতে পারিবেন না। এক জন নেটিভ ডাক্তার এই অস্থায়ী চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন, এবং উপরোক্ত নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন না হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার সাহায্যের জন্য এক জন প্যাদা থাকিবে।

(ছ) রোগীদিগকে নগর হইতে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইবার জন্য এক খানা ঘেরা ডুলী ও চারি জন বেহারা নিযুক্ত করিতে হইবে। যে সকল বেহারাদের পূর্ব্বে বসন্ত হইয়াছে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। ডুলী বহন সময় তাহারা ছোট কাপড় (নেংটী) পরিবে এবং রোগীকে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের আপন আপন শরীর ভাল করিয়া জলে ধৌত করিবে। সাধারণের গমনাগমনের রাস্তা যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া রোগীদিগকে নগর হইতে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, এবং যে পথ দিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইবে সেই পথের লোক তফাৎ থাকে তজ্জন্য সকলকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে।

(জ) কোন বাড়ীতে বসন্ত রোগ হইলে তাহা তখনি পরিত্যাগ করা উচিত, তৎপর তাহাতে গন্ধক, অথবা সংক্রামক নিবারণী অন্য কোন দ্রব্য জ্বালান উচিত, এবং তাহা উত্তম রূপে পরিষ্কার করা উচিত। গৃহস্থগণ তাহাদের পরিধেয় কাপড় সিদ্ধ করিয়া লইবেন।

(ঝ) কোন নগরে বসন্ত কিছু কাল স্থায়ী ভাবে থাকিলে এবং নিকটস্থ অনেক বাড়ীতে ঐ ব্যারাম উপস্থিত থাকিলে, যদি সেই ঋতুতে বাহিরে থাকার সুবিধা হয় তবে যে স্থানে ব্যারাম আছে সেই স্থানের সমুদয় অধিবাসীগণকে ঘর পরিত্যাগ করাইয়া কিছু দিবসের জন্য খোলা ময়দানে অবস্থিতি করাইতে পারিলে ভাল হয় এবং এই অবসরে ঐ স্থানের সমুদয় রাস্তা ও গৃহাদি উত্তম রূপে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

(ঞ) যে স্থানে গবর্ণমেণ্টের ইংরাজী টীকাদার নাই সেই স্থানে (স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিষেধ না করিয়া থাকিলে দেশীয় প্রথানুসারে টীকা দেওয়া বন্দ করা উচিত নহে। কিন্তু যে সকল জেলায় গবর্ণমেণ্টের ইংরাজী টীকাদারগণ কাজ করিতেছেন তথায় দেশীয় প্রথানুসারে টীকা দেওয়া যতদূর সম্ভব নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(ট) কোন স্থানে বসন্ত উপস্থিত হইলে তাহা অনতিবিলম্বে বিভাগস্থ স্বাস্থ্যের ডেপুটী কমিসনারের সমীপে রিপোর্ট দ্বারা জানাইতে হইবে এবং জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ডাক্তার সাহেবের সহায়তায় সকল শ্রেণীর লোকদিগকে যতদূর সম্ভব, ইংরাজী টীকা দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। যে সকল শ্রেণীর লোক ইংরাজী টীকাকে অন্য সময় ভাল বিবেচনা করে না তাহাদের মধ্যে বসন্ত উপস্থিত হইলে, ও তাহা নিবারণের প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্টি করিলে আর তাহাদের এই প্রথার প্রতি বিদ্বেষ থাকিবে না।

১৩। কোন স্থানে কলেরা পীড়া উপস্থিত হইলে পুলিশ কর্ম্মচারীর তদ্বিষয় অবিলম্বে রিপোর্ট করিতে হইবে, ও কলেরার ঔষধ

বিতরণ করিতে হইবে। এই ঔষধের জন্য কোন মূল্য গ্রহণ করিতে হইবে না। ব্যারাম কিছু কাল স্থায়ী হইলে তাহার, এবং ঔষধ বিতরণের ও তৎ ফলের দৈনিক বিবরণ প্রেরণ করিতে হইবে।

১৪। কোন ইউরোপীয় সৈন্য পলায়ন করিলে তাহার গ্রেপ্তার সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়মাবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) সৈন্য বিভাগ হইতে পলায়ন করিয়াছে এরূপ সন্দেহ করার উপযুক্ত কারণ থাকিলে পুলিশ ঐ রূপ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারেন।

(খ) ঐ রূপ সন্দেহ ক্রমে কোন ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে কোন এক মাজিষ্ট্রেট সমীপে লইয়া যাইতে হইবে, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট হুকুম না দিলে ধৃত হওয়া ব্যক্তিকে পল্টনের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রতার্পণ করা যাইবে না।

(গ) ইউরোপীয় সৈন্য বিভাগ হইতে পলায়ন করা কোন ব্যক্তিকে কেহ ধৃত করিতে পারিলে ৩০৲ টাকা পুরস্কার পাইতে পারে। পুলিশ কর্ম্মচারী যদি এই পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন তবে তাহা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিল করিয়া আনাইবেন।

(ঘ) কোন পল্টন হইতে কোন সৈন্য বিনা বিদায়ে অনুপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ের সংবাদ নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে দেওয়ার জন্য সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (Commander in chief) সাহেব পল্টনাধ্যক্ষদিগকে অনুমতি করিয়াছেন।

১৫। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী সম্বন্ধীয় আইনান্তর্গত নিয়মাবলী।

(১) "ইউরোপ দেশোৎপন্ন", এই কথায় ইউরোপ, আমেরিকা পশ্চিম উপদ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলাণ্ড দেশে যে সমুদয় লোকের জন্ম, এবং তাহাদের ঔরসজাত পুত্র পৌত্রদিগকে বুঝায়।

(২) উপরোক্ত জাতীয় কোন ভ্রমণকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে এবং হেপাজতে রাখিতে হইলে দেশীয় অপেক্ষা সম্ভব হইলে ইউ-

রোপীয় অথবা ইউরোসীয়ান পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করা বিধেয়।

(৩) আইনের ৪ ধারানুসারে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী প্রকাশ্য কোন ভ্রমণকারীর নিকট কোন বিষয় জানিতে চান যদি সে তাহার উত্তর দিতে অস্বীকার করে অথবা দিতে না পারে, পুলিশ কর্ম্মচারীর সমক্ষে কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আইনের ২৩ ধারার অন্তর্গত কোন অপরাধ করিলে এবং তদ্রূপ কোন অপরাধ করা হইয়াছে বা হইতেছে কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে পুলিশ কর্ম্মচারী উপরোক্ত প্রকারের সকল ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যাহারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দেয় না, বা দিতে পারে না, কি যাহারা অপরাধ করে বিনা ওয়ারেণ্টে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া বিচারাধিপত্য কর্ম্মচারীর সমীপে রীতিমত উপস্থিত করিবেন।

৪। ভ্রমণকারীর "পোষাকের টাকা" তাহার নিকট দিতে হইবে না; যে পুলিশ কর্ম্মচারী, বা অপর ব্যক্তির জিম্মায় সে থাকে তাঁহার নিকট দিতে হইবে।

১৬। নীচের লিখিত বাজে কার্য্যে পুলিশকে নিযুক্ত করা যাইবে না।

(১) জমিদারী ডাক খাজানা আদায় করা;

(২) ১৮৭০ সনের ৬ আইন ভুক্ত চৌকিদারগণের বাকি বেতন আদায়;

(৩) রোডসেস্, ও হাউস্‌সেস্ আইন অনুসারে নোটিশ জারী করা;

(৪) দুর্ভিক্ষের সময় দেওয়া অগ্রিম টাকা আদায় করা;

(৫) আফিমের জন্য দেওয়া অগ্রিম টাকা আদায় করা;

(৬) খাসের অধীন গোলাবাড়ী কি খেয়া ঘাটের টাকা আদায় কি তাহার তত্ত্বাবধারণ করা;

(৭) ইন্‌কম ট্যাক্স (আয়কর) আদায় ও তাহার অনুসন্ধান করা;

(৮) অন্যান্য বিভাগের বেতন বিলি করা ;

(৯) ঢোল সহরত দ্বারা বিবিধ রকম নোটীশ জারী করা।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যে, উপরে যে সকল বাজে কর্ম্মের উদাহরণ দেওয়া গেল পুলিশকে তদ্রূপ কাজে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। নানাবিধ কাজে লিপ্ত হইলে পুলিশের অপরাধ নিবারণ ও ধৃত সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে।

ষ্টেশনে কি আউটপোষ্টে যদি কোন ইজারা না হওয়া পশ্বাদির খোয়াড় থাকে তবে তাহার ফিস আদায় করা পুলিশের কর্ত্তব্য। পাঠশালার গুরুদিগের বেতন স্কুল সব ইনেস্পেক্টর দিগকে বিলি করিতে দেওয়ার জন্য কেবল ষ্টেশনে পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু আউটপোষ্টে পাঠান যাইবে না।

১৭। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যাওয়ার সময় কোন খেয়া ঘাটের এবং রাস্তার কুত পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের দিতে হয় না। খাল দিয়া যাইবার সময় পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত যে খালের টেক্স আদায়কারী প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি যে, কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাইতেছেন তাহা অবগত করেন, এবং তাঁহার নৌকায় অন্য কোন লোক কি কোন মাল আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য টেক্স আদায়কারীকে আপন নৌকা দেখিতে দেন। পেট্রোল বোটে খালের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্বাক্ষরিত এক পাস থাকিবে। ঐ পাস (অনুমতি পত্র) প্রত্যেক টেক্স আদায়ী ষ্টেশনে দেখাইতে হইবে।*

১৮। পুলিশ কর্ম্মচারী নিজে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন, আবকারী আইন, ও অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইন ভালরূপে অভ্যাস করিবেন ও এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের কি ক্ষমতা আছে তাহা তাহাদিগকেও শিক্ষা দিবেন। গ্রাম্য চৌকিদার কি কি অপরাধে ধৃত করিতে পারে, কি কি দ্রব্য আবকারী মাশুলান্তর্গত, এক ব্যক্তি

---

* যে সকল খালে কুত আছে কেবল তথায় এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

ঐ সকল দ্রব্যের কি পরিমাণ আইনতঃ রাখিতে পারে, সংবাদদাতা পুরস্কার পায় ইত্যাদি বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দিবেন। উপরোক্ত নিয়মানুসারে কাজ হয় কি না উপরিস্থ কর্ম্মচারীগণ পরিদর্শন,সময় তাহা দেখিবেন।

১৯। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ যে জেলায় কর্ম্ম করেন তথাকার কোন বাসন্দার নিকট টাকা লগনী কি কর্জ্জ করিবেন না। এইরূপ ঋণ দান বা গ্রহণ উৎকোচ গ্রহণের তুল্য বিবেচনা করিতে হইবে। ঐ কর্ম্মচারী সরাসরি মতে কর্ম্ম হইতে পদচ্যুত হইবেন।

২০। পুলিশের কোন ঘর অগ্নিতে পুড়িলে, ঝড়ে ফেলিলে, অথবা অন্য প্রকারে নষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার রিপোর্ট করিতে হইবে; ও এইরূপ ঘটনার কারণ কি তাহাও তাহাতে লিখিতে হইবে। অন্যায়মতে রক্ষিত কোন আলোর অগ্নিতে আগুন লাগিলে ত্রুটিকারী কর্ম্মচারী তজ্জন্য দায়ী হইবেন কি না তাহা বিবেচনাধীন হইবে।

২১। প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে রক্ষিত কোন প্রকাশ্য স্থানে এক নোটিশ বোর্ড থাকিবে। সাধারণের অবগতির জন্য পুলিশের নিকট যে সকল নোটিশ প্রেরিত হয় তাহা এই বোর্ডে আটিয়া দিতে হইবে।

২২। নীচের লিখিত নিয়মানুসারে পাগল সম্বন্ধে পুলিশের আচরণ করা উচিত। পাগলামির গতিকে অনিষ্টকারী যে সকল পাগল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে ধৃত করিয়া জেলার সদর মোকামে পুলিশের প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। যে সকল পাগল কোন অনিষ্ট করে না, অথবা অনিষ্টকারী পাগল যাহাদের উপযুক্তমত তত্ত্বাবধারণ করা হয় তাহাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নাই।

পাগল প্রেরণ করার সময় তৎসহ ১ নং ফারমে রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রেরণ করিতে হয়। এই ১ নম্বর ফারম অতি সতর্কতার সহিত পূরণ করিতে হইবে। যে সকল পাগলকে

তাহাদের আত্মীয়গণের তত্ত্বাবধানে দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ, অথবা শৈথিল্য করা প্রকাশ হইলে পুলিশ কর্ম্মচারী তদ্বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইবেন। কোন ব্যক্তির নামে পুলিশ গ্রহণযোগ্য নালিশ হইলে সে পাগল কি না তাহা পুলিশের দেখা অনাবশ্যক। ঐ ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জ্ঞান করিয়া তাহার কার্য্য করিতে হইবে। এবং যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণ হয় তাহাকে বিচারার্থ চালান করিবে।

২৩। কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে পুলিশ কর্ম্মচারী থানায় থানায় (এক থানা হইতে অন্য থানায়) প্রেরণ করিবেন না।

২৪। ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করা আপন কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। এবং অবকাশমতে প্রাতে, অথবা সন্ধ্যাকালে, সচরাচর যে লোক উপস্থিত থাকে তাহা হইতে অতিরিক্ত উপস্থিত থাকার সময় পুলিশের যে যে কর্ত্তব্য আইনে ধার্য্য হইয়াছে তৎসমুদয় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া তাহাদিগকে শুনাইবেন। পাঠ করিলেই যে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল এমত বুঝিবেন না। কনেষ্টবলদিগকে তাহা উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বিখ্যাত বদমাইস এবং ফেরারীগণের নাম, চরিত্র, এবং তাহাদের গতিবিধির নিয়ম কনেষ্টবলদিগকে অবগত করাইতে হইবে। কোন ষ্টেশনে কিছু সময় থাকিলেই তাহারা এই সমুদয় বিষয় উত্তমরূপে জানিতে পারিবে।

আইনের যে কিছু পরিবর্ত্তন, অথবা সংযোগ হয়, অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিস হইতে যে সারকিউলার পাওয়া যায় তৎসমুদয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে একবার নহে, ঐ ব্যক্তি সম্যক রূপে না বুঝা পর্য্যন্ত বারম্বার, পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিশেষ কর্ত্তব্য কাজ।

২৫। পুলিশ ষ্টেশনের প্রহরীর জিম্মায় পোষ্টমাষ্টার তাঁহার লোহার সিন্দুক রাখিতে পারিবেন ; কিন্তু ইনেস্পেক্টর জেনারেল

সাহেবের বিশেষ মঞ্জুরী ব্যতীত ঐরূপ সিন্দুক কোন আউটপোষ্টে রাখা যাইবে না। সিন্দুকের চাবি পোষ্টমাষ্টারের নিকট থাকিবে, কেবলমাত্র তিনিই সিন্দুক খুলিতে পারিবেন। বাক্সের মধ্যে যাহা কিছু থাকে তাহার সহিত পুলিশের কোন সংস্রব নাই, এবং তাহাতে যে পরিমাণ টাকা থাকে তাহা ষ্টেশনের কোন বহিতে লিখিতে হইবে না। সদর মোকামের, অথবা মহকুমার সদর ষ্টেশনে যখন ষ্টেশন হইতে কনেষ্টবল যাইবে তাহার সংবাদ পোষ্টমাষ্টারকে দিতে হইবে। তাঁহার নিকট অতিরিক্ত টাকা থাকিলে তিনি ঐ কনেষ্টবলের রক্ষণায় তাহা প্রেরণ করিতে পারিবেন। টাকা প্রেরণের গাড়ী ও অন্যান্য সমুদয় ব্যয় পোষ্টমাষ্টার দিবেন। রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা না হয় পুলিশ কেবল তাহাই দেখিবেন।

পুলিশ ষ্টেশনের রেজেষ্টারী ও রিটার্ণ।

২৬। নীচের লিখিত ২৫ খানা বহি, এবং ১২ ফাইল (নথি) প্রত্যেক ষ্টেশন ও স্বাধীন আউটপোষ্টে থাকিবে। পুলিশ ষ্টেশনের জন্য যে সকল বহি ও রেজেষ্টারী দেওয়া হয় তৎসমুদয়ের পত্রাঙ্ক লিখিয়া দিতে হইবে, এবং প্রত্যেক বহির প্রথমে ঐ বহিতে কত পাত তাহার এক সার্টিফিকেট থাকিবে। এই সার্টিফিকেট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, অথবা আফিসের হেড ক্লার্কের দস্তখত করিতে হইবে।

বহি।

১।	প্রথম সংবাদ রেজেষ্টারী	বহি	২	নম্বর	ফারম
২।	ক্ষুদ্র মোকদ্দমার	...	৩	„	„
৩।	এ, ফারম „	..	৪	„	„
৪।	বি, ফারম „	...	৫	„	„
৫।	সি, ফারম „	. .	৬	„	„
৬।	মাল চুরি ও পুনঃ প্রাপ্ত	...	৭	„	„

৭।	নাদাবি, এবং নাওয়ারেস মালের	৮	নম্বর	ফারম
৮।	ফেরারি আসামীর …	১২	”	”
৯।	শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির …	১৩	”	”
	ঐ বহির সূচীপত্র …	১৪	”	”
১০।	পুলিশের নজর বন্দীতে (সাময়িক তদন্তাধীন) থাকা ব্যক্তিগণের রেজেষ্টারী …	১৫	”	”
১১।	বিচার জন্য প্রেরিত আসামীগণের আকৃতি লেখার বহি …	১৬	”	”
১২।	১৮১৭ সনের ২০ আইনভুক্ত চৌকিদারগণের রেজেষ্টারী …	১৭	”	”
১৩।	বঙ্গীয় ১৮৭০ সনের ৬ আইনভুক্ত চৌকিদারগণের রেজেষ্টারী …	১৮	”	”
১৪।	চৌকিদারের হাজিরা বই …	১৯	”	”
১৫।	আফিম বিষয়ক আইনের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টারী বহি …	২১	”	”
১৬।	অস্বাভাবিক মৃত্যুর রেজেষ্টারী …	২৩	”	”
১৭।	স্থানীয় দৈনিক বহি …	২৫	”	”
১৮।	অর্ডার বহি …	২৬	”	”
১৯।	জরিমানার রেজেষ্টারী …	২৭	”	”
২০।	সাধারণ মৃত্যুর দৈনিক রেজেষ্টারী	২৮	”	”
২১।	জন্মের রেজেষ্টারী (যে স্থানে আবশ্যক তথায় থাকিবে) …	২৯	”	”
২২।	বন্য পশু দ্বারা নষ্ট হওয়া মনুষ্য পশ্বাদির রেজেষ্টারী …	৩০	”	”
২৩।	টাকা প্রাপ্তির চেক বহি …	৩২	”	”

				নম্বর	ফারম
২৪।	অযোগ্য মোকদ্দমার রেজেষ্টারী বহি	...	৩৩	„	„
২৫।	পরিদর্শন বহি	...	৩৮	„	„

ফাইল (নথি)।

১।	চৌকীদারগণের বাকী বেতনের রিপোর্ট	...	২১	„	„
২।	মাসিক জমা খরচ	...	৩১	„	„
৩।	সারকিউলার অর্ডার ফাইল	...	—	„	„
৪।	টাকা এবং মালের রসিদ	...	—	„	„
৫।	আসল বিশেষ দৈনিকের ফাইল		৩৪	„	„
৬।	মালখানায় আমদানী হওয়া মালের ফাইল	...	৩৫	„	„
৭।	ডিউটী সার্টফিকেট ফাইল	...	৩৬	„	„
৮।	জারী না হওয়া ওয়ারেণ্টের ফাইল	...	—	„	„
৯।	মাসিক রিটার্ণের (নক্সার) ফাইল।	...	—	„	„
১০।	ত্রৈমাসিক	...	—	„	„
১১।	ষাণ্মাসিক	...	—	„	„
১২।	বাৎসরিক	...	—	„	„

আউটপোষ্টে নীচের লিখিত বহি ও ফাইল (নথি) রাখিতে হইবে।

বহি।

১।	শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টারী	...	১৩	„	„

			নম্বর	ফারম
২।	শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টারী বহির সূচী ...	১৪	„	„
৩।	পুলিশের নজর বন্দীতে (সাময়িক তদন্তাধীন) থাকা ব্যক্তিগণের রেজেষ্টারী ...	১৫	„	„
৪।	১৮৭১ সনের ২০ আইন ভুক্ত চৌকীদারগণের রেজেষ্টারী ...	১৭	„	„
৫।	১৮৭০ সনের বঙ্গীয় ৬ আইনভুক্ত চৌকীদারগণের রেজেষ্টারী ...	১৮	„	„
৬।	চৌকীদারগণের হাজিরা বহি	১৯	„	„
৭।	স্থানীয় দৈনিক বহি ...	২৫	„	„
৮।	অর্ডার বহি ...	২৬	„	„
৯।	দৈনিক মৃত্যুর রেজেষ্টারী বহি	২৮	„	„
১০।	আউটপোষ্টের মোকদ্দমার রেজেষ্টারী ...	৩৭	„	„
১১।	অযোগ্য মোকদ্দমার রেজেষ্টারী	৩৩	„	„
১২।	পরিদর্শন বহি ...	৩৮	„	„

ফাইল (নথি)।

১।	চৌকীদারগণের বাকী বেতনের রিপোর্ট ...	২১	„	„
২।	মাসিক জমা খরচ ...	৩১	„	
৩।	সারকিউলার অর্ডার ফাইল ...	—	„	
৪।	টাকা এবং মালের রসিদ ...	—	„	
৫।	আসল বিশেষ দৈনিকের ফাইল ...	৩৪	„	
৫।	ডিউটি সার্টিফিকেট ফাইল ...	৩৫	„	

৭। মাসিক রিটার্ণ (নক্সা) ... — নম্বর ফারম
৮। ত্রৈমাসিক ... — „ „
৯। ষাণ্মাসিক ... — „ „
১০। বাৎসরিক ... — „ „
১১। জারী না হওয়া ওয়ারেণ্টের ফাইল — „ „

২৭। প্রথম সংবাদ বহি ২ নম্বর ফারম।

(ক) ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারায় বিধান আছে, যে পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কোন পুলিশ গ্রহণীয় অপরাধের সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পুলিশের রিপোর্ট অনুবলে বিচার করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ রিপোর্ট করিবেন। সেই রিপোর্ট এই প্রথম সংবাদ অথবা নালিস। ঐ আইনের ১৫৪ ধারায় বিধান আছে যে, পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সমীপে যে নালিস অথবা সংবাদ হয় তাহা লিখিয়া সংবাদদাতাকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। এবং তদ্বিবরণ একখানি বহিতে লিখিতে হইবে। (এই বহি স্থানীয় দৈনিক বহি)।

(খ) সব ইনেস্পেক্টর অথবা হেড কনেষ্টবলের অনুপস্থিত সময় ষ্টেশন কি আউটপোষ্ট কোন কনেষ্টবলের জিম্মায় (চার্জ্জ) থাকিলে তাহার কোন নালিস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, অথবা তাহার নিকট সংবাদ হওয়া কোন অপরাধের প্রথম সংবাদ প্রস্তুত কি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪ ধারার (ণ) প্রকরণ অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ কনেষ্টবলকে ক্ষমতা প্রদান করিলে সে তৎসমুদয় করিতে পারে। অবস্থানুসারে ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টর অথবা আউটপোষ্টের হেড কনেষ্টবলের অনুপস্থিত সময় কোন ব্যক্তি নালিস করিতে আসিলে ষ্টেশন কি আউটপোষ্টের চার্জ্জ থাকা কনেষ্টবলের উচিত যে তাহাকে

ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টর কি আউটপোষ্টের হেড কনেষ্টবলের নিকট যাইতে উপদেশ করে, ও কোন্ স্থানে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তাহা বলিয়া দেয়, এবং তৎসঙ্গে পথ প্রদর্শন জন্য এক জন কনেষ্টবলও প্রেরণ করে। আর এই বিষয় অবগত জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সমীপে তাহার রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য।

(গ) পুলিশের গ্রহণযোগ্য যে কোন অপরাধ সম্বন্ধে পুলিশের নিকট নালিস উপস্থিত হয় তাহা প্রথম দ্রষ্টব্যে সত্য কি মিথ্যা হউক, গুরুতর কি সামান্য হউক, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনান্তর্গত কি কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনান্তর্গত হউক, তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমায় নালিস হইলেই প্রথম এতলা ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু মিউনিসিপাল, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ আইনের উপবিধি অনুসারে ধৃত হওয়া ক্ষুদ্র মোকদ্দমায়, এবং ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ৩৪ ধাবার মোকদ্দমায় এই ফারম ব্যবহার করা অনাবশ্যক। এই সকল মোকদ্দমা সাময়িক নক্সায় দেখাইতে হইবে এবং ৩ নম্বর ফারমে যে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার রেজেষ্টারী রাখিতে হয় তাহাতে ভুক্ত করিতে হইবে।

(ঘ) স্বয়ং বাদী দ্বারা, যাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই এমত কোন ব্যক্তি দ্বারা, কোন চৌকিদার দ্বারা, মাজিষ্ট্রেট সমীপে নালিস অনুসারে, অথবা দরখাস্ত অথবা আর যে কোন প্রকারে হউক পুলিশ গ্রহণযোগ্য মোকদ্দমার সংবাদ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রথম এতলা ব্যবহার করিতে হইবে।

পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আপন ইচ্ছানুসারে প্রথমতঃ অনুসন্ধান দ্বারা নালিশের সত্যতা, অথবা অযথার্থতা না জানা পর্য্যন্ত প্রথম এতলা প্রেরণে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। (অর্থাৎ সংবাদ পাওয়া মাত্রই প্রথম এতলা ব্যবহার করিতে হইবে।)

(ঙ) পুলিশের নিকট পূর্ব্বে সংবাদ হয় নাই এরূপ কোন

পুলিশ গ্রহণযোগ্য মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিতে আদেশ দিলে পুলিশ কর্ম্মচারী ঐ আদেশ প্রাপ্তে এক প্রথম সংবাদ প্রস্তুত করিবেন ও তৎসহ মাজিষ্ট্রেটের ঐ আদেশ প্রেরণ করিবেন। দরখাস্ত দ্বারা নালিশ রুজু হইলে মাজিষ্ট্রের আদেশ সংযুক্ত আসল দরখাস্ত, যে প্রথম এতলা মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরিত হইবে, তৎসহ পাঠাইবেন, এবং তাহার এক নকল ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(চ) "আইনত রক্ষণা হইতে পলায়ন," "পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত," ইত্যাদি প্রকারের মোকদ্দমায় ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৪ ধারার বিধানানুসারে পুলিশের নিজেরই সংবাদদাতা হওয়া কর্ত্তব্য।

(ছ) পুলিশ ষ্টেশনে অগ্র পশ্চাৎ প্রাপ্ত অনুসারে প্রত্যেক প্রথম সংবাদে ক্রমিক নম্বর পড়িবেক। যে কোন সময় অপরাধ ঘটনা হউক না কেন, দুই প্রহর রাত্রের পর মাসের প্রথম দিবসের প্রাতঃকালে (অর্থাৎ পূর্ব্ব মাসের শেষ দিবস রাত্র দুই প্রহরের পর) যে প্রথম সংবাদ ষ্টেশনে পাওয়া যায়, তাহাতে এক নম্বর পড়িবে। এবং মাসের শেষ দিবস রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে যে প্রথম এতলা ষ্টেশনে পাওয়া যায় তাহাতে মাসের শেষ নম্বর পড়িবে।

(জ) এই ফারমের ১ হইতে ৫ ঘর নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে পূরণ করিতে হইবে—

সংবাদদাতা যে তারিখ, এবং যে সময় পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হয় তাহা সতর্কতার সহিত প্রথম ঘরে লিখিতে হইবে। এবং মফঃস্বল কোন কর্ম্মচারীর নিকট প্রথমতঃ এজাহার হইলে তথায় এজাহার দেওয়ার তারিখ, সময়, ও স্থানের নাম, এবং ঐ স্থান ষ্টেশন হইতে কত ব্যবধান তাহাও এই ঘরে লিখিতে হইবে। দ্বিতীয় ঘর,—যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সংবাদ দেয় কেবল তাহার নাম এই ঘরে যে লিখিতে হইবে এমত নহে। যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ হয়, অথবা যাহারা সংসৃষ্ট থাকে তাহাদের নামও লিখিতে

হইবে। যথা, অমুক গ্রামের অমুক গোমস্তার প্রেরিত অমুক চৌকিদার, অমুক ব্যক্তির বাড়ী ডাকাতির সংবাদ দেয়, এবং অমুক অমুককে আসামী করে। অভিযুক্ত ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইলে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে, এবং ঐ ব্যক্তির উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন। তৃতীয় ঘর,—এই ঘরে (১) দণ্ডবিধি আইন অথবা স্থানীয় কি বিশেষ কোন আইনানুযায়ী অপরাধ হইলে তাহার বিবরণ ও ধারা লিখিতে হইবে; (২) অপহৃত মালের মূল্য; এবং (৩) কি প্রকারের মাল। চতুর্থ ঘর,—সংবাদদাতা ঘটনার তারিখ ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলে যতদূর ঠিক হয় তাহাই লিখিতে হইবে, যথা, ৫ তারিখে মৃত ব্যক্তিকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়াছে এবং ৮ তারিখের পূর্ব্বে তাহার লাস পাওয়া যায় নাই; অথবা বাদী ১০ তারিখ বাড়ী হইতে যায়, ১৩ তারিখ প্রত্যাগমন করিয়া দেখে তাহার মাল অপহৃত হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, অথবা ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট আবশ্যক হইলে সোজাপথে ঘটনাস্থানে যাইতে পারেন এই জন্য ঘটনার স্থল স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

শেষ ঘরে, যে কর্ম্মচারী তদন্ত করিতে প্রেরিত হন তাঁহার নাম ও পদ লিখিতে হইবে, এবং তদ্ব্যতীত তদন্তে রওনা হওয়ার পূর্ব্বে অন্য যে কোন অত্যাবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করা যায়, যেমন পার্শ্ববর্ত্তী ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ, আসামীকে ধৃত করার যে উপায় করা হয় ইত্যাদি বিবরণ লিখিতে হইবে। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারার ক ও খ প্রকরণ অনুসারে নালিস গ্রহণকারী কর্ম্মচারীর স্থানীয় অনুসন্ধান না করার, অথবা এককালীন তদন্ত না করার কারণ এই ঘরে লিখিতে হইবে। "সব ইনেস্পেক্টর তদন্ত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল," এইরূপ অর্থ শূন্য বিবরণ লিখিতে হইবে না। ষ্টেশনে এজাহাহার হইলে ও কোন হেড্ কনেষ্টবল তদন্ত করিতে যাইলে, সব ইনেস্পেক্টর কোথায়, কি কাজে আছেন তাহা

লিখিতে হইবে। সব ইনেস্পেক্টর কোন হেড কনেষ্টবলকে তদন্ত করিতে নিযুক্ত করিলে তাহার কারণ (নিজে তদন্ত করিতে কেন যাইতে পারেন না তাহা) লিখিতে হইবে।

(ঝ) যে নালিস অথবা সংবাদ পাওয়া যায় তাহা কার্য্যবিধি আইনের ১৫৪ ধারার বিধানানুসারে লিখিয়া লইতে হইবে। বাদী কি সংবাদদাতা নিজে নালিসের বিবরণ লিখিয়া না আনিলে পুলিশ কর্ম্মচারী যতদূর সম্ভব অভিযোক্তার নিজের কথায় স্পষ্ট, এবং সহজ ভাষায় নালিসের বিবরণ লিখিয়া লইবেন। তাহার উক্তিতে কোন বিষয় সন্দেহের বিষয় থাকিলে তাহা ভঞ্জনার্থ প্রত্যেক মোকদ্দমা প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে; যথা, কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে নালিস অথবা সন্দেহ হইলে যে কারণে সন্দেহ হয় তাহা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। কোন ব্যক্তির নাম করিয়া এজাহার হইলে, বা কাহাকে সন্দেহ করিলে, তাহা লিখিতে হইবে। বাদী যে সকল ব্যক্তির নাম করে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কি না তদ্বিষয় স্পষ্ট করিয়া তাহাকে বলিতে হইবে। এবং বাদী নির্দ্দিষ্ট মতে কাহার নামে অভিযোগ করিলে সেই সকল ব্যক্তির নাম দ্বিতীয় ঘরে লিখিতে হইবে। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির নাম দ্বিতীয় ঘরে লিখিতে হইবে না, তাহা বাদীর এজাহারের নীচে লিখিতে হইবে।

কোন ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়াছিল বাদী বলিলে তাহার স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে, অথবা কাহাকেও চিনিতে পারা গিয়াছে কি না বলিতে না পারিলে তাহাও পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। কোন অপরাধের সংবাদ দিতে গৌণ হইলে তাহার কারণ সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) মাল অপহৃত হইয়াছে এরূপ কোন অপরাধের সংবাদ ষ্টেশনে কি আউটপোষ্টে হইলে, যে মাল চুরী যায় বাদীকে তাহার এক তালিকা দস্তখত করিয়া দিতে হইবে; এবং সেই তালিকা প্রথম সংবাদের সহিত সব ডিষ্ট্রীক্ট আফিসে পাঠাইতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে যে প্রথম এতলার দ্বিতীয় খণ্ড যায়,

তাহার সহিত বিস্তারিত তালিকা প্রেরণ করা অনাবশ্যক, কেবল মাত্র মালের বিবরণ ও মোট যত টাকার মাল চুরী যাওয়ার এজাহার হয় তাহা লিখিতে হইবে। তদন্তকারী তাঁহার নিজের অনুসন্ধানের সাহায্যার্থে তালিকার এক বিস্তারিত নকল রাখিবেন। যে পরিমাণ মাল চুরী হয় তাহার তালিকা বাদী ষ্টেশনে কি আউটপোষ্টে প্রদান করিতে না পারিলে তদন্তকারী ঘটনা স্থানে যাইয়া যত সত্বর হয় তাহা প্রস্তুত করিবেন ও তাহাতে বাদীর দস্তখত করাইয়া সত্বর সব ডিষ্ট্রীক্ট আফিসে প্রেরণ করিবেন ও ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অবগতির জন্য চুরী হওয়া মালের বিবরণ ও মোট যে পরিমাণ মাল চুরী হয় তাহার মূল্য বিশেষ দৈনিকে লিখিবেন।

(ট) ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ফারম (প্রথম এতলার) পূরণ করিবেন ও তাহাতে দস্তখত করিবেন। এজাহারে বাদীর ও পুলিশ কর্ম্মচারীর দস্তখত করিতে হইবে; (এই বিধি মফঃস্বল এজাহার হইলে তৎপ্রতি বর্ত্তে জ্ঞান করিতে হইবে)। কোন অবস্থাতেই পুলিশের শপথ দেওয়ার অধিকার নাই।

(ঠ) কার্য্যবিধি আইনের ১৫৪ ধারা অনুসারে আসল প্রথম সংবাদ যাহাতে বাদী, কি সংবাদদাতা দস্তখত করে, মোহর দেয়, অথবা ঢেরা সহি করে তাহা বিচার আদালতে প্রেরণ জন্য সব-ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবগতির জন্য প্রথম সংবাদের এক নকল ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং পুলিশ ষ্টেশনে ভবিষ্যতের প্রয়োজনার্থে তাহার এক নকল থাকিবে।

(ড) যেস্থানে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কোন স্থায়ী পুলিশ কর্ম্মচারী নাই তথাকার ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারানুযায়ী যে আসল প্রথম সংবাদ হয় তাহা একা এক মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিবেন।

(ঢ) সাধারণতঃ প্রথম সংবাদ প্রেরণ করার পর কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারার বিধান অনুসারে পুলিশ কর্ম্মচারীর ঘটনাস্থানে

যাইয়া তদন্ত করিতে হয়। অভিযোগ গুরুতর না হইলে এবং পরিচিত কোন ব্যক্তির নামে নালিস হইলে ১৫৭ ধারার (ক) প্রকরণ অনুসারে স্থানীয় অনুসন্ধানের বিধান নাই। এ অবস্থায় পুলিশ কর্ম্মচারী সাক্ষীগণকে ষ্টেশনে সমন দিয়া আনাইয়া তদন্ত করিতে পারেন, কিন্তু কদাচিত এই ১৫৭ ধারার (ক) প্রকরণানুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য। যদি স্থানের দূরতা অতিরিক্ত হয়, এবং সাক্ষীর সংখ্যা অধিক হয় তবে কখনই ঐরূপ করা যাইবে না। কেবলমাত্র অতি সামান্য সহজ মোকদ্দমায় এ প্রকার করা যাইতে পারে। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা মোকদ্দমার অবস্থা যতদূর অবগত হওয়া যায় তদন্তকারী কেবল সাক্ষীর জবানবন্দীতে কখনই তদ্রূপ বুঝিতে পারেন না।

(গ) কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারার (খ) প্রকরণে বিধান আছে যে, পুলিশ কর্ম্মচারী আবশ্যক বোধ না করিলে কোন মোকদ্দমা এককালীন তদন্ত না করিতে পারেন; যদি তদন্ত না করা হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ জন্য পুলিশ কর্ম্মচারী নালিশের বিবরণ তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিবেন। ক্ষুদ্র মোকদ্দমা, যাহাতে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত অথবা সন্দিগ্ধ না হয়, এবং যাহাতে বাদী স্পষ্টতঃ কোন তদন্ত করাইতে চাহে না তাহাতে উপরোক্ত ধারার নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে; অথবা বাদীর নালিশ বিরক্তজনক কি দ্রষ্টব্য মিথ্যা বলিয়া বোধ হইলে তখনও ঐ ধারার বিধি অবলম্বন করা যাইতে পারে। যে কারণে পুলিশ কর্ম্মচারী তদন্ত করিতে ক্ষান্ত থাকেন তাহা পরিষ্কার রূপে প্রথম সংবাদের শেষ ঘরে লিখিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ ক্রমে ঐরূপ মোকদ্দমায় আর কোন কার্য্য না করা গেলে কোন শেষ রিপোর্ট প্রেরণ করার আবশ্যক নাই। এই সকল মোকদ্দমা, মাজিষ্ট্রেট কোন বিপরীত আদেশ প্রদান না করিলে সালতামামীর এ চিহ্নিত নক্সার ৪ (এ) ঘরে দেখাইতে হইবে।

(ত) নীচের লিখিত অপরাধ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া গেলে সাধারণ ডাকেই যদি দ্রুত সংবাদ প্রেরণের উপায় হয় তবে

ডাকে, নতুবা ডাক রওনার অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতগতি অন্য কোন উপায় দ্বারা তদ্বিষয়ের প্রথম এতলা প্রেরণ করিতে হইবে।

১ম—জ্ঞানকৃত বধ ;

২য়—ডাকাতি, রাজপথে দস্যুতা, এবং সর্ব্বদা ডাকাতি অথবা চুরী করার উদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করা ;

৩য়—গুরুতর হাঙ্গামা হইতে পারে এরূপ দাঙ্গা এবং বে-আইন জনতা ;

৪র্থ—সাধারণ চুরী, সিঁদ চুরী প্রভৃতি যাহাতে ৬০০৲ টাকার অতিরিক্ত মাল অপহৃত হয় ;

৫ম—ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি গুরুতর কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে ;

৬ষ্ঠ—পুলিশ কর্ম্মচারীগণ কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে ;

৭ম—গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প অথবা মুদ্রা কৃত্রিম করিলে ;

(থ) প্রথম সংবাদ ক্যানসেল (রহিত) করা আবিধি। যদি কোন প্রথম সংবাদ প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নালিশ এককালীন মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ হয়, তবে তাহাতে যে নম্বর পড়িয়াছে তাহা ঠিক রাখিয়া পরে যে মোকদ্দমার সংবাদ হয় তাহাতে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে।

(দ) কোন অপরাধ ঘটনা হইয়াছে জনরবে এরূপ সংবাদ পাইলে তাহাতে কোন প্রথম সংবাদ ব্যবহার করিতে হইবে না। এইরূপ জনরবের সংবাদ স্থানীয় দৈনিক বহিতে লিখিতে হইবে। এবং তদন্ত করার পর যদি জনরবের সত্যতা প্রমাণ হয় তবে তৎক্ষণাৎ প্রথম সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৮ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখের নম্বর ৯—জে, চিঠী দ্বারা আদেশ করিয়াছেন যে, যে সকল বিনামি দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট তদন্ত জন্য পুলিশে প্রেরণ করেন তাহাতে "তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করার" আদেশ থাকিলে রীতিমত প্রথম এতলা ব্যবহার করিতে হইবে; অন্য প্রকার আদেশ থাকিলে দরখাস্তের লিখিত বিবরণের

সত্যাসত্য সম্বন্ধে পুলিশ আপন বিবেচনা মত কর্ত্তব্যাবধারণ করিবেন।

(ধ) পুলিষ ষ্টেশনে এবং স্বাধীন আউটপোষ্টে প্রথম সংবাদের বহি থাকিবে, এবং তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উক্ত রেজেষ্টরী হইতে পাতা ছিঁড়িয়া প্রত্যেক সাধারণ আউটপোষ্টে প্রেরণ করিবেন, ও তাহার প্রথম খণ্ড (কাউণ্টার ফাইল্) বহিতে রাখিবেন। আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট কোন নালিশ হইলে তিনি দুই খানা প্রথম সংবাদ পূরণ করিয়া পুলিশ ষ্টেশনে প্রেরণ করিবেন, এবং ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহা প্রাপ্ত হইলে বহিতে নকল রাখিবেন, ও নম্বর দিয়া রীতিমত প্রেরণ করিবেন। ডাকের বন্দোবস্তের গতিকে ষ্টেশন হইয়া সদর মোকামে প্রথম সংবাদ পৌছিতে যদি বিলম্ব হয় তবে উপরের লিখিত (ত) প্রকরণের কোন মোকদ্দমার সংবাদ আউটপোষ্টে হইলে তাহার প্রথম সংবাদের একখানা নকল একা এক ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপিসে পাঠাইতে হইবে।

(ন) মোকদ্দমার চূড়ান্ত আদেশ কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রথম সংবাদ বহির শিরোভাগে লাল কালীদ্বারা নীচের লিখিত বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন।

(১) শেষ রিপোর্টের ফারম (এ, বি, সি) মিথ্যা মোকদ্দমায় "মিথ্যা" শব্দ লিখিতে হইবে;

(২) মাজিষ্ট্রেট যে ধারামতে মোকদ্দমা দেখাইতে আদেশ করেন;

(৩) যত আসামী শাস্তি, অথবা খালাস পায়;

(৪) যে পরিমাণ মাল চুরী ও পুনঃ প্রাপ্ত হয়, এবং "মাল চুরী পুনঃ প্রাপ্ত বহির" নম্বর;

(৫) শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী বহির যে খণ্ডে, ও যে পাতে দণ্ড প্রাপ্ত আসামীর নাম ভুক্ত হইয়াছে;

(প) পুলিশ গ্রহণযোগ্য অপরাধ আপোষ করাইয়া দিতে পুলিশের কোন ক্ষমতা নাই।

২৮। এ ফারম (গৃহীত এবং প্রমাণকৃত অভিযোগ) ৪ নম্বর ফারম।

(ক) কার্য্যবিধি আইনের ১৭৩ ধারার যে রিপোর্টের উল্লেখ আছে তাহা এ, ফারম। পুলিশ গ্রহণযোগ্য যে সকল মোকদ্দমায় আসামী, হেফাজাতে, অথবা কার্য্যবিধি আইনের ১৭০ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত জন্য জামিনে চালান হয় তাহাতে এই ফারম ব্যবহার করিতে হইবে।

(খ) এই ফারমের ১ হইতে ১৫ ঘর নীচের লিখিত উপদেশানুসারে পূরণ করিতে হইবে।

১—ঘরে, অভিযোগের নম্বর দিতে হইবে। অর্থাৎ অভিযোগ পত্রে বৎসর হিসাবে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। প্রত্যেক বৎসর ডিসেম্বর মাসের ৩১এ তারিখে রাত্রি দুই প্রহরের পর প্রথম যে অভিযোগ পত্র ব্যবহৃত হয় তাহাতে ১ নম্বর পড়িবে এবং ডিসেম্বর মাসের ৩১এ তারিখে রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে যে অভিযোগ পত্র ব্যবহৃত হয় তাহাতে শেষ নম্বর পড়িবে।

পুলিশ ষ্টেশনে অভিযোগ পত্রের যে অংশ থাকে তাহাতে যে নম্বর পড়ে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত অংশেও সেই নম্বর পড়ে কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; উভয় স্থানে এক নম্বর পড়িবে।

২—এই ঘরে, প্রথম সংবাদের নম্বর ও মাস লিখিতে হইবে; যথা,—"জানুয়ারী মাসের ১ নম্বর," "ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ নম্বর।"

৩—এই ঘরে, প্রথম সংবাদ ষ্টেশনে পাইবার তারিখ ও সময়; এবং যে ব্যক্তি ষ্টেশনে লিখিত, অথবা বাচনিক নালিশ করে তাহার নাম লিখিতে হইবে।

৪—এই ঘরে, বাদীর সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ও তাহার ব্যবসা লিখিতে হইবে।

৫—কার্য্যবিধি আইনের ১৮০ ধারানুসারে যে সকল সাক্ষীর নিকট হইতে মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য (ঐ আইনের

২৬ নম্বর ফারমে) মুচলিকা লওয়া হইয়াছে তাহাদের সকলের নাম এই ঘরে লিখিতে হইবে। অন্য কোন বিপরীত হেতু না থাকিলে ঐ জামানতনামা অভিযোগ পত্রের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক সাক্ষীর দ্বারা কি প্রমাণ হইবে, তাহার নামের পার্শ্বে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে। যে সকল সাক্ষীর নিকট হইতে মুচলিকা লওয়া হয় নাই তাহাদের নাম লিখিতে হইবে না। কিন্তু কার্য্যবিধি আইনের ১০৩ ধারানুসারে খানাতল্লাসের সময় যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তাহাদের নাম কালী দ্বারা লিখিতে হইবে। ইহাদিগকে আবশ্যক হইলে মাজিষ্ট্রেট সমন করিবেন; পুলিশের প্রেরণ করিতে হইবে না। অভিযোগ সপ্রমাণ জন্য কি প্রমাণ আবশ্যক, এবং একটি ঘটনা কত ব্যক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ উপদেশানুসারে পুলিশের নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। কোন একটি ঘটনা লইয়া তর্ক থাকিলে তদ্বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক; যথা—আসামী যে গরু চুরী অপরাধে অভিযুক্ত সেই গরু তাহার নিজের, অথবা ইহা যে চোরা জিনিষ তাহা না জানিয়া সে খরিদ করিয়াছে যে বলে, তাহা সত্য কি না।

যে বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কোন তর্ক না থাকিলে অকারণ অনাবশ্যকীয় সাক্ষী প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কার্য্যবিধি আইনের ১৭১ ধারার বিধানানুসারে কোন সাক্ষী অথবা বাদী পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত মাজিষ্ট্রেট আদালতে যাইতে বাধ্য নহে। কোন সাক্ষী মুচলিকা দিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে হেপাজাতে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

৬—ঘর, যে অপরাধ প্রমাণ হয় তাহা এই ঘরে লিখিতে হইবে, এবং তাহা যতদূর সম্ভব, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের, অথবা অন্য আইনের তপশীলের ভাষায় লিখিতে হইবে। যে ধারানুসারে অপরাধ দণ্ডনীয় তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, বাদী যে অপরাধের নালিস

করিয়াছিল তাহা লিখিতে হইবে না। পুলিশ কর্ম্মচারী যে অপরাধ প্রমাণ হওয়া বিবেচনা করেন তাহাই এই ঘরে লিখিতে হইবে।

কোন মোকদ্দমা পুলিশের নিকট ডাকাতি বলিয়া প্রথম সংবাদ হইয়া তদন্তে সিঁদ চুরী প্রমাণ হইলে এই ঘরে শেষোক্ত অপরাধ (সিঁদ চুরী) লিখিতে হইবে।

অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক কোন গৃহে চুরী হইলে দণ্ডবিধি আইনের ৪৫১,৪৫৪, অথবা ৪৫৭ ধারায় দেখাইতে হইবে, ৩৮০ ধারায় নহে। যে ধারায় অপরাধের দণ্ডের বিধান আছে তাহাই লিখিতে হয়, কিন্তু যাহাতে কেবল অপরাধের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা লিখিতে হয় না।

৭—ঘর, আসামীকে ধৃত করার তারিখ, সময়, এবং যে কার্য্যকারক ধৃত করেন তাঁহার নাম এই ঘরে লিখিতে হইবে। কার্য্যবিধি আইনের ১৬৭ ধারার বিধানানুসারে পুলিশ কর্ম্মচারী কোন আসামীকে ২৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। পুলিশ আসামীকে জিম্মায় লওয়ার সময় হইতে এই ২৪ ঘণ্টা গণনা করিতে হইবে। কিন্তু আসামী অন্যের জিম্মায় থাকিলে, অর্থাৎ গ্রাম্য চৌকিদার অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আসামীকে ধৃত করিলে, সেই সময় হইতে এই ২৪ ঘণ্টা গণনা করিতে হইবে না। পুলিশের ক্ষমতা অনুসারে আসামীকে জিম্মা রাখা সেই আইনানুসারে পুলিশের জিম্মা বলিতে হইবে। কোন ব্যক্তিকে অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য তাহার স্বাধীনতা লোপ হয়, এরূপভাবে উপস্থিত রাখা গেলে তাহাকে পুলিশের জিম্মায় থাকা জ্ঞান করিতে হইবে। পুলিশ কর্ম্মচারী কোন আসামীকে ২৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত করিয়া আবদ্ধ রাখার জন্য বিশেষ হুকুম লইবেন।

৮—ঘর, এ, ফারমের লিখিত অপরাধ (৬ ঘর) যদি কোন মাল সম্বন্ধীয় হয়, এবং কোন মাল পাওয়া যায় তবে প্রাপকের নাম,

যাহার নিকট পাওয়া যায় তাহার নাম, প্রাপ্তির তারিখ এই ঘরে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৬৫ ধারার বিধানানুসারে চোরামাল ইত্যাদির নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট ব্যতীত পুলিশের খানা তল্লাস করার ক্ষমতা আছে। রাত্রে খানা তল্লাস করা বে-আইনি নহে, এবং তাহা সময় সময় অপরিহার্য্য; কিন্তু মাল প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভব না থাকিলে রাত্রে খানা তল্লাস না করিয়া পর দিবস দিবা ভাগে করাই বিহিত।

কোন ঘরে সন্দেহ জনক মাল পাওয়া গেলে ঐ গৃহস্থিত সমুদয় মাল হস্তগত করিতে হইবে না। চোরামাল, চোরা বলিয়া সন্দেহ হওয়া মাল, অথবা এরূপ অবস্থায় যদি কোন মাল পাওয়া যায় যে কোন অপরাধ ঘটনা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় তবে এই প্রকারের মাল ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মাল চুরী করিয়া আনিয়াছে সন্দেহ হইলে তাহার সমুদয় মাল আবদ্ধ করা উচিত নহে।

৯—ঘরে, কোন অস্ত্র অথবা যন্ত্র পাওয়া গেলে তাহার নাম ও বিবরণ এই ঘরে লিখিতে হইবে।

ঐ সকল দ্রব্যের উপর টিকিট লাগাইয়া ও নম্বর দিয়া দর্শনার্থ (আলামত স্বরূপ) কোর্টে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০—ঘর, যে সকল ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া চালান না হয়, অর্থাৎ যাহারা ধৃত হইয়া জামিন মুচলিকায় মুক্ত থাকে, যাহাদিগকে এককালীন ধৃত করা না হয়, অথবা যাহারা ফেরার থাকে, তাহাদের সকলের নাম এই ঘরে লিখিতে হইবে। ফেরার থাকিলে তাহাদের নামের উপর "ফেরার" এই শব্দটী বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে।

১১—ঘর, পুলিশের হেপাজাতে যে সকল আসামী বিচার জন্য চালান হয় তাহাদের নাম এই ঘরে লিখিতে হইবে।

এই সকল ব্যক্তির সচরাচর বাসস্থান সম্বন্ধে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়া তাহা শুদ্ধরূপে এই ঘরে লিখিতে হইবে।

আসামীর শাস্তি হইলে সে জেল হইতে মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার খালাসের নোটিসে বাসস্থান ঠিক করিয়া লেখার জন্য এই বিবরণ জেলের ভারপ্রাপ্ত কম্মচারীকে জানাইতে হয়।

বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট না হইলে এবং আসামীর উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করার উপযুক্ত সময় না পাওয়া গেলে তদ্বিবরণই লিখিতে হইবে, যে তদ্দৃষ্টে কোর্টের কর্ম্মচারী সাক্ষীর জবানবন্দীর পর মোকদ্দমা মলতবী রাখার জন্য আবেদন কবিতে পারিবেন। ইহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়, এবং ইহাতে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। বিশেষ অবস্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তির বাসস্থান ঠিকানা না হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে।

চালান হওয়া আসামী দুঃসাহসিক হইলে তদ্বিষয় পৃথক রিপোর্ট দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবগতার্থে কোর্টের কম্মচারীকে জানাইতে হইবে।

প্রত্যেক আসামীর পূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে নীচের লিখিত বিবরণ স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

(১) বিখ্যাত চোর, ডাকাত, দস্যু ;
(২) নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন ভ্রমণকারী ;
(৩) সন্দিগ্ধ চরিত্র ;
(৪) অভ্যস্ত মদ্যপায়ী ;
(৫) বেশ্যা ;
(৬) ভাল স্বভাব ;
(৭) পূর্ব্ব চরিত্র জানা নাই ;

পুলিশ কর্ম্মচারী যে সকল আসামী বিচারার্থে চালান দেন তাহারা পূর্ব্বে কোন শাস্তি পাইয়াছে কি না তদ্বিষয় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টারী বহি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন, ও অন্যান্য প্রকারে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া এ ফারমে সার্টিফিকেট দিবেন। পূর্ব্ব

শাস্তির ঠিকানা পাওয়া গেলে তাহার সমুদয় অবস্থা সংযুক্ত সংক্ষেপে এক রিপোর্ট এ ফারম সহ পাঠাইবেন, যে তদ্দৃষ্টে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর কার্য্যবিধি আইনের ৫১১ ধারা অনুসারে তাহা প্রমাণ করাইয়া দণ্ডবিধি আইনের ৭৫ ধারা মতে আসামীকে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়াইতে পারেন।

আসামীর পূর্ব্ব শাস্তি সম্বন্ধে রেজেষ্টারী বহিতে যে সমুদয় বিবরণ পাওয়া যায় তদ্ব্যতীত দণ্ডবিধি আইনের ১৭ অধ্যায়ের (মাল সম্বন্ধীয়) অপরাধে যে সকল পুরুষ আসামী মাজিষ্ট্রেট সমীপে চালান হয় তাহাদের শরীরে বেত্রাঘাতের কোন চিহ্ন আছে কি না তদ্বিষয় পুলিশ কর্ম্মচারী সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া এ ফারমে লিখিয়া দিবেন। এই নিয়ম ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার প্রতি বর্ত্তিবে না (তাহাদের শরীর পরীক্ষা করিতে হইবে না।)

চালান হওয়া আসামীর পূর্ব্ব শাস্তি যদি অন্য ষ্টেশনের রেজেষ্টারী বহিতে থাকে তবে তদন্তকারী তাহাও এ ফারমে লিখিবেন, এবং ঐ ষ্টেশনের উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে আসামী চালান হওয়ার সংবাদ জানাইবেন; তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে ষ্টেশনের বহি পরীক্ষা করিয়া একা এক সম্পর্কিত কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট উপরোক্ত বিবরণ প্রেরণ করিবেন: কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর উক্ত বিবরণ প্রাপ্ত হইলে তাহা এ ফারমের সহিত গাথিয়া দিবেন।

পুলিশ ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব শাস্তি সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে আসামীর অতিরিক্ত আর কোন শাস্তি আছে কি না তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর হাইকোর্টের আদেশ ক্রমে যে শাস্তির বহি রাখা যায় তাহা পরীক্ষা করিবেন।

১২—ঘর, মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে সকল আসামীর নিকট হইতে কার্য্যবিধি আইনের ১৭০ ধারানুসারে জামিন লওয়া হয় তাহাদের নাম এই ঘরে লিখিতে হইবে।

১৩—ঘর, এই ঘরে তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারীর দস্তখত

করিতে হয়। শেষের দুই ঘর (১৪।১৫) সাদা থাকিবে, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেট তাহা পূরণ করিবেন।

(গ) যে অপরাধ দুই অথবা ততোধিক পুলিশ ষ্টেশনে তদন্ত হইতে পারে এরূপ কোন মোকদ্দমা যদি এক সময় উভয় স্থানে এজেহার হয়, তবে শেষ রিপোর্ট প্রেরণের পূর্ব্বে আবশ্যকীয় উপদেশ জন্য তদন্তকারীর রিপোর্ট করা উচিত। সেইরূপ যদি দুই জেলায় (কার্য্যবিধি আইনের ১৮২ ধারানুসারে যাহা কোন এক স্থানে হইতে পারে) এক অপরাধের নালিশ হয় তবে কেবলমাত্র এক জেলায় মোকদ্দমার বিশেষ রিপোর্ট ব্যবহার করিতে হইবে।

(ঘ) অভিযোগ গ্রহণ করিবার কারণ এ ফারমে দিতে হয় না। আসামী ধৃত হইলে যত সত্বর হয় এই ফারম ব্যবহার করিতে হয়, এবং দ্রুত কোন উপায় দ্বারা ইহা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; তিনি অনতিবিলম্বে মাজিষ্ট্রেট নিকট পেষ করার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে দিবেন। যে সকল মহকুমায় পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক নাই, তথায় ষ্টেশন হইতে একা এক এই ফারম কোর্টে প্রেরিত হইবে। এ ফারম একবার ব্যবহার হইলে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর তাহা ফেরত দেওয়ার অথবা আদালতে দাখিল না করার কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু তিনি মাজিষ্ট্রেটের উপদেশ সাপেক্ষ আরো অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিতে পারেন।

(ঙ) আসামীর চালান হওয়ার সময় যদি তদন্ত শেষ না হয় তবে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী মোকদ্দমা সম্পর্কীয় তদন্তীয় বিশেষ দৈনিকের এক নকল নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট সমীপে তৎসহ প্রেরণ করিবেন। বর্ত্তমান আইন অনুসারে সাক্ষী আসামীর সহিত প্রেরণ করার বিধান নাই।

(চ) সাক্ষীগণ যত সত্বর মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদের মুচলিকা লইতে হইবে; কিন্তু মোকদ্দমা যদি গুরুতর না হয়, ও আদালত বন্ধের গতিকে যদি সেই দিবস মোকদ্দমা না হইতে পারে, তবে তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্নে উপস্থিত

জন্য মুচলিকা লইতে হইবে। সাক্ষীগণের অসুবিধা কি অন্য কোন বিশেষ কারণ বশতঃ যদি কোন বিলম্ব ঘটে তবে তদ্বিষয় অনতিবিলম্বে মাজিষ্ট্রেট সমীপে রিপোর্ট করিতে হইবে।

(ছ) এ ফারমের সহিত যে পরিমাণ মাল চুরী হয় তাহার তালিকা, ধৃত হওয়া ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত মালের তালিকা, পূর্ব্ব শাস্তি সম্বন্ধীয় রিপোর্ট এবং কার্য্যবিধি আইনের ১১০ ধারানুসারে যে জামিন ও মুচলিকা লওয়া হয় তাহা প্রেরণ করিতে হইবে।

(জ) কোন রেলওয়ের কর্ম্মচারীকে হঠাৎ ধৃত করিলে সাধারণের বিপদ ও অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, তদন্তকারী, আসামী না পলায়ন করে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, রেলওয়ের উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট ঐ ব্যক্তিকে অবসর করার প্রার্থনা করিবেন। যদি তৎক্ষণাৎ ধৃত করা যাইতে পারে তবে আসামীর কাজের বন্দোবস্ত জন্য তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট অবিলম্বে তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবেন।

(ঝ) বি এবং সি ফারম রদ (ক্যান্সেল) হইয়া আসামী বিচারার্থে চালান হইলে এ ফারম দিতে হইবে। কেবল ছানি তদন্তে আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ হইলে বি ফারম রদ হইতে পারে। এবং আসামী ধৃত হইয়া চালান হইলে সি ফারম রদ হইবে।

(ঞ) যদি পুলিশ ষ্টেশন হইতে কোর্টে প্রেরণ সময় রাস্তা হইতে আসামী পলায়ন করে তবে এ ফারম বহাল থাকিবে, রদ করিতে হইবে না। ঐ ফেরারী ধৃত না হওয়া, অথচ তাহাকে প্রাপ্ত হওয়ার কোন আশা থাকা পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবি রহিবে।

(ট) মাল সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার অভিযুক্ত যে সকল আসামীর প্রকৃত নাম ও বাসস্থান জানা যায় না তৎসম্বন্ধে নীচের লিখিত উপদেশ অনুসারে আচরণ করিতে হইবে।

(১) দণ্ডবিধি আইনে ১২ বা ১৭ অধ্যায়ের লিখিত অপরাধে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে তাহার যদি প্রকৃত নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা না পাওয়া যায় তবে ইন্‌ডেক্স বহি, জেনারেল রেজিষ্টার,

মোকদ্দমার বহি, শাস্তির বহি, এবং শেষ রিপোর্ট যে ফারমে দেওয়া হয় সেই বহিতে ঐ মোকদ্দমা লাল কালী দ্বারা দেখাইতে হইবে।

(২) গ্রেপ্তার করার সময় হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আসামীর প্রকৃত নাম ও বাসস্থান জানা না গেলে তদন্তকারী কার্য্যকারক (আবশ্যক হইলে আসামীকে পুলিশের হেপাজাতে রাখিয়া) উপযুক্ত রূপে অনুসন্ধান জন্য যত সময় প্রয়োজন তত কালের জন্য আসামীকে আবদ্ধ রাখিবার প্রার্থনায় রিপোর্ট করিবেন। এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যোগে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের সমীপে তদ্বিষয় রিপোর্ট করিবেন। এবং তিনি শাস্তি অনুপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহার কারণ লিখিবেন, ও মোকদ্দমার বিস্তারিত অবস্থা রিপোর্ট করিবেন।

(৩) আসামীর প্রকৃত নাম ও বাসস্থান না জানা পর্য্যন্ত তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে না; ও সে জেল হইতে মুক্ত হইলেও তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা শেষ হওয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে তাহার নামে মোকদ্দমা স্থাপন করার জন্য উক্ত আইনের ৫৫ ধারার খ প্রকরণ মতে তাহাকে পুনরায় ধৃত করা কর্ত্তব্য।

(৪) উপরের লিখিত অপরাধে অভিযুক্ত যে সকল ব্যক্তির তিন মাসের অতিরিক্ত কারাবাস হয় তাহাদের কোন ঠিকানা না পাওয়া গেলে তাহাদের নাম প্রতি মাসে পুলিশ গেজেটে প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতে হইবে, তৎসহ তাহাদের সম্পূর্ণ আকৃতি ও অন্য কোন সংবাদ (যদ্দ্বারা তাহাদের পূর্ব্ব বিবরণ প্রকাশ হইতে পারে তাহাও) প্রেরণ করিতে হইবে।

২৯। বি ফারম (অপ্রমাণীকৃত গৃহীত অভিযোগ)

৫ নম্বর ফারম।

(ক) কার্য্যবিধি আইনের ১৬৯, এবং ১৭৩ ধারায় যে রিপোর্টের উল্লেখ আছে তাহাই বি ফারম। পুলিশ গ্রহণযোগ্য অপরাধ,

যাহাতে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া ধৃত হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় মাজিষ্ট্রেট সমীপে চালান হয় না, অথবা ধৃত হওয়ার পর অভিযোগ মিথ্যা হয় সেই সকল মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট এই ফারমে দিতে হয়।

(খ) এ ফারমের প্রথম চারি ঘর পূরণ জন্য যে উপদেশ দেওয়া গিয়াছে বি ফারমের প্রথম চারি ঘর সম্বন্ধে তদ্রূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। বি ফারমের পঞ্চম ঘর ও এ ফারমের ষষ্ঠ ঘর এক প্রকার।

৬—ঘরে, বাদী যে পরিমাণ মাল চুরী হওয়ার এজাহার করে তাহা লিখিতে হইবে।

৭ এবং ৮ ঘরে যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইয়া জামিন, অথবা মুচলিকায় মুক্ত হয় তাহাদের নাম লিখিতে হইবে। মোট যত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় তাহা এই দুই ঘরের সমষ্টির সহিত ঐক্য হইবে। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বি ফারমে রিপোর্ট হওয়া মোকদ্দমায় যে জামিন, অথবা মুচলিকা লওয়া হয় তাহা এ ফারমে রিপোর্ট হওয়া মোকদ্দমার জামিন মুচলিকা হইতে পৃথক। প্রথমোক্ত মোকদ্দমায় যে ব্যক্তিগণ জামিন, মুচলিকা দেয় তাহাদের মাজিষ্ট্রেট সমীপে হাজির হওয়ার আদেশ না হইলে উপস্থিত হইতে হয় না। কিন্তু শেষোক্ত মোকদ্দমায় যাহারা জামিন, বা মুচলিকা দেয় তাহাদের হাজির হওয়ার জন্য পুলিশ কর্ম্মচারী জামিন মুচলিকায় যে তারিখ ধার্য্য করিয়া দেন, সেই তারিখে উপস্থিত হইতেই হইবে। বি ফারমে রিপোর্ট হওয়া মোকদ্দমার জামিন, অথবা মুচলিকা কার্য্যবিধি আইনের ১৬৯ ধারা অনুসারে, এবং এ ফারমে রিপোর্ট হওয়া মোকদ্দমার ১৭০ ধারানুসারে লওয়া হয়।

পুলিশ কর্ম্মচারীগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন ব্যক্তি ধৃত হইলে জামিন, অথবা মুচলিকা, অথবা কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশ ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না। (কার্য্যবিধি আইনের ৬৩ ধারা দেখ।)

জামিন অথবা মুচলিকা হইতে মুক্ত হওয়ার আদেশ সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে অবগত করার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর মোকদ্দমার নিষ্পত্তীয় হুকুম ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে জানাইবেন।

কার্য্যবিধি আইনের ১৬৯ ধারা অনুসারে যে জামিন লওয়া হয় তাহা ঐ আইনের পঞ্চম তপশীলের ২৫ নম্বর পাঠে লিখিয়া লইতে হইবে, তাহাতে হাজির হওয়ার নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখ থাকিবে না, এবং তাহা বি ফারমের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে।

১১ ঘরে—মোকদ্দমার স্পষ্ট বিবরণ এবং নালিশের সপক্ষে, ও বিপক্ষে যে প্রমাণ থাকে তাহা লিখিতে হইবে, যে তদ্দৃষ্টে আসামী বিচার জন্য চালান না দেওয়া পুলিশের উপযুক্ত হইয়াছে কি না মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

(গ) মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে পুলিশের ভ্রম হইয়াছে এবং যে প্রমাণ আছে তাহা অভিযোগের পোষকতা করে, তবে তিনি পুনরায় তদন্ত করার, অথবা এ ফারমে বিচার জন্য আসামী চালান দেওয়ার আদেশ দিবেন। যদি পুনরায় তদন্তের আদেশ হয় তবে তাহা শীঘ্র শীঘ্র করিতে হইবে, এবং তদন্ত করার পর অপরাধ সপ্রমাণ হওয়া তদন্তকারী বিবেচনা করিলে তিনি এ ফারমে শেষ রিপোর্ট দিবেন, ও তৎসম্বন্ধীয় আর আর কার্য্য করিবেন। যদি প্রমাণ না হয় তবে পূর্ব্ব প্রেরিত বি ফারমে দ্বিতীয় বারের তদন্তের ফল লিখিয়া পুনরায় প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত যে, অকারণ কোন আসামী ধৃত না করেন; ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় কেবল মাত্র, যখন তদন্তের পূর্ব্বে আসামী ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট দাখিল হয়, সেই সময় এই ফারম ব্যবহার হইবে। সেই সকল মোকদ্দমা তদন্ত সময় সন্দেহক্রমে ধৃত করা প্রায় অনাবশ্যক, এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পর যদি মোকদ্দমা চালান না হয় তবে কদাচ গ্রেপ্তার করা কর্ত্তব্য নহে।

গুরুতর মোকদ্দমায় এ সম্বন্ধে অন্যরূপ আচরণ করিতে হয়। সন্দেহ ক্রমে ধৃত করিতে ক্ষান্ত থাকা পুলিশের উচিত নহে, এবং ২৮

ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত ৭ ঘর সম্বন্ধে উপদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তদনুরূপ কার্য্য না করিলে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে অন্যায়মতে নিশ্চয়ই আবদ্ধ রাখা বুঝা যায়।

৩০। সি ফারম (কিনারা না হওয়া মোকদ্দমা)

৬ নম্বর ফারম।

(ক) পুলিশ গ্রহণযোগ্য যে সকল মোকদ্দমার আসামী ধৃত না হয় তৎসমুদয়ের শেষ রিপোর্ট সি ফারমে দিতে হইবে।

(খ) বি ফারমের ১ হইতে ৬ ঘর পর্য্যন্ত পূরণ করার যে নিয়ম, সি ফারমের ঐ সকল ঘরও তদ্রূপ পূরণ করিতে হইবে। ৭ ঘরে তদন্তের বিস্তারিত অবস্থা লিখিতে হইবে; এবং শেষ ঘরে পুলিশ মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার স্পষ্ট বিবরণ ও কৃতকার্য্য হইতে না পারার কারণ লিখিতে হইবে।

যদি মোকদ্দমা মিথ্যা, অথবা গ্রহণ অযোগ্য বলিয়া বোধ হয় তবে তাহার সম্পূর্ণ কারণ লিখিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পুলিশ কর্ম্মচারী কোন মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না, তদ্বিষয় কেবল মাজিষ্ট্রেট মীমাংসা করিবেন।

পুলিশ কর্ম্মচারী কি জন্য মোকদ্দমা মিথ্যা বিবেচনা করেন তাহার কারণ লিখিবেন।

(গ) কোন মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট বি অথবা সি ফারমে প্রেরণ করার পর যদি পুলিশ কর্ম্মচারী ঐ অপরাধের, অথবা অপরাধীর কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন, এবং আরও কার্য্য করার যথেষ্ট হেতু থাকে তবে তাহার পুনরায় নূতন তদন্ত আরম্ভ করার কোন ব্যাঘাত হইবে না। দ্বিতীয়বার তদন্তে আসামী বিচার জন্য চালান হইলে এ ফারম ব্যবহার করিতে হইবে। যদি আসামী ধৃত হইয়া চালান না হয়, বি ফারমে রিপোর্ট করিতে হইবে। যদি কেহ ধৃত না হয় তবে আর পৃথক ফারম ব্যবহার করিতে হইবে না, তদন্তের ফল কেবল বিশেষ দৈনিকে লিখিতে হইবে।

৩১। (ক) এ, বি, সি, ফারমের রেজেষ্টরী বহি পুলিশ ষ্টেশনে, এবং স্বাধীন আউটপোষ্টে থাকিবে। অধীনস্থ আউটপোষ্টের জন্য কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া পাঠাইতে হইবে, এবং তথা হইতে রিপোর্ট পাওয়া গেলে ষ্টেশনের মুড়ি বহি পূরণ করিতে হইবে।

(খ) বি এবং সি ফারম সম্বন্ধে নীচের লিখিত সাধারণ নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হইবে।

(১) শেষ ঘরের বিবরণ এরূপ সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক যে, কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ দৈনিক দেখিবার আবশ্যক না হয়। তদন্তের শেষ বিশেষ দৈনিকে মোকদ্দমার অবস্থা লেখা থাকে, এজন্য তাহা বহির মুড়িতে নকল করা অনাবশ্যক।

(২) এই ফারমের রিপোর্ট মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে, তিনি মাজিষ্ট্রেট নিকট পেষ করার জন্য কোর্টের কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। ষ্টেশন হইতে একা এক এই রিপোর্ট কদাচ কোর্টের কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে না; কিন্তু যে মহকুমায় পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী না থাকেন তথায় একা এক কোর্টের কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) এ, বি, অথবা সি ফারম, প্রকৃত যে তারিখে ষ্টেশন হইতে রওয়ানা হয় তাহা ফারমের কোন প্রকাশ্য স্থানে লিখিয়া দিতে হইবে।

(৪) কোন মোকদ্দমায় কতক আসামী বিচারার্থ চালান হইলে এবং কতক ফেরার থাকিলে সকলের নাম এ ফারমে লিখিতে হইবে। কিন্তু কোন মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে যদি সকল আসামী ফেরার থাকে তবে সি ফারম ব্যবহার হইবে; আসামী ধৃত হইয়া চালান হইলেই এ ফারম দিতে হইবে।

(৫) মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে কোর্টের কর্ম্মচারী মোকদ্দমার বিচারের ফল এবং মাজিষ্ট্রেট পুলিশের তদন্ত সম্বন্ধে কোন মন্তব্য লিখিলে তাহা এ ফারম বহির মুড়িতে লেখার জন্য ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩২। মাল চুরি এবং পুনরায় প্রাপ্তির বহি।

৮ নম্বর ফারম।

(ক) কোন মোকদ্দমা সত্য বলিয়া রিপোর্ট করিলেই এই বহিতে মাল উঠাইতে হইবে; তদন্যথায় (সত্য বলিয়া রিপোর্ট না হইলে) আদেশ না পাওয়ার পূর্ব্বে মাল উঠাইতে হইবে না। যে মাল প্রকৃত পক্ষে চুরী হওয়া সাব্যস্ত হয় কেবল তাহাই উঠাইতে হইবে। এই বহিতে প্রতি মাসে ঠিক দিতে হইবে।

(খ) প্রমিশরি নোট, দলিল, এবং ঐরূপ অন্য কোন মাল, যাহার প্রকৃত কোন মূল্য নাই; চুরী হইলে কেবল মাত্র সেই দলিলের মূল্য চুরী বলিয়া ভুক্ত করিতে হইবে। ঐ দলীল যত টাকার হয় তাহা ভুক্ত করিতে হইবে না।

(গ) দণ্ডবিধি আইনের ৪১০ ধারানুসারে চুরী কি অপহরণ, কি দস্যুতা কি পরের দ্রব্য অবিহিত রূপে ব্যবহার করা, অথবা বিশ্বাস ঘাতকতা দ্বারা যে মাল হস্তগত হয় তাহাকে চোরা মাল বলে। ঐ সকল অপরাধের মধ্যে পুলিশ গ্রহণযোগ্য অপরাধে যে মাল চুরী হয় তাহা এই রেজেষ্টরীতে ভুক্ত করিতে হইবে।

৩৩। না দাবি এবং নাওয়ারেস যে মাল পাওয়া যায় তাহার রেজেষ্টরী বহি।

৮ নম্বর ফারম।

(ক) পুলিশ ষ্টেশনে প্রাপ্ত হওয়া মাত্র সমুদয় না দাবি মাল এই বহিতে ভুক্ত করিতে হইবে। যদি মাল পুলিশ ষ্টেশনে আনীত না হইয়া যে স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানেই থাকে তবে তাহার সংবাদ পাওয়া মাত্র জনৈক কর্ম্মচারী যাইয়া তাহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা মাত্র মাল বহি ভুক্ত করিতে হইবে।

যতদূর সম্ভব আউটপোষ্টে কোন না দাবি মাল বিক্রয় করিতে হইবে না। আউটপোষ্ট যে ষ্টেশনের অধীন তথায় না দাবি মাল

বিক্রী জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। যদি মাল ওজনে ভারি অথচ কম মূল্যের হয়, অথবা সহজে স্থানান্তর করা না যায় (যথা গুড়ি কাঠ) তবে আউটপোষ্টে তাহা বিক্রী করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টর নীলাম করাইবেন, আউটপোষ্টের হেড্ কনেষ্টবল পারিবেন না।

(খ) সন্দেহ ক্রমে যে সকল মাল পুলিশ ধৃত করেন তাহাও এই বহিতে ভুক্ত করিতে হইবে। সন্দেহ ক্রমে কোন মাল ধৃত করা গেলে কার্য্যবিধি আইনের ৫২৩ ধারার বিধানানুসারে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেট সমীপে করিতে হইবে এবং ঐ ধারায় যে বিধান আছে তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে।

(গ) না দাবি মাল সম্বন্ধে নীচের লিখিত বিধি প্রচলিত আছে।

যে সকল অস্থাবর মাল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সাধারণ নিয়মানুসারে প্রাপকের বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; তিনি ঐ দ্রব্যের প্রকৃত মালিকের ঠিকানা পাইলে, বা ঠিকানা করার উপায় থাকা সত্ত্বেও যুক্তি সঙ্গত উপায় অবলম্বন না করিলে পরের দ্রব্য অবিহিত রূপে ব্যবহার করা অপরাধে দোষী হইতে পারেন।

মৃত্তিকার মধ্যে কোন সম্পত্তি পাওয়া গেলে তৎসম্বন্ধীয় বিধান ১৮৭৮ সনের ৬ আইনে আছে। ১০৲ টাকার অতিরিক্ত সম্পত্তি পাওয়া গেলে প্রাপক তদ্বিষয় লিখিত বিবরণ দ্বারা কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন; এবং কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর ঐ সম্পত্তি মালিক বিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাহা প্রাপক, এবং মাল প্রাপ্ত স্থানের অধিকারীকে বিভাগ করিয়া দিবেন অথবা কেবল মাত্র প্রাপককে দিবেন, কি আইনের বিধানানুসারে গবর্ণমেণ্ট জব্দ করিয়া লইবেন।

(ঘ) কোন নৌকা, কি জাহাজ ডুবিলে তদ্বিষয় মাজিষ্ট্রেট সমীপে রিপোর্ট করা পুলিশের কর্ত্তব্য, এবং তাঁহার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত জলমগ্ন দ্রব্যাদি রক্ষার উপায়াবলম্বন করা উচিত।

১৮৮৪ সনের ৬ আইনের (Indian steam vessels act) ৩০ ধারানুসারে বাষ্পীয় পোতে কোন দুর্ঘটনা হইলে তদ্বিষয়ের সংবাদ পুলিশ ষ্টেশনে দিতে হয়; তদ্রূপ কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র তৎসম্বন্ধে যে রিপোর্ট করা হয় তাহার এক ঠিক প্রতিলিপি কলিকাতা মোকামে (Port officer and Registrar of wrecks) জলমগ্ন হওয়া জাহাজের রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট প্রেরণ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন।

জলমগ্ন হওয়া যে মাল রক্ষা হয় তাহা যদি নীচের লিখিত মতে বিপদ হইতে উদ্ধার করা হইয়া থাকে তবে পুলিশ তাহা হস্তগত করিবেন না, প্রাপকগণের নিকট রাখিবেন; কিন্তু কি প্রকারের মাল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ জন্য রিপোর্ট করিবেন।

কোন জাহাজ, বা নৌকা, বা জাহাজস্থ মাল, কি তদুভয়স্থিত লোকের জীবন, জাহাজ জলমগ্ন হইলে, নিরাশা হইয়া পরিত্যাগ করিলে, বা তদ্রূপ অন্য কোন অবস্থায় যে সকল লোকের সহায়তায় মৃত্যু, কি বিপদ হইতে রক্ষা হয় তাহাদিগকে যে পারিতোষিক দেওয়া যায় তাহাকে "জলমগ্ন দ্রব্য রক্ষা করার পুরস্কার" বলে। কিন্তু সাহায্যকারীগণের জীবন, কি সম্পত্তি তদুপলক্ষে বিপদস্থ না হইলে, এবং এতৎকার্য্যে নিপুণতা বা উদ্যোগ প্রকাশ না হইলে, এই পুরস্কার পাইতে পারে না। নদী এবং সমুদ্র মধ্যে যে কোন স্থানে হউক না কেন উপরোক্ত নিয়ম তুল্যরূপ বর্ত্তিবে।

কোন নদীতে বাষ্পীয় পোত, অথবা নৌকা জলমগ্ন হইলে তন্মধ্যস্থিত মাল নদীর পারের নিকট জলে ভাসিতে থাকিলে তাহা উপরে আনিতে কোন চেষ্টা নিষ্প্রোয়জন, অথবা কোন বিপদ আশঙ্কা হয় না; সুতরাং ইহাকে "বিপদ হইতে উদ্ধার করা সম্পত্তি" বলা যায় না।

এইরূপ ঘটনা হইলে পুলিশের উচিত যে সম্যক প্রকার সহায়তা করেন, এবং যদি মালিক উপস্থিত থাকে তবে মাল তাহাকে

প্রত্যর্পণ করেন। যদি মালিকের কোন ঠিকানা না পাওয়া যায় তবে পুলিশ মাল হস্তগত করিবেন, কারণ ঐ সম্পত্তি তদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের বলিয়া গণ্য হয়। যে কোন অবস্থাই হউক না কেন, সকল বিষয়ই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবগতি ও আদেশ জন্য রিপোর্ট করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি ঐরূপ ভাসা মাল লইয়া মালিকের সন্ধান জন্য কোন চেষ্টা না করিলে দণ্ডবিধি আইনের ৪০৩ ধারানুসারে পরদ্রব্য অবিহিত রূপে ব্যবহার করা অপরাধে দোষী হয়।

যে কোন অবস্থায় নৌকা, কি জাহাজ জলমগ্ন হউক, চৌকিদার তদ্বিষয়ের সংবাদ সত্বর ষ্টেশনে দিতে বাধ্য।

(ঙ) উপরের লিখিত অবস্থা ভিন্ন যে ব্যক্তি কোন না দাবি অস্থাবর সম্পত্তি পায় তাহা তাহার নিজের প্রাপ্য।

(চ) ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৫ হইতে ২৭ ধারার বিধান, না দাবি সম্পত্তি যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী তাহা প্রাপ্ত হউক না তৎসমুদয় প্রতি বর্ত্তে।

(ছ) মৃত ব্যক্তিগণ যে সম্পত্তি নাওয়ারেস অবস্থায় পরিত্যাগ করায় গবর্ণমেণ্টের সত্ব হয় তৎপ্রতি উপরোক্ত বিধান বর্ত্তে না।

(জ) নাওয়ারেস অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(১) পুলিশ কোন নাওয়ারেস অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিলে, পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদ্বিষয় জেলার অথবা মহকুমার অধীনস্থ ষ্টেশনে হইলে, তথাকার মাজিষ্ট্রেট সমীপে ৯ নম্বর ফারমে রিপোর্ট করিবেন। সমুদয় প্রকার নাওয়ারেস অস্থাবর সম্পত্তির রিপোর্ট এই ফারমে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির আইনত ওয়ারেস স্বরূপ সম্পর্কাধীন কোন আত্মীয় ঐ সম্পত্তি তাহার বলিয়া যদি কোন আপত্তি উত্থাপন করে, এবং ঐ সম্পর্ক যদি সন্দেহ করিবার কোন হেতু না থাকে, তবে এই ফারমে রিপোর্ট করিতে হইবে না। যে সকল আপত্তিকারীর দাবি পুলিশের নিকট ওয়ারেস সূত্রে বলিয়া বোধ না হয়, অথবা যাহার উত্তরাধিকারীত্ব

সন্দেহজনক, তাহাদের সকলের নাম ও আপত্তির বিস্তারিত অবস্থা ৯ নম্বর ফারমের ৪। ৫ ঘরে লিখিতে হইবে।

(২) জেলার অথবা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এই রিপোর্ট প্রাপ্তে জজ সাহেবের আদেশ জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) মাল সম্বন্ধে জেলার জজ সাহেব যে আদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে আচরণ করিতে হইবে। তিনি হয়ত মাল বিক্রী করিয়া তাহার মূল্য প্রেরণের অথবা মাল প্রেরণ করার আদেশ দিবেন।

(৪) শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় এ প্রকারের মাল আদেশ পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া পুলিশ নিজের দায়ীত্বে বিক্রী করিলে, অথবা মাল নিলাম করার হুকুম আগত হইলে তাহা নিলাম করিয়া ১০ নম্বর ফারমে তাহার হিসাব তিন খণ্ড প্রস্তুত করিয়া তৎসহ নিলামী মূল্য জেলার অথবা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি তন্মধ্যে ২ খণ্ড জজ সাহেবের নিকট ও এক খান ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবেন। জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত ২ খান মধ্যে এক খণ্ড রসিদ স্বরূপ তাঁহার দস্তখত যুক্ত ষ্টেশনে ফেরত পাওয়া যাইবে।

(৫) যদি বিক্রী না করিয়া মাল চালান দেওয়ার জন্য জজ সাহেব আদেশ প্রদান করেন তবে ১১ নম্বর ফারমে তাহার তিন খণ্ড চালান প্রস্তুত করিয়া মাল চালান দিতে হইবে। এই তিন খানার মধ্যে এক খানা জজ সাহেবের দস্তখত সহ রসিদ স্বরূপ ষ্টেশনে ফেরত পাওয়া যাইবে।

(৬) ঘোড়া, গোরু, ভেড়া এবং ছাগল ইত্যাদি পশু জজ সাহেবের বিনা আদেশে পুলিশের বিক্রী করা উচিত নহে। ঐ সকল পশু নিকটস্থ খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং বিক্রী করার আদেশ হইলে প্রকাশ্য হাট বাজারে বিক্রী করা কর্ত্তব্য।

(৭) ষষ্ঠ দফার লিখিত পশ্বাদি খোয়াড়ে রাখার ব্যয় নিলামী মূল্য হইতে খোয়াড় রক্ষককে দিয়া বিক্রী টাকা ১০ নম্বর ফারমে চালান দিতে হইবে। মাল জজ আদালতে চালান দিতে যে ব্যয় হয়

তাহা ১১ নম্বর চালানে উল্লেখ করিতে হইবে। তৎপর তাহা মাল নিলাম হইলে জজ সাহেবের আদালত হইতে পাওয়া যাইবে। কোন দাবিদারকে বিচারপূর্ব্বক কোন নাওয়ারিস মাল ফেরত দেওয়ার আদেশ হইলে, ঐ ব্যক্তি মাল বা তাহার নিলামী মূল্য প্রাপ্তের পূর্ব্বে মাল প্রেরণের ব্যয়, বা জীবিত পশ্বাদি রাখিবার ব্যয়, বা মাল উপযুক্ত রক্ষণায় রাখিবার জন্য আবশ্যকীয় অন্য প্রকারের যে ব্যয় হয় তৎসমুদয় দিবেন।

(৮) পুলিশ ষ্টেশনের সিন্দুক, ও মালখানার দরজায় ভাল তালা লাগাইতে হইবে, এবং তাহার চাবি ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট থাকিবে। লেখক কনেষ্টবল অথবা অন্য কোন কনেষ্টবলের নিকট তাহা রাখা উচিত নহে।

(৯) উপরের লিখিত সমুদয় প্রকারের মাল বৎসর ক্রমিক নম্বর দ্বারা রেজেষ্টরীতে উল্লিখিত হইবে; এবং প্রত্যেক নম্বরের নীচে "না দাবী," "নাওয়ারেস," অথবা "সন্দিগ্ধ" যে প্রকারের মাল হয় তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৩৪। ষ্টেশন চক্রমধ্যে বাসন্দা, অথবা সংসৃষ্ট থাকা ফেরারী আসামীগণের রেজেষ্টরী বহি, ১২ নম্বর ফারম।

(ক) এই রেজেষ্টরী দুইভাগে বিভক্ত। যে সকল পলাতক কয়েদী এবং অপরাধী ষ্টেশনের সীমানায় বাস করে, অথবা যাহাদের বাসস্থান জানা নাই কিন্তু ষ্টেশনের এলেকার মধ্যে কোন অপরাধ করিয়া ফেরার থাকে তাহাদের নাম প্রথম ভাগে লিখিতে হইবে। এক জেলান্তর্গত অন্য ষ্টেশনের এলেকায় যাহাদের বাসস্থান অথচ ষ্টেশন চক্রের মধ্যে যাহাদের আত্মীয়গণ বাস করে এমত ফেরারীর নাম দ্বিতীয় ভাগে ভুক্ত হইবে।

(১) প্রথম ভাগের প্রত্যেক ব্যক্তির নাম এক পাতে, এবং দ্বিতীয় ভাগের দুই ব্যক্তির নাম এক পাতে লিখিতে হইবে।

(খ) নীচের লিখিত ব্যক্তিগণকে পলাতক অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(১) পুলিশ গ্রহণযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারার্থ চালান দেওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ থাকে, এবং যাহারা মোকদ্দমা তদন্ত হওয়ার পর এ কি সি ফারমে শেষ রিপোর্ট প্রেরণ কালে ফেরার থাকে।

(২) পুলিশের হেপাজাত, জেল, কি (লক আপ্) মহকুমার জেল হইতে যাহারা পলায়ন করে।

(৩) কার্য্যবিধি আইনের ৮৭ ধারা অনুসারে যে সকল ব্যক্তির হাজির জন্য ঘোষণাপত্র জারী হইয়াছে।

(গ) রেজেষ্টরীতে নাম ভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে পুলিশ কর্ম্মচারী পলাতক আসামীর ধৃতানুসন্ধানে নিযুক্ত হন তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য যে ফেরারীর অনুসন্ধানার্থে এবং আসামী অন্য ষ্টেশনের এলেকায় গিয়া থাকিলে তথায় তাহার পশ্চাদনুবর্ত্তী হওয়ার নিমিত্ত সমুদয় সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করেন। ফেরারী ব্যক্তির আত্মীয় এবং কুটুম্বের বাসস্থান, তাহার (ফেরারীর) পূর্ব্ব বাসস্থান, সে সচরাচর যে স্থানে যাইয়া থাকে, তাহার ঠিক ও সম্পূর্ণ আকৃতি যুক্ত হুলিয়া, যদি মাল চুরী হয় তবে যে যে মাল সহজে সেনাক্ত হইতে পারে তাহার বিবরণ এই সকল বিষয় সত্বর সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সমীপে পাঠাইতে হইবে।

(ঘ) গ্রামের মালিক, চৌকিদার, এবং অন্য যে উপায়ে পারা যায় তদ্দ্বারা উপরের লিখিত বিষয় সকল, ফেরারীর ধৃত জন্য নিযুক্ত হওয়া পুলিশ কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে যাইয়া সংগ্রহ করিবেন; এবং অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারীর সহায়তা লওয়ার আবশ্যক থাকিলে আসামীর আকৃতি আদি তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন।

যাঁহার নিকট এই রোল প্রেরণ করা যায় তিনি ইহা প্রাপ্ত মাত্র ফেরারী আসামীর অনুসন্ধান জন্য সে যে স্থানে যায় রোলে উল্লেখ

থাকে, তথায় যাইয়া কি অধীনস্থ কোন সুচতুর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে ধৃত করার উপায় অবলম্বন করিবেন।

আসামী ধৃত করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় ও তাহাতে যে ফল হয় তাহা বোল প্রেরণকারী কর্ম্মচারী ও ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অবগত করাইতে হইবে। (এই অনুসন্ধানের ফল দৈনিক দ্বারা জানাইতে হয়)।

(ঙ) এ অথবা সি ফারম দেওয়ার পর এক মাস গত হইলে এবং উপরোক্ত গ ও ঘ প্রকরণের নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান করার পর পুলিশের নিকট প্রমাণীকৃত কোন আসামী ফেরার থাকিলে তদন্তকারী কর্ম্মচারী ফেরারীর নাম প্রথম কি দ্বিতীয় ভাগে ভুক্ত করিবেন, ও তাহার এক প্রতিলিপি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর যোগে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(চ) জেল, মহকুমার জেল, অথবা পুলিশের হেপাজাত হইতে কোন আসামী পলায়ন করিলে উপরের লিখিত নিয়মানুসারে তাহাদিগকে ধৃত করার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি ধৃত না হয়, ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশ অনুসারে এক মাস পরে ঐ ফেরারীর নাম বহি ভুক্ত করিতে হইবে।

(ছ) ঘোষণাপত্রের লিখিত সময় অতীত হইলে ঘোষিত অপরাধীর নাম ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশানুসারে বহিভুক্ত করিতে হইবে।

(জ) কার্য্যবিধি আইনের ৫৪ ধারার বিধানানুসারে ঘোষিত অপরাধীকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা পুলিশের আছে, সুতরাং পুলিশের গ্রহণ অযোগ্য কোন গুরুতর অপরাধের আসামী ধৃত না হওয়ার জন্য পলায়ন করিলে ঐ ব্যক্তির গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট সত্বর রিটার্ণ করিয়া কার্য্যবিধি আইনের ৮৭ ধারানুসারে তাহার নামে ঘোষণা জারীর জন্য মাজিষ্ট্রেট নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

(ঝ) নীচের লিখিত নিয়মানুসারে এই রেজেষ্টরী বহি পূরণ করিতে হইবে।

১।২।৩ ঘর সম্বন্ধে কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

৪ ঘরে, পলাতক অপরাধীর শরীরের বর্ণ, কিরূপ চুল, গোপ, দাড়ি, শরীরে কি দাগ আছে, চক্ষের বর্ণ, দাঁত কিরূপ, কিরূপ আকৃতি, কিরূপ কথা বলে ইত্যাদি, এবং হাটিবার কি চলিবার কোন বিশেষ অবস্থা থাকিলে তৎসমুদয় লিখিতে হইবে।

৫ ঘরে, পলাতক অপরাধীর বাড়ী, অথবা তাহার সচরাচর বাসস্থান যে জেলার যে ষ্টেশনের অধীন যে গ্রামে তাহা লিখিতে হইবে।

অপরাধী যে গ্রামে অপরাধ করে অথবা যে গ্রাম হইতে পলায়ন করে তাহা এই ঘরে লিখিতে হইবে না।

৬ এবং ৭ ঘর সম্বন্ধে কোন উপদেশ আবশ্যক করে না।

৮ ঘর, বিশেষরূপ অনুসন্ধান এবং উপযুক্ত ক্ষমতানুবলে এই ঘর পূরণ করিতে হইবে।

৯ ঘর, পুলিশের তদন্তীয় মোকদ্দমার ফেরারী সম্বন্ধে এই ঘরে প্রথম সংবাদের নম্বর, মাস, ও যে ষ্টেশনে মূল মোকদ্দমা রুজু হয় তাহার নাম লিখিতে হইবে। এই ঘরে আরো মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পলায়নের তারিখ, কি প্রকারে কি উপায়ে পলায়ন করিল, এবং মোকদ্দমার ধারা লিখিতে হইবে।

১০ ঘর, পলাতক আসামীর আত্মীয়গণের (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) নাম ও বাসস্থান, সে সর্ব্বদা যাহাদের সহিত চলাচল করে তাহাদের নাম বাসস্থান, সহযোগী অপরাধীর নাম, বাসস্থান, অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি ফেরারীর সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সংবাদ দিতে পারে তাহার নাম, বাসস্থান, এবং ফেরারীর বিশেষ কোন স্বভাব থাকিলে (যেমন, জুয়াখেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি) যদ্দারা তাহার গতিবিধির ঠিকানা করা যাইতে পারে, এবং যে গ্রামে সে অপরাধ করিয়াছে ইত্যাদি বিবরণ যাহাতে আসামীকে ধৃত করার সুবিধা হইতে পারে এই ঘরে লিখিতে হইবে।

(ঞ) পুলিশ ষ্টেশনের প্রত্যেক কনেষ্টবলের এই রেজেষ্টরীর সমুদয় বিবরণ জানা কর্ত্তব্য, এবং এ বিষয়ে তাহাকে বিশেষরূপ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। রেজেষ্টরীস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির সাময়িক অনুসন্ধান করিয়া তাহার ফল ও অনুসন্ধানের তারিখ মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে। "অনুসন্ধান হইতেছে," এইরূপ অর্থ শূন্য লেখা উচিত নহে। ষ্টেশনের চক্রের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকা ফেরারীদিগের সম্বন্ধে বারম্বার অনুসন্ধান করিতে হইবে। কোন কর্ম্মচারী মফঃস্বল যাইয়া ফেরারীর অনুসন্ধান করিলে তাহার ফল রেজেষ্টরীতে লিখিবেন, এবং গ্রাম্য যে মাতব্বরদিগের মোকাবেলা অনুসন্ধান করা হয় তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তির নামও লিখিবেন। এই সকল অনুসন্ধান স্থানীয় দৈনিক বহিতে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি অধিককাল ফেরার থাকিলেও তাহার অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। ফেরারী ধৃত করিতে পারিলে কনেষ্টবলগণ সচ্চরিত্রের বেল্লা, এবং টাকা পুরস্কার পাইবে।

(ট) কোন পলাতক কয়েদী, অথবা ফেরারী আসামী ধৃত হইলে তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করিতে হইবে।

(ঠ) পলাতক কয়েদী পুনরায় গ্রেপ্তার হইলে তাহাদিগকে পূর্ব্বের (জেলে কয়েদ থাকা অবস্থার) ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে।

(ড) আণ্ডামান দ্বীপ হইতে ফেরার হওয়া কোন কয়েদী ধৃত হইলে তৎসম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

পুলিশ কর্ম্মচারী পলায়ন করা অপরাধে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত করিবেন, এবং উক্ত আসামীকে পুনরায় ধৃত করা সম্বন্ধে পোর্টব্লেয়ার হইতে কোন ওয়ারেণ্ট আসিয়াছে কি না তাহা নিরাকরণ জন্য মোকদ্দমা মলতবি রাখার প্রার্থনা করিবেন। যে প্রদেশে আসামী ধৃত হয় তথায় কোন

ওয়ারেণ্ট না বাইয়া থাকিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম্ ডিপার্টমেণ্টের তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ওয়ারেণ্ট প্রাপ্ত হইলে কার্য্যবিধি আইনের ৮৬ ধারার বিধানানুসারে ফেরারী ব্যক্তিকে আণ্ডামান দ্বীপের যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট প্রচার করিয়াছেন তাঁহার সমীপে হেপাজাতে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয় বিচারক (যাঁহার সমীপে ফেরারীকে উপস্থিত করা যায়) মীমাংসা করিবেন।

(ঢ) পুলিশ কর্ম্মচারীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আইনানুসারে তাঁহারা যে অপরাধের জন্য বিনা ওয়ারেণ্টে ধৃত করিতে পারেন না এমত কোন অপরাধের পলাতক আসামীর রোল পাওয়া গেলে তদনুবলে ঐ অপরাধীকে ধৃত করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ফেরারী ব্যক্তির অনুসন্ধান পাওয়া মাত্র তাহার গ্রেপ্তার জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে ওয়ারেণ্ট জারীর প্রার্থনা করিবেন।

৩৫। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী বহি।

১৩ নম্বর ফারম।

(ক) প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশন, স্বাধীন আউটপোষ্ট, এবং সাধারণ আউটপোষ্টে এই বহি রাখিতে হইবে, এবং কোন মোকদ্দমা এ ফারমে শেষ রিপোর্ট প্রেরণ করার পূর্ব্বে পুলিশ কর্ম্মচারীর এই বহি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে চালান হওয়া আসামীর নাম এই রেজেষ্টরীতে আছে কি না। ষ্টেশন চক্রমধ্যে বাসন্দা যে সকল ব্যক্তি পুলিশ গ্রহণযোগ্য অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন, ও আবকারী আইন, এবং লবণ সংক্রান্ত আইন ও অস্ত্র আইন, কিংবা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭ অধ্যায়ের লিখিত পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য অপরাধ অনুসারে শাস্তি পায়, অথবা কার্য্যবিধি আইনের ১০৯, এবং ১১০ ধারানুসারে সদাচারের জন্য জামিন, মুচলিকা দেয় তাহাদের সকলের নাম ইহাতে লিখিতে হইবে।

(খ) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের, এবং বদমাইসগণের বর্ত্তমান প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড রেজেষ্টরীর পরিবর্ত্তে এই বহি প্রচলিত হইল; কিন্তু পুলিশের তদন্তাধীনে থাকা ব্যক্তিগণের নাম ১৫ নম্বর ফারমে এক পৃথক রেজেষ্টরীতে এখন থাকিবে, সুতরাং এই বহির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যত নাম হয় লেখা যাইতে পারিবে।

(গ) রেজেষ্টরীর প্রত্যেক খণ্ডে নম্বর ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে, এবং সমুদয় খণ্ডের জন্য এক সাধারণ সূচী থাকিবে। এই সূচী বর্ণাবলি ক্রমে লিখিতে হইবে। ১৪ নম্বর ফারমে এই সূচী থাকিবে।

(ঘ) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাসস্থান ষ্টেশনের এলেকায় হইলে মোকদ্দমার চূড়ান্ত আদেশ পাওয়ার পর এই বহির প্রথম নয় ঘর পূরণ করিতে হইবে। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাসস্থান ষ্টেশনের এলেকায় না হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যে ষ্টেশনের এলেকায় কয়েদীর বাসস্থান তথাকার রেজেষ্টরীতে ভুক্ত করার জন্য আবশ্যকীয় সমুদয় বিবরণ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। কয়েদীর দ্বিতীয় কি ততোধিক বার শাস্তি হইলে (ছ) প্রকরণের নিয়মানুসারে প্রথম, অথবা তৎপরের বিবরণ লাল কালি দ্বারা টান দিয়া রাখিতে হইবে এবং সকল নামের শেষে পুনরায় তাহার নাম ও সমুদয় শাস্তির বিবরণ লিখিতে হইবে।

যে সকল ভ্রমণকারীর কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই তাহারা যে ষ্টেশন হইতে চালান হয় তথাকার রেজেষ্টরীতে তাহাদের নাম ভুক্ত করিতে হইবে।

(ঙ) সমুদয় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রকৃত নাম ও বাসস্থান বিশেষ সতর্কতার সহিত ঠিকানা করিতে হইবে। ব্যবসায়ী অপরাধীগণ সর্ব্বদাই তাহাদের নাম পরিবর্ত্তন করে; কোন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূর্ব্বে আর এক নাম ছিল এরূপ কোন সন্দেহ হইলে তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে উত্তমরূপ অনুসন্ধান করিয়া তদ্বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

খালাসী কয়েদীগণের রেজেষ্টরী বহিতে নীচের লিখিত বিবরণ লিখিতে হইবে।

১। বাদীর নাম ;

২। ঘটনার স্থান ;

৩। সন্দিগ্ধ, গ্রেপ্তার, অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত সহযোগী অপরাধীর নাম ;

৪। তদন্তকারীর নাম, এবং মাল সম্বন্ধীয় অপরাধ হইলে, কি প্রকারের মাল চুরী হয় ;

প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে উপরের লিখিত বিবরণ এবং আর কোন সংসৃষ্ট বিশেষ ঘটনা থাকিলে তৎসহ মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত এক ইতিহাস লিখিতে হইবে।

(চ) রেজেষ্টরী ভুক্ত কোন ব্যক্তি বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে, এবং তাঁহার আদেশ পাওয়া গেলে নীচের লিখিত বিধি অনুসারে কয়েদীর নাম রেজেষ্টরী হইতে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

(ছ) এই রেজেষ্টরীতে কোন কয়েদীর নাম ভুক্ত হইলে তাহার পুনরায় শাস্তি, মৃত্যু, অথবা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলে, বা আপীলে শাস্তির হুকুম রহিত হইলে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া যাইবে। রেজেষ্টরীর যে পৃষ্ঠার যে স্থানে ঐ ব্যক্তির নাম লেখা তথায় লাল-কালী দ্বারা দুইটী টান (একটীর উপর আর একটী) দিয়া রাখিতে হইবে, এবং সূচীপত্রে পরিষ্কার একটী লালকালীর টান দ্বারা তাহার নাম কাটিতে হইবে।

(জ) জেল বা কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের উপনিবেশ হইতে প্রাপ্ত কয়েদীর খালাসের নোটীস ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপিস হইতে পাওয়া গেলে তাহার সত্যতা রীতিমত তদন্ত করিয়া আবশ্যকীয় সংবাদ রেজেষ্টরীর ১০ ঘরে লিখিতে হইবে, কয়েদী খালাস হইয়া বাড়ী আসিয়াছে কি না, ও তথায় সে বাস করিতে চাহে কি না তদ্বিষয় প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে তদন্ত করিতে হইবে। খালাস

হইয়া বাড়ী না আসিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট (চ) প্রকরণানুসারে আদেশ প্রচার জন্য রিপোর্ট করিতে হইবে, এবং কয়েদী যে ষ্টেশনের এলেকায় বসতি করে তাহার নাম তথাকার বহি ভুক্ত জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

(ঝ) ষ্টেশনের রেজেষ্টরী বহির ১০ ঘরে খালাস হওয়ার তারিখ লেখা হইলে, এবং কয়েদী তাহার বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে জেল নোটীসে এতদ্বিবরণ লিখিয়া তাহা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপিসে ফেরত পাঠাইতে হইবে।

(ঞ) নাবালক কয়েদী, এবং পুলিশের নজরবন্দীতে যাহারা থাকিবে অর্থাৎ পি, আর্ চিহ্নিত কয়েদী খালাস হইলে পুলিশ তাহাদিগকে নিজ নিজ বাড়ী পৌছাইয়া দিবেন। নিকটস্থ দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মোকাবেলায় নাবালক কয়েদীদিগকে তাহাদের আত্মীয়ের নিকট দিয়া আসিতে হইবে।

(ট) ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উচিত যে, ষ্টেশনের এলেকায় যে সকল খালাসী কয়েদী বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি সাধারণ দৃষ্টি রাখেন, এবং তাহারা কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করে তদ্বিষয় অবগত থাকেন। কোন প্রকার ক্লেশদায়ক, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে না। কোন কার্য্যোপলক্ষে যে গ্রামে কোন খালাসী কয়েদী বসতি করে তথায় কোন কর্ম্মচারী গমন করিলে খালাসী কয়েদী কি প্রকারে জীবন যাপন করে তদ্বিষয় গ্রাম্য পঞ্চাইত, এবং জমিদারের কর্ম্মচারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। চৌকিদারগণ ষ্টেশনে হাজিরা দিতে আসিলে তাহাদের নিকট এ বিষয় সময় সময় জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানা যায় স্থানীয় দৈনিক বহিতে তাহা লিখিতে হইবে। এই অনুসন্ধানে খালাসী কয়েদী অসদ্উপায়ে জীবন যাপন করিতেছে প্রকাশ পাইলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আবশ্যক হইলে তাহার নাম ১৫ নম্বর বহিতে লেখার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

সাধারণ আউটপোষ্টের এলেকাধীন থালাসী কয়েদীর নাম ষ্টেশনের বহিতে ও ঐ আউটপোষ্টের বহিতে থাকিবে।

৩৬। পুলিশের নজর বন্দীতে (তদন্তাধীনে) থাকা ব্যক্তিগণের নাম রেজেষ্টরী।

১৫ নম্বর ফারম।

(ক) ১৫ নম্বর ফারমে এই রেজেষ্টরী রাখিতে হইবে। এই রেজেষ্টরীতে নীচের লিখিত ব্যক্তিগণের নাম লিখিতে হইবে।

(১) মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুমে যে সকল ব্যক্তিগণকে পুলিশের তদন্তাধীনে (নজর বন্দীতে) রাখার জন্য বিচারক আদেশ করেন। এই সকল ব্যক্তির নাম ১৩ নম্বর রেজেষ্টরী বহিতে এবং এই বহিতে লিখিতে হইবে।

(২) শাস্তিপ্রাপ্ত হয় নাই এমত যে সকল বদমাইসের নাম জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই রেজেষ্টরীতে ভুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন।

(খ) এই বহির প্রথম ৮ পৃষ্ঠায় বর্ণাবলি ক্রমে সূচী লিখিতে হইবে। ১৩ নম্বর রেজেষ্টরী বহির সূচী যে ফারমে রাখিতে হইবে এই বহির সূচীও তদনুরূপ হইবে।

(গ) এই রেজেষ্টরীর এক পৃষ্ঠায় এক ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে; এবং সেই পৃষ্ঠার অপর ভাগেও প্রত্যেক পাতের মধ্যে সংযোজিত সাদা কাগজে ৬ ঘরের লিখিত অনুসন্ধানের বিবরণ ইত্যাদি লিখিতে হইবে।

(ঘ) ৩৫ প্রকরণের (ঘ), (ঙ), (জ) এবং (ঝ) পরিচ্ছেদের আদেশানুসারে এই বহির প্রথম চারি ঘর পূরণ করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত হয় নাই অথচ যাহাদিগকে নজর বন্দীতে রাখিতে হইবে তাহাদের নাম ৫ ঘরে লিখিতে হইবে। ষ্টেশনের কর্ম্মচারীগণ এই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমীপে রিপোর্ট করিবেন। যে সকল ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে অপরাধ করে, তাহারা দণ্ড প্রাপ্ত হউক কি না হউক তাহাদিগকে পুলিশের নজর বন্দীতে রাখাই এই বহির উদ্দেশ্য; এবং ঐ সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে শাস্তি পাইয়া থাকুক কি না থাকুক কেবল মাত্র তাহাদের নামই এই বহিতে লিখিয়া রাখার জন্য ষ্টেশনের কর্ম্মচারীর বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) এই বহিতে যাহাদের নাম ভুক্ত হইবে তাহাদের সাময়িক তদন্ত সাধারণতঃ প্রত্যেক মাসে কোন কর্ম্মচারীর করিতে হইবে। কোন কনেষ্টবল অথবা টাউন পুলিশ দ্বারা তদন্ত করাইতে হইবে না। সচরাচর সব ইনেস্পেক্টর নিজে এই সকল অনুসন্ধান করিবেন। অনুসন্ধানের ফল ৬ ঘরে লিখিতে হইবে, এবং অনুসন্ধানকারী তাহাতে তারিখ দিয়া দস্তখত করিবেন। অনুসন্ধান করা হইল এ বিষয় স্থানীয় দৈনিক বহিতে লিখিতে হইবে। অনুসন্ধানের ফল যত সংক্ষেপে হয় লিখিতে হইবে, কিন্তু ষ্টেশনের বহিতে এখন যে প্রণালীতে সচরাচর লেখা হয় তদ্রূপ লিখিতে হইবে না। যাহার চরিত্রানুসন্ধান হয় সে কি পরিমাণ জমি চাষ করে, কত খাজনা দেয়, মাসিক কি পরিমাণ আয় করে ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে হইবে; ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি চাষ, চাকরী, অথবা দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা যে উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা প্রকৃত পক্ষে তাহার নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সদ্ভাবে নির্ব্বাহ হয় কিনা এই বিষয় অনুসন্ধান দ্বারা ঠিকানা করিতে হইবে।

দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা বদমাইস সচ্চরিত্রে দিনপাত করিতেছে কি না তৎসম্বন্ধে তাহার সম্ভ্রান্ত প্রতিবাসীগণের অভিপ্রায় জানিয়া লিখিতে হইবে; এবং অনুসন্ধানের সময় যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তন্মধ্যে অন্ততঃ দুই জন সম্ভ্রান্ত লোকের নামও লিখিতে হইবে, যে তদ্দ্বারা পরিদর্শকগণ অনুসন্ধানের সত্যতা পরীক্ষা করিতে পারেন। বদমাইসগণের প্রতি সাধারণতঃ কেবল

নামে মাত্র দৃষ্টি রাখার আশঙ্কা হয়। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী গ্রামে যাইয়া বদমাইসের কতখানা লাঙ্গল, কতটা গোরু আছে তদ্বিষয় এক কি দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধান করেন। কিন্তু এরূপ তদন্ত অসম্পূর্ণ। অপরাধ নিবারণ এবং ধৃত করা উভয়ই তুল্যাংশে পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বদমাইসগণের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি আছে ইহা তাহাদের জানা না থাকিলে তাহাদিগকে অপরাধ হইতে নিবৃত্তি করার আর কোন নিশ্চিত উপায় নাই। সচরাচর অন্ধকার রাত্রে অপরাধ ঘটনা হয় এবং এই সময় পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য যে গভীর নিশীথে কতিপয় প্রধান বদমাইসের সন্ধান লন। যদি সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বাড়ী না থাকে তবে সে কোথায় আছে তাহার আত্মীয়গণকে তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; এবং তাহাদের উক্তি সত্য কি না তাহা পরীক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ এক জন কনেষ্টবলকে প্রেরণ করিতে হইবে। আত্মীয়গণের কথানুসারে যদি ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া যায় তবে সে তথায় যাওয়ার যে কারণ বলে তাহার সত্যতা গ্রাম্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। ইত্যবসরে পুলিশ কর্ম্মচারী ঐ বক্তির বাড়ীতেই থাকিবেন, এবং সে প্রত্যাগমন করামাত্র সম্ভবতঃ চোরা মাল সহ ধৃত করিতে পারিবেন। যদি কোন মাল নাও পাওয়া যায়, সে যে বদমাইসী করে তাহা সহজেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে।

(চ) ৩৫ প্রকরণের (ছ) পরিচ্ছেদের নিয়মানুসারে এই রেজেষ্টরী হইতে নাম কাটা যাইবে।

(ছ) এই রেজেষ্টরী ভুক্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিজে তাহার নাম কাটিবেন, এবং মৃত্যুর রেজেষ্টরী বহির যে মাসের যত নম্বরে ঐ নাম ভুক্ত হয় তাহা লিখিয়া রাখিবেন, ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির নাম এই বহি হইতে কাটিয়া দিবার

আদেশ দিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তির প্রতি আর দৃষ্টি রাখার আবশ্যক না থাকিলে ষ্টেশনের কর্ম্মচারী অবাধে তদ্বিষয় রিপোর্ট করিবেন।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিচারকগণ অনেক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখাব জন্য আদেশ দিয়া থাকেন, ঐ সকল ব্যক্তি সদুপায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে পুলিশ তাহা দেখিলেই যথেষ্ট, এবং সেইরূপ ব্যক্তিগণের নাম অধিক কাল এই বহিতে রাখিতে হইবে না। আবশ্যক হইলে তাহাদের নাম পুনরায় এই বহিতে ভুক্ত করা যাইতে পারে।

(জ) সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অপরাধী শ্রেণীর লোকদিগকে অকারণ কষ্ট দেওয়া অথবা বিরক্ত করা এই বহির উদ্দেশ্য নহে। কেবল মাত্র তাহাদের গতি বিধির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা এবং প্রসিদ্ধ বদমাইস অথবা পূর্ব্বে পুলিশ গ্রহণযোগ্য কোন অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যাহাদের প্রতি পুনরায় কোন অপরাধ করার সন্দেহ হয় তাহাদের সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া পুলিশের কার্য্যকারীতার উন্নতি সাধন করাই এই বহির উদ্দেশ্য।

(ঝ) এই রেজেষ্টরীস্থিত ব্যক্তিগণের নাম, বাসস্থান, আত্মীয়গণের নাম, যাহাদের সহিত তাহারা চলাচল করে তাহাদের নাম, কি উপায়ে জীবন যাপন করে, এবং তাহাদের শরীরের আকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কনেষ্টবলগণকে তাহাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারী সর্ব্বদা উপদেশ দেন কি না তদ্বিষয় পরিদর্শকগণ দেখিবেন; এবং উপরিস্থ কর্ম্মচারীগণ ৬ ঘরের লিখিত অনুসন্ধান উপযুক্ত মতে করেন কি না তাহাও দেখিবেন।

(ঞ) ষ্টেশনের এলেকার মধ্যে যে সকল অপরাধীর দল, অথবা ঐরূপ দলের কতক ব্যক্তি বসতি করে তাহাদের সম্বন্ধে বহির শেষ ভাগে কয়েকটি পাতায় হাতে রুল টানিয়া নীচের লিখিত ফারম পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

পুলিশ ষ্টেশনের নাম।	রেজেষ্টরী বহির যে পাতায় নাম লেখা।	অন্য ষ্টেশন এবং জেলা যে স্থানে দলের কোন ব্যক্তি বসতি করে অথবা তাহাদের সঙ্গীগণ থাকে কি যে স্থানে তাহারা অপরাধ করে।

৩৭। বিচার জন্য চালান হওয়া ব্যক্তিগণের আকৃতি বা হুলিয়া বহি।

১৬ নম্বর ফারম।

পুলিশের গ্রহণযোগ্য হাজির জামিন লওয়ার অনুপযুক্ত মোকদ্দমায় যে সকল ব্যক্তি বিচারার্থে চালান হয়, তাহাদের প্রত্যেকের আকৃতি এই বহিতে লিখিতে হইবে। রেজেষ্টরী বহির ডান অংশ কাটিয়া এ ফারম সহ প্রেরণ করিতে হইবে, বাম অংশ ষ্টেশনে থাকিবে।

আসামীগণের উচ্চতা মাপিবার জন্য প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৩৮। ষ্টেশন চক্রের এলেকাস্থ চৌকিদারগণের রেজেষ্টরী বহি।

১৭ এবং ১৮ নম্বর ফারম।

(ক) ১৮১৭ সনের ২০ আইন ভুক্ত চৌকিদারগণের জন্য ১৭ নম্বর ফারম এবং ১৮৭০ সনের ৬ আইন ভুক্ত চৌকিদারগণের জন্য ১৮ নম্বর ফারমে পৃথক পৃথক বহি রাখিতে হইবে।

(খ) পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উচিত যে তাঁহার অধীনস্থ সমুদয় চৌকিদারগণের এক সম্পূর্ণ রেজষ্টরী শুদ্ধ মতে

প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এবং কোন চৌকীদারের মৃত্যু কি পদচ্যুতি হইলে স্থানীয় জমিদার কি অন্য ব্যক্তিগণ যাঁহাদের চৌকিদার মনোনীত করার ক্ষমতা আছে তাঁহারা অপর কোন ব্যক্তিকে তৎকর্ম্মে মনোনীত করিয়া তাহার নাম রেজেষ্টরী ভুক্ত জন্য ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(গ) রেজেষ্টরীর প্রথম ঘরে বর্ণাবলি ক্রমে ষ্টেশনের এলেকাস্থ প্রত্যেক নগর, এবং গ্রামের নাম লিখিতে হইবে।

এই সকল গ্রামের নাম এরূপ ফাঁক করিয়া লিখিতে হইবে যে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এক এক জন চৌকিদারের নাম লেখা যাইতে পারে। কোন এক গ্রামে পাঁচ জন চৌকিদার থাকিলে সেই গ্রাম এবং পরের গ্রামের মধ্যে পাচ পৃষ্ঠা থাকিবে। যদি দুই বা ততোধিক গ্রামে এক জন চৌকিদার থাকে অথবা ৬ আইনের ৪ ধারানুসারে যে সকল গ্রাম এক সমাহার (ইউনিয়ন্) ভুক্ত তৎসমুদয় গ্রাম তন্মধ্যের প্রধান গ্রামের আদি অক্ষর অনুসারে তন্নিম্নে এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে।

১৭ নম্বর ফারমের বহির ২। ৩। ৫ এবং ১৮ নম্বর ফারমের বহির ১ হইতে ৭ ঘর সম্বন্ধে কোন উপদেশ আবশ্যক করে না।

যে সকল ব্যক্তি কিয়ৎকালের জন্য চৌকিদারের একটিন হয় তাহাদের নাম ৪ এবং ৯ ঘরে ভুক্ত করিতে হইবে না, এই সকল ব্যক্তির নাম মন্তব্য ঘরে থাকিবে। শেষ ঘরে কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার তারিখ, সেই সময়ের বয়স, সৎ অথবা অসৎ চরিত্রের বিবরণ, মৃত্যু, কর্ম্মে নিযুক্ত, সস্পণ্ড, বরখাস্ত, সতর্ক করা, পুরস্কার ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হইবে, এবং যে আদেশ অনুসারে এই সকল বিবরণ লেখা যায় তাহা উদ্ধৃত করিতে হইবে। কেবল শেষ ঘরেই যে এই সকল বিবরণ লিখিতে হইবে এমত নহে, আবশ্যক হইলে রেজেষ্টরীর প্রথম পাঁচ ঘরের লেখার নীচ দিয়া বরাবর লেখা যাইতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে যে গৃহচৌর্য্য, সিঁধচুরী, অথবা হাঙ্গামা হয় তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিখিতে হইবে।

(ঘ) চৌকিদারগণ পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত এবং তদুপরিস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীগণের আদেশাধীন।

(ঙ) ১৮১৭ সনের ২০ আইনভুক্ত চৌকিদারগণ যাহারা ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের মধ্যে বসতি করে তাহারা প্রত্যহ আপনাপন মহল্লার সংবাদ ষ্টেশনে দিতে বাধ্য; যাহাদের বাড়ী দুই হইতে ছয় মাইলের মধ্যে তাহারা সপ্তাহে দুইবার ঐরূপ সংবাদ দিবে, এবং অন্যান্য চৌকিদারগণ যাহাদের বাড়ী দূরে অবস্থিত, তাহারা ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বিশেষ আদেশ অনুসারে প্রত্যেক সপ্তাহ, অথবা পক্ষে একবার ঐরূপ সংবাদ দিবে। ১৮৭০ সনের বঙ্গীয় ৬ আইনভুক্ত চৌকিদারগণ যাহারা ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের মধ্যে বসতি করে তাহারা সপ্তাহে দুইবার, এবং অন্য সমুদয় চৌকিদারগণ মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে প্রত্যেক সপ্তাহে কি পক্ষে একবার ঐরূপ সংবাদ দিবে। (জ) প্রকরণের লিখিত অপরাধ, এবং অন্যান্য সংবাদ ব্যতীত চৌকিদারগণ সমুদয় অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংবাদ দিবে; পীড়া উপস্থিত, কি স্থায়ী, কি সংক্রামক হইলে তাহার সংবাদ দিবে। বৃহৎ অগ্নিদাহ; ঝড়, অথবা জলপ্লাবন হইলে এবং তদ্গাতিকে যে পরিমাণ অনিষ্ট হয় তাহার সংবাদ দিবে; রাস্তা, নদী, এবং শস্যাদির অবস্থা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের সংবাদ দিবে। তাহাদের আরও কর্ত্তব্য যে আপনাপন মহল্লার যে কোন প্রকারে লোকের মৃত্যু হয় তাহার সংবাদ দিবে, এই সংবাদে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির বয়স, স্ত্রী কি পুরুষ, নাম এবং মৃত্যুর কারণ বলিতে হইবে। সাধারণ মৃত্যুর বহি লেখার জন্য এই সকল বিষয় আবশ্যক করে। টেলিগ্রাফের লাইনের অবস্থা ষ্টেশনে প্রত্যেক হাজিরের সময় চৌকিদারের বলিতে হইবে। দুই বা ততোধিক তারে ঘুড়ির সূতা, বৃক্ষের শাখা, কি পত্র পড়িলে তৎসমুদয় তাহাদের পরিষ্কার করিতে হইবে, এবং কোন অনিষ্ট কি দৈব ঘটনা হইলে তাহাও জানাইতে হইবে। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সাহেব আরও আদেশ করিয়াছেন যে, চৌকিদারগণের মহল্লার মধ্যে খাজনা না

দিয়া, অথবা দেওয়ার বন্দোবস্ত না করিয়া কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক খালের জল লইয়া গেলে চৌকিদারগণ তাহার সংবাদ দিবে। পূর্ত্ত-বিভাগের আর কোন কার্য্যের সাহায্য চৌকিদারগণ করিবে না; যথা;—কত জল সেচন করিতে হইবে ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট করা চৌকিদারের কার্য্য নহে। চৌকিদারগণ ষ্টেশনে হাজিরা দিতে আসিলে ষ্টেশনের কর্ম্মচারীগণ এই সকল বিষয় তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

জমিদার, কি গোমস্তা, কি গ্রামের মাতব্বর নিকট অপরাধের সংবাদ দিতে চৌকিদার বাধ্য নহে, এবং এই কারণে অপরাধের সংবাদ দিতে বিলম্ব ঘটিলে তাহা গ্রাহ্য করা যাইবে না। জমিদার কি তাঁহার স্থানীয় কর্ম্মচারীর পক্ষে অপরাধ ঘটনার লিখিত সংবাদ দেওয়া তত আবশ্যক নাই।

বিলম্বে লিখিত সংবাদ পাওয়া অপেক্ষা গ্রামস্থ চৌকিদারের মৌখিক সংবাদ ঘটনার পরক্ষণেই পাওয়া ভাল। সংবাদ দিতে বিলম্ব করিলে চৌকিদার পদচ্যুত হইবে। সংবাদ দিতে আসিবার সময় চৌকিদারগণ অন্যূন আড়াই মাইল করিয়া প্রতি ঘণ্টায় চলিবে।

(চ) চৌকিদারগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধের কি অন্য কোন ঘটনার সংবাদ যাহা তাহারা আইনতঃ দিতে বাধ্য তাহা না দিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ অথবা ১৭৬ ধারানুসারে তাহারা দণ্ড যোগ্য।

(ছ) চৌকিদারগণ যে সকল সংবাদ দেয় তৎসমুদয় স্থানীয় দৈনিক বহিতে লিখিতে হইবে। কিন্তু "গ্রামে শান্তি ব্যতীত আর কোন উপদ্রব নাই," কেবলমাত্র এই সংবাদ হইলে তাহা লেখা অনাবশ্যক।

(জ) চৌকিদারগণ ঘোষিত অপরাধীদিগকে ধৃত করিয়া অবিলম্বে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট লইয়া যাইবে; এবং কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানকৃত বধ, অপরাধজনক নরহত্যা, বলাৎকার, ডাকাতি, দস্যুতা, চুরী, অগ্নিদ্বারা অপকার, সিঁদ চুরী, মুদ্রা কৃত্রিম, গুরুতর পীড়া, হাঙ্গামা করিতে দেখিলে, কি উপরোক্ত কোন অপ-

রাধ করার উদ্যোগ, চেষ্টা, কি সহায়তা করিতে দেখিলে তাহাকে ধৃত করিয়া অবিলম্বে পুলিশ ষ্টেশনে প্রেরণ করিবে। ১৮৭০ সনের ৬ আইন অনুসারে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যেক চৌকিদার নীচের লিখিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে।

(১) তাহার গ্রামস্থ প্রত্যেক অস্বাভাবিক, সন্দেহজনক, কি দৈব মৃত্যুর সংবাদ এবং ঐ আইনের (খ) তপশীলের লিখিত প্রত্যেক অপরাধ যাহা তাহার গ্রাম মধ্যে ঘটনা হয় তদ্বিষয়ের সংবাদ তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে দিবে। এবং কোন বিবাদ উপলক্ষে হাঙ্গামা কি গুরুতর দাঙ্গা হওয়ার সম্ভব হইলে তদ্বিষয়ও জানাইবে।

(২) সে সমুদয় ঘোষিত অপরাধীদিগকে ধৃত করিবে, এবং ঐ আইনের (খ) তপশীলের লিখিত কোন অপরাধ কোন ব্যক্তিকে করিতে দেখিলে তাহাকেও ধৃত করিব।

(৩) তাহার গ্রামের মধ্যে যত বদমাইস থাকে তাহাদের গতিবিধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, ও ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে তদ্বিষয় সময় সময় জানাইবে।

(৪) নিকটস্থ কোন স্থানে সন্দিগ্ধ কোন ব্যক্তি আসিলে তাহার সংবাদ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে দিবে।

(৫) তাহার গ্রাম হইতে ষ্টেশন দুই মাইল মধ্যে হইলে সে সপ্তাহে দুইবার তথায় হাজিরা দিবে, এবং অধিক দূর হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ ক্রমে প্রতি সপ্তাহে, কি পক্ষে একবার হাজিরা দিবে।

(৬) মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি পুলিশের কোন কর্ম্মচারী, অথবা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের লিখিত আদেশক্রমে তৎকার্য্যে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী স্থানীয় কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তাহা বলিতেই হইবে।

(৭) গ্রামে পাহারা দেওয়া সম্বন্ধে এবং চৌকিদার স্বরূপ তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যের সহিত সংসৃষ্ট থাকা অন্যান্য বিষয়ে পঞ্চাইত যে আদেশ দেন তাহা তাহার করিতে হইবে (১৮৭১ সনের বঙ্গীয়

এক আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭০ সনের বঙ্গীয় ৬ আইনের ৩৯ ধারা) উপরোক্ত সকল কর্ত্তব্য কার্য্য ইচ্ছা পূর্ব্বক না করিলে দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬, ১৭৬ এবং ২০২ ধারা অনুসারে চৌকিদার দণ্ডের যোগ্য।

(ঝ) চৌকিদারগণ বাচনিক সমুদয় বিষয়ের সংবাদ পুলিশে দিবে। তাহারা ফরিয়াদী না হইলে তাহাদিগকে অকারণ পুলিশ ষ্টেশনে রাখা যাইবে না, এবং কোন অপরাধ ব্যতীত, কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে পাঠাইতে হইবে না।

(ঞ) পুলিশ কর্ম্মচারী কোন দস্যুতা, সিঁদ চুরী, চুরী, কি অন্য কোন প্রকার অপরাধের তদন্ত সময় চৌকিদারের চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবেন যে, সে অপরাধ ঘটনার সময় কর্ম্মে হাজির ছিল কি না; যদি উপস্থিত না থাকে তবে তাহার কারণ এবং তাহার নিজের অপরাধের সহিত কোন সংস্রব, কি কোন সহায়তা আছে কি না তাহাও লিখিবেন। চৌকিদারের কোন ত্রুটি থাকিলে কি অপরাধের সহিত সংস্রব থাকার সন্দেহ হইলে তদ্বিষয় ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। চৌকিদারকে দণ্ড দেওয়ার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করার সময় চৌকিদারের কি অপরাধ তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে, এবং তৎসহ চৌকিদারের জবাব ও যে যে ব্যক্তি তদবস্থা জানে তাহাদের জবানবন্দী পাঠাইতে হইবে। চৌকিদারের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে কোন রিপোর্ট হইয়া থাকিলে, কি সে শাস্তি পাইয়া থাকিলে তাহাও লিখিতে হইবে।

(ট) পুলিশ কর্ম্মচারীগণ চৌকিদারকে নিজের কর্ম্মে, অথবা পুলিশের কার্য্যের সহিত সংস্রব নাই এমত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে কার্য্য হইতে পদচ্যুত হইবেন।

(ঠ) চৌকিদারগণ ১৮৬১ সনের ৫ আইনের অধীন নহে।

নীচের লিখিত দুইটী নিয়ম কেবল মাত্র ১৮১৭ সনের ২০ আইন অন্তর্গত গ্রামের প্রতি বর্ত্তে।

(ড) মফস্বলের পুলিশ ষ্টেশন কি আউটপোষ্ট যে গ্রামে থাকে তথায় পুলিশ এবং গ্রাম্য চৌকিদার একত্র হইয়া পাহারা ও রোন্দ দিবে; এবং গৃহস্থগণ আপনাপন বাড়ী, দোকান, কি গুদাম ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য যে সকল লোক রাখেন তাহারাও পুলিশ ও চৌকিদারকে সাহায্য করিবে, এবং তাহারা এই পাহারা দেওয়ার সময় পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আজ্ঞাধীন বিবেচনা করিতে হইবে।

(ঢ) কোন দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতা, কি রাজপথে দস্যুতা, কি প্রকাশ্য ভাবে বল প্রকাশ পূর্ব্বক দস্যুতা, জ্ঞানকৃত বধ, সিঁধ চুরী, পীড়া জন্মাইয়া চুরী করা, কি বল প্রকাশ পূর্ব্বক শান্তি ভঙ্গ দ্বারা আরও কোন গুরুতর ঘটনা হইলে গ্রাম্য চৌকীদারগণ যথাসাধ্য আসামীগণকে বাধা দিবে এবং তাহাদিগকে ধৃত করার চেষ্টা করিবে, এবং গ্রামের মাতব্বর দ্বারা অন্যান্য লোক সংগ্রহ করিয়া আসামীগণকে বাধা দিবে ও ধৃত করিবে, অথবা তাহারা পলায়ন করিলে পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। আসামীগণ যে গ্রামের ভিতর কি নিকট দিয়া পলায়ন করে তথাকার বাসন্দাগণের উচিত যে চৌকিদার কি অন্য কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রার্থনা মতে দস্যুদিগকে কি অন্য অপরাধী-দিগকে ধৃত করেন, কি তাহারা যে মাল লুঠ করিয়া নিয়াছে তাহা পুনরায় হস্তগত করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাহাদের পশ্চাদনুবর্ত্তী হইয়া যথাসাধ্য সহায়তা করেন।

কোন জমিদার কি ইজারাদার এই প্রার্থনা অনুসারে কাজ না করিলে তাঁহারা ১৭৯৩ সনের ২২ আইনের ৩ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩৯। চৌকিদারের হাজিরা বহি।

১৯ নম্বর ফারম।

(ক) চৌকিদারগণ যে সকল পুলিশ ষ্টেশনে কি আউটপোষ্টে হাজিরা দেয় তথায় ১৯ নম্বর ফারমে এক রেজেষ্টরী রাখিতে হইবে।

(খ) হাজিরা দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট তারিখ অনুসারে হাজিরা বহি

বিভাগ করিতে হইবে; অর্থাৎ যে সকল চৌকিদার প্রত্যহ হাজিরা দেয় তাহাদের জন্য এক ভাগ, এবং অন্যান্য চৌকিদারগণ যাহারা সপ্তাহের অন্যান্য বারে হাজিরা দেয় তাহাদের জন্য অপরাপর ভাগ করিতে হইবে। যে সকল চৌকিদার সপ্তাহের যে দিবস (এই নিয়ম অনুসারে) হাজিরা দেয় তাহাদের নাম সেই বিভাগে লিখিতে হইবে। চৌকিদারী রেজেষ্টরীর সহিত এই বিভাগ অনুসারে হাজিরা বহিতে নাম লেখার কোন সংস্রব থাকিবে না। ডিষ্ট্রীক্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উচিত বোধ করিলে বর্ণাবলী ক্রমে নাম লেখাইতে পারেন।

(গ) চৌকিদার হাজিরা দিতে আসিলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ যে মাসের যে তারিখে হাজিরা দেয় তাহা চৌকিদারের নামের পার্শ্বে লিখিবেন।

(ঘ) চৌকিদার যদি বেতন পাইয়া থাকে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই বহির প্রত্যেক চৌকিদারের হাজিরের তারিখের নীচে "বেতন পাইয়াছে" এই লিখিয়া রাখিবেন। ইহা দ্বারা কোন্ কোন্ ব্যক্তি কোন্ মাস পর্য্যন্ত বেতন পাইয়াছে তাহা দেখা যাইবে; ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীও চৌকিদারের বাকি বেতনের নক্সা এতদ্দ্বারা শুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

(ঙ) সময় সময় গরহাজির হইলে চৌকিদারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ক্রমাগত অনিয়ম হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচরার্থে তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

(চ) পরিদর্শকগণ এই বহি সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিবেন।

(ছ) চৌকিদারগণের হাজিরা বহি লেখা এবং তাহাদের হাজিরা দেওয়া সম্বন্ধে নীচের লিখিত উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে:—

(১) জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমোদন ক্রমে প্রত্যেক থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহকে সার্কেলে বিভাগ করিতে হইবে, এবং ইহার প্রত্যেক সার্কেলের ক্রমিক নম্বর থাকিবে ও তাহাতে কুড়িজন করিয়া চৌকিদার থাকিবে। প্রত্যেক সার্কেলের চৌকিদারগণের

১ হইতে ২০ পর্য্যন্ত নম্বর পড়িবে, এবং থানার রেজেষ্টরী বহিতে প্রত্যেক চৌকিদারের নাম, তাহার সার্কেলের নম্বর, ও তাহার নিজের নম্বর লিখিতে হইবে।

(২) ষ্টেসন হইতে ১৪ মাইল মধ্যে যে সকল চৌকিদার বাস করে তাহারা অন্যূন সপ্তাহে একবার হাজিরা দিবে।

(৩) প্রত্যেক সার্কেলের যুগ্ম নম্বরের চৌকিদার প্রতি সোমবারে, এবং অযুগ্ম নম্বরের চৌকিদার প্রতি মঙ্গলবার ষ্টেসনে হাজিরা দিবে।

(৪) নিয়মিতরূপে বেলা ১০ ঘণ্টার সময় চৌকিদারের হাজিরা লইতে হইবে। এখন যে রূপ নানা সময় চৌকিদারেরা যখন আইসে তখনি হাজিরা লেখার প্রথা আছে তাহা রহিত করা গেল, এবং তৎপরিবর্ত্তে সমুদয় চৌকিদারকে এক সময় একত্র হইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিতে হইবে; উপবিস্থ কর্ম্মচারী তাহাদের হাজিরা কি গর হাজিরা সেই সময়েই লিখিয়া লইবেন।

(৫) চৌকিদারগণকে তাহাদের আপনাপন সার্কেল এবং নম্বর অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে যে তদ্দৃষ্টে অনুপস্থিত ব্যক্তির সার্কেল এবং নম্বর অনায়াসে বাহির করা যাইতে পারে। চৌকিদারগণ প্রত্যেক হাজিরার সময় ঠিক এই নিয়মানুসারে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাড়াইবে।

(৬) চৌকিদারগণ আপন ইচ্ছায় যে সংবাদ দেয় কেবল তাহার প্রতি নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে; পুলিসের যে যে বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয় তাহার প্রত্যেক বিষয় সর্ব্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে; এবং কোন আবশ্যকীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ভুল না হয় এজন্য কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এই রূপে যে সকল বিবরণ জানা যায় তাহা চৌকিদার বলিবা মাত্র এবং চৌকিদারগণকে বিদায় দেওয়ার পূর্ব্বে আবশ্যকীয় বহিতে, অর্থাৎ সাধারণ মৃত্যুর বহি, ফেরারী বহি, পুলিসের তদন্তাধীনে থাকা শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির বহি, ষ্টেসন দৈনিক বহি ইত্যাদি যাহাতে যাহা আবশ্যক হয় লিখিয়া লইতে হইবে।

(৭) জেলার মাজিষ্ট্রেট সম্মতি প্রদান না করিলে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে না। তিনি অসম্মত হইলে কি এই নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন করিলে ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের সমীপে তদ্বিষয় রিপোর্ট করিতে হইবে।

৪০। চৌকিদারের বেতনের রসিদ বহি।

২০ নম্বর ফারম।

১৮৮৬ সনের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭০ সনের বঙ্গীয় ৬ আইন অনুসারে নিযুক্ত হওয়া প্রত্যেক চৌকিদার ২০ নম্বর ফারমে বেতনের এক রসিদ বহি রাখিবে।

(ক) এই বহিতে বারটী পৃষ্ঠা থাকিবে, বৎসরের প্রত্যেক মাসের বেতন এক এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে।

(খ) ১৮৭৭ সনের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত নিয়মাবলীর নীচের লিখিত ৯ প্রকরণানুসারে এই বহি রাখিতে হয়।

৯—"প্রত্যেক চৌকিদার বেতনের এক রসিদ বহি রাখিবে, প্রত্যেক বৎসর নূতন বহি করিতে হইবে। তহসিলী পঞ্চাইত চৌকিদারকে বেতন স্বরূপ যে টাকা দেন, তাহা এই বহিতে লিখিতে হইবে, থানার সব ইনেস্পেক্টর, বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই বহি তিন মাস অন্তর একবার, বা আইনের ৩৯ ধারানুসারে চৌকিদার ষ্টেশনে হাজিরা দিতে আসিলে সেই সময় পরীক্ষা করিয়া দস্তখত করিবেন; এবং বহিতে কি লেখা আছে তাহা চৌকিদারকে বুঝাইয়া দিবেন; ও চৌকিদারের বেতন উপযুক্ত মতে না দেওয়া হইয়া থাকিলে তদ্বিষয় রিপোর্ট করিবেন। পঞ্চাইত মাজিষ্ট্রেট সমীপে যে রিপোর্ট, কার্য্য প্রণালী, কৈফিয়ৎ এবং চিঠী আদি প্রেরণ করিতে চাহেন তাহা চৌকিদারের নিকট হইতে থানায় পুলিশ রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করিবেন।"

(গ) জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিলে এই বহি পাওয়া যায়। ইণ্ডেণ্ট করিবার সময় কোন্ ভাষায় ছাপা হওয়া বহির প্রয়োজন তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) ষ্টেশনে কি আউটপোষ্টে আসিবার সময় বেতনের বহি সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য চৌকিদারগণকে বলিয়া দিতে হইবে। ষ্টেশন কি আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রতি মাসে এই বহিতে তারিখ দিয়া দস্তখত করিবেন।

(ঙ) ১৮৭০ সনের বঙ্গীয় ৬ আইন তনুসারে নিযুক্ত চৌকিদারগণকে দেশীয় মাস হিসাবে তিন মাস অন্তর বেতন দিতে হইবে। পঞ্চাইতের হিসাবের সহিত রসিদ বহির মিল রাখার জন্য তাহাদিগকে ইংরাজী মাস হিসাবে বেতন দিতে হইবে না।

(চ) ১৮৭০ সনের ৬ আইন অন্তর্গত পঞ্চাইতগণ গ্রাম্য চৌকিদারদিগকে নিয়ম মত বেতন না দিলে তদ্বিষয়ের এক প্রকার রিপোর্ট বঙ্গদেশের সমুদয় স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করা আবশ্যক বিধায় এতদ্দ্বারা আদেশ করা যায় যে, ২১ নম্বর ফারমে দেশীয় ভাষায় এক ত্রৈমাসিক নক্সা ষ্টেশনের কি আউটপোষ্টের কর্ম্মচারী ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা সব ডিষ্ট্রিক্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট নীচের লিখিত তারিখে প্রেরণ করিবেন।

বাঙ্গলা বৎসরের ১ম ত্রৈমাসিক নক্সা	১লা সেপ্টেম্বর।
২য় ত্রৈমাসিক নক্সা	১লা ডিসেম্বর।
৩য় ত্রৈমাসিক নক্সা	১লা মার্চ্চ।
৪র্থ ত্রৈমাসিক নক্সা	১লা জুন।

এই নক্সা পৌঁছা মাত্র জেলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সমীপে তাঁহার আদেশের জন্য পেষ করিতে হইবে এবং তৎপর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ঐ সকল নক্সায় মাজিষ্ট্রেট যে আদেশ প্রদান করেন তাহা অবগতির জন্য সম্পর্কীয় ষ্টেশন কি আউটপোষ্টে ফেরত পাঠাইবেন।

(ছ) নক্সার চতুর্থ ঘরে যে মাসের বেতন বাকি দেখান হয় সেই মাসের বাঙ্গলা ও ইংরাজী নাম লিখিতে হইবে।

৪১। আফিম আইন অনুসারে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী।

২২ নম্বর ফারম।

প্রত্যেক ষ্টেশনে ২২ নম্বর ফারমে এক রেজেষ্টরী রাখিতে হইবে।

(ক) আফিম আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তির শাস্তি হয় তাহাদের নাম এই বহিতে লিখিতে হইবে।

(খ) রেজেষ্টরী শুদ্ধ মত রাখার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে সকল ব্যক্তির শাস্তি হইয়াছে তাহাদের নাম এই বহিতে উঠাইতে হইবে। কিন্তু শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত নিদশন না পাওয়া গেলে কাহার নাম লিখিতে হইবে না। পূর্ব্বের বহি যদি অসম্পূর্ণ থাকে তবে পাটনার আফিমের এজেণ্ট নিকট হইতে আবশ্যকীয় বিষয়ের সংবাদ আনাইয়া লইতে হইবে।

(গ) এই রেজেষ্টরীভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গীর নাম, কি প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং আয়ের উপায় সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বিশেষ হস্তক্ষেপণ করিতে হইবে না।

(ঘ) আফিম বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের অনুরোধ ব্যতীত আফিম-উৎপন্ন জেলার চাষীদিগের প্রতি হস্তক্ষেপণ করিতে পুলিশের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি চাষীদিগকে অগ্রিম টাকা দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে তাহা আদায় করে তাহাদিগের সন্ধান করা সম্বন্ধে পুলিশ অনেক করিতে পারেন। প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এইরূপ ব্যক্তিগণকে চেষ্টা করিয়া সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

(ঙ) আইনের ১৫ ধারানুসারে আফিম স্থানান্তরে প্রেরণ সময় পথে প্রত্যেক পুলিশ কর্ম্মচারীর তাহা ধৃত করার ক্ষমতা আছে।

কোন কোন জেলায় এতৎসম্বন্ধে অনেক কাজ হইয়াছে, কিন্তু আরও অধিক করা যাইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণ রেলযোগে গমনাগমন করার সময় জেলার পুলিশের তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং রেলওয়ে পুলিশকে তৎসংবাদ দেওয়া উচিত।

(চ) যে সকল জেলা হইতে আফিম রপ্তানি হয় তথাকার পুলিশ বে-আইন মতে স্থল, অথবা জলপথে আফিম রপ্তানিকারকগণকে ধৃত সম্বন্ধে বেশী কাজ করেন নাই। অনেক মোকদ্দমায় ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে, সাধারণের গমনাগমন পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দ্বারা কলিকাতা এবং চন্দননগর আফিম সর্ব্বদা বে-আইন মতে আমদানি হয়। চৌকিদারগণ কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সংবাদ পুলিশ ষ্টেশনে দিবে। বে-আইন মতে আফিম রপ্তানিকারকগণ প্রায়ই কতক পথ রেলে আসিয়া সচরাচর যে ষ্টেশনে অধিক লোক না থাকে তথায় নামে এবং তৎপর পদব্রজে গমন করে। ছাগলের চামড়ায়, বহন করিয়া লওয়া যায় এরূপ টিনের বাক্সে, পকেটে, কাপড়ে, জড়াইয়া ঐ সকল ব্যক্তি তাহাদের গাঠরিতে আফিম লইয়া চলে।

(ছ) আফিম ঘটিত মোকদ্দমা ধৃত করিলে যে লাভ আছে ষ্টেশনের কর্ম্মচারীগণের তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বিচারে আসামীর যে অর্থদণ্ড হয় তদ্ব্যতীত ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিশেষ পুরস্কার দেওয়া বোর্ডের ক্ষমতা আছে এবং তাঁহারা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবকে জানাইয়াছেন যে, "তাঁহারা গুরুত্ব বিবেচনায় সমুদয় মোকদ্দমায় মুক্তহস্তে পারিতোষিক দিবেন।"

৪২। অস্বাভাবিক মৃত্যুর রেজেষ্টরী বহি।

২৩ নম্বর ফারম।

(ক) অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রথম সংবাদ পূরণ করিয়া সদর মোকামে পাঠাইতে হইবে।

(খ) যতদূর সম্ভব সংবাদদাতার নিজের কথায় প্রথম সংবাদ লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

(গ) লাসের সুরতহাল করিয়া তদন্ত শেষ হইলে শেষ রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে। কার্য্যবিধি আইনের ১৪৭ ধারার বিধান অনুসারে লাস তদন্তীয় সুরতহালে পুলিশ কর্ম্মচারীর ও গ্রাম্য লোকের দস্তখত হইবে। এবং সেই সুরতহাল শেষ রিপোর্ট সহিত প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঘ) পুলিশ ষ্টেশনে যে মুড়ি থাকিবে তাহাতে সংবাদ দাতার এজেহার ও শেষ রিপোর্টের চুম্বক বিবরণ রাখিতে হইবে।

(ঙ) ইউরোপীয় কোন সৈন্য, কি কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে পুলিশ কর্ম্মচারীর কেবল মাত্র তদ্বিষয় স্থানীয় দৈনিক বহিতে লিখিয়া নিকটস্থ ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করিতে হইবে। এই সকল মৃত্যুর তদন্ত কার্য্যবিধি আইনের ১৬৭ ধারা অনুসারে করিতে হইবে। পুলিশের জিম্মায় থাকা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার তদন্তও ১৭৬ ধারামত করিতে হয়। কোন কর্ম্মচারী তদ্রূপ কোন মৃত্যুর সংবাদ পাইলে ১৭৪ ধারা অনুসারে তাহার তদন্ত আরম্ভ করিবেন এবং নিকটস্থ ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে তদ্বিষয়ের সংবাদ প্রেরণ করিবেন।

(চ) সমুদয় অপঘাত মৃত্যুর তদন্তে বিশেষ দৈনিকের প্রয়োজন করে না। কার্য্যবিধি আইনের ১৭৪ ধারায় যে রিপোর্টের উল্লেখ আছে তাহা কার্য্যতঃ ১৭২ ধারার লিখিত বিশেষ দৈনিক সদৃশ। তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী কোন অপরাধ ঘটনা হওয়ার কারণ অনুভব করিলে এই তদন্ত ১৫৭ ধারানুসারে গণ্য করিতে হইবে এবং তখন অবশ্য বিশেষ দৈনিক ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু যে সকল তদন্ত সাধারণতঃ অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয় তাহাতে প্রথমতঃ বিশেষ দৈনিক দিয়া পুনরায় ১৪৭ ধারামত রিপোর্ট দেওয়া অনাবশ্যক। এক দিবসের অতিরিক্ত সময় তদন্তে লাগিলে

ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মাজিষ্ট্রেটের অবগতির জন্য বিশেষ দৈনিক দিতে হইবে।

(ছ) অস্বাভাবিক এবং সন্দেহজনক মৃত্যু তদন্ত সময় নীচের লিখিত নিয়মাবলীর প্রতি প্রণিধান করা পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য।

১। বিষ খাওনের সন্দেহজনক মোকদ্দমায়।

(১) মৃত ব্যক্তির ঘরে কি মৃতদেহের নিকট যে কোন খাদ্য দ্রব্য (বিশেষতঃ আটা অথবা মিষ্টান্ন), পানীয় পদার্থ, তামাকু কি কোন গুড়া পাওয়া গেলে তাহা লা মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

(২) যদি বমন হইয়া থাকে তবে মৃত ব্যক্তির শরীরে কি শয্যায় কোন বমি থাকিলে তাহা পরিষ্কার একখানা নেকড়া দ্বারা পুঁছিয়া ঐ নেকড়া পুলিন্দা বন্ধ করিয়া লা মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

(৩) যদি কোন কাপড়ে, সপে, কাষ্ঠে কি মৃত্তিকায় বমি পড়িয়া থাকে তাহা লা মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

(৪) কোন পাত্রে বমি থাকিলে তাহা বোতলে সাবধান মতে ভরিয়া লা মোহর করিতে হইবে।

(৫) মৃত ব্যক্তি কোন্ সময় আহার করিয়াছিল, কোন সময় পান করিয়াছিল, কোন্ সময় ঔষধ সেবন করিয়াছিল এবং কোন্ সময় পীড়িত কি বিষাক্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল ও তাহার কোন্ সময় মৃত্যু হয় তাহার ঠিক সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। প্রথম কি লক্ষণ হইয়াছিল, বমন কি বাহ্যে হইয়াছিল কি না; মৃত ব্যক্তির তন্দ্রা কি গাঢ় নিদ্রা হইয়াছিল কি না; হাত পায় সাঁটিয়া মোড় হইয়াছিল কি না; গলার মধ্যে কি চামড়ায় কোন রূপ বেদনা অনুভব করিয়া ছিল কি না।

২। গলায় দড়ি কি শ্বাসরুদ্ধ দ্বারা মৃত্যু সম্বন্ধে।

(১) যদি সম্ভব হয় লাস নামাইবার পূর্ব্বে, কি শ্বাসরুদ্ধ করার দ্রব্য স্থানান্তর করার পূর্ব্বে মুখ, বিশেষত ওষ্ঠ, এবং চক্ষের পাতা বিবর্ণ হইয়াছিল কি না; চক্ষু সম্মুখের দিকে বাহির হইয়াছে কি না;

জিহ্বা মুখের বাহির, কি ওষ্ঠের মধ্যে চাপা, মুখ এবং নাসারন্ধ্র দ্বারা কোন জলীয় পদার্থ নির্গত হইলে কোন্ দিক দিয়া পড়ে তাহা লিখিতে হইবে।

(২) লাস নামাইয়া কি শ্বাসরুদ্ধ করার দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া দেখিতে হইবে যে, ঘাড়ের যে স্থানে বন্ধন ছিল তথায় কোন রূপ দাগ পড়িয়াছে কি না।

(৩) ঘাড়ের দাগ গোলাকার কি বাঁকা তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের তালুর দিকে বক্র কি না।

(৫) যে দ্রব্য দ্বারা উদ্বন্ধন হওয়া, কিম্বা শ্বাসরুদ্ধ করা হইয়াছে তাহা পাইলে আনিতে হইবে।

৩। কোন পুষ্করিণী কি কূপের ভিতর লাস পাওয়া গেলে।

(১) পুষ্করিণী কি কূপের মুখে বা পাড়ে কোন রক্তের দাগ আছে কি না?

(২) লাস জল হইতে তুলিয়া বাহ্যিক কোন রকম আঘাতের চিহ্ন আছে কি না তাহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। মস্তক এবং ঘাড় আরো বিশেষ রূপে দেখিতে হইবে।

(৩) শরীরের চামড়া মসৃন কি কর্কশ তাহা দেখিতে হইবে।

(৪) হাত পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কোন বস্তু ধরা থাকিলে তাহা সাবধানে স্থানান্তর করিতে হইবে।

৪। খুন করা কোন ব্যক্তির লাস ময়দানে পাওয়া গেলে।

(১) শরীরে যে আঘাত থাকে তাহার অবস্থা, সংখ্যা এবং তাহা কি রূপ।

(২) যদি কোন অস্ত্র পাওয়া যায় তাহাতে রক্তের চিহ্ন থাকিলে

কাগজ দ্বারা লা মোহর করিতে হইবে। এবং তাহাতে কোন চুল লাগিয়া থাকিলে তাহা রাখিতে হইবে।

(৩) কোন শিশুর মৃত দেহ মাঠে বন্ধন অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থায় বন্ধন থাকে তাহা এবং কোন অঘাতের চিহ্ন আছে কি না লিখিতে হইবে।

৫। খুন হওয়া সন্দেহের অবস্থাতে লাস যদি গোরে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) কোন স্থানে বিশেষতঃ মস্তকের খুলির হাড়ে আঘাতের কোন চিহ্ন আছে কি না তাহা বিশেষ রূপ দেখিতে হইবে।

(২) মৃত ব্যক্তি পুরুষ কি স্ত্রী লোক ছিল তাহার কোন চিহ্ন অনুভব করা যায় কি না। পেটের নিম্ন ভাগে যে হাড় (Pelvis) অর্থাৎ কোমরের হাড় আছে তাহা এবং মাড়ি ১ খানা আনিতে হইবে।

(৩) যদি বিষ প্রয়োগ সন্দেহ হয় মৃত ব্যক্তির পাকস্থলী যে স্থলে থাকার সম্ভব ছিল তথাকার মৃত্তিকা লা মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

(৪) খুন হওয়া সন্দেহের কোন ব্যক্তির লাস যদি দাহন করা হইয়া থাকে তবে ছাইর ভিতর হাড়ের কোন অংশ পাওয়া যায় কি না, তাহা তল্লাশ করিয়া আনিতে হইবে।

৬। বলাৎকার অথবা অস্বাভাবিক অভিগমন।

(১) ঘটনার সময় আক্রান্ত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নভাগ পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিতে হইবে।

(জ) যে সকল লাস পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয় তাহা ২৪ নম্বর ফারমে চালান দ্বারা পাঠাইতে হইবে। মহকুমাস্থ ডাক্তার লাস পরীক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইলে সমুদয় লাস জেলার সদর মোকামে পাঠাইতে হইবে, অথবা রেলওয়ের ডাক্তার সিভিল সার্জ্জন হইতে নিকটে থাকিলে তিনি রেলওয়ে মোকদ্দমার লাস পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(ঝ) এই চালানে মৃত ব্যক্তির শরীরের ঠিক আকৃতি, মৃত্যুর আনুমানিক কারণ এবং যে যে অবস্থায় মৃত্যুর প্রতি সন্দেহ হয় তাহার কারণ লিখিত হইবে।

(ঞ) এই চালানের এক খানা নকল দ্রুতগতি উপায় দ্বারা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট একা এক পাঠাইতে হইবে এবং এতদ্দৃষ্টে তিনি লাস পরীক্ষা জন্য ডাক্তারের নিকট চিঠি লিখিবেন।

(ট) বিশ্বাসী কনেষ্টবল মারফত লাস পাঠাইতে হইবে। তাহার নাম, লাস বাহক কি অপর সঙ্গীয় ব্যক্তিগণের নাম লাস তদন্তীয় সুরতহালে লিখিতে হইবে। রাস্তায় লাস পরিবর্ত্তিত কি আঘাত প্রাপ্ত না হয়, অথবা লাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এরূপ কোন কথা হইলে ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা তাহা সেনাক্ত করা যাইতে পারে, এই জন্য এই সকল সতর্কতা লওয়া আবশ্যক।

(ঠ) ১৮৭২ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের ৭৬২ নম্বর গবর্ণমেণ্ট আদেশ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানায় প্রেরণ করিতে যে ব্যয় হয় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব দিবেন, পুলিশ বজেট হইতে দেওয়া যাইবে না।

(ড) কনেষ্টবলের তদন্ত করার ক্ষমতা নাই কিন্তু কোন কর্ম্মচারী ষ্টেশনে উপস্থিত না থাকিলে উপরিস্থ কনেষ্টবল ঘটনা স্থানে যাইয়া লাসের হেপাজাতে থাকিবে। লাসের অবস্থা লিখিয়া লইবে এবং তদন্তকারী লাস পরীক্ষার্থ প্রেরণ করার ইচ্ছুক হইলে কনেষ্টবল তাহার বন্দোবস্ত করিবে।

৪৩। স্থানীয় দৈনিক বহি, ২৫ নম্বর ফারম।

১৮৬১ সনের ৫ আইনের ৪৪ ধারার বিধান অনুসারে স্থানীয় দৈনিক বহি রাখিতে হয়।

(ক) প্রত্যেক বহিতে নিয়ম মত পত্রাঙ্ক দ্বারা ১০০ শত পাত রাখিতে হইবে।

(খ) পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট যে কোন ঘটনার সংবাদ হয়

তাহা ষ্টেশনে সংবাদ পাওয়ার দিবস স্থানীয় দৈনিক বহিতে লিখিতে হইবে। যদি কোন ঘটনার সংবাদ না পাওয়া যায় তাহাই দৈনিক বহিতে লিখিতে হইবে।

(গ) স্থানীয় দৈনিক কিরূপে লিখিতে হয়, তাহার এক উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

স্থানীয় দৈনিক বহি।

তারিখ ৬,৭ অগষ্ট	বিবরণ			
	ইনেস্পেক্টর	সব ইনেস্পেক্টর	হেড্ কনেষ্টবল।	পাহারার নিয়মানুসারে কনেষ্টবল।
৯টা, এম সময় উপস্থিত এবং পুলিশ ষ্টেশনে কর্ম্মে নিযুক্ত	”	দিন নাথ দাস	রাম ধন সেন	৮ হইতে ১২ পর্য্যন্ত, গোলাম আলি ১২ ” ৪ ” নদিরাম ৪ ” ৮ ” কেশব ৮ ” ১২ ” দিন দয়াল ১২ ” ৪ ” রঘুবীর ৪ ” ৮ ” মহাবীর রিজার্ভে——আজগর, মেহের, বাবুখাঁ, নারায়ণ, ও মধুসূদন।
মফঃস্বলের কর্ম্মেনিযুক্ত	”	”	”	দেশপত্।
বিদায় ও বিনা বিদায়ে অনুপস্থিত।	”	”	”	কেহ নাই।
ষ্টেশনে পীড়িত	”	”	”	জগন্নাথ।

তারিখ ও সময়।

দৈনিক আরম্ভ করা গেল।*

৬ আগষ্ট রাত্রে অত্যন্ত ঝড় হইয়াছে; তাহাতে অনেক গৃহ
৯ পী, এম এবং বৃক্ষ ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু আর কোন অনিষ্ট হয় নাই।
৭ আগষ্ট শস্যের অনিষ্ট হইয়াছে।
৬ এ, এম দিননাথ দাস।

„ ৬-৩০ রীতিমত কাওয়াত করা গেল। কয়েকজন কনেষ্ট-
এ, এম বলের পোষাক নাই, তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপিসে পাঠাইলাম।

দিননাথ দাস।

৭ এ. এম ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত আমি কনেষ্টবলদিগকে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলাম।

দিননাথ দাস।

৮ এ, এম ডাক পৌঁছিল। দুই লেপাফা পাওয়া গেল, তন্মধ্যে একটায় সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ আপিস হইতে নম্বর ১২৩৭ ও ১৮০২ অর্ডার, এবং দ্বিতীয় লেপাফায় বিজয়নগর নিবাসী কাজেম ফেরারা আসামীকে ধৃত করার সহায়তা জন্য মণিরামপুর ষ্টেশন হইতে এক চিঠি পাওয়া গেল।

দিননাথ দাস।

৭ আগষ্ট এই সময় গয়া নিবাসী দয়াচাঁদ মেস্তরি তাহার ভ্রাতা
৮ এ, এম নিমচাঁদ হত্যা হওয়ার নালিস করিল। প্রথম সংবাদ প্রস্তুত করিয়া তাহা আজগর কনেষ্টবল মারফতে সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ আপিসে প্রেরণ করিলাম। ৮॥০ ঘটিকার সময় ষ্টেশনের ভার হেডকনেষ্টবল প্রতি রাখিয়া মেহের ও বাবুর্খাঁ কনেষ্টবলসহ মোকদ্দমা তদন্ত করিতে রওয়ানা হইলাম।

দিননাথ দাস

---

* দৈনিক আরম্ভ কারবার সময় পুলিশের যে অবস্থা থাকে তাহা উপরের লিখিত বিবরণে দেখাইতে হইবে।

৭ আগষ্ট ৯ এ. এম। কনেষ্টবল দেশপত্ মফঃস্বল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশ করিলে যে রংপুর গ্রামে কলেরা পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ও সাত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। সে আরও জানাইল যে রেলওয়ের বেড়া উত্তম অবস্থায় আছে।

রামধন সেন।

১০ এ,এম। রায়পুর নিবাসী নবীন চৌকিদার গঙ্গারামকে ষ্টেশনে উপস্থিত করিল, তাহার নামে প্রেমচাঁদ এক লোটা চুরীর অভিযোগ করিল।

রামধন সেন।

বাদীর সহিত আগতীয় সাক্ষীগণের দ্বারা অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায়, এবং মোকদ্দমা অত্যন্ত সহজ বিধায় আমি ঘটনা স্থানে না যাইয়া ষ্টেশন হইতে তদন্ত শেষ করিলাম, এবং নারায়ণ কনেষ্টবল সঙ্গে আসামী ও মোকদ্দমার কাগজ মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিলাম।

রামধন সেন।

৭ আগষ্ট ১২ এ, এম। গোপালপুব নিবাসী কখিলদ্দী সেখ প্রকাশ করিল তাহার গ্রামের কালি বেওয়ার গর্ভপাত হইয়াছে। এই মোকদ্দমা পুলিশ অযোগ্য বিধায় আমি হস্তক্ষেপণ না করিয়া মাজিষ্ট্রেটকে অবগত করার জন্য তাহাকে বলিয়া দিলাম। সব ইনেস্পেক্টর দিননাথ দাস ষ্টেশনে প্রত্যাগমন করিয়া চার্জ্জ গ্রহণ করিলেন। তিনি যে মোকদ্দমা তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন তাহার ভার গোবিন্দলাল দত্ত ইনেস্পেক্টর গ্রহণ করিয়াছেন।

রামধন সেন।

১০-৩০ া, এম। সব ডিষ্ট্রীক্টের ইনেস্পেক্টর ষ্টেশনে পৌঁছিলেন, তাঁহার সহিত নিমচাঁদের হত্যা মোকদ্দমার আসামী দেবিদীন ব্রহ্মণ ও নয়নসুক কুর্ম্মি পৌঁছিল, এবং মেহের ও বাবুখাঁ কনেষ্টবল ষ্টেশনে পৌঁছিল। আসামীদিগকে হাজতে

আবদ্ধ করিয়া রাখা গেল এবং তাহাদিগকে রাত্রে উপযুক্ত হেপাজাতে রাখিবার জন্য পাহারার মহাবীর কনেষ্টবলকে বলিয়া দেওয়া গেল।

দিননাথ দাস।

৭ আগষ্ট পাউণ্ড মোহরের নিকট হইতে ৬৲ টাকা পাইলাম।

৭-৪৫ দিননাথ দাস।

পী. এম গোপালপুর ও হাবদী গ্রামে রোন্দগস্তী করার জন্য

,৮ পী.এম, মধুসূদন ও দেশপত্ কনেষ্টবলকে নিযুক্ত করিলাম। দৈনিক বন্দ করিলাম, এবং ডাক প্রেরণ করিলাম।

দিননাথ দাস

সব ইনেস্পেক্টর।

(ঘ) সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট ভাবে পুলিশ গ্রহণ যোগ্য কি অযোগ্য যে সকল নালিস এবং অভিযোগ উপস্থিত হয়, বাদীর এবং ধৃত হওয়া আসামীর নাম, যে অপরাধে আসামীগণ ধৃত হয়, তাহাদের নিকট কি অন্য স্থানে যে অস্ত্রাদি কি মাল পাওয়া যায় এবং যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় তাহাদের নাম লিখিতে হইবে। শস্যাদি, রাস্তা, নদী, পোল, রেলওয়ে বেড়া, গবর্ণমেণ্টের গৃহাদি, খেয়া ঘাট, বাঁধ, বৃক্ষ, টেলিগ্রাফ লাইন ইত্যাদির অবস্থা লিখিতে হয়। গুরুতর অগ্নিকাণ্ড, জল প্লাবন, ঝড়, রেলওয়ে কি অন্য গুরুতর দুর্ঘটনা, কলেরা, বসন্ত, জ্বর, গো পীড়া বা অন্য কোন সংক্রামক কি আশ্চর্য্য পীড়া উপস্থিত, প্রাদুর্ভাব কি হ্রাস হইলে তাহার সংবাদ লিখিতে হইবে।

ষ্টেশন চক্রের এলেকা দিয়া অধিক সংখ্যক লোক গমন করিলে কি চক্রের মধ্যে একত্রিত হইলে তদ্বিরণ; চৌকিদারদিগের হাজিরা, তাহারা যে সংবাদ দেয়; কয়েদী পৌঁছা ও রওয়ানা; টাকা প্রাপ্তি, খরচ অথবা চালান; ষ্টেশনের চার্জ্জ গ্রহণ ও সমর্পণ করা; কর্ম্মচারীগণকে কি কি কাজ দেওয়া হয়; মফঃস্বলে গমন এবং প্রত্যা-

গমন, বিদায় গ্রহণ ও প্রত্যাগমন; বদলি ও নূতন কর্ম্মচারীর উপস্থিতি; অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের কুচরিত্র কি প্রশংসা জনক আচরণ; ডাক প্রাপ্তি ও প্রেরণ; পাউণ্ড মোহরের হইতে পাউণ্ডের টাকা প্রাপ্তি; সাময়িক নক্সা প্রেরণ এবং কনেষ্টবলগণকে কাওয়াত, কার্য্য কর্ম্ম, ও অন্যান্য কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা ইত্যাদি বিষয় লিখিতে হয়।

(ঙ) ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্থানীয় দৈনিক বহির প্রত্যেক সংবাদ লেখা মাত্র তাহাতে দস্তখত করিবেন; সমুদয় সংবাদের নীচে এক দস্তখত করা অবিধি। যদি ইহা প্রমাণ হয় যে পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে কৃত কোন কার্য্য স্থানীয় দৈনিক বহিতে লেখেন নাই, এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুদ্ধ নহে, কি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই তবে তিনি কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত কি অবস্থা অনুসারে অন্য কোন দণ্ডভোগী হইবেন।

(চ) ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টর কি ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন পুলিশ কর্ম্মচারী স্থানীয় দৈনিক বহি লেখা শেষ হওয়ার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে নূতন বহি পাওয়ার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন করিবেন, দৈনিক বহি সম্পূর্ণ লেখা হওয়ার পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত ষ্টেশনে রাখিতে হইবে।

(ছ) ডাক পৌঁছা ও রওনা, পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কাজ বিভাগ, এবম্প্রকার দস্তুর আমল (কামুলি) কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য বিশেষ আবশ্যকীয় ঘটনা সম্বন্ধে স্থানীয় দৈনিক বহিতে উল্লেখ করাই প্রচুর জ্ঞান করিতে হইবে না, তদ্রূপ প্রত্যেক ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টও উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। বিশে কোন জরুরি বিষয় হইলে অতি ত্বরায় পৌঁছা যায় এমন কোন উপায়ে সদর মোকামে বিশেষ লোক প্রেরণ করিতে হইবে। এই লোকের সঙ্গে যে কাগজ প্রেরিত হইবে তৎপ্রতি তৎক্ষণাৎ মনোযোগ আকর্ষণ জন্য তাহা লাল কাগজের লেপাফায় পাঠাইতে

হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই লেপাফা পুলিশ ষ্টেশনে দিবেন।

(জ) সাধারণের হিতজনক সংবাদ সংগ্রহ ও জ্ঞাপন করা পুলিশের একটী অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কাজ ; এবং ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যে প্রকারে এই কাজ নির্ব্বাহ করেন তাহা স্থানীয় দৈনিকে লিখিতে হইবে, অতএব স্থানীয় দৈনিক যত সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষেপে লেখা হয় তাহাই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(ঝ) সংবাদ সংগ্রহ করা যে পুলিশের কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা প্রায়ই অবহেলা করা হয়। এ, বি, অথবা সি ফারমান্তর্গত কোন কার্য্য ব্যতীত যে পুলিশের আরও আবশ্যকীয় বিষয় জানা উচিত ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ তাহা বিবেচনা করেন না। দৈনিকে সচরাচর পুলিশের গ্রহণ যোগ্য অপরাধ ব্যতীত আর কিছুরই উল্লেখ থাকে না, তাহাও এরূপ ভাবে লেখা হয় যে ঐ সকল অপরাধ সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ সংবাদ থাকে। কখন কখন শস্যাদির অবস্থা, অথবা চাউলের দর লেখা হয়, কিন্তু পুলিশের জ্ঞাত থাকা উচিত যে, অনেক ঘটনা যাহা তাঁহাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে জানান আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে ডেলি রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ থাকে না। ১৮৮৪ সনের ৩ আইনের ৩৬৫ ধারার বিধান অনুসারে মিউনিসিপাল আইনান্তর্গত সমুদয় অপরাধের সংবাদ মিউনিসিপাল কমিসনরগণকে পুলিশের দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল অপরাধ করিয়া আপন নাম ধাম না বলে তাহাদিগকে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা আছে।

(ঞ) ষ্টেশনে রীতিমত কোন বিষয়ের নালিস না হইলেও এলাকার মধ্যে কি ঘটনা হইতেছে তাহা পুলিশ কর্ম্মচারীর মফস্বলে যাইয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পুলিশের কি কি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিতে হইবে তাহা এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক, কারণ তাহা হইলে কেবল মাত্র ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত হইবে, এবং তৎসমুদয় দস্তুর আমল কাজের ন্যায় হইবে।

ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পরিদর্শন কালে স্থানীয় দৈনিক দৃষ্টে ও পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সব ইনেস্পেক্টর ও তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ পুলিশের এই কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে পারিয়াছেন কি না ও তাহা কিরূপে সম্পাদন করিতেছেন।

(ট) ডাক যে সময় কেন রওনা হউক না তাহার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্থানীয় দৈনিক সম্পূর্ণ করিয়া তাহার এক প্রতিলিপি লেপাফায় পুরিয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে এবং তাহাতে গত ২৪ ঘণ্টার সমুদয় ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে। প্রাতঃকালে দৈনিক আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাকালে বন্ধ করা অনাবশ্যক। বহিতে যে ভাগ থাকে তাহাই আসল দৈনিক, এবং যে ভাগ ছিড়িয়া প্রেরণ করা যায় তাহাই নকল।

আসল দৈনিকে যাহা থাকে নকলে তাহার অবিকল থাকা আবশ্যক।

(ঠ) মহামান্য হাইকোর্ট আদেশ করিয়াছেন যে, দেওয়ানী আদালত পুলিশ ষ্টেশনের দৈনিক বহি অনাবশ্যক মতে তলব দিবেন না, কারণ ইহাতে কার্য্যের অসুবিধা হয়।

৪৪। ষ্টেশনের অর্ডর বহি।

২৬ নম্বর ফারম্।

যে কোন প্রকারের আদেশ হউক না কেন তৎসমুদয় প্রাপ্ত মাত্র এই বহিতে লিখিতে হইবে। সমন এবং ওয়ারেণ্ট এই বহিতে লিখিতে হইবে।

প্রত্যেক আউটপোষ্টে এই ফারমে এক অর্ডর বহি থাকিবে, তাহাতে কেবল মাত্র আউটপোষ্টের সংস্পৃষ্ট অর্ডারের নকল রাখিতে হইবে; কিন্তু এই জন্য আউটপোষ্টের আপনাপন ষ্টেশনের অধীনতা সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা জন্মিবে না।

৪৫। জরিমানার বহি।

২৭ নম্বর ফারম।

ষ্টেশনের এলাকার মধ্যে জরিমানা আদায় জন্য যত ওয়ারেণ্ট আগত হয় তাহার এক বহি প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে থাকিবে। জরিমানার কোন অংশ বাকী থাকিলে দায়ীকের কোন সম্পত্তি হইয়াছে কি না তদ্বিষয় সময় সময় অনুসন্ধান করা পুলিশের কর্ত্তব্য; এইরূপ অনুসন্ধানের ফল অন্ততঃ তিন মাস মধ্যে একবার মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে।

(ক) প্রথমত রীতিমত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু পুলিশ ষ্টেশনের কর্ম্মচারী কোন গ্রামে গেলে অথবা গ্রাম্য চৌকিদারের নিকট সংবাদ গ্রহণ কালে ষ্টেশনের এলেকাস্থ কোন দায়ীক কি অবস্থা ও কি ব্যবসা করে, তাহা সময় সময় বাচনিক অনুসন্ধান করিবেন। যদি ইহা বোধ হয় যে, দায়ীক সম্ভবতঃ তাহার বাকী জরিমানা দিতে পারে তবে পুলিশ কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ ওয়ারেণ্ট জারীর প্রার্থনায় ক্ষমতা বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে রিপোর্ট করিবেন। অন্যান্য সকল অবস্থায় রেজেষ্টরীর মন্তব্য ঘরে "কোন মাল নাই" লিখিয়া তারিখ দিবেন।

(খ) প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার জরিমানা আদায় জন্য যে ওয়ারেণ্ট বহির হয় তাহা ষ্টেশনের বহিতে লাল কালি দ্বারা পৃথক নম্বরে ভুক্ত করিতে হইবে; এবং রেজেষ্টরীর মন্তব্য ঘরে আসল ওয়ারেণ্ট কোন্ সনের কত নম্বরে ভুক্ত আছে তাহা লিখিতে হইবে।

(গ) কোন দায়ীকের মৃত্যু হইলে তাহার দেনার জন্য আবদ্ধ হইতে পারে এরূপ তাহার কোন সম্পত্তি কোন স্থানে আছে কি না তদ্বিষয় রীতিমত একবার শেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতে হইবে।

(ঘ) জরিমানার যত টাকা আদায় হয় তাহা ওয়ারেণ্টের রিটার্ণ সহ অবিলম্বে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঙ) মাজিষ্ট্রেট তিন মাস মধ্যে একবার প্রত্যেক ষ্টেশনের জরিমানার বহি আনাইয়া কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের বহির সহিত মোকাবেলা করাইবেন এবং পুলিশের অনুসন্ধান উপযুক্ত মত হইয়াছে কি না ও তাহার ফল রীতিমত লেখা আছে কি না তাহা লিখিবেন।

(চ) প্রথমোক্ত তিন প্রকরণের অনুসন্ধান যতদূর হয় সব ইনেস্পেক্টর নিজে করিবেন, কিন্তু সময় সময় তিনি অধীনস্থ হেড্ কনেষ্টবলকে নিযুক্ত করিতে পারেন। হেড কনেষ্টবলকে এই কার্য্যে বারম্বার নিযুক্ত করা না হয় তৎপ্রতি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দৃষ্টি রাখিবেন। আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত হেড কনেষ্টবল ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টরের বিনা উপদেশে এই সকল অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

(ছ) জরিমানার তারিখ হইতে ছয় বৎসর গত হইলে বহি হইতে জরিমানা খারিজ দিতে হইবে ও তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমীপে এক রিপোর্ট করিতে হইবে। তিনি এই রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যোগে কমিশনর সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিবেন।

৪৬। মৃত্যুর দৈনিক রেজেষ্টরী বহি।

২৮ নম্বর ফারম।

(১) গ্রাম্য চৌকিদারগণ তাহাদের অপনাপন মহল্লা মধ্যে যত লোকের মৃত্যু হয় তদ্বিষয়ের সংবাদ পুলিশ ষ্টেশনে, অথবা আউটপোষ্টে দিবে। এই সংবাদ তাহাদের হাজিরের তারিখ এবং এতৎকার্য্যের জন্য উপস্থিত হইলে তখন জানাইতে হইবে।

(২) যে সকল জেলায় গ্রাম্য চৌকিদার নাই তথাকার মৃত্যুর সংবাদ কে রীতিমত দিবে তদ্বিষয় কমিশনর সাহেব জেলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন।

(৩) পুলিশ ষ্টেশন অথবা আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যে সকল মৃত্যুর সংবাদ পাইবেন তাহার প্রত্যেকটি রেজেষ্টরীতে লিখিবেন। আউটপোষ্ট হইতে একা এক কোন নক্সা ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে না। তাহা ষ্টেশনে প্রথমতঃ প্রেরণ করিতে হইবে এবং তথাকার নক্সা ভুক্ত হইয়া যাইবে।

(৪) উপরের লিখিত মৃত্যুর বহি যে পুলিশ কর্ম্মচারীর জিম্মায় থাকিবে তিনি প্রতি মাসের প্রথম দিবস, পূর্ব্ব মাসে যে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় তাহার এক মাসিক নক্সা জেলার ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(৫) কোন জেলায় অথবা তন্নিকট কোন ইউরোপীয় গোরা সিপাহীর ছাউনি থাকিলে তথায় যদি কলেরা পীড়া উপস্থিত হয়, তবে তথাকার ডাক্তার সাহেবের অভিপ্রায় হইলে প্রত্যেক ষ্টেশন হইতে তাঁহার নিকট দৈনিক নক্সা প্রেরণ করিতে হইবে। এই সকল নক্সায় বিস্তারিত কিছু লেখা থাকিবে না এবং এতদ্দ্বারা মাসিক নক্সা প্রেরণ করা রহিত হইবে না।

(৬) ষ্টেশন এবং আউটপোষ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও গ্রাম্য চৌকিদারগণের জানা আবশ্যক যে, দেওয়ানী অথবা সৈন্য বিভাগের কোন পেন্সন ভোগীর মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

(৭) স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনর, ডেপুটী কমিশনর এবং টীকার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই বহি পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৪৭। জন্মের দৈনিক বহি।

২৯ নম্বর ফারম।

যে ষ্টেশনে জন্ম রেজেষ্টরী করা আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তথায় এই বহি রাখিতে হইবে।

৪৮। বন্য পশু এবং সর্প দ্বারা নষ্ট হওয়া মনুষ্য এবং পশ্বাদির রেজেষ্টরী।

৩০ নম্বর ফারম।

বন্য পশু এবং বিষাক্ত সর্প দ্বারা যে সকল মনুষ্য এবং পশ্বাদি নষ্ট হয় তাহার এক রেজেষ্টরী প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে ৩০ নম্বর ফারমে রাখিতে হইবে। এই সকল বন্য জন্তু এবং সরিসৃপদিগকে বধ করার যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার ফলও এই রেজেষ্টরীতে লিখিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়ার জন্য চৌকিদারগণকে বলিয়া দিতে হইবে এবং তাহারা যে সংবাদ দিবে তাহা ক্রমান্বয় রেজেষ্টরীতে লিখিতে হইবে।

প্রত্যেক বৎসরের শেষে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই ফারমে এক সালতামামি নক্সা মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিবেন; তিনি গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ জন্য তাহা কমিশনরের নিকট পাঠাইবেন, এবং তৎপর এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে এক রিপোর্ট ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট পাঠান হইবে।

৪৯। টাকার মাসিক হিসাবের ফাইল।

৩১ নম্বর ফারম।

সমুদয় পুলিশ ষ্টেশনে এবং আউটপোষ্টে এই ফারমে টাকার হিসাব রাখিতে হইবে। টাকা প্রাপ্ত হইলে আল্‌গা এক ফারমের প্রথম ছয় ঘর পূরণ করিতে হইবে। খরচ অথবা চালান হইলে ৭ হইতে ১১ ঘর পূরণ করিতে হইবে, এবং শেষের দুই ঘর মাসের শেষ দিবস সন্ধ্যা সময় লিখিয়া সমুদয় হিসাবের এক নকল ষ্টেশনের বহিতে রাখিয়া এই আল্‌গা ফারমে লিখিত আসল হিসাব ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(ক) সব ইনেস্পেক্টর নিজে অথবা তিনি কার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত থাকিলে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, স্বহস্তে এই হিসাব লিখি-

বেন। ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হিসাব লেখার সময় ষষ্ঠ অথবা একাদশ ঘরে আপন নাম দস্তখত করিবেন। যে ব্যক্তি ষ্টেশনে টাকা আনে তাহাকে ৩২ নম্বর ফারমে সর্ব্বদাই এক রসিদ দিতে হইবে; সুতরাং যত বাবদের টাকা পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকের এক একখানি চেক রসিদ দিতে হইবে, এবং এই চেক রসিদের নম্বর টাকার হিসাবের দ্বিতীয় ঘরে লিখিতে হইবে। কিন্তু পুলিশ কর্ম্মচারীগণ পাউণ্ডের টাকার রসিদ পাউণ্ড কিপারকে পৃথক বহিতে দিয়া থাকেন সুতরাং পাউণ্ডের টাকার জন্য কোন চেক রসিদের নম্বর হিসাবে উঠিবে না। এই (পাউণ্ডের টাকার) রসিদ বহি সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, সুতরাং পাউণ্ড কিপারগণকে রসিদ দেওয়ার সময় এই চেক রসিদ ব্যবহার করিতে হইবে না।

(খ) ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই হিসাব মাসান্তে পরীক্ষা করার সময় প্রাপ্তির ও খরচের তারিখ মোকাবেলা করিবেন এবং টাকা খরচ করিতে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটিয়া থাকিলে তাহার অনুসন্ধান করিবেন। শেষ ঘরে যদি কোন কৈফিয়ত থাকে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া প্রত্যেক দফা সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করিবেন।

(গ) ইহা স্পষ্টরূপ বুঝিতে হইবে যে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপিস হইতে, সদর ষ্টেশনে প্রেরণ জন্য দেওয়ানী আদালত হইতে, জরিমানা বাবদ যে টাকা আদায় হয়, চুরী ও পুনঃপ্রাপ্ত নগদ টাকা, কি অন্য কোন প্রকারে যে সকল টাকা ষ্টেশনে পাওয়া যায় তৎসমুদয় এই হিসাবে ভুক্ত করিতে হইবে। যদি কোন টাকা হিসাবে ভুক্ত না হয় তবে ত্রুটিকারীকে যথেষ্ট শাস্তি দিতে হইবে।

(ঘ) পুলিশ কর্ম্মচারীগণকে এতদ্দ্বারা অবগত করান যাইতেছে যে, ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপিসে তাঁহারা যে কোন টাকা প্রেরণ করেন তন্নিমিত্ত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের, অথবা তাঁহার আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরিত ছাপার রসিদ পাইবেন। অন্য কোন রকম রসিদ পাওয়া গেলে তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে রিপোর্ট করিবেন।

(ঙ) কোন হিসাব, রেজেষ্টরী, অথবা ক্যাস্ বহি, বা কোন তালিকার লেখা ছুরি দ্বারা তুলিয়া ফেলা এককালীন নিষিদ্ধ; কোন সংশোধন আবশ্যক হইলে লাল কালী দ্বারা একটী পরিষ্কার টান দিয়া অশুদ্ধ লেখা কাটিতে হইবে ও তাহার নীচে শুদ্ধ করিয়া লিখিয়া দস্তখত করিয়া রাখিতে হইবে।

৫০। অযোগ্য মোকদ্দমার রেজেষ্টরী।

৩৩ নম্বর ফারম।

প্রত্যেক ষ্টেশন এবং আউটপোষ্টে এই বহি রাখিতে হইবে। পুলিশের নিকট একা এক যে সকল অযোগ্য মোকদ্দমার সংবাদ হয় (স্থানীয় দৈনিক বহিতে ভুক্ত হইলেও) এবং যে সকল অযোগ্য মোকদ্দমা তদন্ত জন্য পুলিশে প্রেরিত হয় তাহা এই বহিতে ভুক্ত করিতে হইবে।

কোন মাজিষ্ট্রেট কার্য্যবিধি আইনের ১৫৫ ধারার বিধানানুসারে পুলিশের গ্রহণ অযোগ্য কোন মোকদ্দমা তদন্ত করার আদেশ দিলে তিনি সেই আদেশ তাঁহার অর্ডর বহিতে লিখিবেন, এবং সেই বহি হইতে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যে অর্ডর ষ্টেশনে প্রেরণ করেন তাহাই ঐ মোকদ্দমা তদন্ত করার ক্ষমতা বলিয়া গণ্য হইবে। অযোগ্য মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট কোন ফারমে দিতে হইবে না, এবং কোন আসামী ধৃত করিতে হইবে না; কিন্তু কার্য্যবিধি আইনের ১৫৫ ধারানুসারে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে পুলিশ কর্ম্মচারীর যোগ্য অপরাধ তদন্তের ন্যায় আর সমুদয় আচরণ করিতে হইবে।

৫১। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপিস হইতে প্রাপ্ত সর্‌কিউলারের ফাইল।

প্রত্যেক সারকিউলারে কি বিষয় লিখিত হয় তাহার এক সূচী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এই ফাইলে কি কি থাকিবে তাহা উপরের হেডিং দৃষ্টে বুঝা যায়।

সর্‌কিউলার সম্বন্ধে কোন সংযোগ বা সংশোধন পত্র পাওয়া গেলে তাহা যথাস্থানে রাখিতে হইবে।

৫২। সদর মোকামে কি অন্য স্থানে প্রেরিত টাকা এবং মালের রসিদ ফাইল।

এই ফাইলে কি কি থাকিবে তাহা উপরের হেডিং দৃষ্টে বুঝা যায়।

৫৩। আসল বিশেষ দৈনিক ফাইল।

৩৪ নম্বর ফারম।

(ক) বিশেষ দৈনিকের কোন বহি থাকিবে না।

তদন্ত স্থানে তদন্ত সময় যে দৈনিক লেখা হয় তাহাই নথি করিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মোকদ্দমার সমুদয় দৈনিক একত্র ভাঁজ করিয়া তাহার উপর পৃথক কাগজে প্রথম সংবাদের নম্বর, মাস, সন, শেষ রিপোর্ট, বাদী, আসামী এবং তদন্তকারীর নাম লিখিয়া ডকেট করিতে হইবে।

(খ) কার্য্যবিধি আইনের ১৭২ ধারানুসারে বিশেষ দৈনিক দিতে হয়, এবং তাহা ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ৪৪ ধারামত যে স্থানীয় দৈনিক রাখা হয় তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

(গ) ১৭২ ধারানুসারে যে দৈনিক দিতে হয় তাহাতে তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী অপরাধের সংবাদ প্রাপ্তির সময়, যে সময় তিনি তদন্ত আরম্ভ ও শেষ করেন, তিনি যে যে স্থানে তদন্ত উপলক্ষে গমনাগমন করেন এবং তদন্তে মোকদ্দমার যে অবস্থা জানিতে পারেন তাহা লিখিবেন। তদন্তের সময় যে সকল খানাতল্লাস করা যায় তাহা লিখিতে হইবে, যে সকল ব্যক্তির মোকাবেলায় খানাতল্লাস করা হয় তাহাদের নাম লিখিতে হইবে (ফৌজদারী কার্য্যবিধি ১০৩ ধারা) কাহার দ্বারা, কোন্ সময়, এবং কোন্ স্থানে আসামী গ্রেপ্তার হয়, কোন্ স্থানে কি প্রকারের মাল পাওয়া যায়, প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দীতে কি অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা লিখিতে হইবে, কিন্তু সাক্ষীর সাক্ষ্যতা লিখিতে হইবে না। আর কোন্ কোন্ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রমাণ আবশ্যক এবং তদন্ত শেষ করার জন্য আর কি উপায় অবলম্বন করা যাইতেছে তাহাও লিখিতে হইবে।

(ঘ) এই দৈনিক ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর অবগতির জন্য তদন্তকারী কর্ম্মচারী সমুদয় সাক্ষীর জবানবন্দী পৃথক কাগজে বিস্তারিত রূপে লিখিয়া দৈনিকের সঙ্গে পাঠাইবেন। এই জবানবন্দী কার্য্যবিধির ১৬১ ধারানুসারে লিখিয়া লইতে হয় এবং তাহা লেখার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ফারম নাই।

(ঙ) এই জবানবন্দী প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা যায় না, এবং তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট প্রেরণ করা কর্ত্তব্য নহে, অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপিসের বাহির করা উচিত নহে, কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ স্বরূপ যদি দেখিতে চাহেন তবে তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে।

(চ) কোন আদালত পুলিসের দৈনিক চাহিয়া পাঠাইলে ১৭২ ধারানুসারে যে দৈনিক লিখিত হয় কেবল তাহাই প্রেরণ করিতে হইবে, ১৬১ ধারা অনুসারে যে সাক্ষীর জবানবন্দী লেখা হয় তাহা পাঠাইতে হইবে না।

(ছ) কোন ফৌজদারী আদালত পুলিশের বিশেষ দৈনিক তলব দিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ অবস্থা ব্যতীত এই দৈনিক বিচার আদালতের নথির সামিল করা হইবে না। আসামী এবং তাহার প্রতিনিধির (এজেণ্ট) এই দৈনিক তলব দেওয়া অথবা দেখার কোন ক্ষমতা নাই।

(জ) মোকদ্দমা তদন্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ দৈনিক লিখিতে হইবে, দিবাবসানে তাহা লেখা অবিধি, দৈনিকের বামপার্শ্বে প্রত্যেক বিষয় লেখার সময় এবং স্থানের নাম লিখিতে হইবে।

(ঝ) প্রত্যেক দিবস দিবা অবসানে দৈনিকের এক নকল প্রস্তুত করিয়া একা এক সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। দৈনিকের খসড়া প্রস্ত (অংশ) পুলিশ ষ্টেশনে নথি করিয়া রাখিতে হইবে। দুই বা ততোধিক দিবসের দৈনিক কখন এক কাগজে লিখিতে হইবে না, অথবা একত্রে প্রেরণ করিতে হইবে

না। প্রত্যেক দৈনিকের শেষে কোন্ স্থান হইতে, কোন্ সময় কি উপায়ে দৈনিক প্রেরণ করা হয় তাহা লিখিতে হইবে।

(ঞ) দুই বা ততোধিক মোকদ্দমায় এক দৈনিক দিতে হইবে না; তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিবস প্রত্যেক মোকদ্দমায় ভিন্ন ভিন্ন দৈনিক দিতে হইবে।

(ট) প্রত্যেক মোকদ্দমায় বিশেষ দৈনিক দিতে হইবে। প্রথম সংবাদের অর্থাৎ নালিসের দিবস অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি তদন্ত শেষ হয় ও শেষ রিপোর্ট দেওয়া হয় তথাপি সেই মোকদ্দমায় বিশেষ দৈনিক দিতে হইবে।

(ঠ) বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় মোকদ্দমার বিশেষ দৈনিক মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট থাকিবে, এবং তৎপর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের প্রেরিত মোকদ্দমার বিচারের ফল সহ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপিসে নথির সামিল পাঠাইতে হইবে। মোকদ্দমার বিশেষ দৈনিকে অন্য কোন আবশ্যকীয় ঘটনার উল্লেখ থাকিলে তাহা ডেলি রিপোর্টে সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর সর্ব্বদাভুক্ত করা কর্ত্তব্য।

(ড) গুরুতর মোকদ্দমায় সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর যোগে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট দৈনিক যাইতে বিলম্ব হয় সুতরাং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপযুক্ত সময় মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না; অতএব তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী বিশেষ দৈনিকের ও সাক্ষীর জবানবন্দীর নকল তাঁহার সমীপে একা এক পাঠাইবেন।

(ঢ) বিশেষ দৈনিক কিরূপে লিখিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্য এক আদর্শ দৈনিক লিখিয়া দেওয়া গেল।

আদর্শ বিশেষ দৈনিক; ষ্টেশন বোদা।

১৮৮৭। লাখুটীয়া নিবাসী কৃষ্ণধন সেন ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া
০ জুন নালিশ করে যে তাহার ভ্রাতা রামধন সেন গত রাত্রে এক
৮-এ, এম। প্রতিবাসীর বাড়ী বেড়াইতে যাওয়ার পর আর প্রত্যাগমন
বোদা না করায় তাহার অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করা গিয়া-

ছিল; সেই লোক, (বলরাম ধুপী) উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণধনকে জানায় যে রামধনের মৃত দেহ রাস্তার নিকট পড়িয়া আছে, তরবারির আঘাতে দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়াছে। বাদী তদন্তের প্রার্থনা করে।

আমি যদুনাথ দাস সব ইনেস্পেক্টর ঘটনাস্থলে রওনা
এ, এম। হইলাম।

৯—৩০ আমি গ্রামে পৌঁছিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলাম। কার্য্য-
এ, এম, বিধি আইনের ১৭৪ ধারার বিধানানুসারে প্রথমতঃ মৃত দেহ
পুলিশ ষ্টে-
শন হইতে তদন্ত কবিলাম, ও সুরতহাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে
পশ্চিমোত্তর মোকাবেলা ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর করাইয়া এতৎসঙ্গে প্রেরণ
তিন মাইল করিলাম। মৃতদেহে তিনটী তরবারির আঘাত থাকা
লাখুটিয়া দেখিলাম। ঈশান দাস কনেষ্টবল মারফত লাস পরী-
ক্ষার জন্য সিবিল সার্জ্জন সমীপে প্রেরণ করিলাম, ও তৎসহ
আবশ্যকীয় চালান দিলাম।

১০ এ,এম বাদীর সন্দেহকৃত কানাইর অনুসন্ধান জন্য বলরাম
ধুপীকে প্রেরণ করিলাম।

১০-২৫ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, মৃত ব্যক্তির গ্রাম
এ, এম। হইতে অনুমান ৬ রসী ব্যবধান কাশীপুর নিবাসী দুর্গাচরণ
ধুপীর স্ত্রীর সহিত মৃত ব্যক্তির প্রণয় ছিল, এবং গত কল্য
সন্ধ্যাকালে দুর্গাচরণ ধুপীর স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার জন্য
সে বাড়ী হইতে গিয়াছিল।

১০-৩০ সব ডিষ্ট্রীক্টের ইনেস্পেক্টর বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন মোকা-
এ, এম। দ্দমা তদন্তের তত্ত্বাবধারণ জন্য পৌঁছিলেন।

২ পী,এম, কালীনাথ কাহার দ্বারা জানিলাম যে, মৃত ব্যক্তির
গ্রামের দিকে দুর্গাচরণ ও রামচন্দ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গিয়াছিল, এবং তাহাদের এক জনের হাতে এক তরবারি
ও অপরের হাতে সড়কি ছিল।

আমি উপরোক্ত দুর্গাচরণ ও রামচন্দ্র, এবং স্থানীয়

মাতব্বর যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও লালমোহন দত্তের মোকাবেলা উহাদের থানাতল্লাস করিলাম।

কালীনাথ কাহারের প্রকাশিত অস্ত্র দুর্গাচরণ ধুপীর ঘরের ভিতর মাটির নীচে পোতা পাওয়া গেল, তাহাতে রক্তের দাগ আছে; ঐ ঘরের চালের মধ্যে গোপন রাখা অবস্থায় এক খানা রক্তের দাগ যুক্ত ধুতি পাওয়া গেল।

সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদ্বয়কে ধৃত করিয়া গ্রামের চৌকিদারের হেপাজাতে রাখা গেল।

বলরাম ধুপী প্রাপ্ত সড়কি রামচন্দ্রের উল্লেখে শেনাক্ত করিল; সে তরবার খানাও পরিচয় করিল। বিহারী ধুপী বলিল যে, প্রাপ্ত ধুতি সে অনেক বার পরিষ্কার করিয়াছে ও তাহা দুর্গাচরণের জানে।

রক্তের দাগ লোপ না হয় এজন্য তরবারি এবং সড়কির অগ্রভাগ কাগজ দ্বারা জড়াইয়া রাখিলাম।

রামচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বলিল যে, দুর্গাচরণ তাহার সম-
৩ পী, এম ভিব্যাহারে খুন করিয়াছে; "মৃত ব্যক্তিকে কোন দস্যু খুন
করিয়াছে" এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তাহারা মৃত ব্যক্তির
শরীর হইতে দুইটা রৌপ্য মাদুলি লইয়া গিয়াছে, ও তাহা
দুর্গাচরণের ক্ষেত্রে জঙ্গলের নীচে সে ও দুর্গাচরণ লুকাইয়া
রাখিয়াছে।

৩-৩০ আমি কাশীপুর নিবাসী মাতব্বর প্রতাপ চন্দ্র মুখো-
পী, এম। পাধ্যায়, তারক নাথ আচার্য্য ও জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য এবং
আসামীদ্বয় সহ দুর্গাচরণের ক্ষেত্রে তল্লাস করিলাম এবং
রামচন্দ্রের কথানুসারে রৌপ্য মাদুলি মাটির নীচে পোতা
অবস্থায় পাইলাম। বাদী উক্ত মাদুলি শেনাক্ত করিল;
তাহাতে টিকিট লাগাইয়া নম্বর দিয়া রাখিলাম। প্রাপ্ত
মালের বিস্তারিত শুদ্ধ তালিকা অভিযোগ পত্রের (এ
ফারমে) ৮ নং ঘরে পাওয়া যাইবে।

দুর্গাচরণের স্ত্রী স্বীকার করিল যে, মৃত ব্যক্তি ঘটনার দিবস সন্ধ্যাকালে তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। সে আরও বলিল যে তাহার স্বামী হঠাৎ বাড়ী আসিয়া তাহাদের দুই জনকে একত্র দেখে, ইহার পরই মৃত ব্যক্তি তথা হইতে যায়, এবং তাহার স্বামী যে স্থানে তাহার তরবারি গোপন করিয়া রাখিয়াছিল তথা হইতে তাহা উঠাইয়া তাহার চাকর রামচন্দ্রের একতায় মৃত ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। এবং রামচন্দ্রের হাতে একটা সড়কি ছিল।

যদুনাথ দাস,
সব ইনেস্পেক্টর।

৬ পী.এম

তদন্ত শেষ করিলাম; এ ফারম প্রস্তুত করিলাম ও আসামীদ্বয়ের সহিত তাহা পাঠাইলাম, এবং মাদুলি দুইটা, তরবারি, সড়কি, রক্তের দাগযুক্ত কাপড় নজুমদ্দী ও কাজেম কনেষ্টবল মারফত প্রেরণ করিলাম। আসামী-দিগকে রাত্রে ষ্টেশনে রাখিয়া প্রাতঃকালে তথা হইতে সদর মোকামে যাওয়ার জন্য বলিয়া দিলাম। আগামী ১১ই তারিখ আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য বাদী, ও সাক্ষীগণের নিকট হইতে মুচলিকা লইয়া তাহা আসামী-গণের সঙ্গে প্রেরিত এ ফারম সহ প্রেরণ করা গেল। *

ক্ষেত্রমোহন সেন,
ইনেস্পেক্টর।

৫৪। জারী না হওয়া ওয়ারেণ্টের ফাইল।

কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে ওয়ারেণ্ট ফেরত প্রেরণের আদেশ না থাকিলে ওয়ারেণ্টের লিখিত ব্যক্তিগণ ধৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ফেরত পাঠাইতে হইবে না।

---

* বিশেষ দৈনিক ও সাক্ষীর জবানবন্দী ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখিতে হয়, কদাচ এক কাগজে লিখিতে হইবে না।

ওয়ারেণ্টের লিখিত ব্যক্তি ১৪ দিবস মধ্যে ধৃত না হইলে তাহাকে ধৃত করার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তদ্বিষয়ের এক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং ঘোষণা জারীর প্রার্থনা করিতে হইবে।

জরিমানা আদায়ের ওয়ারেণ্ট পুলিশ ষ্টেশনে থাকা সময় এই ফাইল ভুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

৫৫। মালখানায় আমদানি হওয়া মালের বর্ণনা পত্র (ফাইল)।

১৫ অধ্যায়ের ১৭ নম্বর ফারম।

প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই বর্ণনা পত্র প্রত্যেক মাসে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন। তিনি আপন বহির সহিত মোকাবেলা করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিবেন। অবশেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মাল সম্বন্ধে তাঁহার বিবেচনামত আদেশ প্রদান করিলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তৎসমুদয় ফাইল করিয়া রাখিবেন।

ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ইহা জানা আবশ্যক যে, মাসের শেষে যে মাল মজুত থাকে কেবল তাহাই ইহাতে দেখাইতে হইবে না। পূর্ব্ব মাসের শেষে যাহা মজুত ছিল এবং বর্ত্তমান মাস মধ্যে যত মাল আমদানি হইয়াছে (মজুত থাকুক কি বিলি হউক) তৎসমুদয়ই ইহাতে ভুক্ত করিতে হইবে।

৫৬। কমাণ্ড সার্টিফিকেটের ফাইল।

আপন ষ্টেশনের এলেকায়, কি জেলার সীমানা মধ্যে কোন অধীনস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে তাহাকে ৩৬ নম্বর ফারমে এক "ডিউটী সার্টিফিকেট" অথবা "চালান" দিতে হইবে, এবং সে প্রত্যাগমন করিয়া দাখিল করিলে এই সার্টিফিকেট নথি করিয়া রাখিতে হইবে।

৫৭। আউটপোষ্টের মোকদ্দমার রেজেষ্টরী।

৩৭ নম্বর ফারম।

প্রত্যেক সাধারণ আউটপোষ্টে যত মোকদ্দমা তদন্ত হয় তাহার এক রেজেষ্টরী ৩৭ নম্বর ফারমে তথায় রাখিতে হইবে।

৫৮। পরিদর্শন রিপোর্ট বহি।

৩৮ নম্বর ফারম।

(ক) নীচের লিখিত নিয়মানুসারে পরিদর্শন করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক ষ্টেশনের পরিদর্শন বহির সহিত এই সকল উপদেশ আটিয়া রাখিতে হইবে।

(খ) ষ্টেশন পরিদর্শন সময় নীচের লিখিত বিষয় সকল পরীক্ষা করিতে হইবে।

(১) ঘর পরিষ্কার ও ভালরূপ মেরামত আছে কি না?

(২) গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, আইন এবং বহির কোন লিষ্টি আছে কি না? ঐ ফর্দ্দের সহিত দ্রব্যাদির মিল আছে কি না এবং তৎসমুদয় উত্তম অবস্থায় আছে কি না?

(৩) সমুদয় লোক পরিষ্কার দেখায় কি না, এবং তাহারা কি পরিমাণ কাওয়াত করিতে জানে?

(৪) যে সকল বহি রাখিতে হইবে এবং সাময়িক নক্সা দিতে হইবে তাহার কোন লিষ্ট আছে কি না, এবং তাহা শুদ্ধ কি না?

(৫) প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যকীয় পোষাক আছে কি না, এবং তাহার ভাল অবস্থা কি না?

(৬) কতজন কনেষ্টবল লিখিতে ও পড়িতে জানে, এবং গত পরিদর্শনের পর কোন পুলিশ কর্ম্মচারী সুখ্যাতির কোন কর্ম্ম করিয়াছে কি না?

(৭) সমুদয় সাময়িক নক্সা উপযুক্ত তারিখে পাঠান হইয়াছে কি না, এবং তাহা কিরূপে বুঝিলেন?

(৮) সরকারি কোন টাকা হাতে আছে কি না?

(৯) গত পরিদর্শনের পর কোন গুরুতর মোকদ্দমা হইয়াছে কি না?

(১০) কোন গুরুতর মোকদ্দমা কিনারা হইতে বাকি আছে কি না, এবং তাহা কিনারা করার কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে?

(১১) ষ্টেশনে কি অপরাধের আধিক্য, পুলিশ তাহা নিবারণে সক্ষম কি না, এবং তাহা নিবারণ জন্য কি উপায় করা হইয়াছে?

(১২) ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অধীনস্থ আউটপোষ্ট পরিদর্শন করেন কি না?

(১৩) তিনি কনেষ্টবলদিগকে খালাষী কয়েদী, এবং ফেরারী বহির লিখিত ব্যক্তিগণের বাসস্থান, তাহাদের কুটুম্বের ও সঙ্গীগণের নাম, এবং ঐ সকল ব্যক্তির আকৃতি সম্বন্ধে রীতিমত উপদেশ দেন কি না?

(১৪) আসল বিশেষ দৈনিক উপযুক্ত মত ফাইল করা আছে কি না?

(১৫) গত পরিদর্শনের সময় যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা তামিল করা হইয়াছে কি না?

(১৬) মাসিক নক্সা দৃষ্টে পুলিশের কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে আপনার কি অভিপ্রায়?

রেজেষ্টরী।

(ক) প্রথম সংবাদ উপযুক্ত সময়ে প্রেরণ করা হয় কি না?

(খ) গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত নিয়ম অনুসারে এ, বি, সি ফারম বহি উপযুক্ত মত রাখা হয় কি না?

(গ) মাল চুরী, ও পুনঃপ্রাপ্ত বহির প্রত্যেক ঘরের হেডিং অনুসারে তাহা পূরণ করা হয় কি না?

(ঘ) কোন নাওয়ারিস, কি নাদাবি মাল অনাবশ্যক মতে ষ্টেশনে আছে কি না, এবং তাহা নিষ্পত্তি জন্য কি করা হইয়াছে?

(ঙ) ফেরারী আসামীর রেজেষ্টরী বহি ঠিক নিয়ম অনুসারে রাখা হইয়াছে কি না? শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বহি নিয়ম মত রাখা হইয়াছে কি না, এবং গত পরিদর্শনের পর যত

ব্যক্তির শাস্তি হইয়াছে তাহাদের নাম বহি ভুক্ত হইয়াছে কি না? কোন্ কোন্ এ ফারম মলতবি আছে? পুলিশের নজর বন্দীতে যে সকল ব্যক্তি আছে তাহাদের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখা হইতেছে? শেষ কোন্ তারিখে কে তাহাদের অনুসন্ধান করিয়াছেন?

(চ) চৌকিদারগণের রেজেষ্টরী শুদ্ধমতে রাখা হইয়াছে কি না? কোন গ্রামের চৌকিদার বাড়ীর সংখ্যা অনুসারে অপরিমিত থাকিলে তাহা সংশোধনের কি উপায় অবলম্বন করা গিয়াছে?

(ছ) যে সকল আদেশ পাওয়া গিয়াছে তাহা শুদ্ধমত অর্ডর বহিতে ভুক্ত হইয়াছে কি না, এবং তাহা শীঘ্র শীঘ্র উপযুক্ত ভাবে তামিল করা হইয়াছে কি না?

(জ) জরিমানার বহি উপযুক্ত মত রাখা হইয়াছে কি না?

(ঝ) অন্যান্য যে সকল বহি ষ্টেশনে রাখার নিয়ম আছে তৎসমুদয় রীতিমত রাখা হইয়াছে কি না?

(১৭) পরিদর্শক উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত আপন ইচ্ছানুসারে অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন রিপোর্টের শেষে লিখিতে পারিবেন।

(১৮) জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমত্যনুসারে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট তাঁহার এলেকাস্থ কোন পুলিশ ষ্টেশন এবং আউটপোষ্ট পরিদর্শন করিতে পারিবেন। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সমুদয় বিষয়েই আপন মন্তব্য লিখিতে পারিবেন, কিন্তু পুলিশের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে তিনি কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন না, কেবলমাত্র মোকদ্দমার প্রমাণ, ও বিচার সম্বন্ধে আদেশ দিতে পারিবেন। পুলিশের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কোন আদেশ দেওয়া আবশ্যক কি তাঁহার অভিপ্রায় হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তাহা লিখিবেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পেট্রোল্ বোট ও অন্যান্য নৌকা।

১। জেলার পেট্রোল বোট মাজিষ্ট্রেটের আদেশাধীন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের জিম্মায় থাকিবে। এই সকল নৌকা কেবল রোন্দ গস্তির কার্য্যে ব্যবহার হইবে।

সর্ব্বদা নিয়মিত মত রোন্দ গস্তি করিতে হইবে, কিন্তু অন্য কার্য্যে প্রেরিত হইলে নিয়ম মত গস্তি করা যায় না। প্রত্যেক নৌকা যে ষ্টেশনের জন্য মঞ্জুর তথায়ই তাহা রাখিতে হইবে। কোন্ কোন্ স্থানে রোন্দ গস্তি করিতে হইবে তদ্বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুলিশকে জানাইবেন, এবং হঠাৎ উপস্থিত কোন ঘটনা ব্যতীত (যথা আসামীর পশ্চাৎবর্ত্তী হওয়া) কদাচ এই নির্দ্দিষ্ট সীমানার বহির্ভাগে যাওয়া উচিত নহে। এতৎসম্বন্ধীয় আদেশ প্রত্যেক বোটে লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

২। যদি সম্ভব হয় বোটের পরিভ্রমণের এক দিকের শেষ সীমানায় এক পুলিশ ষ্টেশন থাকিলে ভাল হয়।

সাধারণতঃ যে ষ্টেশনের এলেকায় কোন ঘটনা হয় তথায় তাহার সংবাদ দিতে হইবে; নিতান্ত আবশ্যক হইলে নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে সংবাদ দেওয়া যাইবে।

৩। একজন হেড কনেষ্টবল এবং দুইজন কনেষ্টবলের জিম্মায় এক এক বোট থাকিবে। যে সকল চতুর এবং কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী অপরাধ ধৃত করিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। বোট যে ষ্টেশনের অধীন তথাকার সব ইনেস্পেক্টরের যোগে হেড কনেষ্টবল সচরাচর আদেশ প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাহার নিজের রিপোর্টও ষ্টেশনের যোগে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে। যদি কোন জরুরি

রিপোর্ট হয় তবে তাহা নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনের ডাক ঘরে দিবেন এবং ঐ রিপোর্টের এক নকল তাহার আপন ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

৪। বিটের মধ্যের নদী, এবং খালে গস্তি করাই বোটের পুলিশের কর্ত্তব্য কাজ; নীচের লিখিত নিয়ম অনুসারে নৌকা তলাসী করা; নদীর পারের এবং নিকটস্থ নগর ও গ্রাম উত্তমরূপে চেনা; এবং ঐ সকল নগর ও গ্রামের বাসন্দাগণের চরিত্র ভালরূপ জানা উচিত। সন্দিগ্ধ নৌকা এবং ব্যক্তিগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাস্তার কোন বিশেষ বিপজ্জনক স্থান দিয়া নৌকা গমনাগমন করার সময় যতদূর সম্ভব ঐ সকল নৌকার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য বোটের তৎসহ গমন করা কর্ত্তব্য।

৫। কোন নৌকা তলাসী করা আবশ্যক বোধ হইলে, হেড-কনেষ্টবলের দেখা উচিত যে, কোন অনাবশ্যক বল প্রকাশ অথবা কোন অনিষ্ট করা না হয়, এবং অনাবশ্যক মতে ঐ নৌকা অধিকক্ষণ আটক করিয়া না রাখা হয়। হেড কনেষ্টবলের উচিত যে, ঐ নৌকার গন্তব্য পথের নিকটস্থ গ্রামে তৎসহ যাইয়া তথাকার দুই বা ততোধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মোকাবেলা মাঝির নাম ও নৌকার অন্যান্য সমুদয় বিবরণ লিখিয়া লন, এবং মাঝির কোন অনিষ্ট হয় নাই অথবা অন্যায় মতে তাহাকে আটক রাখা হয় নাই এই বিবরণে এক বর্ণনাপত্র মাঝির নিকট হইতে লিখিয়া লইবেন। এইরূপ প্রত্যেক তলাসীর বিবরণ হেড কনেষ্টবল অবিলম্বে তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে রিপোর্ট দ্বারা জানাইবেন।

৬। হেড কনেষ্টবল এবং কনেষ্টবল কার্য্যতঃ ষ্টেশনের পুলিশের এক অংশ হইবে, এবং তাহাদিগকে "ভাসমান আউটপোষ্ট" বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বোটের উপযুক্ত ব্যবহার এবং সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকার জন্য সব ইনেস্পেক্টর দায়ী হইবেন; কিন্তু দৈব ঘটনা ব্যতীত, বিনা আদেশে বোটের কোন পরিবর্ত্তন করা তাহার ক্ষমতাধীন নহে।

৭। হেডকনেষ্টবলের নীচের লিখিত বহি রাখিতে হইবে।

(১) দৈনিক বহি।

(২) অর্ডার বহি।

(৩) খালাসী কয়েদী এবং বদমাইসের রেজেষ্টরী।

দৈনিক বহি;—বোটের দৈনিক যাতায়াতের বিবরণ এবং যে যে কার্য্য করা হয় তাহা এই বহিতে লিখিতে হইবে, নদীর কিনারস্থ প্রত্যেক ষ্টেশন, এবং আউটপোষ্টে বোট পৌছিবার ও তথা হইতে রওয়ানা হইবার তারিখ ও সময় ইহাতে লিখিতে হইবে। বোটের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য ষ্টেশন ও আউটপোষ্টের স্থানীয় দৈনিক বহিতেও ঠিক তুল্যরূপ (বোটের পৌছা ও রওনার) বিবরণ লিখিতে হইবে।

অর্ডব বহি;—কি নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে এবং জারির জন্য যে অর্ডর প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎসমুদয় এই বহিতে ভুক্ত করিতে হইবে।

খালাসী কয়েদীর বহি;—ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিজের অনুমতি ক্রমে এই বহি প্রস্তুত করিতে হইবে। তিনি ষ্টেশনের রেজেষ্টরী হইতে আশঙ্কাজনক চরিত্রের যে সকল ব্যক্তির গতি বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক তাহাদের নাম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় এই রেজেষ্টরীতে লিখিয়া লইবার আদেশ দিবেন।

৮। বোট যে পুলিশ ষ্টেশনের অধীন তাহার যোগে রিপোর্ট, মোকদ্দমা, এবং আসামী প্রেরণ করিতে হইবে। বিশেষ কারণ বশতঃ আবশ্যক বোধ হইলে অন্য ষ্টেশন অথবা আউটপোষ্টের যোগেও পাঠান যাইতে পারিবে, কিন্তু তদ্রূপ অবস্থায় বোট যে ষ্টেশনের অধীন, তথাকার সব ইনেস্পেক্টরের নিকট এ বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবে। যে সকল আউটপোষ্টে অভিযোগ পত্র (এ ফারম) থাকে না তথা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করার নিয়মানুসারে বোট হইতে অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে।

৯। জলের পুলিশ স্থলের পুলিশের সহিত একযোগ হইয়া কাজ করিবেন। জলের পুলিশ স্থলের পুলিশের এক অংশ মাত্র। সেইরূপ স্থলের পুলিশ ও জলের পুলিশের সহিত যোগ হইয়া কাজ করিবেন। যিনি যে বিষয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হন অপরকে জানাইবেন, এবং অপরাধী নির্ণয় ও ধৃত করিতে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন, স্থলের পুলিশ কি জলের পুলিশ পরস্পরকে সংবাদ দিতে কি সাহায্য করিতে, ঈর্ষা অথবা অমনোযোগ করিলে গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

১০। বোটের কনেষ্টবল কি মাঝি মাল্লা কোন প্রকার অত্যাচার করিলে তৎক্ষণাৎ তদন্ত করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হইবে।

১১। উপরের লিখিত নিয়ম উত্তমরূপে প্রতিপালন জন্য বোটের মাঝি এবং মাল্লাগণকে ১৮৬১ সনের ৫ আইন অন্তর্গত করিতে হইবে।

১২। প্রত্যেক বোটের ভিন্ন নম্বর এবং নিশান থাকিবে কিন্তু কোন টাকারা থাকিবে না।

১৩। মাজিষ্ট্রেট এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বোটের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; এবং ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বাৎসরিক রিপোর্ট লিখিবেন।

১৪। পুলিশের পরিদর্শকগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বোটের অবস্থা এবং ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ গবর্ণমেণ্টের আদেশ কিরূপ প্রতিপালন করেন তাহার উল্লেখ করিবেন।

১৫। মহকুমার ইনেস্পেক্টরদের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাঝি মাল্লাসহ নৌকা ভাড়া করিয়া দিবেন। এই সকল নৌকা মহকুমার সদর ষ্টেশনে থাকিবে এবং ইনেস্পেক্টর সরকারী কার্য্যের জন্য ইহা ব্যবহার করিবেন।

১৬। কোন কোন পুলিশ ষ্টেশন এবং আউটপোষ্টের তদন্তকারীদিগের ব্যবহার ও ষ্টেশনের অন্যান্য কার্য্যের জন্য নৌকা ও মাল্লা যত মাসের জন্য মঞ্জুর আছে তত সময়ের জন্য ভাড়া করিয়া রাখিতে হইবে। এই সকল নৌকা ও মাল্লা যাহাতে কার্য্যক্ষম হয় মাজিষ্ট্রেট এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয় দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭। ভিন্ন ভিন্ন জেলার মঞ্জুরী অনুসারে পুলিশের দ্বারা সমন ওয়ারেণ্ট জারির জন্য নৌকা ভাড়া করিতে হইবে।

১৮। ইনেস্পেক্টর, সব ইনেস্পেক্টর, হেড কনেষ্টবল এবং সমন জারির নৌকার মাঝি মাল্লার বেতন এবং নৌকার ভাড়া ইত্যাদির প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের নৌকার জন্য যত টাকা মঞ্জুর আছে তদতিরিক্ত ব্যয় না পড়ে তাহা দেখিবেন। নৌকা ভাড়ার টাকা কর্ম্মচারীদের নিজের পাওয়ানা বলিয়া তাহাদিগকে দিতে হইবে না, নৌকার জন্য প্রকৃত যাহা খরচ হয় তাহাই দিতে হইবে।

নবম অধ্যায়।

পুলিশের বহিআদি রক্ষা ও নষ্ট করার নিয়মাবলী।

১। নষ্ট করার উপযুক্ত বহি এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মাল খানায় প্রেরণোপযোগী কি কি বহি আছে তদ্বিষয় প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে রিপোর্ট করিবেন, এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিনা আদেশে কোন বহি আদি নষ্ট করা যাইবে না।

২। টাউন পুলিশের সব ইনেস্পেক্টরের আফিশে, বা টাউন পুলিশের আউটপোষ্টে যে বহি ও ফাইল আদি থাকে তৎসমুদয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশানুসারে রক্ষিত বা নষ্ট করিতে হইবে।

৩। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মহাফেজ খানায় যে কাগজ পাঠাইতে হয় তাহা প্রত্যেক বৎসর এপ্রেল মাসের প্রথম তারিখে পাঠাইতে হইবে। মহাফেজ খানায় বহি প্রেরণ করিবার এক মাস পূর্ব্বে তাহার এক সম্পূর্ণ তালিকা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যোগে মহাফেজের

নিকট পাঠাইতে হইবে, যেন তিনি বহি রাখার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে পারেন।*

৪। বহি আদি ছিড়িয়া বিক্রয় করিতে হইবে ও তন্মূল্য গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বলিয়া জমা করিতে হইবে। কিন্তু যদি খরিদদার না পাওয়া যায় তবে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে।

পুলিশ ষ্টেশনে এবং স্বাধীন আউটপোষ্টে যে সকল বহি, রেজেষ্টরি ও ফাইল থাকিবে।

নম্বর।	রেজেষ্টরী বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
১।	প্রথম সংবাদ বহির মুড়ি (অর্থাৎ যে অংশ বহিতে থাকে)	৭ম অধ্যায় ২৭ প্রকরণ।	বহি সম্পূর্ণ হইলে ঠিক সেই অবস্থায় এক বৎসরের জন্য প্রতি ষ্টেশনে থাকিবে, তৎপর কিনারা না হওয়া বা আংশিক কিনারা হওয়া মোকদ্দমার প্রথম সংবাদ বাহির করিয়া বিশেষ দৈনিকের সহিত গাথিয়া রাখিতে হইবে। বহির অবশিষ্ট অংশ তখন নষ্ট করা যাইবে।
২।	গৃহীত ও প্রমাণকৃত অভিযোগ সম্বন্ধে এ ফারম বহির মুড়ি।	৭ম অধ্যায় ২৮ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হওয়ার দুই বৎসর পর নষ্ট করিতে হইবে। নষ্ট করার পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

---

* ষ্টেশন হইতে এইরূপ রিপোর্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যোগে প্রেরণ করিতে হইবে

নম্বর।	রেজেষ্টরী বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
			সাহেবের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। পুলিশ ষ্টেশনেই নষ্ট করা যাইতে পারে, সদর মোকামে প্রেরণ করা অনাবশ্যক।
৩।	প্রমাণ অভাব গৃহীত অভিযোগ সম্বন্ধীয় বি ফারম বহির মুড়ি ভাগ।	৭ম অধ্যায় ২৯ প্রকরণ।	ঐ
৪।	কিনারা না হওয়া মোকদ্দমার সি ফারমের মুড়ি।	৭ম অধ্যায় ৩০ প্রকরণ।	ঐ
৫।	মাল চুরি এবং পুনঃ প্রাপ্ত বহি।	৭ম অধ্যায় ৩২ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হওয়ার ২ বৎসর পর নষ্ট করিতে হইবে। নষ্ট করার পূর্ব্বে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক।
৬।	নাদাবি এবং নাওয়ারিশ মালের বহি।	৭ম অধ্যায় ৩৩ প্রকরণ।	ঐ

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
৭।	পলাতক দোষী এবং গুপ্ত অপরাধীর রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৩৪ প্রকরণ।	এই বহির লিখিত সমুদয় ব্যক্তি ধৃত অথবা নূতন রেজেষ্টরীতে পুরাতন বহির সমুদয় বক্তির নাম ভুক্ত হইলে নষ্ট করা যাইবে। ডিঃ সুঃ সাহেবের লিখিত আজ্ঞা ব্যতীত নষ্ট করা যাইবে না।
৮।	শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৩৫ প্রকরণ।	পরিষ্কার করিয়া বান্ধিয়া খণ্ড খণ্ড রক্ষিত হইবে।
৯।	পুলিশের নজর বন্দীতে থাকা ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৩৬ প্রকরণ।	ঐ
১০।	বিচার জন্য চালান হওয়া ব্যক্তিগণের আকৃতি লিখার বহি।	৭ম অধ্যায় ৩৭ প্রকরণ।	পরিষ্কার করিয়া বান্ধিয়া খণ্ড খণ্ড রাখিতে হইবে।
১১।	গ্রাম্য চৌকিদারের রেজেষ্টরী বহি।	৭ম অধ্যায় ৩৮ প্রকরণ।	সাবধান পূর্ব্বক রক্ষিত হইবে, কারণ ইহাতে চাকরান ভূমির সমুদয়

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
			বৃত্তান্ত ও চৌকিদারগণ যে গ্রামের অন্তর্গত তাহার বিবরণ আছে।
১২।	চৌকিদারের হাজিরা বহি।	৭ম অধ্যায় ৩৯ প্রকরণ।	প্রতি দুই বৎসরে নষ্ট করা যাইবে। গরহাজির অপরাধে ফৌজদারীতে সপর্দ্দ মোকদ্দমার দৃষ্টি জন্য এই বহি দুই বৎসর রাখা ভাল।
১৩।	আফিম বিষয়ক মোকদ্দমায় শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৪১ প্রকরণ।	সাবধান করিয়া রাখিতে হইবে।
১৪।	রিপোর্ট হওয়া অস্বাভাবিক মৃত্যুর রেজেষ্টরী বহির মুড়িভাগ।	৭ম অধ্যায় ৪২ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হওয়ার পর এক বৎসর রাখিতে হইবে তৎপর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশক্রমে পুলিশ ষ্টেশনে নষ্ট করা যাইবে।
১৫।	স্থানীয় দৈনিক বহি।	৭ম অধ্যায় ৪৩ প্রকরণ।	দুই বৎসর রাখিতে হইবে; অর্থাৎ ১৮৮৬ সনের দৈনিক ১৮৮৯ সনে নষ্ট করিতে হইবে।

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
১৬।	ষ্টেশন অর্ডর বহি।	৭ম অধ্যায় ৪৪ প্রকরণ।	পরিস্কার করিয়া খণ্ড খণ্ড বান্ধিয়া ষ্টেশনে রাখিতে হইবে।
১৭।	জরিমানার বহি।	৭ম অধ্যায় ৪৫ প্রকরণ।	বাকি থাকা সমুদয় জরিমানা আদায় না হইলে অথবা নূতন বহিতে পুরাতন বহির সমুদয় বাকী জরিমানা না উঠিলে নষ্ট করা যাইবে না।
১৮।	মৃত্যুর দৈনিক রেজেষ্টরী বহি।	৭ম অধ্যায় ৪৬ প্রকরণ।	মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মহাফেজ খানায় রক্ষার্থ প্রতি বৎসর প্রেরণ করিতে হইবে।
১৯।	জন্মের দৈনিক রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৪৭ প্রকরণ।	ঐ
২০।	বন্য পশু নাশ করার রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৪৮ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হওয়ার এক বৎসর পর নষ্ট করিতে হইবে।
২১।	নগদ টাকার দৈনিক জমা খরচ বহি।	৭ম অধ্যায় ৪৯ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হওয়ার পর এক বৎসর রাখিতে হইবে, তৎপর ডিঃ সুঃ সাহেবের আদেশ ক্রমে নষ্ট করিতে হইবে।

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
২২।	অযোগ্য মোকদ্দমার রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৫০ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হওয়ার পর দুই বৎসর রাখিতে হইবে, তৎপর ডিঃ সুঃ সাহেবের আদেশ অনুসারে নষ্ট করিতে হইবে।
২৩।	সারকিউলার ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫১ প্রকরণ।	সাবধান করিয়া রাখিতে হইবে।
২৪।	সদর মোকামে প্রেরিত টাকা ও মালের রসিদের ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫২ প্রকরণ।	তিন বৎসর রাখিতে হইবে তৎপর ডিঃ সুঃ সাহেবের লিখিত আদেশ লইয়া নষ্ট করিতে হইবে।
২৫।	আসল বিশেষ দৈনিকের ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫৩ প্রকরণ।	বৎসরের বাণ্ডিল সম্পূর্ণ হইলে ঠিক সেই ভাবে এক বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ ষ্টেশনে থাকিবে। তৎপর কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক কিনারা না হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক হইতে পৃথক করিতে হইবে, এবং কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক ত-

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
			খন নষ্ট করিতে হইবে, কিন্তু কিনারা না হওয়া বা আংশীক কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক প্রথম এতলার মুড়ি সহ মোকদ্দমা সম্পূর্ণ ভাবে কিনারা না হওয়া পর্যান্ত সতর্ক করিয়া রাখিতে হইবে। দশ বৎসর পর ডিঃ সুঃ সাহেবের আদেশ ক্রমে কিনারা না হওয়া অথবা আংশিক কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক নষ্ট করা যাইবে।
২৬।	জারী না হওয়া ওয়ারেণ্টের ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫৪ প্রকরণ।	রক্ষিত হইবে।
২৭।	মালখানার বর্ণনা পত্র ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫৫ প্রকরণ।	আসল বর্ণনা পত্র প্রেরণের পর এক বৎসর পর নষ্ট করিতে হইবে।
২৮।	ডিউটী (কমাণ্ড) সার্টিফিকেট বা চালানের ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫৬ প্রকরণ।	প্রতি বৎসর নষ্ট করিতে হইবে।

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
২৯।	পরিদর্শন বহি।	৭ম অধ্যায় ৫৮ প্রকরণ।	যে ষ্টেশনের বহি তথায় সাবধান পূর্ব্বক রাখিতে হইবে। এই বহিতে পুলিশ ষ্টেশনের ইতিহাস এবং তথায় যে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার বিবরণ থাকে।
৩০।	রিটার্ণ নক্সা।	৭ম অধ্যায় ২৬ প্রকরণ।	পৃথক পৃথক ভাবে নথি করিয়া রাখিতে হইবে; এবং ডিঃ সুঃ সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে আসল নক্সা প্রেরণের তারিখ হইতে এক বৎসর পর নষ্ট করা যাইবে।

সাধারণ আউটপোষ্টে যে বহি রেজেষ্টরী, এবং ফাইল রাখিতে হইবে।

১।	রিটার্ণ (নক্সা)।	৭ম অধ্যায় ২৬ প্রকরণ।	পৃথক পৃথক ভাগে নথি করিয়া রাখিতে হইবে এবং ডিঃ সুঃ সাহেব অথবা মাজিষ্ট্রেটের সমীপে আসল নক্সা প্রেরণের তারিখ হইতে

			এক বৎসর পর নষ্ট করিতে হইবে।
২।	শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৩৫ প্রকরণ।	পরিষ্কার করিয়া বান্ধিয়া খণ্ডে খণ্ডে রাখিতে হইবে।
৩।	ঐ বহির সূচী।	ঐ	ঐ
৪।	পুলিশের নজর বন্দীতে থাকা ব্যক্তিগণের বহি।	৭ম অধ্যায় ৩৬ প্রকরণ।	ঐ
৫।	চৌকিদারের হাজিরা বহি।	৭ম অধ্যায় ৩৯ প্রকরণ।	প্রতি দুই বৎসরে নষ্ট করিতে হইবে। গরহাজির অপরাধে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ মোকদ্দমার দৃষ্টি জন্য এই বহি দুই বৎসর রাখা ভাল।
৬।	স্থানীয় দৈনিক।	৭ম অধ্যায় ৪৩ প্রকরণ।	দুই বৎসর রাখিতে হইবে। অর্থাৎ ১৮৮৬ সনের দৈনিক ১৮৮৯ সনে নষ্ট করিতে হইবে।
৭।	ষ্টেশন অর্ডর বহি।	৭ম অধ্যায় ৪৪ প্রকরণ।	পরিষ্কার করিয়া খণ্ডে খণ্ডে বান্ধিয়া আউটপোষ্টে রাখিতে হইবে।

৮।	সাধারণ মৃত্যুর ফাইল এবং রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৪৬ প্রকরণ।	মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মহাফেজ খানায় রক্ষার্থ প্রতি বৎসর প্রেরণ করিতে হইবে।
৯।	নগদ টাকার দৈনিক জমা খরচের বহি।	৭ম অধ্যায় ৪৯ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হওয়ার পর এক বৎসর রাখিতে হইবে। তৎপর ডিঃ সুঃ সাহেবের আদেশ লইয়া নষ্ট করিতে হইবে।
১০।	সারকিউলার ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫১ প্রকরণ।	সাবধান করিয়া রাখিতে হইবে।
১১।	নগদ টাকা এবং মালের রসিদের ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫২ প্রকরণ।	তিন বৎসর রাখিতে হইবে। তৎপর ডিঃ সুঃ সাহেবের লিখিত আদেশ ক্রমে নষ্ট করিতে হইবে।
১২।	বিশেষ দৈনিকের ফাইল।	৭ম অধ্যায় ৫৩ প্রকরণ।	বৎসরের বাণ্ডিল সম্পূর্ণ হইলে ঠিক সেই ভাবে এক বৎসর পর্য্যন্ত আউটপোষ্টে থাকিবে। তৎপর কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক কিনারা না হওয়া অথবা আংশিক কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক হইতে পৃথক করিতে

			হইবে, এবং কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক তখন নষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু কিনারা না হওয়া বা আংশিক কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক প্রথম এতলার মুড়ি সহ মোকদ্দমা সম্পূর্ণভাবে কিনারা না হওয়া পর্য্যন্ত সাবধান করিয়া রাখিতে হইবে। দশ বৎসরের পর ডিঃ সুঃ সাহেবের আদেশ ক্রমে কিনারা না হওয়া, অথবা আংশিক কিনারা হওয়া মোকদ্দমার দৈনিক নষ্ট করা যাইবে।
১৩।	মোকদ্দমার রেজেষ্টরী বহি।	৭ম অধ্যায় ৫৭ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হইলে পাঁচ বৎসর পর নষ্ট করিতে হইবে।
১৪।	পরিদর্শন রিপোর্ট বহি।	৭ম অধ্যায় ৫৮ প্রকরণ।	সাবধান করিয়া রাখিতে হইবে। এই বহিতে আউটপোষ্টের ইতিহাস এবং তথায় যে অপরাধের আধিক্য হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়।

১৫।	অযোগ্য মোকদ্দমার রেজেষ্টরী বহি।	৭ম অধ্যায় ৫০ প্রকরণ।	সম্পূর্ণ হইলে দুই বৎসর রাখিতে হইবে। তৎপর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডের আদেশ ক্রমে নষ্ট করিতে হইবে।
১৬।	১৮১৭ সনের ২০ আইন অনুসারে নিযুক্ত চৌকিদারের রেজেষ্টরী।	৭ম অধ্যায় ৩৮ প্রকরণ।	সাবধান পূর্ব্বক রক্ষিত হইবে, কারণ ইহাতে চাকবাণ ভূমির সকল বৃত্তান্ত ও চৌকিদারগণ যে গ্রামের অন্তর্গত তাহার বিবরণ আছে।
১৭।	বঙ্গীয় ১৮৭০ সনের ৬ আইনান্তর্গত চৌকিদারের রেজেষ্টরী।	ঐ	ঐ

দশম অধ্যায়

প্রথম অঙ্ক।

আবকারি।

১। ১৮৭৮ সনের ৭ আইনের বিধান মতে পুলিশ কর্ম্মচারীগণের নীচের লিখিত ক্ষমতা আছে।

(ক) ৪১ ধারানুসারে ৩৯ এবং ৪০ ধারার লিখিত আবকারি কর্ম্মকারকের ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) কোন ব্যক্তির অধিকাবে বিনা পাশে কোন ভাটী থাকিলে, ৭৫ ধারানুসারে জব্দ হওয়ার উপযুক্ত আবকারি মাস্থুল যোগ্য কোন দ্রব্য থাকিলে, অথবা আবকারি মাস্থুল যোগ্য কোন দ্রব্য বে-আইন মতে প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে তাহাকে ধৃত করার ক্ষমতা ৩৯ ধারার বিধানানুসারে পুলিশের প্রতি বর্ত্তিয়াছে। (আইনের বিধানের বিপর্য্যয় মতে কোন আবকারি মাস্থুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা দখলে রাখিলে এবং ঐ দ্রবা প্রস্তুত করিতে যে দ্রব্য ব্যবহার হয় বা ব্যবহার করার জন্য রাখা হয় তৎসমুদয়ই ৭৫ ধারা অনুসারে জব্দ হওয়ার উপযুক্ত)।

(গ) কোন ঘরে, নৌকায়, অথবা স্থানে আবকারি মাস্থুল যোগ্য কোন দ্রব্য বে-আইন মতে প্রস্তুত হইতেছে, অথবা ৭৫ ধারানুসারে জব্দ হওয়ার উপযুক্ত কোন দ্রব্য তথায় আছে, কি লুকাইয়া রাখা গিয়াছে কোন কর্ম্মচারীর এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে ৪০ ধারাব বিধান মতে ঐ ঘর, নৌকা, অথবা স্থানে প্রবেশ করার ক্ষমতা পুলিশের আছে। প্রবেশ করার বাধা পাইলে ঐ কর্ম্মচারী কোন দরজা ভাঙ্গিয়া, বা বল প্রকাশ করিয়া কি আর কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহা স্থানান্তর করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন। ঐ জিনিষ প্রস্তুতে যে ভাটী, ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা, এবং আবকারির মাস্থুল যোগ্য সমুদয় দ্রব্য তিনি ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে পাবিবেন। এবং গৃহ, নৌকা অথবা ঐ স্থলের মালিক এবং অন্যান্য যে সমুদয় বাক্তি জিনিষ প্রস্তুত, রাখা, অথবা গোপন করিতে লিপ্ত থাকে তৎসমুদয়কে তিনি ধৃত করিতে পারেন। কোন সংবাদ পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই ধারানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

(ঘ) স্থুতরাং এতদ্দারা আইনের ৫৩, ৫৫. ৫৭, ৫৮, ৬০, এবং ৬১ ধারা পুলিশের গ্রহণ যোগ্য এবং ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, এবং ৭১ ধারা অযোগ্য হইতেছে।

(ঙ) পুলিশের কর্ত্তব্য যে অযোগ্য কোন একটী অপরাধ কৃত হইলে তদ্বিষয় কালেক্টর সাহেবের গোচর করেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

নিম্ন শ্রেণীর আবকারি এবং পুলিশ কর্ম্মচারীর অবগতির জন্য আবকারি আইন এবং নিয়মাবলী সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করা গেল।

১। এখন কি কি আবকারি আইন প্রচলিত আছে?

উঃ—আফিম, এবং আফিম হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির জন্য ১৮৭৮ সনের ১ আইন; আবকারি মাসুল যোগ্য অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইন; ১৮৮১ সনের (বঙ্গীয়) ৪ আইন এবং ১৮৮৩ সনের (বঙ্গীয়) ১ আইন।

২। আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্যের নাম কর।

উঃ—দেশীয় সরাব, দেশীয় রম নামক সরাব, অন্য দেশ হইতে আমদানী হওয়া (বিলাতি) সরাব, তাড়ি, পাঁচুই, গাঁজা, সিদ্ধি, বা ভাঙ্গ, এবং তাহা হইতে প্রস্তুত মাজম, চরস, আফিম, মদত, চণ্ডু; এবং আফিম হইতে প্রস্তুত বা তন্মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য, এবং ঢেঁড়ী।

৩। আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করার আইন কি?

উঃ—বিনা পাট্টায় কোন প্রকার আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় না; কিন্তু আফিম হইতে প্রস্তুত বা তন্মিশ্রিত মদত, চণ্ডু প্রভৃতি পাঁচ তোলার অনধিক বিনা পাট্টায় প্রস্তুত করা যায়। (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৫ ধারা এবং আফিম সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর ৩ প্রকরণ।)

৪। কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাট্টা না লইয়া আবকারি মাসুল যোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রী করা যায় কি না?

উঃ—সাধারণ নিয়ম এই যে, কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাট্টা না লইয়া আবকারি মাসুল যোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করা যায় না। কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের ব্যবহার জন্য আমদানী করা কোন উগ্র কি গাজলা সরাব খরিদ করিলে, এবং তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করার সময় বা তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ দ্রব্য হস্তান্তর করিতে কোন

পাট্টার প্রয়োজন করে না (১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনের ১১ ধারা, এবং ৫৩ ধারার ২ প্রকরণ।)

৫। পোস্তদানা বিনা পাট্টায় বিক্রী করা বে-আইন কি না ?

উঃ—না ; পোস্তদানা আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্যের অন্তর্গত নহে।

৬। খুজরা বিক্রীর পাট্টার সাধারণ নিয়ম কি কি ?

উঃ—সাধারণ নিয়ম এই (১) পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি আপন দোকান কাহাকে দর পাট্টা দিবেন না ; (২) যে দোকানের জন্য পাট্টা প্রাপ্ত হন কেবল সেই দোকানেই বিক্রী করিবেন ; এবং ভিন্ন পাট্টা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বিক্রয় করিবেন না ; বা দ্বিতীয় কোন দোকান স্থাপন করিবেন না ; (৩) তাঁহার দোকানের প্রবেশ দ্বারে সর্ব্বদা এক সাইন্ বোর্ড লটকাইয়া রাখিবেন ; (৪) আমদানী এবং বিক্রয়ের এক দৈনিক হিসাব রাখিবেন ; (৫) নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বা পরে বিক্রয় করিবেন না ; (৬) সরাবের মূল্যের পরিবর্ত্তে কোন পরিধেয় বস্ত্র অথবা অন্য দ্রব্য লইবেন না ; (৭) কুচরিত্র বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধ এমত লোকদিগকে দোকানে যাইতে দিবেন না ; এবং দোকানে জুয়া খেলা, ও অন্যায় আচরণ করিতে নিষেধ করিবেন ; (৮) ইউরোপীয় সৈন্যদিগের নিকট কোন সরাব বিক্রয় করিবেন না।

৭। রেলওয়ের বিশ্রাম কামরায় আমদানী হওয়া সরাবের খুজরা বিক্রয়ের পাট্টার বিশেষ নিয়ম কি কি ?

উঃ—বিশেষ নিয়ম এই—

(১) প্রকৃত প্রস্তাবে রেলওয়ের যাত্রিক না হইলে বিক্রেতা কোন ইউরোপীয় সৈন্যের নিকট কোন প্রকার সরাব বিক্রয় করিবেন না ; (২) তিনি যে সরাব বিক্রয় করেন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে কিছু মিশ্রিত করিবেন না, বা তাহার গুণ হ্রাস করিবেন না, অথবা সরাবে কিছু মিশ্রিত আছে জ্ঞাত থাকিলে তাহা বিক্রয় করিবেন না।

৮। কোন হোটেলে অথবা রেলওয়ের বিশ্রাম কামরায় সরাব বিক্রয়ের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে কি না ?

উঃ— না।

১। থোকে (whole sale) এবং খুজরা বিক্রয়ের পাট্টাতে প্রভেদ কি?

উঃ—থোকে বিক্রয়ের পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি পাট্টার লিখিত আবকারি মাস্থল যোগ্য দ্রব্য নীচের লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারেন, খুজরা বিক্রয়ের পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি এই (নীচের লিখিত) পরিমাণ মাত্র বিক্রয় করিতে পারেন।

দ্রব্য।	পরিমাণ।
(১) উগ্র অথবা গেঁজলা সরাব।	দুই ইম্পিরিয়েল গ্যালন বা ১২ কোয়ার্ট বোতল।
(২) কাঁচা তাড়ি এবং অমিশ্র পাঁচুই।	চারি সের।
(৩) মিশ্রিত পাঁচুই।	আট সের।
(৪) গাঁজা, ভাঙ্গ, বা সিদ্ধি এবং মাজম।	এক পোয়া।
(৫) চরস, আফিম, মদত এবং চণ্ডু।	পাঁচ তোলা।
(৬) টেঁড়ি।	পাঁচ সের।

১০। খোলা ভাটীর সরাব উর্দ্ধ কি পরিমাণ বিক্রয় করা যায়?

উঃ—ছয় কোয়ার্ট বোতল।

১১। ১৮৭৮ সনের ১ আইন মত বর্ণিত আফিম বা মাদক দ্রব্য এবং টেঁড়ি কোন চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট কি পরিমাণ বিক্রী করা যাইতে পারে?

উঃ—১৮৭৮ সনের ১ আইন মত বর্ণিত আফিম বা মাদক দ্রব্য এক সেরের অনধিক; এবং দশ সেরের অনধিক টেঁড়ি বিক্রী করা যাইতে পারে। (আফিম বিষয়ক নিয়ম ২৩ প্রকরণ।)

১২। পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি কি অবস্থায় আমদানী সরাব এক পাইণ্ট বোতলের কম বিক্রয় করিতে পারেন?

উঃ—(১) হোটেল অথবা রেলওয়ের বিশ্রাম কামরার পাট্টা-

প্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং কলিকাতার বাহিরে কোন খুজরা পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি এক পাইণ্ট বোতলের কম বিক্রয় করিতে পারেন; (২) কলিকাতায় যে ব্যক্তির আমদানী সরাবের খুজরা বিক্রয়ের দোকান আছে, তাঁহার তথায় রম সরাব এবং দেশী সরাব খুজরা বিক্রয়ের পাট্টা থাকিলে, তিনি এক পাইণ্ট বোতলের কম বিক্রয় করিতে পারেন। (আবকারি নিয়মের ৫ ধারার ৩ প্রকরণ।)

১৩। আমদানী সরাবের পাট্টার বলে রম সরাব বিক্রয় করা যাইতে পারে কি না?

উঃ—রম সরাব প্রকৃত আমদানী করা সরাব হইলে আমদানী সরাবের পাট্টার বলে তাহা বিক্রয় করা যায়।

১৪। হোটেলের জন্য পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি তৎ সীমানার বাহিরে সরাব বিক্রয় করিতে পারেন কি না?

উঃ—না। হোটেলে যে সরাব বিক্রয় হয় তৎসমুদয় তাহার সীমানার মধ্যে পান করিতে হইবে।

১৫। ষ্টীমারের উপর আমদানী সরাব বিক্রয় করার পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি ষ্টীমারের যাত্রিক অথবা ষ্টীমারের কার্য্যকারক ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির নিকট সরাব বিক্রী করিতে পারেন কি না?

উঃ—না। ষ্টীমারের পাট্টার কেবল মাত্র ষ্টীমারের যাত্রিক অথবা ষ্টীমারের কার্য্যকারকের নিকট সরাব বিক্রয়ের ক্ষমতা আছে।

১৬। খোলা ভাটীর সরাব সদর ভাটীর সীমানায় আনিতে পারা যায় কি না?

উঃ—না। সদর ভাটীর সীমার মধ্যে কাহার নিকট খোলা ভাটীর সরাব থাকিলে তাহার নামে মোকদ্দমা করা যাইতে পারে।

১৭। ব্রাণ্ডি এবং অন্যান্য সরাবে জল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে তাহাতে কি কোন অপরাধ হয়?

উঃ—না। কেবল মাত্র রেলওয়ের বিশ্রাম কামরা ব্যতীত আর কোন স্থানে যে সরাব বিক্রয় করা যায় তাহার উগ্রতা সম্বন্ধে কাহারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই।

১৮। কোন রসায়নবিৎ ব্যক্তি, ঔষধ বিক্রেতা, ঔষধ প্রস্তুত কারক, বা ঔষধালয়ের মালিক বিনা পাট্টায় সরাব বিক্রয় করিতে পারেন কি না ?

উঃ—না।

১৯। কাঁচা তাড়ি, বা খর্জ্জুর, বা অন্য বৃক্ষের রস বিক্রয় করার নিয়ম কি ?

উঃ—বিনা পাট্টায় কাঁচা তাড়ি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। বৎসরের মধ্যে যে সময় কাঁচা রস পান করা যায় কালেক্টর সাহেব সেই কালে গাছ হইতে চোয়ান কাঁচা বা গেঁজলা না উঠা তাড়ি বিক্রয় করার পাট্টা দিতে পারেন। এই পাট্টার জন্য পাঁচ টাকার অতিরিক্ত মাসুল বৎসর লওয়া যাইবে না। কিন্তু এতদ্দ্বারা বিক্রেতা দোকানে তাড়ি মজুত রাখায় গেঁজলা উঠিলে বিক্রয় করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন না। (আবকারি বিধানের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণ।)

২০। কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাস না লইয়া কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তি আমদানি সরাবের ১২ বোতলের অতিরিক্ত নিকটে রাখিতে পারেন কি না ?

উঃ—নিজের ব্যবহার বা পান জন্য খরিদ করিলে রাখিতে পারেন ; কিন্তু বিক্রয় করার জন্য নহে। (১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৬১ ধারার ২ প্রকরণ।)

২১। চারি সেরের অতিরিক্ত কাঁচা তাড়ি কোন অবস্থায় কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাট্টা না লইয়া নিকট রাখা যায় কি না ?

উঃ—গুড় কি চিটা প্রস্তুত জন্য ব্যবহার করিলে যে কোন পরিমাণ কাঁচা তাড়ি কোন ব্যক্তি আপনার নিকট রাখিতে পারেন। (১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৬১ ধারা।)

২২। কি অবস্থায় পাঁচ তোলার অতিরিক্ত আফিম বা তন্মিশ্রিত ও তাহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্য, এবং পাঁচ সেরের অতিরিক্ত টেঁড়ি দখলে রাখা যায় ?

উঃ—(১) ভারতবর্ষের সীমানার বহির্ভূত ভিন্ন দেশের পথিকেরা এবং দর্শকগণ ভারতবর্ষে আসিলে তাঁহাদের নিজের বা বন্ধীয় সমুদয় ব্যক্তিগণের ব্যবহার জন্য তাঁহাদের আপন দেশোৎপন্ন মোট দুই সেরের অনধিক আফিম বা তদ্দ্বারা প্রস্তুত মাদক দ্রব্য দখলে রাখিতে পারেন; কিন্তু বিক্রয় বা বিনিময় করণাভিপ্রায় হইলে পারিবেন না।

(২) ভিন্ন দেশীয় ঘোড়া ব্যবসায়ীগণ ঘোড়া লইয়া ভারতবর্ষে আসিলে প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য তাহাদের আপন দেশোৎপন্ন আফিম বা তদ্দ্বারা প্রস্তুত মাদক দ্রব্য দশ তোলা পর্য্যন্ত নিকট রাখিতে পারেন।

(৩) ১৮৫৭ সনের ১৩ আইনানুসারে উপযুক্ত চাষী পাট্টাদারগণ পোস্ত পরিপক্ক হইলে আফিমের এজেণ্টের নিকট আফিম না দেওয়া পর্য্যন্ত নিয়মিত সময় মধ্যে ঢেঁড়ি এবং নূতন আফিম নিকট রাখিতে পারেন। (আফিম বিষয়ক নিয়ম ৫ প্রকরণ।)

২৩। কোন চিকিৎসা ব্যবসায়ী আফিম বিক্রয় করিতে, অথবা ৫ পাঁচ তোলার অতিরিক্ত আফিম বা তদ্দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য, এবং পাঁচ সেরের অতিরিক্ত ঢেঁাড়ি দখলে রাখিতে পারেন কি না?

উঃ—কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া কোন চিকিৎসা ব্যবসায়ী এক সময় এক সের পর্য্যন্ত আফিম, বা তন্মিশ্রিত এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন কোন দ্রব্য, এবং দশ সের ঢেঁড়ি আপনার নিকট রাখিতে পারেন, এবং কেবল মাত্র চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ জিনিষ খুজরা বিক্রয় করিতে পারেন। (আফিম বিষয়ক বিধির নিয়ম।)

২৪। কোন বিক্রেতা আফিমের সহিত অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিতে পারেন কি না?

উঃ—না। আফিম খুজরা বিক্রয়ের পাট্টার পঞ্চম বিধি অনুসারে বিক্রেতা আফিমের সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিতে পারেন না।

২৫। যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তাহার চাস এবং রোপণ সম্বন্ধে কি নিয়ম?

উঃ—কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাট্টা না লইয়া যে ব্যক্তি যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় এমত কোন গাছের চাষ করেন, বা তদ্রূপ বে-আইন চাষের পোষকতা করেন তাঁহার ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৫৪ ধারার অপরাধে ৫০০৲ টাকার অনধিক, জরিমানা হইতে পারে; এবং চাষোৎপন্ন গাছ ধৃত হইয়া জব্দ করা যাইতে পারিবে।

২৬। কি কি গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয়?

উঃ—গাঁজা, ভাঙ্গ, এবং পোস্ত।

২৭। গাঞ্জা এবং ভাঙ্গ বিক্রী করার কোন নিষিদ্ধ নিয়ম আছে কি?

উঃ—আছে। গাঁজা বা ভাঙ্গের চাষী ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে ঐ দ্রব্য খরিদ করার অনুমতি-প্রাপ্ত পাট্টা গৃহীতা ব্যতীত অপর কাহার নিকট গাজা কি ভাঙ্গের গাছ কি ঐ গাছ হইতে উৎপন্ন গাঁজা বা ভাঙ্গ বিক্রয় করিতে পারে না। (১৮৭৮ সনের ৭ আইনের ৬৩ ধারা)।

২৮। ভাঙ্গ আপনি (স্বভাবতঃ বিনা চাষে) জন্মিলে পুলিশ কর্ম্মচারী তদ্বিষয় রিপোর্ট করিতে বাধ্য কি না?

উঃ—হাঁ, কোন পুলিশ কর্ম্মচারী আপনা হইতে ভাঙ্গ গাছ উৎপন্ন হইতে দেখিলে তাঁহার আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর যোগে আবকারির ডেপুটী কালেক্টরের নিকট তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করা কর্ত্তব্য।

২৯। আবকারি কর্ম্মচারীর কি কি ক্ষমতা আছে?

উঃ—(ক) কাহার দখলে বিনা পাট্টায় ভাটী, বা জব্দ হওয়ার উপযুক্ত আবকারি মাস্থল যোগ্য কোন দ্রব্য থাকিলে, বা কেহ আবকারি মাস্থল যোগ্য কোন দ্রব্য বে-আইন মতে প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে থাকিলে তাহাকে পেয়াদা বা কনেষ্টবলের উপরিস্থ আবকারির কোন কর্ম্মচারী ধৃত করিতে পারেন; এবং তিনি ঐ ভাটী, তৎসংক্রান্ত অন্যান্য জিনিষ এবং ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে যে জিনিষ ব্যবহৃত হইয়াছে তৎসমুদয় ধৃত করিতে পারেন।

(খ) বে-আইন মতে কোন আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, অথবা জব্দ হওয়ার উপযুক্ত কোন আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য কোন ঘরে, নৌকায়, বা অন্য স্থানে আছে কি গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, আবকারি বিভাগের পেয়াদার উপরিস্থ কোন কর্ম্মচারীর নিজের জ্ঞাতসারে কি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, তিনি করপোরাল (corporal) বা হেড কনেষ্টবলের পদস্থ নিম্ন শ্রেণীর নহে এমন পুলিশ কর্ম্মচারীর মোকাবেলা সর্ব্বদা তদ্রূপ কোন গৃহে, নৌকায়, বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারেন। অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উপরের লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত কোন সংবাদ পাওয়া গেলে তাহা লিখিয়া লইতে হইবে। তাঁহার প্রবেশকালে বাধা দিলে দরজা ভাঙ্গিয়া, বা বল প্রকাশ করিয়া এবং অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহা স্থানান্তর করিয়া প্রবেশ করিতে পারেন; এবং ঐ জিনিষ প্রস্তুত করিতে যে ভাটী এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও, আবকারি মাসুল যোগ্য সমুদয় দ্রব্য ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আর ঘর, নৌকা, কি স্থানের দখলিকারক, এবং অন্যান্য যে সমুদয় ব্যক্তি ঐ দ্রব্য প্রস্তুত, বা রাখিতে, অথবা গোপন করণে লিপ্ত থাকে তৎসমুদয় তিনি ধৃত করিতে পারেন। (গ) ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের অনুবলে আবকারির কোন কার্য্যকারক কোন আসামী, মাল ধৃত, বা কোন খানাতল্লাস করিলে তিনি সেই সময় হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৎসমুদয় অবস্থার এক বিস্তারিত রিপোর্ট আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইবেন*; এবং কালেক্টর সাহেবের প্রদত্ত কোন ওয়ারেণ্ট অনুসারে ঐ কার্য্য না করিলে তিনি যত সত্বর হয় ধৃত হওয়া আসামী, অথবা জিনিষ কোন মাজিষ্ট্রেটের সমীপে লইয়া যাইবেন; কিন্তু আফিম সংক্রান্ত মোকদ্দমায় এই রিপোর্ট ৪৩ ঘণ্টার মধ্যে দিতে হইবে। (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৩৯।৪০।৪৪ ধারা এবং ১৮৭৮ সনের ১ আইনের ২১ ধারা)।

৩০। আবকারি কার্য্য সম্বন্ধে পুলিশ কর্ম্মচারীর কি কি ক্ষমতা আছে?

উঃ—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবকারির কার্য্যকারকদিগের ন্যায় পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য ধৃত, ও তল্লাস, এবং ঐ জিনিষ যাহাদের নিকট থাকে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

৩১। পেয়াদার উপরিস্থ কোন আবকারি কার্য্যকারক কি ক্ষমতায় পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তির দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিতে পারেন, এবং জব্দ হওয়ার উপযুক্ত আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য বহনকারীদিগকে ধৃত করিতে পারেন?

উঃ—কালেক্টর সাহেব এই কার্য্যের নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট দিলে তদনুবলে পারেন। (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৩৭ ধারা)।

৩২। আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য কি অবস্থায় ধৃত করা যায়?

উঃ—আবকারী আইনের বিপর্য্যয় ক্রমে কোন আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত, বা নিকট রাখিলে, এবং ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে যে জিনিষ ব্যবহার হইয়াছে, বা ব্যবহৃত হইত তৎসমুদয় এতৎ কার্য্যে নিযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি ধৃত ও জব্দ করিতে পারেন। জব্দ হওয়ার উপযুক্ত কোন দ্রব্য ধৃত হইলে তাহা যে পাত্রে, বস্তায়, ও আবরণে থাকে এবং তাহা বহিয়া লওয়ার জন্য যে জন্তু ও যান ব্যবহৃত হয় তৎসমুদয়ও ধৃত হইয়া জব্দ হওয়ার উপযুক্ত। (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৭৫ ধারা)।

৩৩। পাট্টার কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন হইলে কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হয়?

উঃ—কোন কর্ম্মচারী পাট্টার কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে দেখিতে পাইলে তদ্বিষয় সম্পূর্ণ অবস্থাযুক্ত রিপোর্ট তাঁহার আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর যোগে জেলার অথবা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের আদেশ জন্য প্রেরণ করিবেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর বিক্রয় করিলে, অথবা বিক্রেতার পাট্টার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত বা

কম বিক্রয় করিলে তিনি মোকদ্দমা বিচারার্থে চালান দিতে পারেন।

৩৪। পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তির গোমস্তা, অথবা চাকর পাট্টার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তৎজন্য পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি দায়ী কি না?

উঃ—হাঁ। পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নিযুক্ত কোন চাকর বা অপর ব্যক্তির ত্রুটি, অথবা অসাবধানতায় কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে তজ্জন্য পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যক্তি দায়ী; এবং এই প্রকার কোন অপরাধের জন্য কোন জরিমানা হইলে তাহা পাট্টাদারের নিকট হইতে আদায় হইবে, তাহার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদায় হইবে না। (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইন ৫৯ ধারা)।

৩৫। কোন জমির মালিক, ইজারাদার, তহশিলদার, গোমস্তা বা অন্য কর্ম্মচারী তাহার জ্ঞাতসারে, বা আদেশানুসারে বে-আইন মতে আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রীর জন্য দণ্ড প্রাপ্তের যোগ্য কি না?

উঃ—হাঁ। ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৬৫ ধারানুসারে তাহার এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারে।

৩৬। আবকারির কর্ম্মচারীগণ তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সংবাদ দিলে, বা অনুরোধ করিলে পুলিশ কর্ম্মচারী তাহার সাহায্য করিতে বাধ্য কি না?

উঃ—হাঁ। ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৮ আইনের ৬৮ ধারানুসারে কোন আবকারির কর্ম্মচারী পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট সহায়তা চাহিলে তিনি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত সাহায্য দানে ত্রুটি বা অস্বীকার করিলে তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারে।

৩৭। বিরক্তিজনক উল্লাস, ধৃত বা গ্রেপ্তারের জন্য আবকারির কর্ম্মচারীর কি দণ্ড হইতে পারে?

উঃ—১৮৭৮ সনের আফিম বিষয়ক ১ আইনের ১৮ ধারা, এবং ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৬৯ ধারানুসারে কোন আবকারির

কর্ম্মচারীর সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে কোন গৃহ, নৌকা, অথবা অন্য স্থানে প্রবেশ বা তল্লাশ করিলে কি করাইলে, অথবা উপরোক্ত আইনানুসারে জব্দ হওয়ার উপযুক্ত আবকারির মাস্থল যোগ্য কোন দ্রব্য ধৃত বা অন্বেষণ করিবার ছলনায় কোন ব্যক্তির মাল কষ্টজনক রূপে, বা অনাবশ্যক মতে ধৃত করিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তিকে বিরক্তি ভাবে কি অনাবশ্যক মতে আটক করিলে, তল্লাশ করিলে বা ধৃত করিলে তাহার এতদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৩৮। আবকারি মাস্থল যোগ্য দ্রব্য বে-আইন মতে প্রস্তুত, বা বিক্রয় এবং দখল রাখার মোকদ্দমা ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের কোন্ ধারামতে বিচার্য্য ?

উঃ—৫৩ এবং ৬১ ধারা।

৩৯। ১৮৭৮ সনের আফিম বিষয়ক ১ আইনের লিখিত অপরাধ সমূহে উক্ত আইনের কোন্ ধারামতে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হয় ?

উঃ—৯ ধারামতে।

৪০। আফিম বিষয়ক আইনের ৯ ধারামতে আফিম সংক্রান্ত মোকদ্দমার কি অনুমান করিয়া লইতে হয় ?

উঃ—এই অনুমান করিয়া লইতে হয় যে বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত আসামী সন্তোষ জনক রূপে সে আফিমের হিসাব দিতে না পারেন তৎসম্বন্ধে তিনি অপরাধ করিয়াছেন। (১৮৭৮ সনের ১ আইনের ১০ ধারা)।

৪১। আবকারি আইনের কোন্ ধারা এবং কোন্ বিধি মতে তদন্তকারী এবং ধৃতকারী কার্য্যকারক আবকারি মোকদ্দমায় পুরস্কার পাইতে পারেন ?

উঃ—১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৭৭ ধারা; বোর্ডের প্রণীত আবকারি বিধানের ২ ধারার ১৯ প্রকরণ; ১৮৭৮ সনের ১ আইনের ১৩ ধারা; এবং আফিম বিষয়ক আইনের ৫ ও ১৩ ধারানুক্রমে প্রণীত বিধির ৪৭ ধারা।

৪২। অবকারি মোকদ্দমায় আদায় হওয়া জরিমানা কি হারে পুরস্কার স্বরূপ বিভাগ করিয়া দিতে হয়।

উ—জরিমানার সমুদয় টাকা আদায় হইলে কালেক্টর সাহেব আপন বিবেচনা মতে যে ব্যক্তি অপরাধ, মাল এবং আসামী ধৃত করে তাহাদের মধ্যে হারানুসারে ঐ টাকা বিভাগ করিয়া দিবেন; আফিম ব্যতীত অন্যান্য জব্দ হওয়া মাল বিক্রয়ের মূল্যও ঐ সকল ব্যক্তি পাইতে পারেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

আবকারি এবং আফিম সংক্রান্ত অপরাধ নিবারণ সম্বন্ধে পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যতা।

১। ১৮৭৯ সনের ২১ শে মার্চ্চ তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন দ্বারা পুলিশের প্রতি আবকারি অপরাধ নিবারণের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের দেখা কর্ত্তব্য যে, আবকারি আইনের ইচ্ছাপূর্ব্বক, অথবা চতুরতা পূর্ব্বক অবমাননা না হয়, এবং এই আইন দ্বারা তাঁহাদের যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল তদ্দ্বারা অপরাধীদিগকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়।

২। আবকারি মাস্থল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত জন্য ভারতবর্ষের কেবল মাত্র টেঁড়ি, গাঁজা, এবং ভাঙ্গের চাষ হয়।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ৩১ ধারা।

৩। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাধারণ আইন হইতে বর্জ্জিত জেলা ব্যতীত অপর কোন জেলায় গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত ভিন্ন টেঁড়ির চাষ করা এক কালীন নিষিদ্ধ। নিম্ন বঙ্গে এইরূপ বর্জ্জিত কোন জেলা সংপ্রতি নাই; এবং কেবল মাত্র বেহার বিভাগের জেলা সমূহে; ভাগলপুর বিভাগের ভাগলপুর, মুঙ্গের জেলা ও ছোট-

নাগপুর বিভাগের হাজারিবাগ জেলায় গবর্ণমেণ্টের জন্য ঢেঁড়ির চাষ হয়, সুতরাং নিম্ন বঙ্গের অন্যান্য সমুদয় জেলায় ঢেঁড়ির চাষ এক কালীন নিষিদ্ধ। আসাম প্রদেশে লোকের ঢেঁড়ির চাষ করার অভ্যাস আছে এবং তথায় অল্প কাল হইল চাষ করা নিষেধ হইয়াছে অতএব সেই স্থানে ঢেঁড়ির বে-আইন চাষ না হয়, তৎপ্রতি পুলিশের বিশেষ সতর্কতা হওয়া আবশ্যক।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ৮ ধারা।

৪। গবর্ণমেণ্টের জন্য যাহারা ঢেঁড়ির চাস করে তাহাদের পাট্টা আছে। সব ডেপুটী এজেণ্ট অথবা আফিম বিভাগের অন্য ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী এই পাট্টা দিয়া থাকেন। যতটুকু জমিতে চাষ হইবে তাহার সীমানা পাট্টায় নির্দ্দিষ্ট থাকে।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ২১ ধারা।

৫। কোন ব্যক্তি বিনা পাট্টায় ঢেঁড়ি চাষ করিলে বা কোন প্রকার সেই বে-আইন চাষ করিতে উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ২২ ধারা।

৬। ভূম্যধিকারী এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের জমিতে বে-আইন ঢেঁড়ির চাষের সংবাদ তৎক্ষণাৎ পুলিশ, বা আবকারি, বা আফিম বিভাগের কর্ম্মচারী বা মাজিষ্ট্রেট, বা কালেক্টরের নিকট না দিলে তাঁহারাও উপরোক্ত দণ্ডভোগের উপযুক্ত।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ২৩ ধারা।

৭। পুলিশ, আবকারি, এবং আফিম বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারী, এবং গবর্ণমেণ্টের সমুদয় দেশীয় কর্ম্মচারী বে-আইন ঢেঁড়ির চাষের সংবাদ জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করিতে বাধ্য। ইহার অন্যথায় আফিম বিভাগের কর্ম্মচারী হইলে ১০০০৲ টাকা, এবং অপর কর্ম্মচারীর ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ২৫ ধারা।

৮। ভূম্যধিকারী এবং তাঁহার কর্ম্মচারী তাঁহার জমির মধ্যে বে-আইন মতে ঢেঁড়ি উৎপন্ন হইলে তাহা ক্রোক করিয়া নিকটস্থ পুলিশ ইনেস্পেক্টর, বা আবকারি দারগা অথবা আফিমের গোমস্তাকে তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিবেন। পুলিশের ইনেস্পেক্টর সংবাদ পাইলে বোর্ডের সারকুলারের ২ প্রকরণ অনুসারে আচরণ করিবেন।

৯। গাঁজা বা ভাঙ্গ গাছের চাষ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা বোর্ড অব্-রেভিনিউর ক্ষমতা আছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময় কেবল মাত্র গাঁজা উৎপন্ন নিষেধ আছে। জেলার কালেক্টর অথবা গাঁজার সুপারভাইসারের অনুমতি পত্র ব্যতীত গাঁজা চাষ করা যায় না।

১০। পুলিশ ভাঙ্গ চাষের প্রতি হস্তক্ষেপণ করিবেন না; কিন্তু নিম্ন বঙ্গ প্রদেশে কেবল মাত্র আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্যোৎপন্নের নিমিত্ত ভাঙ্গ রোপণ করা হয় বিধায় পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত যে, ভাঙ্গের চাষ দেখিলে, এবং আবকারি বিভাগের কর্ম্মচারীর জানা নাই এরূপ বোধ করিলে, তদ্বিষয়ের সংবাদ অবিলম্বে তাঁহাকে দিবেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্বাধীন চাষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

১১। সংপ্রতি কেবল মাত্র রাজসাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সীমানায় গাঁজার চাষ হয়। অন্য কোন স্থানে গাঁজার চাষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা আবকারির কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ৩১ ধারা।

১২। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আইনের বিধান হইতে বর্জ্জিত জেলা ব্যতীত অপর কোন জেলায় গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত ভিন্ন অফিম প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ। নিম্ন বঙ্গ প্রদেশে এইরূপ বর্জ্জিত কোন জেলা নাই।

১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৩৫ ধারা।

১৩। গাঁজা, চরস, এবং ভাঙ্গ প্রস্তুত করা কর্ত্তৃত্বাধীন রাখা বোর্ড অব রেভিনিউর ক্ষমতা আছে; কিন্তু তজ্জন্য কোন নিয়ম এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই সুতরাং আইন অনুসারে এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ

নহে। ৯ প্রকরণের লিখিত ভাঙ্গ গাছের চাষ সম্বন্ধীয় বিধি, এই সকল (গাঁজা, চরস ও ভাঙ্গ) দ্রব্য প্রস্তুতের প্রতি বেশী বর্ত্তে। ইহার প্রত্যেক প্রকার স্বাধীন-প্রস্তুত তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করিতে হইবে এবং তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১৪। পাশ-প্রাপ্ত প্রত্যেক ভাটীর বা গবর্ণমেণ্টের ভাটীর চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর (বেড়া) দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে ও তাহা আবকারি কর্ম্মচারীর জিম্মায় থাকে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অপকার না হয় তৎপ্রতি এই কর্ম্মচারীর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভাটীর উপযুক্ত মত পাশ আছে অথবা উপযুক্ত ক্ষমতায় স্থাপিত কেবল মাত্র ইহাই পুলিশের ভাল রূপ দেখিতে হইবে, তাহার প্রাচীরের ভিতর যে, কোন কার্য্য হয় তজ্জন্য পুলিশের কোন দায়িত্ব নাই।

১৫। খোলা ভাটীতে দেশীয় সরাব পাট্টা লইয়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে; কিন্তু কোন ভাটীতে দশ ইম্পিরিয়েল গ্যালনের অতিরিক্ত রাখা যাইবে না, এবং প্রত্যেক ভাটীর জন্য পৃথক পাট্টা লইতে হইবে। মেদিনীপুর, কটক, পুরী, বাখরগঞ্জ, এবং ছোটনাগপুর বিভাগের জেলা সমূহের দূরতর স্থানের কতক খোলা ভাটী সম্প্রতি পাট্টা প্রাপ্ত হইয়াছে। আসাম বিভাগে এবং দারজিলিংএ এখন পর্য্যন্ত কোন সাধারণ ভাটীর নিয়ম প্রচলিত করা হয় নাই; সুতরাং তথায় বিশেষ প্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত এবং উদয়ের মধ্যে কোন খোলা ভাটীর কাজ করা যাইবে না।

১৬। পথিক অথবা ঘোড়া ব্যবসায়িগণের নিকট নিয়মের অতিরিক্ত পরিমাণ (প্রশ্নোত্তরের ২২ প্রশ্নের উত্তর দেখ) আফিম থাকিলে তাহা জব্দ হইতে পারিবে; কিন্তু ঐ ব্যক্তিগণ আর কোন রূপ দণ্ডনীয় হইবে না।

১৭। বোর্ড অব্ রেভিনিউ নিয়ম করিয়াছেন যে, ক্ষেত্রের গাঁজা একত্রিত হইলে ও তাহা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হইলে এবং বিক্রী করার পূর্ব্বে, গাঁজা চাষ করার অনুমতি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ গাঁজা দখলে রাখার জন্য গাঁজার সুপার ভাইসরের নিকট হইতে

পাট্টা লইবেন; তদন্যথায় তাহা বিনা পাট্টায় দখলে রাখা গণ্য হইবে। সুতরাং বে-আইনী। পাট্টা-প্রাপ্ত ব্যবসায়ীগণ আবকারি বিভাগের তত্বাবধারণের রেজেষ্টরীকৃত গোলায় গাঁজা মজুত রাখিতে পারেন কিন্তু বিনা তত্বাবধানে গাঁজা গোলাজাত করা যায় না।

১৮। অনুমতি-প্রাপ্ত গুদাম ঘর, বা অনুমতি-প্রাপ্ত ভাটী, কি সরকারী ভাটী, প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ গুদাম ঘর ব্যতীত আর কোন স্থানে সরাব ইত্যাদি মজুত রাখা যাইবে না; যদি কলিকাতায় ব্যবহার জন্য রাখা হয় তবে আবকারির গুদামে কষ্টম হৌসে রাখিতে হইবে।

১৯। কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে পাট্টা ব্যতীত আবকারি মাসুল যোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। খুজরা পাট্টার বলে থোকে বিক্রয় করা যায় না।

২০। পাট্টা-প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতার নিকট ভিন্ন অপর কাহার নিকট থোকে দেশীয় সরাব, তাড়ি, পাচই ইত্যাদি বিক্রয় করা যায় না।

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ২০ ধারা।

২১। কোন অনুমতি-প্রাপ্ত ঢেঁড়ীর চাষী, কি আফিম বিভাগের কোন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কেহ থোকে কি খুজরা হিসাবে আফিম খরিদ করিলে, বা খরিদ করিবার উদ্যোগ করিলে তাহার ১০০০৲ টাকা, অথবা ৩২৲ টাকার এক সের হিসাবে ১০০০৲ টাকার অতিরিক্ত হইলে সেই পরিমাণ জরিমানা হইতে পারিবে। আফিমের খুজরা বিক্রয়ের পাট্টাদারগণ আফিমের সহিত অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিতে পারিবেন না।

১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৬৩ ধারা।

২২। অনুমতি-প্রাপ্ত বিক্রেতা, বা খরিদদার ব্যতীত গাঁজা, বা ভাঙ্গের চাষী ব্যক্তি আর কাহারও নিকট ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার ৫০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা হইবে।

২৩। কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া গাঁজা থোকে বিক্রয়ের ব্যবসায়ীগণ গাঁজা উৎপন্ন জেলায় গাঁজার চাষীদিগের নিকট হইতে গাঁজা খরিদ করিয়া সমুদয় স্থানে তাহা আমদানী করেন। উৎপন্ন জেলা হইতে গাঁজার চালান লইয়া আসিবার সময় রাস্তায়, অথবা তাহা যে জেলায় আমদানী হয় তথায় গোলাজাত হইলে এই থোকে বিক্রয়ের ব্যবসায়ীগণ কোন পাস বা প্রদানের অনুমতি পত্র দেখিলে পাট্টা-প্রাপ্ত বিক্রেতা, বা অন্য থোকে বিক্রয়ের ব্যবসায়ীর নিকট গাঁজা বিক্রয় করিতে পারেন।

বোর্ডের বিধানের ১৭ অধ্যায়ের ২৯, ৩০, ৪১ প্রকরণ।

২৪। থোকে বিক্রয়ের পাট্টার বলে খুজরা বিক্রয় করা যায় না।

২৫। খুজরা বিক্রয়ের পাট্টা রহিত বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যর্পিত না হইলে এক বৎসর বলবৎ থাকে।

১৮৭৮ সনের ৭ আইনের ২৭, ২৯, ৩০ ধারা।

২৬। বোর্ড অব্ রেভিনিউ যে ফারমে, এবং যে নিয়মে আবকারি আইনান্তর্গত পাট্টা দিতে হইবে তাহার বিধান করিয়া থাকেন। পাট্টার নীচের লিখিত নিয়ম পুলিশের জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

প্রথম—যে সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহা কেবল মাত্র আইন অথবা বিধান অনুসারে আমদানী করিতে হইবে; পাট্টার ছল করিয়া কোন বে আইন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না।

দ্বিতীয়—কেবল মাত্র যে দ্রব্যের জন্য পাট্টা তাহাই বিক্রয় করিতে হইবে।

তৃতীয়—কেবল পাট্টার লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করিতে হইবে; একখানি পাট্টায় কেবল এক দোকান রাখা যায়, তদধীনে আর কোন দোকান রাখা যায় না।

চতুর্থ—বিক্রীত দ্রব্যের বিনিময়ে কোন পরিধেয় বস্ত্র, বা অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করা যায় না, (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৬৭ ধারা)।

পঞ্চম—সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে অথবা পাট্টার লিখিত সময়ের পর, (সচরাচর রাত্রি ৯টা) কোন দ্রব্য বিক্রয় করা যায় না।

ষষ্ঠ—দোকানের মধ্যে মাতলামি, বা অহিতাচরণ করিতে দেওয়া নিষেধ, এবং কুচরিত্রের লোক বলিয়া যাহারা বিখ্যাত এমত লোককে দোকানে একত্রিত হইতে বা তথায় থাকিতে দেওয়া নিষেধ; কোন সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক দোকানে প্রবেশ করা মাত্র পুলিশ অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে, তৎক্ষণাৎ জানাইতে হইবে। (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৬৭ ধারা।)

সপ্তম—দোকানে যে জিনিষ বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া যায় তাহার নাম ইংরেজীতে ও দেশীয় ভাষায় এক সাইন্ বোর্ডে লখিয়া দোকানের প্রবেশ দ্বারে সর্ব্বদা লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

অষ্টম—কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে ওয়ারেণ্ট পাইলে পুলিশ দিবসে বা রাত্রে যে কোন সময় দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক পাট্টা এবং হিসাব দেখিতে পারেন। (১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৩৭ ধারা।)

উপরের লিখিত সমুদয় নিয়ম আবকারি মাস্থল যোগ্য সমুদয় দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের পাট্টার প্রতি তুল্যভাবে বর্ত্তিবে।

চতুর্থ অঙ্ক।

পুলিশের কর্ত্তব্য কাজ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

১। কনেষ্টবলের উচ্চপদস্ত কোন পুলিশ কর্ম্মচারী কাহার দখলে বিনা পাট্টায় ভাটী বা জব্দ হওয়ার উপযুক্ত আবকারি মাস্থল যোগ্য কোন দ্রব্য থাকিলে তাহাকে, অথবা আবকারি মাস্থল যোগ্য কোন দ্রব্য কেহ বে-আইন মতে বিক্রয় করিতে থাকিলে তাহাকে ধৃত করিতে পারেন; এবং ঐ ভাটী, ও তাহার সরঞ্জাম, ও তদ্রূপ আবকারি মাস্থল যোগ্য দ্রব্য ধৃত করিতে পারেন।

১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৩৯ ধারা।

২। ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৪০ ধারা।

কোন গৃহে, নৌকায় অথবা অন্য স্থানে বে-আইন মতে সরাব প্রস্তুত হইতেছে, বা জব্দ হওয়ার উপযুক্ত আবকারি মাসুল যোগ্য দ্রব্য গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, কনেষ্টবলের উপরিস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারী এরূপ সংবাদ পাইলে, ও তাহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ থাকিলে ঐ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি সূর্য্য উদয় এবং অস্ত গমনের মধ্যে ঐ গৃহ, নৌকা, বা স্থানে, আবশ্যক হইলে, বল প্রকাশ পূর্ব্বক প্রবেশ করিতে পারেন; এবং ঐ দ্রব্য প্রস্তুতে যে যে যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ও ঐ সমুদয় দ্রব্য ধৃত করিয়া লইয়া আসিতে পারেন; ও ঐ গৃহ, নৌকা, বা স্থানের অধিকারী এবং ঐ দ্রব্য প্রস্তুতে, বা গোপন রাখিতে, অন্য যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত আছে তৎসমুদয়কে ধৃত করিতে পারেন।

৩। ১৮৭৮ সনের বঙ্গীয় (৭) আইনের ৪৪ ধারা।

আবকারি আইনানুসারে পুলিশ কর্ম্মচারী নিজ ক্ষমতায় যে আসামী বা মাল ধৃত করেন, বা কোন তল্লাস করেন তাহা তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট করিবেন; এবং যত সত্বর হয় ধৃত হওয়া আসামী, বা মাল বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিবেন।

৪। ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৮১ ধারা।

কোন সৈন্য নিবাসের সীমানার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন আসামী ধৃত বা থানা তল্লাস করিবার সময় সম্ভব হইলে তদ্বিষয়ের সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে পুলিশ কর্ম্মচারীর দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ না দেওয়া যায় তবে আসামী ধৃত বা তল্লাসের পরক্ষণেই তদ্বিষয় সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

৫। ১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৬৮ ধারা।

আবকারির কোন কর্ম্মচারী কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট সাহায্য চাহিলে তিনি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত সাহায্য দানে ত্রুটি বা অস্বীকার করিলে তাঁহার ৫০০৲ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারে।

৬। আবকারি, এবং আফিম সংক্রান্ত আইনানুসারে পুলিশ কর্ম্মচারীর নীচের লিখিত পরিমাণ দণ্ড হইতে পারে।

১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৬৯ ধারা।

প্রথম। ত্যক্তজনক রূপে কাহার থানা তল্লাস করিলে, কোন দ্রব্য ধরিলে বা কাহাকে ধৃত করিলে, আবকারি আইনানুসারে ধৃত হওয়া কোন ব্যক্তিকে বে-আইন মতে মুক্তি দিলে, বা তাহার পলায়নের সহায়তা করিলে, আবকারি আইন লঙ্ঘন করা অপরাধের সাহায্য করিলে, বে-আইনী কোন পারিতোষিক চাহিলে বা গ্রহণ করিলে, বে-আইন মতে টেঁড়ির চাসের সহায়তা কবিলে বা তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট না করিলে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা।

১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৬৯, ৭০ ধারা, ১৮৭৮ সনের ১ আইনের ১৮ ধারা।

দ্বিতীয়। আবকারি আইনানুসারে ধৃত হওয়া আসামী, মাল বা থানা তল্লাস সম্বন্ধে ২৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত বিলম্বে রিপোর্ট করিলে, অথবা ধৃত হওয়া আসামী, বা মাল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিলে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে।

১৮৭৮ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ৭১ ধারা।

বোর্ডের সারকিউলার।

১। পুলিশ আবকারি আইনানুসারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তদ্বিষয়ের সংবাদ তৎক্ষণাৎ জেলার কালেক্টর সাহেবকে দিবেন যে আবকারি বিভাগের কর্ম্মচারী মোকদ্দমার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন।

বোর্ডের ৮৮ নম্বর সারকিউলার মিমো।

২। পুলিশের কোন ইনেস্পেক্টর বে-আইন মতে টেঁড়ির চাষের সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থানে যাইবেন; ঐ সংবাদ সত্য হইলে শস্য ক্রোক করিয়া তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট তদ্বিষয় রিপোর্ট করিবেন; এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃষকের নিকট

১৮৫৭ সনের ১৩ আইনের ২৪ ধারা।

হইতে প্রতিভূ লইবেন বা তদ্ অভাবে তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিবেন।

৩। আফিম আইনের অপরাধে শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এক রেজেষ্টরী প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে আছে, এই রেজেষ্টরী সতর্কভাবে রাখিতে হইবে এবং পুরাতন অপরাধীদিগকে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী চিনেন কি না তৎপ্রতি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দৃষ্টি রাখিবেন।

বোর্ডের ১৮৮৩ সনের ১২ নম্বর সারকিউলার মিমো।

সাধারণ গমনাগমনের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অপরিচিত পথে কলিকাতা এবং চন্দননগরে বে-আইন মতে আফিম সর্ব্বদা আমদানি হয়; বে-আইনী ব্যবসায়ী ছাগলের চামড়া, বহন করিয়া লওয়া যায় এরূপ টিনের বাক্সে, পকেটে, কাপড়ের ভিতর অথবা গাঁঠুরিতে আফিম বান্ধিয়া গমনাগমন করে। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহাদিগকে পরীক্ষা করা পুলিশের কর্ত্তব্য। আফিম বিভাগের কর্ম্মচারীগণের অনুরোধ ব্যতীত আফিম উৎপন্ন জেলার চাষীদিগের প্রতি পুলিশের হস্তক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল লোক চাষীদিগকে অগ্রিম দাদন দেয় এবং তাহাদের নিকট হইতে তাহা আদায় করে তাহাদের সর্ব্বদা অনুসন্ধান করা আবশ্যক এবং এই সকল ব্যক্তিগণের ঠিকানা করা পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

একাদশ অধ্যায়।

লবণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। লবণ যে স্থানে প্রস্তুত হয় তথায় তত্ত্বাবধারণ জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আদেশ মতে পুলিশ নিযুক্ত থাকিবে।

২। লবণ প্রস্তুতকারী অথবা তিনি না করিলে কালেক্টর সাহেব

পুলিশের থাকিবার উপযুক্ত ঘর প্রস্তত করিয়া দিবেন, ও তাহা আবশ্যক মতে মেরামত করিবেন।

৩। যে স্থানে লবণ প্রস্তুত হয় তথা হইতে গুদামে লওয়ার সময় ১ নম্বর ফারমে পাশ লইতে হয়।

৪। প্রত্যেক বার লবণ প্রেরণের সময় পৃথক পাশ লইতে হয়, কিন্তু কুলি অথবা বলদ লবণ বহন করিয়া লইলে একবার পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত কুলি, এবং বলদ হইলে পঁচিশটা পর্য্যন্ত এক পাশে চলিতে পারে।

৫। রাস্তায় কোন লবণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে পুলিশের এইরূপ সন্দেহ হইলে তাহা লবণের গোলার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে জানাইবেন; তিনি তৎসম্বন্ধে আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশের সন্দেহ কৃত লবণের বস্তা পৃথক করিয়া রাখিবেন।

৬। ১৮৬৪ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ১৯ ধারায় যে ইস্পিসিযাল রওয়ানার বিধি আছে তদতিরিক্ত আরো দুই প্রকার রওয়ানা আছে।

(১ম) গুদাম অথবা জাহাজ হইতে লবণ স্থানান্তরিত করা কালে এক কালীন বিক্রী (wholesale) করার জন্য রওয়ানা লওয়া আবশ্যক।

(২য়) খুজরা বিক্রী করার রওয়ানা। এই রওয়ানা প্রথমোক্ত অথবা ইস্পিসিয়াল রওয়ানার এক অংশ। ইহার অনুবলে লবণ খুজরা বিক্রী করা যায়।

৭। খুজরা বিক্রী করার রওয়ানা আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

(১ম) আত্‌রাফি রওয়ানা,—যে পুলিশ ষ্টেশনের এলাকায় লবণ গোলায় থাকে তথা হইতে অন্য পুলিশ ষ্টেশনের এলাকায় লবণ স্থানান্তরিত করা কালে এই রওয়ানা আবশ্যক।

(২য়) ছাড় চিঠি,—যে পুলিশ ষ্টেশনের এলেকায় গোলায় লবণ থাকে তাহার সীমার মধ্যে রাখিয়া বিক্রী করিতে হইলে এই দলিল আবশ্যক।

(৩) খুজরা বিক্রী সম্বন্ধে উপরের লিখিত দুই প্রকার রওয়ানা ব্যতীত উড়িষ্যা বিভাগ, এবং বাখরগঞ্জ জেলায় “সব্‌ছাড় চিঠি” নামে তৃতীয় আর এক প্রকার খুজরা বিক্রীর রওয়ানা থাকিবে। এই

"সব্‌ছাড় চিঠি" ২ নম্বর খুজরা বিক্রী রওয়ানার ন্যায়; যে পুলিশ ষ্টেশনের এলেকার গোলায় লবণ থাকে তাহার সীমানার মধ্যে রাখিয়া বিক্রী করিতে হইলে এই দলিল আবশ্যক।

৮। ইম্পিসিয়াল এবং এক কালীন বিক্রী করা কোন রওয়ানাই ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না।

৯। যে স্থানে লবণ বিক্রী করার জন্য গোলাজাত থাকে তথা হইতে কালেক্টর, অথবা মহকুমাস্থ ডেপুটী কালেক্টরের আফিস অনেক দূর হইলে কালেক্টর সাহেব ইচ্ছা করিলে খুজরা বিক্রীর সাদা রওয়ানার ফারমে দস্তখত ও মোহর দিয়া বিলি করার জন্য যে ষ্টেশনের এলেকার মধ্যে ঐ গোলাঘর হয় তথাকার পুলিশের নিকট পাঠাইতে পারেন।

১০। আড়্‌বাকি রওয়ানা এবং ছাড় চিঠীতে একশত মণ পর্য্যন্ত লবণ রক্ষিত হয়। এই রওয়ানা ছয় মাসের অতিরিক্ত প্রবল থাকিবে না। উড়িষ্যা ডিভিসনে এবং বাখরগঞ্জ জেলায় সব্‌ছাড় চিঠীতে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়। এই সব্‌ছাড় চিঠী এক মাসের অতিরিক্ত প্রবল থাকিবে না।

১১। "এক কালীন বিক্রীর" রওয়ানা-প্রাপ্ত ব্যক্তি সমুদয় প্রকারের খুজরা বিক্রীর রওয়ানা ফড়িয়া অথবা খুজরা বিক্রেতাকে দিতে পারিবেন।

১ নম্বর খুজরা রওয়ানা-প্রাপ্ত ব্যক্তি ফড়িয়া অথবা খুজরা বিক্রেতাকে ২ নম্বর খুজরা রওয়ানা দিতে পারিবেন। উড়িষ্যা ডিভিসনে এবং বাখরগঞ্জ জেলায় ২ নম্বর খুজরা রওয়ানা-প্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যান্য ফড়িয়া অথবা খুজরা বিক্রেতাকে ৩ নম্বর খুজরা রওয়ানা দিতে পারিবেন।

কোন রওয়ানা-প্রাপ্ত ব্যক্তি কাহার নিকট পাঁচ সেরের অতিরিক্ত লবণ বিক্রয় করিলে খরিদদারকে উপযুক্ত দলিল দিবেন।

১২। "এক কালীন বিক্রী" এবং খুজরা বিক্রীর প্রত্যেক রওয়ানা তল্লিখিত লবণের সহিত রাখিতে হইবে। এবং কনেষ্টবলের উপরিস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারী তাহা পরীক্ষা করিতে চাহিলে দেখাইতে হইবে।

যদি একের অধিক নৌকা, বা গরুর গাড়ী, বা ষাঁড়, বা কুলি এক বারের প্রেরিত লবণ বহন করে তবে ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সমুদয়

লবণের এক কালীন, বা খুজরা বিক্রীর রওয়ানা উপস্থিত করিলেই যথেষ্ট হইবে। যদি সেই সময় মধ্যে রওয়ানা না পাওয়া যায় তবে লবণ ধৃত করিয়া আইনের ১৬ ধারা মতে মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইবে। লবণ ধৃত করার পর যদি রওয়ানা পাওয়া যায় তবে এ বিষয় বোর্ডের আদেশ জন্য রিপোর্ট করিতে হইবে।

১৩। যে নৌকায়, বা গাড়ীতে রওয়ানা থাকে তাহা রাস্তার শেষ-পাশ-ষ্টেশনে না পৌঁছা পর্য্যন্ত রওয়ানান্তর্গত লবণ বোঝাই অন্যান্য নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি তথায় অপেক্ষা করিবে; এবং রওয়ানা পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন নৌকাদি পাশ-ষ্টেশনের সীমানার বাহিরে যাইবে না। এই নিয়ম অতিক্রম করিলে ঐ ব্যক্তিগণের পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। রওয়ানা উপস্থিত না করা হইলে লবণ ধৃত করিয়া আইনের ১৬ ধারা মতে মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইবে।

১৪। "এক কালীন," অথবা "খুজরা" যে কোন প্রকারের রওয়ানা হউক না কেন তদনুবলে যে ব্যক্তি আইনের ১২ ধারার লিখিত সীমানার মধ্য দিয়া লবণের চালান লইয়া যায় সে রওয়ানার লিখিত পথের প্রত্যেক পুলিশ-পাশ-ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া ষ্টেশনের প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট রওয়ানা দাখিল, দস্তখত করিয়া দেওয়ার জন্য উপস্থিত করিবে, এবং আবশ্যক হইলে লবণ পরীক্ষা করিতে দিবে। এই নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। প্রবঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে শেষ-পাশ-ষ্টেশনে রওয়ানা দস্তখত করান হয় নাই বিচারকের এইরূপ বিবেচনা হইলে তিনি লবণ জব্দ করার আদেশ দিবেন।

বোর্ড অব্ রেভিনিউর অনুমতি ক্রমে পুলিশের ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমুদয় পাশ-ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কার্য্যকারকগণকে আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহারা যে রওয়ানা দাখিল, দস্তখত করেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ যে সকল জেলা হইয়া লবণ আপন গন্তব্য স্থলে পৌঁছিবে তথাকার পুলিশকে জানাইবেন।

১৫। কোন পথের শেষ-পাশ-ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর যদি সন্দেহ হয় যে লবণ বোঝাই কোন নৌকা রওয়ানা দাখিল না করিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহা হইলে তিনি ঐ নৌকার পশ্চাৎগামী হইবেন, এবং তাহার নিকট যাইয়া নৌকাস্থিত লোক পরিচিত হইলে তাহাদের নামে কার্য্যবিধি আইনের ২০৪ ধারার বিধান মতে সমন জারির প্রার্থনায় মাজিষ্ট্রেট সমীপে রিপোর্ট করিবেন। আসামীগণ পলায়ন করিবে এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে সমন জারির পরিবর্ত্তে ৯০ ধারার বিধান অনুসারে প্রথমতঃ ওয়ারেণ্ট জারির প্রার্থনা করিবেন। যদি ঐ সকল ব্যক্তি অপরিচিত হয় তবে কার্য্যবিধি আইনের ৫৭ ধারার বিধান মতে কার্য্য করিবেন, এবং তাহাদের নাম ও ঠিকানা জানিবার জন্য তাহাদিগকে আটক রাখিবেন। তাহারা যে নাম বলে তাহা শুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলে উপরের লিখিত বিধান অনুসারে সমন জারির প্রার্থনা করিবেন; নাম ও সাকিন মিথ্যা বিবেচনা হইলে উপরের লিখিত ৫৭ ধারার বিধানানুসারে আসামীদিগকে মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিবেন।

১৬। সংপ্রতি নীচের লিখিত পাশ-ষ্টেশনে রওয়ানা অথবা পাশ পরীক্ষা এবং দস্তখত জন্য উপস্থিত করিতে হয়।

জেলা	যে স্থানে পাশ-ষ্টেশন আছে তাহার নাম।
চট্টগ্রাম	১। চট্টগ্রামের সিভিল ষ্টেশনে কুরনাফুলি নদীর উত্তর পার, সদর ঘাট। ২। হলদা নদীর মুখে, পাশ-ষ্টেশন। ৩। চাঁদখালি খালের মুখে পাশ-ষ্টেশনে।
নোয়াখালি	ভবানিগঞ্জ খালের মুখে, মেঘনা নদীর পূর্ব্ব বা বাম পার, বালাম মারাচর।
বাখরগঞ্জ	পিরোজপুর।
২৪পরগণা	১। টালি খালের দক্ষিণ পার, খিদিরপুর।

জেলা	যে স্থানে পাশ-ষ্টেশন আছে তাহার নাম।
	২। পূর্ব্ব অথবা সারকুলার খালে, বালিয়াঘাটা।
	৩। পূর্ব্ব বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের শেষ সীমানায় চিতপুর।
	৪। বিদ্যাধরী নদীর মুখে আঠারবাঁকী।
	৫। কালিগঞ্জ নদীর দক্ষিণ পার কালিগঞ্জ পুলিশ ষ্টেশনের সদর মোকাম, কালিগঞ্জ।
কলিকাতা	১। পোর্ট কমিসনারের গুদাম এবং ট্রামওয়ের নিকট রথতলা ঘাট।
হাবড়া	১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সালখিয়া প্লাটফর্ম্মে, হাবড়া।
	২। হুগলি নদীর পশ্চিম বা ডান পার বালি খালের মুখে, বালি।
	৩। হুগলী নদীর পশ্চিম বা ডান পার সাঁকরাইল।
মেদিনীপুর।	রূপনারায়ণ নদীর মুখে, গেউয়াখালি।

১৭। লবণ জব্দ হওয়ার আদেশ হইলে তাহা বিক্রী করা সম্বন্ধে বোর্ডের অনুমতি প্রাপ্তের পূর্ব্বে তিন মাস পর্য্যন্ত পুলিশের জিম্মায় রাখা যাইতে পারে; কিন্তু জব্দ হওয়া লবণের পরিমাণ দশ মণের কম হইলে তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভব বিধায় তৎক্ষণাৎ বিক্রী করিতে হইবে।

১৮। মাসুলের ন্যূন মূল্যে জব্দ হওয়া লবণ বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। পাঁচ সেরের অতিরিক্ত লবণ হইলে এবং লবণ বিক্রী করার স্থানে রওয়ানা লওয়ার আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে উপযুক্ত পাশ আনিবার জন্য খরিদদারকে বলিয়া দিতে

হইবে। লবণের মূল্য গবর্ণমেণ্ট মাসুলের কম হইলে এবং এক মণের অনধিক লবণ হইলে তাহা নষ্ট করিতে হইবে; কিন্তু এক মণের অতিরিক্ত লবণ হইলে বোর্ডের আদেশ জন্য রিপোর্ট করিতে হইবে।

১৯। লবণের মোকদ্দমায় যে জরিমানা হয় তাহা, এবং জব্দ লবণ বিক্রীর মূল্য পুরস্কার পাওয়া যায়। এই পুরস্কার পুলিশ বিভাগের ইনেস্পেক্টর হইতে নীচের সমুদয় ব্যক্তিই পাইতে পারেন।

২০। উড়িষ্যাতে গঞ্জামের লবণ চালানের নিয়ম।

(ক) উড়িষ্যাতে ব্যবহার, অথবা উড়িষ্যা হইতে অন্য কোন স্থানে চালান দেওয়ার জন্য লবণ "এক কালীন" অথবা "খুজরা" যে পরিমাণ হউক, গঞ্জাম গোলায় বিক্রী করা যায়।

(খ) এই সমুদয় বিক্রীত লবণের জন্য এক পাশ থাকিবে, এবং গঞ্জামের কালেক্টর বিনা ব্যয়ে ঐ পাশ দিবেন। এই লবণের আর কোন দলিল থাকিবে না। পাশ ইংরাজী এবং উড়িয়া ভাষায় লেখা হইবে। ইহাতে তারিখ, যে লবণের জন্য পাশ দেওয়া যায় তাহার পরিমাণ, লবণ যে স্থানে চালান হইবে তাহার নাম, এবং যাতায়াতের জন্য যত দিবস লাগিবে তাহা লিখিতে হইবে।

(গ) পাশের লিখিত সময় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে, বিক্রীর স্থান হইতে চালান পৌঁছিবার স্থান পর্য্যন্ত পাশের লিখিত লবণের জন্য এই দলিলই যথেষ্ট হইবে, এবং এই সময় মধ্যে বঙ্গ প্রদেশের কোন আইন অথবা নিয়ম এই লবণ কি তাহার বাহকগণের প্রতি বৰ্ত্তিবে না।

(ঘ) যদি দৈব ঘটনা, অথবা মহাজনের পক্ষে অনিবার্য্য কোন কারণ বশতঃ লবণ নিরূপিত সময় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছিতে পারে তবে পাশের সময় অতীত হওয়ার অন্ততঃ এক দিবস পূর্ব্বে পাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে তৎ সংবাদ দিবেন, এবং ঐ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী, বঞ্চনার কোন অভিসন্ধি প্রকাশ না পাইলে, লবণ নিরূপিত স্থানে পৌঁছিতে যত দিবস লাগে

তাহার অতিরিক্ত এক দিবস সময় পাশে লিখিয়া দিবেন। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী কোন দুরভিসন্ধি অনুভব করিলে লবণ আবদ্ধ রাখিবেন, এবং পাশ গৃহীতার নিকট হইতে এক বিস্তারিত বর্ণনা পত্র লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট এতৎ সম্বন্ধে আদেশ জন্য রিপোর্ট করিবেন।

পাশের সময় একবার বৃদ্ধি করার পর দ্বিতীয় বার বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের আদেশ জন্য এস্তমেজাজ করিতে হইবে। বঞ্চনা করার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলে এই নিয়ম অনুসারে আবদ্ধ লবণ বঙ্গদেশের প্রচলিত কোন নিয়ম মত জব্দ হইবে না; কিন্তু পাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক এই অনুগ্রহের সময় অতিবাহিত করিয়া বিলম্ব করে তবে কালেক্টর সাহেব উচিত বিবেচনা করিলে যে পরিমাণ লবণ পৌঁছিতে বিলম্ব হয় তাহার মূল্যের উপর শত করা দশ টাকার অনধিক জরিমানা দেওয়ার আদেশ করিতে পারিবেন।

(ঙ) পাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি পাশের লিখিত কোন সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলে সেই সময় লবণ যে জেলায় থাকে তথাকার কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিবেন; কালেক্টর সাহেব উচিত বিবেচনা করিলে পাশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন, এবং সেই পাশ লবণের আইন ও এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে গঞ্জামের কালেক্টর দত্ত পূর্ব্ব পাশের ন্যায় বলবৎ হইবে।

(চ) পাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি গঞ্জামের শেষ সীমানা হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার মধ্যে কোন স্থানে পাশের লিখিত লবণের কতক বিক্রী করিতে পারিবেন, কিন্তু এই বিক্রীত লবণ সেই সময় ১৮৬৪ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ১১ ধারানুসারে নীচের লিখিত বিধির অন্তর্গত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব যে সকল নিয়ম প্রচারিত করিয়াছেন, কি করিবেন তৎসমুদয়ের অধীন হইবে।

(ছ) পাশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে পাঁচ সেরের অতিরিক্ত

লবণ খরিদ করিলে ক্রেতা নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে তদ্বিষয়ের সংবাদ অবিলম্বে দিবেন। ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই সংবাদ পাইলে এক মাসের অনধিক কাল প্রবল থাকার সর্ত্তে সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ লবণের জন্য এক আত্রাফি রওয়ানা অথবা ছাড় চিঠি দিবেন, এবং ঐ দলিলের এক প্রতিলিপি সেই দিবস জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবেন। পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রদত্ত সমুদয় আত্রাফি রওয়ানা এবং ছাড় চিঠি বঙ্গদেশে প্রচলিত তৎসংক্রান্ত সমুদয় নিয়মাধীন হইবে।

(জ) লবণ নিরূপিত স্থানে পৌঁছিলে এবং মান্দ্রাজ হইতে প্রদত্ত পাশের সময়, কি বৃদ্ধি করা গিয়া থাকিলে সেই বৃদ্ধির সময়, অতিবাহিত হইলে সমুদয় লবণ ১৮৬৪ সনের (বঙ্গীয়) ৭ আইনের ১১ ধারানুবলে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচারিত নিয়মাধীন হইবে। লবণের মালিকের তখন কর্ত্তব্য যে তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কালেক্টর, অথবা কালেক্টর হইতে এতৎকার্য্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীর নিকট বঙ্গদেশের প্রচারিত নিয়মানুসারে লবণ রক্ষার্থে আবশ্যকীয় দলিল প্রাপ্তের জন্য লিখিত আবেদন করেন।

২১। বোর্ডে অব্ রেভিনিউর অনুমতি ক্রমে পুলিশ কর্ত্তৃক চালান হওয়া যে সকল মোকদ্দমায় লবণ জব্দ হয় তাহার নক্সা ২ নম্বর ফারমে দিতে হইবে।

২২। লবণ বোঝাই নোকা জেলার মধ্য দিয়া গমন করা কালে তৎপ্রতি উপযুক্ত তত্ত্বাবধান জন্য লবণ সম্বন্ধীয় আইনের ২৪, ২৭ এবং ২৮ ধারার বিধানের প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; এবং কলিকাতার বাহিরের সমুদয় পাশ-ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের নিকট হইতে দস্তখত করিয়া লওয়া রওয়ানার লিখিত লবণ আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে যে যে জেলা হইয়া যাইবে তথাকার পুলিশদিগকে সেই রওয়ানার বিস্তারিত বিবরণ অবগত করান।

২৩। পুলিশ নিজের ক্ষমতায় কেবলমাত্র আইনের ২৫ ধারার লিখিত বিশেষ মোকদ্দমায় লবণ ওজন করিতে পারেন; অন্য মোকদ্দমায় যে কোন সময় মজুত লবণ পরিমাপ করার ইচ্ছা হইলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি পাইলে করিতে হইবে।

২৪। পাঁচ সেরের অতিরিক্ত ওজনের কোন লবণের দলিল না থাকিলে পুলিশ তাহা ধৃত করিতে পারেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পাউণ্ড সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। ইজারা করা পাউণ্ডের কেবলমাত্র সাধারণ কার্য্যকারীতার প্রতি পুলিশ দৃষ্টি রাখিবেন; তৎসম্বন্ধে আর কিছু, অথবা কিরূপ খাজানা আদায় হয় পুলিশের দেখা অনাবশ্যক।

২। ইজারা না হওয়া পাউণ্ডের প্রত্যেক পাউণ্ডকিপারের জানা আবশ্যক যে, যে ষ্টেশনের এলাকায় তাহার পাউণ্ড সে তথাকার পুলিশ ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টরের অধীন।

৩। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ সনের ২৭ শে সেপ্টেম্বর তারিখের ২৯৯ নম্বর চিঠী দ্বারা আদেশ করিয়াছেন যে যদি স্বীয় পদের কার্য্যের ব্যাঘাত না হয় তবে লিটারেট কনেষ্টবলদিগকে পাউণ্ডকিপার নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

৪। পুলিশ ষ্টেশনের উপর পাউণ্ড থাকিলে লিটারেট কনেষ্টবল তাহার স্বীয় পদের বেতনের অতিরিক্ত মাসিক ৩৲ টাকা, এবং

আউটপোষ্টের উপর পাউণ্ড হইলে অতিরিক্ত ২৲ টাকা মাসিক বেতন পাইবে।

৫। পুলিশ কর্ম্মচারীকে তাহার স্বীয় পদের অতিরিক্ত পাউণ্ডের কার্য্যে নিযুক্ত করার প্রস্তাব হইলে তদ্বিষয় মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সাহেবের যোগে পুলিশের ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলে গবর্ণমেণ্টে এস্তমেজাজ করিবেন।

৬। নূতন পাউণ্ড স্থাপন, অথবা পুরাতন পাউণ্ড এবালিস করিতে কমিশনার সাহেবের মঞ্জুরী আবশ্যক।

৭। পাউণ্ড সম্বন্ধে নীচের লিখিত ফারম আদি রাখিতে হইবে।

এ—পাউণ্ডে যে সকল ব্যক্তি পশ্বাদি আনয়ন করে তাহার প্রত্যেককে এই ফারমে রসিদ দিতে হইবে।

বি—পাউণ্ডে পশ্বাদি আসিলে এই বহিতে তৎক্ষণাৎ জমা করিতে হইবে।

সি—"বি" চিহ্নিত বহিতে যে পশ্বাদি জমা হয় তাহা খালাস, বিক্রী কি মৃত্যু হইলে এই বহিতে লিখিতে হইবে।

ডি—এই ফারমে পাউণ্ডকিপারের মাসকাবার দিতে হয়। পাউণ্ড মহকুমায় হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট, নতুবা জেলার সদর মহকুমার অধীন হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট, অথবা ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীর নিকট এই মাসকাবার পাঠাইতে হয়।

ই—পাউণ্ড হইতে যে ব্যক্তি পশ্বাদি খালাস করে তাহাকে এই ফারমে রসিদ দিতে হইবে।

এফ—ষ্টেশন অথবা আউটপোষ্টের পাউণ্ডকিপার এই ফারম প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইবে।

জি—এই রেজেষ্টরী ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে থাকিবে। পাউণ্ডকিপার টাকা চালান দেওয়ার সময় তৎসহ "জি" চিহ্নিত ফারমে এক নক্সা প্রেরণ করিবে। কিন্তু এই নক্সার ৭ম ঘর টাকা

ট্রেজারিতে দাখিলের রসিদ কোর্ট হইতে পাওয়ার পর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূরণ করিয়া সংক্ষেপে স্বাক্ষর করিবেন। মাসের শেষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পূরা নাম দস্তখত করিবেন।

৮। নীচের লিখিত কার্য্য পাউণ্ড মোহরের করা কর্ত্তব্য।

কোন পশ্বাদি আগত হইলে তাহা পাউণ্ডে রাখিয়া এ চিহ্নিত ফারমে রসিদ দিবে; এবং বি চিহ্নিত বহিতে পশু জমা করিবে; এ চিহ্নিত রসিদের একখণ্ড পাউণ্ড যে ষ্টেশনের অধীন তথাকার পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা পাউণ্ডের কোন বিশেষ ইনেস্পেক্টর থাকিলে তাহার নিকট পাঠাইতে হইবে। পশুর মালিক যে পশু দাবি করে তাহা যে তাহার নিজের তদ্বিষয় প্রমাণ দিতে হইবে। এই প্রমাণ লওয়া হইলে এবং সমুদয় দেনা দিলে পশু খালাস দিতে হইবে, এবং যে টাকা পাওয়া যায় তাহার এক রসিদ "ই" চিহ্নিত ফারমে তাহাকে দিতে হইবে; এই রসিদের আর একখণ্ড নকল পুলিশ ষ্টেশনে, অথবা পাউণ্ডের ইনেস্পেক্টরের নিকট পাঠাইতে হইবে। এবং "সি" চিহ্নিত রেজেষ্টরীতে পশু খালাসের বিবরণ লিখিতে হইবে। ডাক বন্দ হওয়ার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ষ্টেশনের অথবা আউটপোষ্টের পাউণ্ডকিপার "এফ" চিহ্নিত ফারম পূরণ করিয়া ষ্টেশনের অথবা আউটপোষ্টের স্থানীয় দৈনিক সহিত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমীপে পাঠাইবে।

ষ্টেশন অথবা আউটপোষ্টের পাউণ্ডে দিবসে যত টাকা আমদানী হয় তাহা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। পুলিশ কর্ম্মচারী তদ্বিবরণ স্থানীয় দৈনিক বহিতে লিখিবেন।

প্রত্যেক মাসের প্রারম্ভে "ডি" চিহ্নিত ফারমে পূর্ব্ব মাসের মাসকাবার প্রস্তুত করিয়া মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট পাঠাইতে হইবে।

পশ্বাদি পাউণ্ডে থাকা সময় তাহাদিগকে খাদ্য ও জল দেওয়া

পাউণ্ড মোহরীর কর্ত্তব্য; এজন্য যে ব্যয় হয় সে তাহার এক হিসাব রাখিবে, এবং পশু খালাস সময় অথবা বিক্রী হইলে তন্মূল্য হইতে এই খোরাকীর ব্যয় আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

সাত দিবস পর্য্যন্ত কোন পশু না দাবি অবস্থায় পাউণ্ডে থাকিলে ক্ষমতাবিশিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তদ্বিষয় রিপোর্ট করিতে হইবে। তিনি ঐ পশু বিক্রী করার আদেশ করিবেন, প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা এই বিক্রী করিতে হইবে। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী কোন পশু খরিদ করিতে, অথবা নিলাম খরিদদার নিকট হইতে খরিদ করিয়া রাখিতে পারিবেন না।

৯। এ এবং ই চিহ্নিত বহি লেখা সমাপ্ত হইলে তাহার প্রথমাংশ পাউণ্ড যে পুলিশ ষ্টেশনের অধীন তথায় থাকিবে।

১০। পুলিশ পাউণ্ডের যে টাকা চালান দেন তাহা যে মহকুমার বা সদর মহকুমার ট্রেজারি আছে তথাকার কোর্টের উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট একা এক প্রেরণ করিতে হইবে।

(ক) কোর্টের কর্ম্মচারী টাকা প্রাপ্তির দিবস তাহা ট্রেজারিতে দাখিল করিবেন। ট্রেজারি বন্দ হইলে, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে সেই দিবস টাকা দাখিল করিতে না পারিলে তৎপর দিবস দাখিল করিবেন। কোন কারণ বশতঃই বন্দের পর ট্রেজারি খোলার দিবসের অতিরিক্ত সময় টাকা হাতে রাখিবেন না।

(খ) ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী দুই খানা রসিদ দিবেন, তন্মধ্যে এক খানা কোর্টে থাকিবে; অপর খানা থানার কর্ম্মচারী বা মিউনিসিপাল সেক্রেটরীর নিকট দেওয়ার জন্য যে ব্যক্তি টাকা লইয়া আসিয়াছিল তাহাকে দিতে হইবে।

(গ) ট্রেজারিতে টাকা দাখিলের তারিখ কোর্টের কর্ম্মচারী "জি" চিহ্নিত ফারমে লিখিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের "জি" চিহ্নিত বহিভুক্ত হওয়ার জন্য তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যত টাকা প্রাপ্ত হয়েন তাহা ক্যাস বহিতে ভুক্ত করিবেন। এই বহি প্রত্যহ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের

দস্তখত করাইতে হইবে। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর কোন টাকা হাতে রাখেন কি না মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা দেখিবেন।

১১। টাকা কিরূপে জমা দিতে হইবে তাহা অতি সতর্কতার সহিত কনেষ্টবলের কমাণ্ড সার্টিফিকেট এবং চালানে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

মিউনিসিপাল পাউণ্ডের টাকা গবর্ণমেণ্টের পাউণ্ড এবং গবর্ণমেণ্ট পাউণ্ডের টাকা মিউনিসিপাল পাউণ্ড ফণ্ডে জমা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যে সকল পাউণ্ড ইজারা দেওয়া হয় তৎপ্রতি উপরের লিখিত নিয়ম বর্ত্তিবে না।

১২। পশ্বাদির অনধিকার এবং পাউণ্ড সম্বন্ধে পুলিশ কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ে নীচের লিখিত নিয়মাবলী প্রচার করা গেল।

(১) ১৮৭১ সনের ১ আইনের ১০ ধারার বিধানানুসারে সমুদয় পুলিশ কর্ম্মচারী ও চৌকিদারগণ (ক) পশ্বাদি অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে ধৃত করার প্রতিবন্ধকতা নিবারণ করিবে; এবং (খ) ধৃতকারীর নিকট হইতে পশ্বাদি বল পূর্ব্বক কাড়িয়া না লইতে পারে তজ্জন্য সাহায্য করিবে।*

(২) উক্ত আইনের ১১ ধারার অনুবলে পুলিশ কর্ম্মচারী যে সকল পশু সাধারণের গমনাগমনের রাস্তায় এবং সাধারণের অন্য কোন সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করে ও অনিষ্ট করে তাহা ধৃত করিতে পারেন; এই সকল ধৃত হওয়া পশু তিনি অবিলম্বে নিকটস্থ পাউণ্ডে দাখিল করিবেন।

(৩) ১৪ ধারানুসারে পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য যে তিনি পাউণ্ডে আবদ্ধ পশুর মালিক হাজির জন্য ঘোষণা জারি করেন এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রী করেন।

---

* পুলিশ ঘটনা স্থানে পৌছার পূর্ব্বে যদি পশ্বাদি ধৃতকারীগণ হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় তবে মালিকগণ হইতে পুনরায় পশু ফেরত লওয়ার কোন ক্ষমতা পুলিশের নাই।

(৪) ১৯ ধারানুসারে পাউণ্ডের কোন পশু কোন পুলিশ কর্ম্মচারী নিজে কি পরোক্ষে খরিদ করিতে পারিবেন না।

(৫) পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উচিত যে আপনাপন এলেকার পাউণ্ড সর্ব্বদা পরিদর্শন করেন। আবদ্ধ পশুদিগকে খাদ্য দ্রব্য, ও জল উপযুক্ত মতে দেওয়া হয় কি না, এবং পাউণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য মজুত আছে কি না তাহা দেখিবেন। পুলিশ ষ্টেশনে যে রসিদ পাঠান হয় তাহার সহিত পাউণ্ডের রেজেষ্টরি বহি সর্ব্বদা মোকাবেলা করিয়া দেখিবেন।

(৬) পশ্বাদি সম্বন্ধে চৌকিদারগণের নীচের লিখিত কর্ত্তব্য কার্য্য ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

আইনের ১০ এবং ১১ ধারা তাহাদের জানা আবশ্যক। এই দুই ধারার অনুবলে পশ্বাদি অনধিকার প্রবেশ করিলে ও সাধারণের সম্পত্তির অনিষ্ট করিলে তাহারা ধৃত করিতে পারে (বিস্তারিত উপরে দেখ)।

সুবিধামত তাহারা পাউণ্ডে যাইয়া আবদ্ধ পশ্বাদি দেখিবে এবং কোন পশু চিনিতে পারিলে মালিকগণকে সংবাদ দিবে।

(৭) ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের উচিত যে পাউণ্ড সম্বন্ধে, কোন রিপোর্ট করিতে হইলে তাহা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যোগে করেন, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে সেই রিপোর্ট জেলার মাজিষ্ট্রেট, অথবা জেলার পাউণ্ডের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্টেট সমীপে পাঠাইবেন।

(৮) পশ্বাদি হারাইয়া যাওয়ার সংবাদ পাইলে ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদ্বিষয় এলেকাস্থ সমুদয় পাউণ্ডকিপারদিগকে জানাইবেন, ও তাহার বিজ্ঞাপন ষ্টেশনের নোটীস বোর্ডে লাগাইয়া দিবেন। এই সকল বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফারম জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

১১। রেলওয়ে লাইনে যে সকল পশ্বাদি অনধিকার প্রবেশ করে তৎসম্বন্ধে পুলিশ কর্ম্মচারীগণের নীচের লিখিত বিশেষ নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

(১) রেলওয়ে লাইনে পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ নিবারণ জন্য

যে বেড়া দেওয়া থাকে তাহার মধ্যে কোন পশু পাওয়া গেলে রেলওয়ে কোম্পানী কি তাঁহাদের কোন কর্ম্মচারী ঐ পশুকে ধৃত করিয়া নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে লইয়া যাইবেন। এবং পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে নীচের লিখিত বিবরণ লিখিয়া জানাইবেন।

প্রথম—যে প্রকারের যতটা পশু ধৃত হয়।

দ্বিতীয়—ধৃত করার তারিখ, সময়, ও স্থান।

তৃতীয়—যিনি পশ্বাদি ধৃত করিতে আদেশ দেন বা যিনি ধৃত করেন তাঁহার নাম।

চতুর্থ—পশ্বাদি অনধিকার প্রবেশ করিতে যে সকল লোকে দেখিয়াছে তাহাদের নাম।

(২) পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঐ পশ্বাদি পাইলে তাহা নিকটস্থ পাউণ্ডে উপযুক্ত হেপাজাতে রাখার জন্য প্রেরণ করিবেন এবং ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে আদেশ জন্য রিপোর্ট করিবেন।

(৩) পাউণ্ডের সাধারণ মাসুলের অতিরিক্ত এই সকল পশ্বাদির মালিকের আরো দশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে, অতএব এই নিয়ম অনুসারে যে পশ্বাদি পাউণ্ডে প্রেরিত হয় তাহা পাউণ্ডের নিয়মিত মাসুল লইয়া খালাস দিতে হইবে না। ভারতবর্ষের রেলওয়ে আইনের (১৮৭৯ সনের ৪ আইন) ৪২ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট অনধিকার প্রবেশের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না করা পর্য্যন্ত ঐ পশ্বাদি পাউণ্ডে আটক রাখিতে হইবে।

১৪। পাউণ্ডের টাকা তছরূপ করা নীচের লিখিত প্রকারে ধৃত হওয়ায় তাহা অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

(ক) ষ্টেশন হইতে দূরস্থিত কোন দুই পাউণ্ডের মোহরের আমদানি হওয়া সমুদয় পশু রেজেষ্টরী করে না; তাহার রসিদও দেয় না—এবং তাহার রেজেষ্টরীভুক্ত না হওয়া পশুর মাসুল আত্মসাৎ করে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই দুই পাউণ্ডের মাসুল অত্যন্ত কম হইতেছে দেখিয়া পাউণ্ড মোহরের দ্বয়ের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য কোন পুলিশ কর্ম্মচারীকে মনোনীত করিয়া পাঠাই-

লেন। তৎপর এই বঞ্চনা প্রকাশ হয়। রেজেষ্টরীতে ভুক্ত না থাকা অবস্থায় অনেক পশু পাউণ্ডে পাওয়া যায়। পাউণ্ড মোহরের দ্বয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা হয় ও তাহারা শাস্তি পায়।

এইরূপ প্রবঞ্চনা, নিবারণ জন্য, পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা মফঃস্বলে গেলে অনুসন্ধান করিবেন যে, যে সমুদয় ব্যক্তি পাউণ্ডে পশু দেয় তাহারা সর্ব্বদা তাহার রসিদ পায় কি না; এবং প্রত্যাগমন করিয়া পাউণ্ডে যে পশু থাকে তাহার সহিত রেজেষ্টরী মোকাবেলা করিবেন।

(খ) কোন ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিদর্শন কালে ষ্টেশনের পাউণ্ডের আয় কম দেখিতে পাইয়া পশু দাখিলকারককে যে রসিদ দেওয়া হয় তাহার কয়েক খানা রসিদ সংগ্রহ করেন এবং তাহার সহিত রসিদের মুড়ি মোকাবেলা করায় পাউণ্ডের ভারপ্রাপ্ত লেখক কনেষ্টবল অনেক টাকা তছরূপ করা প্রকাশ হয়। নীচের লিখিত প্রকারে এই টাকা তছরূপ করা হইয়াছিল।

দশটী ষাঁড় আমদানী হইলে লেখক কনেষ্টবল তাহার সম্পূর্ণ রসিদ দাখিলকারককে দিয়াছে, কিন্তু মুড়ি বহিতে অর্দ্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ মাত্র গরু জমা করিয়াছে; মালিক গরু খালাস করিতে আসিলে কনেষ্টবল তাহার নিকট হইতে দশ ষাঁড়ের সম্পূর্ণ জরিমানা লইয়া কেবল মাত্র "সি" চিহ্নিত রেজেষ্টরিতে যত খালাস লেখা আছে তাহার জরিমানা জমা করিয়াছে।

১৫। মিউনিসিপাল চক্র মধ্যে যে সকল পাউণ্ড স্থাপিত আছে তাহার আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ মিউনিসিপাল কমিসনরদিগকে দিতে হইবে।

১৬। পশ্বাদি অনধিকার প্রবেশ সম্বন্ধীয় ১৮৭১ সনের ১ আইনের ১, ২, এবং ৩ অধ্যায়ের যে সকল ক্ষমতা জেলার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ছিল তৎসমুদয় যে সকল পাউণ্ড মিউনিসিপাল চক্র মধ্যে স্থাপিত তথাকার মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। সাঃ মিঃ ১৪, ১৮৮৭।

১৭। পাউণ্ড সংক্রান্ত বহি, রেজেষ্টরী এবং ফাইল

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
১	পশ্বাদি দাখিলকারককে দেওয়া (এ) চিহ্নিত রসিদ।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	পাউণ্ড যে পুলিশ ষ্টেশনের অন্তর্গত তথায় এই রসিদের মুড়ি দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে, তৎপর ডিঃ সুঃ সাহেবের আদেশক্রমে নষ্ট করিতে হইবে।
২	(বি) চিহ্নিত রেজেষ্টরী যাহাতে পশ্বাদি আমদানী হইলে তৎক্ষণাৎ জমা করিতে হয়।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	ঐ
৩	(সি) চিহ্নিত রেজেষ্টরী যাহাতে (বি) চিহ্নিত রেজেষ্টরীর প্রত্যেক পশুর হিসাব দিতে হয়।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	পাউণ্ড যে পুলিশ ষ্টেশনের অন্তর্গত তথায় এই রসিদের মুড়ি ২ বৎসর পযন্ত থাকিবে তৎপর ডিঃ সুঃ সাহেবের আদেশ ক্রমে নষ্ট করিতে হইবে।
৪	(ডি) চিহ্নিত ফারম যাহাতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট মাসকাবার দিবেন।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মহাফেজখানায় দুই বৎসর থাকিবে তৎপর নষ্ট করিতে হইবে।

নম্বর।	রেজেষ্টরি বা ফাইলের নাম।	যে আদেশ অনুসারে রাখা যায়।	নষ্ট বা রক্ষা করা সম্বন্ধে আদেশ।
৫	পশু মুক্তি কারককে দেওয়া (ই) চিহ্নিত রসিদ।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	পাউণ্ড যে পুলিশ ষ্টেশনের অন্তর্গত তথায় এই রসিদের মুড়ি দুই বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে।
৬	(এফ) চিহ্নিত ফারম যাহা প্রত্যেক পাউণ্ডকিপারের প্রত্যেক দিবস সন্ধ্যাকালে ডিঃ সুঃ সাহেবের নিকট পাঠাইতে হয়।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	ডিঃ সুঃ সাহেবের আফিসে দুই বৎসর থাকিবে তৎপর নষ্ট করিতে হইবে।
৭	দেশীয় ভাষায় (জি) চিহ্নিত ফারম, যাহা প্রত্যেক বার টাকা প্রেরণের সহিত পাউণ্ডকিপারের ডিঃ সুঃ সাহেবের নিকট পাঠাইতে হয়।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	ঐ
৮	(জি) চিহ্নিত রেজেষ্টরী বহি, যাহাতে জরিমানা আদায়ের হিসাব থাকে।	১২ অধ্যায় ৭ম প্রকরণ।	ডিঃ সুঃ সাহেবের আফিসে রাখিতে হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের কার্য্যপ্রণালী

১। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ ১৮৬১ সনের ৫ আইন অনুসারে নিযুক্ত সাধারণ পুলিশের এক অংশ। ইহা বঙ্গদেশের পুলিশ ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের শাসন অন্তর্গত আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের অধীন।

সব ইনেস্পেক্টরের পদ পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্যে আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল লোক নিযুক্ত করিবেন। ইউরোপীয় কনেষ্টবল এবং ইনেস্পেক্টরদিগকে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব নিযুক্ত করিবেন। আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল কোন শাস্তি প্রদান করিলে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাহার আপিল ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের নিকট করা যাইবে।

২। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের কর্ত্তব্য কার্য্য।

(১) রেলওয়ে সীমান্তর্গত স্থানে পুলিশের গ্রহণ যোগ্য অপরাধ ধৃত করা ও অভিযোগ উত্থাপন করা।

(২) পুলিশের গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমার অপরাধীদিগকে ধৃত করা।

(৩) উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট পুলিশের গ্রহণ অযোগ্য মোকদ্দমার রিপোর্ট দেওয়া; রেলওয়ের অধীনস্থ কর্ম্মচারী, বা অপর কেহ কোন অত্যাচার, বা প্রবঞ্চনা করিলে তাহার রিপোর্ট করা।

(৪) পুলিশের কর্ণগোচর হওয়া সমুদয় প্রকার অপরাধ পুলিশের দৈনিকে লিখা।

(৫) ষ্টেশনে শান্তি রক্ষা করা।

(৬) ষ্টেশনে স্থিত থাকা কালে যাত্রিকের গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(৭) কোম্পানি কৃত উপবিধি লঙ্ঘন হইলে তৎসমুদয় রেলওয়ে বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সমীপে রিপোর্ট করা।

৩। ইনেস্পেক্টর এবং সব ইনেস্পেক্টর আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে দৈনিক দিবেন; এবং যে সকল ষ্টেশনে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ নাই তথায়, এবং তাঁহাদের আপন ষ্টেশনের এলেকায় যে সকল অপরাধ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় তৎসমুদয় গ্রহণ করিবেন, ও রেজেষ্টরীতে লিখিবেন। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশে প্রচলিত নিয়মানুসারে রেলওয়ে পুলিশের কর্ম্মচারীগণ মোকদ্দমা তদন্ত করিলে; প্রথম সংবাদ ইত্যাদি প্রেরণ করিবেন, এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৭২ ধারানুসারে বিশেষ দৈনিক রাখিবেন। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ ব্যবহৃত সমুদয় ফারম ব্যবহার করিবেন।

৪। রেলওয়ের সীমার মধ্যে যে সকল পুলিশ গ্রহণ যোগ্য অপরাধ হয়, তৎসমুদয় পুলিশের তদন্ত করিতে হইবে। "রেলওয়ের সীমা," এই শব্দে রেলওয়ের ঘেরা স্থান অর্থাৎ লাইন, ষ্টেশন, মালের গুদাম এবং ষ্টেশনের আঙ্গিনার সীমানা বুঝিতে হইবে। কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের বাসস্থান নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে ভূমি কোম্পানিকে লইয়া দিয়াছেন তাহা এই শব্দে বুঝাইবে না।

৫। রেলওয়ের সীমার অব্যবহিত নিকট কোন ঘটনা হইলে, যেমন রেলওয়ের ঘেরা স্থানের অব্যবহিত অন্তরে কোন ব্যক্তি গাড়ীর অপেক্ষায়, বা মাল রেলে প্রেরণ জন্য অবস্থান করা সময় তাহার মাল যদি অপহৃত হয়, তাহা হইলে রেলওয়ে পুলিশের কর্ত্তব্য যে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশের যে ষ্টেশনের সীমার মধ্যে ঘটনা হয় তথায় ঐ অপরাধের সংবাদ প্রেরণ করেন; কোন কার্য্য তৎক্ষণাৎ করা আবশ্যক হইলে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ আসিবার পূর্ব্বে রেলওয়ে পুলিশ আইনমতঃ যে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন।

৬। রেলওয়ে সীমার মধ্যে কোন অপরাধ ঘটিলে তাহার অনুসন্ধানার্থ ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশের এলেকায় যাওয়া আবশ্যক হইলে, রেলওয়ে ইনেস্পক্টর এবং তাহার অধীনস্থ পুলিশ রেলওয়ে সীমার বহির্ভূত স্থানে আবশ্যক অনুসারে আইনতঃ যে কোন কার্য্য করিবেন ও ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশকে তদ্বিষয়ের সংবাদ তৎক্ষণাৎ দিবেন। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ এই সংবাদ পাইলে রেলওয়ে পুলিশের এক যোগে কার্য্য করিবেন, ও কার্য্যের বিবরণ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে রিপোর্ট দ্বারা জানাইবেন। রেলওয়ে সীমার বাহিরে কোন অপরাধ ঘটনা হইয়া যদি রেলওয়ে সীমার মধ্যে তাহা ধৃত হয় তবে উপরের লিখিত নিয়মানুসারে আচরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ তখন ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশকে রেলওয়ে পুলিশের সহায়তা করিতে হইবে।

৭। রেলওয়ে পুলিশ যে মোকদ্দমা চালান দেন তাহার ঘটনা যে জেলায় হয় তথাকার বহিভুক্ত হইবে। সেই মোকদ্দমার বিচারের ফল কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর অভিযোক্তাকে জানাইবেন।

৮। রেলওয়ে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

(ক) কোন রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইলে রেলওয়ে পুলিশ তাহা তদন্ত করিতে পারিবেন।

(খ) যে স্থানে রেলওয়ে পুলিশ নাই তথায় এই সকল নিয়ম অনুসারে রেলওয়ে পুলিশ অথবা রেলওয়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ, বা ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অবশ্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(গ) এইরূপ (গুরুতর) দুর্ঘটনা তৎক্ষণাৎ পুলিশ তদন্ত করিবেন, এবং পুলিশ গ্রহণ যোগ্য কোন অপরাধ ঘটনা হইয়াছে পুলিশ কর্ম্মচারী এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি কার্য্যবিধি আইনের ১৭০ ধারার বিধান অনুসারে আচরণ করিবেন। রেলওয়ে পুলিশ এই তদন্ত করিলে তৎক্ষণাৎ একাএক বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যোগে এতদ্বিষয়ের সংবাদ ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশের নিকট প্রেরণ করিবেন। পুলিশের অনুসন্ধানের ফল রেলওয়ের ম্যানেজার

এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে রিপোর্ট দ্বারা জানাইতে হইবে।

(ঘ) যদি রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করেন, এবং ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর সহায়তা প্রার্থনা করেন তবে তিনি (ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারী) আবশ্যকীয় সমুদয় প্রকার সাহায্য করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে রেলওয়ের আঙ্গিনার সীমার বহির্ভূত স্থানে তদন্ত করিবেন। কিন্তু প্রধানতঃ রেলওয়ে পুলিশের আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল উপরোক্ত সীমার মধ্যে তদন্ত করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুলিশের প্রথম স্থানীয় অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে এই সকল নিয়মের অন্য কোন স্থানে যে বিধি করা হইয়াছে তাহার সহিত সংশ্রব রাখিয়া মোকদ্দমার অন্যান্য কার্য্য রেলওয়ে পুলিশ করিবেন।

৯। নীচের লিখিত অবস্থাকে "গুরুতর দুর্ঘটনা" বলে।

যে সকল দুর্ঘটনায় মনুষ্যের জীবন হানি হয়, বা যাহাতে মনুষ্যের অথবা সম্পত্তির গুরুতর অনিষ্ট হয়; অথবা এইরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে সচরাচর উপরোক্ত প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্ট হইয়া থাকে।

১০। ম্যানেজার, এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কাজ।

(১) ষ্টেশন মাষ্টার, অথবা যে স্থানে ষ্টেশন মাষ্টার নাই— তথায় রেলওয়ে শাখা খণ্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রেলওয়ে গুরুতর দুর্ঘটনার সংবাদ নীচের লিখিত কর্ম্মচারীকে চিঠী বা টেলিগ্রাম দ্বারা জানাইবেন।

(ক) যে জেলার যে স্থানে ঘটনা হয় তাহার নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

(খ) আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল, অথবা রেলওয়ে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

(গ) যে পুলিশ ষ্টেশনের এলেকায় ঘটনা হয় তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

সব ইনেস্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ নহে এরূপ কোন রেলওয়ে পুলিশ

কর্ম্মচারী নিকট না থাকিলে, এবং ক্ষমতা-বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ ষ্টেশন নিকট হইলে ঐ মোকদ্দমা ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। এবং তিনি, কি তাঁহার উচ্চ পদস্থ ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশের কোন কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেটের আদেশ সাপেক্ষ বা রেলওয়ে পুলিশের কোন ঊর্দ্ধ পদের কর্ম্মচারী না আইসা পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন।

(ঘ) ষ্টেশনে উপস্থিত থাকা উপরিস্থ পুলিশ প্রহরী।

দৈব ঘটনায় যে সকল লোক মারা পড়ে তাহাদের মৃত দেহ পরীক্ষার্থ জেলার সিভিল সার্জ্জন অথবা রেলওয়ে ডাক্তার, যাঁহার নিকট প্রেরণ করা সুবিধা জনক তাঁহার নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে উপরোক্ত দুই চিকিৎসকের কাহারও নিকট চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিতে পারা যায়। পুলিশ কাহাকেও বলপূর্ব্বক চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিতে পারেন না, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইলে কার্য্যবিধির ১৭১ ধারামতে কার্য্য করিতে হইবে।

রেলওয়ে লাইনে যে সকল মৃত দেহ পাওয়া যায় তাহাদের উপর দিয়া রেল চলিয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে ইহা নিশ্চয়রূপে না জানিতে পারিলে তদ্রূপ প্রত্যেক মৃত দেহ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে; এবং তাহাতে কোন বিষ প্রয়োগের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না তদ্বিষয় ভালরূপ পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তার সাহেবকে জানাইতে হইবে।

এরূপ জানা গিয়াছে যে দৈব মৃত্যু প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে বিষের দ্বারা আক্রান্ত কয়েক ব্যক্তিকে রেলওয়ে লাইনের উপর রাখা হইয়াছিল। এই কারণেই উপরের লিখিত আদেশ প্রদান করা গেল।

১১। রেলওয়ে আইনের নীচের লিখিত ধারা পুলিশের গ্রহণ যোগ্য।

৮ ধারা—(গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা)।

২৫ ধারা—(রেলওয়ে কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কাজের সময় মদ্য পান করা)।

২৬ ধারা—(রেলওয়ে কর্ম্মচারী লোকের নিরাপদের বিঘ্ন করা)।

৩৬ ধারা—(যাত্রিক মাতলামি বা সাধারণের বিরক্ত জনক কার্য্য করা)।

৩৭ ধারা—(স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ী বা কামরায় প্রবেশ করাপরাধ)।

৩৮ ধারা—(রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বাধা দেওয়া)।

৪৪ ধারা—(নাবালক ব্যক্তি লাইনের প্রতিবন্ধক জন্মান)।

৪৫ ধারা—(ইচ্ছা পূর্ব্বক, বা কর্ত্তব্য কোন কার্য্য না করিয়া রেলওয়ের যাত্রিকদিগের আশঙ্কা উৎপাদন করা)।

৪৬ ধারা—(দুঃসাহসিক কি শৈথিল্য পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া রেলওয়ের ভ্রমণকারীদিগের নিরাপদের ব্যাঘাত জন্মান)।

রেলওয়ে আইনের উপরের লিখিত, এবং পুলিশ গ্রহণ যোগ্য অন্যান্য যে সকল মোকদ্দমা রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করেন, তাহারা ১৪ প্রকরণের নিষেধ বিধি ব্যতীত, অন্যান্য সমুদয় স্থলে অভিযোগপত্রসহ আসামী এবং সাক্ষীগণকে ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিবেন। আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত সময় ডিষ্ট্রীক্ট কোর্ট-পুলিশের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপযুক্তরূপে মোকদ্দমা পেশ করেন; আসামী, সাক্ষীগণকে উপস্থিত রাখেন, এবং মোকদ্দমার কাগজপত্র উপযুক্তভাবে রাখেন। কার্য্যবিধি আইনের ১৫৪ এবং ১৫৭ ধারার বিধান ডিষ্ট্রীক্ট ও রেলওয়ে পুলিশের প্রতি তুল্যরূপে বর্ত্তে; এবং রেলওয়ে বিভাগের উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশের অপেক্ষা না করিয়া পুলিশ গ্রহণ যোগ্য অপরাধ রেলওয়ে পুলিশের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "আইন অনুসারে গ্রহণ যোগ্য" এই বলিয়া কোন সন্দিগ্ধ মোকদ্দমা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

১২। ষ্টেশন মাষ্টার, অথবা রেলওয়ে কোম্পানির অন্য কোন প্রধান কর্ম্মচারী কার্য্যবিধি আইনের ১৫৪ ধারানুসারে সাধারণতঃ রেলওয়ে আইনের পুলিশ গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমায় সংবাদদাতা হইবেন। কোন গ্রহণ যোগ্য অপরাধ ঘটনার সংবাদ কোন পুলিশ কর্ম্মচারী জানিতে পারিলে, এবং রেলওয়ে বিভাগের যে কর্ম্মচারী তাহার সংবাদ দেওয়ার জন্য দায়ী তিনি তাহার এজেহার দিতে অস্বীকার করিলে, পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত যে সামান্য মোকদ্দমায় প্রথম সংবাদ ব্যবহার করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আদেশ প্রতীক্ষায় কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারার বিধানানুসারে তদন্তে ক্ষান্ত থাকেন। জরুরি, এবং গুরুতর মোকদ্দমায় কোন এজাহার না দেওয়া হইলেও রীতিমত তদন্ত করিতে হইবে।

১৩। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবগতির জন্য যে জেলার রেলওয়ে লাইনের উপর যে সকল পুলিশ গ্রহণ যোগ্য অপরাধ ঘটনা হয়, তাহার প্রথম সংবাদের নকল কার্য্যবিধি আইনে ১৫৭ ধারার বিধান অনুসারে তথাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কোন শ্রেণীর অপরাধকারীগণ রেলওয়ে যোগে গমনাগমন করিলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তদ্বিষয় রেলওয়ে পুলিশকে জানাইবেন। গবর্ণমেণ্টের ইহা অভিপ্রায় যে রেলওয়ে এবং ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ পরস্পর উভয়ে সহায়তা করিয়া এক যোগ হইয়া কার্য্য করেন। এক জেলা অন্য জেলার সহিত যেরূপ সংসৃষ্ট রেলওয়ে পুলিশেরও ঠিক তদ্রূপ সমুদয় জেলার পুলিশের সহিত যোগ থাকা জ্ঞান করিতে হইবে। রেলওয়ে পুলিশের ইনেস্পেক্টর, সব ইনেস্পেক্টর, এবং হেড কনেষ্টবলদিগের কর্ত্তব্য যে, শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হয় লাইনের উপর এরূপ কোন ঘটনা হইলে তদ্বিষয় স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে অবগত করান।

“কর্ত্তব্য কার্য্য” করার সময় ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ রেলওয়ে কোম্পানির লাইনের উপর, অথবা তাঁহাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবেন না। রেলওয়ে গাড়ীতে ভ্রমণকারী বদমাইসগণের প্রতি

দৃষ্টি, বা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আদেশানুসারে তদ্রূপ করাকেও "কর্ত্তব্য কার্য্য" বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

১৪। অন্যান্য লোকের ন্যায় রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীগণ আইন লঙ্ঘন করিলে তজ্জন্য তাহাদিগকে ধৃত করা যাইতে পারে। কোন অপরাধের উত্তর দেওয়ার জন্য পুলিশের নিকট কাহার উপস্থিত থাকার আবশ্যক হইলে কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্য যে, তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিয়া দেন। এইরূপ অবস্থায় যে ধৃত হয় পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত যে তাহার এই ধৃত হওয়ার সংবাদ তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে সে যদি এমত কাজে লিপ্ত থাকে যে, তাহার তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তারে বিপদ এবং অসুবিধা উৎপন্ন হয় (যেমন যদি সে গাড়ী চালায়, এবং গাড়ী চালানের উপযুক্ত আর কেহ নিকটে না থাকে; অথবা কোন ষ্টেশন মাষ্টারকে ধৃত করা আবশ্যক হয়) তবে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিতে না পারে পুলিশ তাহার বন্দোবস্ত করিবেন, এবং তাহাকে কার্য্য হইতে অবসর করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন করিবেন, ও কর্ম্ম হইতে অবসর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে ধৃত করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন।

১৫। মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য কোম্পানির যে কর্ম্মচারীগণ মুচলীকা দেয় তাহাদের পরিবর্ত্তে লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় বিধায়, পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত তৎক্ষণাৎ ঐ সকল ব্যক্তির কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা অবগত করান, এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিবার উপযুক্ত সময় প্রদান করেন।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের সামান্য সামান্য কর্ত্তব্য কাজ।

১৬। পুলিশ সৈন্যের সমুদয় ব্যক্তি কর্ত্তব্য কাজ করার সময় ঠিক নিয়ম মত সকল পোষাক পরিধান করিবেন, কিন্তু কোন

বিশেষ কার্য্য করার সময় অন্য কাপড় পরিধান করা আবশ্যক হইলে তখন তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে।

১৭। প্রত্যেক ব্যক্তি, (কর্ম্মচারী বা কনেষ্টবল হউক) সম্মানের সহিত আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আইনতঃ আদেশ সকল প্রতিপালন করিবেন।

১৮। রেলওয়ের সমুদয় কর্ম্মচারী এবং কর্ত্তৃপক্ষদিগকে উপযুক্ত রূপে সম্মান করিতে হইবে। সমুদয় কর্ম্মচারী (officers) এবং ব্যক্তি (men) উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে সর্ব্বদা সেলাম করিবেন।

১৯। তাঁহারা এরূপ ভাবে ব্যবহার করিবেন যে লাইনের কর্ম্মের কোন প্রতিবন্ধকতা না হয়; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত অত্যন্ত ভদ্রভাবে আচরণ করিবেন।

২০। কোন প্রকার কলহ, বা বিবাদ করিবেন না; যদি কেহ আক্রমণ করে, আক্রমণকারীকে ধৃত করার আইনতঃ ক্ষমতা তাহাদের আছে।

২১। কোম্পানির কর্ম্মচারী বা সাধারণ লোক যে কেহ হউক না, কোম্পানি-কৃত উপবিধি লঙ্ঘন করিলে, অথবা রেলওয়ে আইনের পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য কোন অপরাধ করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইবেন; উপরোক্ত নিয়ম ভঙ্গ, ও তাহাতে যে আদেশ হয় তাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমীপে দৈনিক দ্বারা রিপোর্ট করিতে হইবে।

২২। রেলওয়ে সীমানার মধ্যে যে সকল লোকের মৃত্যু হয়, তাহাদের কোন আত্মীয় মৃত দেহ দাওয়া (স্থানান্তর) না করিলে ঐ সকল দেহ মৃত ব্যক্তির জাতি ও ধর্ম্মের নিয়মানুসারে উপযুক্ত মতে কবর দেওয়া, অথবা দাহন করা পুলিশের কর্ত্তব্য। তাহাদের ত্যজ্য মাল এতৎসম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মানুসারে জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মৃত দেহ কবর বা দাহন করিতে যে ব্যয় হয় তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব দিবেন।

২৩। তাঁহারা সমুদয় যাত্রিকদিগকে এবং মাল রক্ষা করিবেন;

এবং সমুদয় প্রকার শান্তি ভঙ্গ নিবারণ করিবেন, (শান্তি রক্ষা করিবেন)।

২৪। গাড়ীতে অতিরিক্ত বোঝাই হইলে তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইবেন এবং স্থানীয় দৈনিকে তাহা লিখিবেন।

২৫। তাঁহারা প্লাট্‌ফরম খোলসা রাখিবেন, এবং যাত্রিকগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধার জন্য ষ্টেশন মাষ্টার যে কোন আদেশ করেন তাহা প্রতিপালন করিবেন।

২৬। সাধারণের অহিত জনক কার্য্য নিবারণ, ও তৎকৃত অপরাধীদিগকে ধৃত করিতে তাঁহারা সতর্ক থাকিবেন, এবং তদ্বিষয়ে তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইবেন।

২৭। বসন্ত অথবা অন্য কোন ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে তাঁহারা গাড়ীতে আরোহণ করিতে দিবেন না, এবং উক্ত রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তি যদি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবেন। উক্ত ব্যক্তি পুলিশ গ্রহণ যোগ্য দণ্ডবিধি আইনের ২৬৯ ধারামতে দণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত। এই সকল মোকদ্দমায় তৎক্ষণাৎ প্রথম সংবাদ ব্যবহার করিয়া রোগীকে চিকিৎসা জন্য ডাক্তার থানায় প্রেরণ করিতে হইবে, ও সে আরোগ্য হইলে মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট দিতে হইবে।

২৮। বে আইনী ভাবে কেহ আফিম লইয়া যায় কি না এবং বিনা পাট্টায় কোন ব্যক্তি অস্ত্র লইয়া ভ্রমণ করে কি না তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২৯। তাঁহারা অতি সাবধান হইয়া যাত্রিকদিগের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; এবং সন্দেহ জনক কোন ঘটনা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে তাঁহাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে এবং আবশ্যক হইলে, ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশকে জানাইবেন।

৩০। কোম্পানি-কৃত উপবিধি, এবং এই সকল নিয়মাবলীর আবশ্যকমতে দেশীয় বাঙ্গালা, উর্দ্দু, অথবা হিন্দী ভাষায় অনুবাদ প্রত্যেক ষ্টেশন ও আউটপোষ্টে থাকিবে।

৩১। ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কাজ।

শাখা খণ্ডের ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কাজ অতি গুরুতর; তিনি অপরাধ নিবারণ, অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার এবং তাঁহার বিভাগের লাইনের সাধারণ শান্তি রক্ষার্থ দায়ী। তাঁহার অধীনস্থ সমুদয় সব-ইনেস্পেক্টর, হেড কনেষ্টবল, এবং কনেষ্টবল আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উৎসাহের সহিত সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করে কি না তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; এবং ড্রিল ও সদ্ব্যবহার যাহাতে রক্ষিত হয় তাহাও দেখিবেন।

৩২। তাঁহার বিভাগে কোন গুরুতর অপরাধ, অথবা দৈব ঘটনা উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থানে যাইবেন, ও কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয় অধীনস্থ লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিবেন, ও আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে তাহা রিপোর্ট করিবেন।

৩৩। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত সর্ব্বদা সদ্ভাবে থাকার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। সমুদয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণকে বিশেষ মত চিনিয়া রাখিবেন। আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে দৈনিক দিবেন, ও তাহাতে প্রত্যেক দিবসের সমুদয় ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিবেন।

৩৪। সব ইনেস্পেক্টরের কাজ।

শাখা খণ্ডের মধ্যে যেরূপ ইনেস্পেক্টর, ষ্টেশনের মধ্যে তদ্রূপ সব-ইনেস্পেক্টর। অধীনস্থ লোকদিগের সাধারণ চরিত্র, ব্যবহার, এবং দৃশ্যের জন্য তিনি দায়ী, তাঁহার উপরিস্থ কম্মচারী বা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট হইতে যে আদেশ এবং নিয়মাবলী প্রাপ্ত হন তৎসমুদয় শীঘ্র শীঘ্র প্রতিপালন করিবেন। আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অবগত করান জন্য তাঁহার ষ্টেশনে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হয় তাহা প্রত্যেক দিবস দৈনিক

দ্বারা আপন ইনেস্পেক্টরের সমীপে রিপোর্ট করিবেন। তাঁহার অব্যবহিত নিকটস্থ স্থানের বাসান্দাগণের চরিত্র বিশেষ রূপ অবগত হইবেন এবং সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোকদিগের গতি বিধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ও তাহার ঠিকানা (নোট) রাখিবেন।

৩৫। তিনি বহি আদি রাখিবেন ; এবং আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল, বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে সকল রিটার্ণ (নক্সা) প্রেরণ করার আদেশ প্রদান করেন তৎসমুদয় পাঠাইবেন।

৩৬। হেড কনেষ্টবলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ষ্টেশনের সব ইনেস্পেক্টরের যে সকল কার্য্য করিতে হয় আউটপোষ্টের হেড কনেষ্টবল তৎসমুদয় করিবেন।

৩৭। অধীনস্থ কনেষ্টবলদিগের চরিত্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং কোন অনিয়ম দেখিতে পাইলে ত্বরায় আপন সব ইনেস্পেক্টরের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।

৩৮। কর্ত্তব্য কার্য্য করার সময় ব্যতীত, অথবা আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল, বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডের অনুমতি ব্যতীত কদাচ আউটপোষ্ট হইতে অনুপস্থিত হইবেন না।

৩৯। তিনি বহি আদি রাখিবেন, এবং যে যে রিটার্ণ (নক্সা) আবশ্যক হয় তাহা প্রস্তুত করিবেন।

৪০। পুলিশের বাসের নিমিত্ত কোম্পানি যে স্থান দেন তাহার বাহিরে সাধারণের দ্রষ্টব্য স্থানে এক তক্তা লট্‌কান থাকিবেক, এক খানা নোটিস বোর্ড ও থাকিবে। ইহাতে সমুদয় ঘোষণাপত্র, ও নোটিস আটিয়া দেওয়া যাইবে।

৪১। ঋতুর আবশ্যক অনুসারে প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনে সকল সময় একটী লণ্ঠন জ্বালিয়া রাখিতে হইবে।

৪২। ষ্টেশনে কোন জন্তু রাখা যাইবে না, অথবা কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে তথায় শয়ন করিতে দিতে হইবে না।

৪৩। প্রত্যেক প্রকার জুয়াখেলা এক কালীন নিষিদ্ধ।

৪৪। পুলিশ দলের কোন ব্যক্তির নামে কোন নালিশ হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইতে হইবে। উপরিস্থ কর্ম্মচারী ঘটনা স্থানে যাইয়া তাহা তদন্ত করিবেন, ও তদ্বিষয়ের রিপোর্ট আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল, বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে প্রেরণ করিবেন।

৪৫। রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের বিভাগের কর্ম্মচারী, বা চাকরগণ তাহাদের আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা কালে রেলওয়ে পুলিশ তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংশ্রব রাখিবেন না। রেলওয়ে বিভাগের লোকে যেরূপে তাহাদের কর্ম্ম করুন না কেন পুলিশের তাহার সহিত কোন সংশ্রব নাই; এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করায় রেলওয়ের লোক কোন অভিযোগ উপস্থিত করিলে তজ্জন্য তাহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে হইবে না।

৪৬। রেলওয়ের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে পুলিশের কোন অভিযোগ করার কারণ থাকিলে তিনি আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর যোগে ঐ অভিযোগ আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে করিবেন; আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে আদেশ জন্য রেলওয়ে এজেণ্টের নিকট তাহা প্রেরণ করিবেন।

রেলওয়ে লাইনে পশ্বাদি অনধিকার প্রবেশ করা সম্বন্ধে পুলিশের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৪৭। রেলওয়ে লাইনে পশ্বাদির অনধিকার প্রবেশ নিবারণ জন্য যে বেড়া দেওয়া থাকে তাহার মধ্যে কোন পশু পাওয়া গেলে, কোম্পানি কি তাঁহাদের কোন চাকর ঐ পশুকে নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে লইয়া যাইবেন, কি প্রেরণ করিবেন; এবং পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে নীচের লিখিত বিবরণ লিখিয়া জানাইবেন।

প্রথম—যে প্রকারের যতটা পশু ধৃত হয়।

দ্বিতীয়—ধৃত করার তারিখ, সময়, এবং স্থান।

তৃতীয়—যিনি পশ্বাদি ধৃত করিতে আদেশ দেন, বা যিনি ধৃত করেন তাঁহার নাম।

চতুর্থ—পশ্বাদি অনধিকার প্রবেশ করিতে যে সকল লোক দেখিয়াছে তাহাদের নাম।

৪৮। কয়েদী;—কোন ষ্টেশন হইতে ইউরোপীয় কোন কয়েদী প্রেরিত হইলে তাহার সহিত সর্ব্বদাই একজন ইউরোপীয় কনেষ্টবল গমন করিবেন।

৪৯। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ, লাইন দিয়া কয়েদী লইয়া যাওয়ার সময়, আবশ্যক হইলে, রেলওয়ে পুলিশ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

চিকিৎসা।

৫০। কোন ব্যক্তি ব্যারাম প্রযুক্ত ২৪ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল আপন কর্ত্তব্য কাজ না করিতে পারিলে তাহাকে চিকিৎসার জন্য জেলার চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অনুমতি ব্যতীত চিকিৎসাধীনে থাকা কোন পীড়িত ব্যক্তি চিকিৎসালয় হইতে স্থানান্তর যাইবেন না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বাঙ্গলা প্রদেশের অপরাধকারী জাতির বিবরণ।

১। দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া জেলার কন্জরিয়া,—ইহারা ব্যবসায়ী চোর। অন্ধকার রাত্রে ইহারা বরকন্দাজ, উত্তর প্রদেশের বেহারা, দেশীয় ঔষধ ব্যবসায়ী, ইত্যাদি নানারূপ ছদ্মবেশে বাড়ী হইতে বাহির হয়, ও নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে। ইহারা সর্ব্বদা পোষাক

পরিবর্ত্তন করে, এবং পুলিশের ভয়ে খেয়া নৌকায় পার না হইয়া অধিকাংশ নদী সাঁতরাইয়া পার হয়। ইহাদের আড্ডায় কোন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিতে দেখিলে স্ত্রীলোকদিগকে তথায় পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে; এই সকল স্ত্রীলোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে তাহাদের তত্ত্বাবধান জন্য; কোন লোক নাই। পুরুষ লোকেরা ডাকাতি, এবং বলপূর্ব্বক দস্যুতা করে বলিয়া সন্দেহ হয়। অল্প সংখ্যক পুলিশ ইহাদের ধৃত করার চেষ্টা করিলে তাহার প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। জেলার সদর মোকাম দেখিবার অভিপ্রায় হইলে ইহারা আপনারা কলহ করার ছলনা করিয়া, কেহ কোন প্রকার নালিশ উপস্থিত করে এবং অন্যান্য সকল কোন না কোন পক্ষে সাক্ষী হয়। ইহারা সদর মোকামে গেলেই চুরি হইতে আরম্ভ হয়। ইহাদের নিজেই এক অপভাষা আছে, তাহা কেবল মাত্র তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারে।

২। মজঃফরপুরের সোনার জাতি,—ইহারা প্রসিদ্ধ জুয়াচোর। ইহারা নিম্নোক্ত প্রণালীতে জুয়াচুরী করে।

ইহাদের মধ্যে কোন এক জন ভদ্রলোকের ন্যায় পোষাক পরিয়া রাস্তার নিকট বসিয়া থাকে, এবং কোন ভাল অবস্থার (ধনী) লোক রাস্তা দিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভাবে থাকে। তদনন্তর ঐ ব্যক্তির সহিত সে আলাপ করে এবং আপনাকে কোন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া বলে যে তাহার গাড়ী, টাকা, ও মাল, ঐ রাস্তা দিয়া অগ্রে গিয়াছে। কতক দূর যাওয়ার পর তাহাদের সহিত ঐ দলস্থ একটী পুরুষ বা বালকের দেখা হয়; এই শেষোক্ত ব্যক্তি উহাদিগকে দেখিয়াই অন্নাভাবে কষ্ট পাওয়ার অবস্থা জানায়, এবং তজ্জন্য তাহার পিতার দত্ত রূপার বলয় বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত কবে, অথবা এইরূপ অন্য কোন অবস্থা জানায়। সোনার ঐ বলয় দেখিয়া পথিককে (ধনী ব্যক্তিকে) তাহা দেখায়, এবং তাহার রূপা ভাল বলিয়া প্রশংসা করে; অবশেষে ২০৲ কুড়ি টাকা,

কি কিছু কমবেশ দ্বারা তাহা খরিদ করে, ও সে সুলভ মূল্যে খরিদ করিয়াছে বলিয়া আনন্দিত হয়। কিন্তু মূল্য প্রদান কালে তাহার টাকা তাহার গাঠুরীর সহিত অগ্রে গিয়াছে বলিয়া পথিকের (ধনীর) নিকট হইতে টাকা হাওলাত করিবার চেষ্টা করে, এবং তাহার গাঠুরী পাইলেই টাকা প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিভূ স্বরূপ, হাতের কৌশলে প্রকৃত বলয়ের পরিবর্ত্তে এক কৃত্রিম বলয় পথিককে দেয়। বিক্রেতা টাকা পাইয়াই চলিয়া যায়, সোনারও সুবিধা পাওয়া মাত্র অদৃশ্য হয়।

৩। চাম্পারণ জেলার পরদেশীগণ,—ইহাদিগকে পাণ্ডাও বলে। হাজিপুর, পাটনা, এবং সাহাবাদ জেলার যাড়ুয়া ব্রাহ্মণদিগের রীত্যানুসারে ইহারা চুরি করে। ইহারা হিন্দুজাতি, গোরকপুর ও অজিমগড় জেলার সীমানায় এবং চাম্পারণ জেলার অধীন বগহ থানার এলেকায় ইহারা বসতি করে। আজিমগড়ের পরদেশীদিগের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। চুরি এবং বঞ্চনা করণ অভিপ্রায়ে ক্ষমতাপন্ন ধনী চোরামাল গৃহীতাগণ ইহাদিগকে ফকীর এবং তীর্থ যাত্রিকের ন্যায়, ছদ্মবেশে দূরতর স্থানে প্রেরণ করে, ও ইহাদের আট বা দশ মাস পরিভ্রমণের খরচের টাকা এক কালীন দেয়। পরদেশীগণ দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে। দলস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাপন নিয়মিত কার্য্য অভ্যস্ততার গতিকে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত সমাধা করিতে পারে, এবং তাহার উপস্থিত মত যে কোন কার্য্য হউক তাহাই করিতে পারে। তাহারা আপন বাড়ী হইতে নিরাপদে দূরতর স্থানে আসিলে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, এবং গ্রাম্য নাপিত, ও ধুপীর নিকট হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে। কোন পরিবারস্থ এক ব্যক্তি চাকরীর নিমিত্ত দূরদেশে গেলে, বা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, অথবা বহুকাল হইতে নিরুদ্দেশ থাকিলে দলস্থলোক দূরতর কোন নিরাপদ স্থানে যায়, এবং পরদেশীদিগের গুরু ঐ পরিবারস্থ লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের আশা

উত্তেজনা করে, ও অনুপস্থিত আত্মীয়কে উপস্থিত করিয়া দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। দলস্থ কোন ব্যক্তিকে নিরুদ্দেশ ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া উপস্থিত করে, ও তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। অধিক দিবস অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বে ঐ গুরু, বা তাহার সহযোগী পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির লোভ জন্মাইয়া তাহাদের যে ধন আছে তাহার দুই বা তিন গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে; এবং শেষে “গোলা বদ্‌লা” ও '“ঝালোর” নামক জুয়াচুরির একটী কার্য্যে পরিণত করে। “গোলা বদ্‌লা” ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সমুদয় ধন ময়দা ও জল দ্বারা, অথবা মাটিদ্বারা প্রস্তুত গোলাকার এক বাটীর ভিতর রাখে, ও তাহা কেবলমাত্র পরদেশী ও গৃহস্বামীর জ্ঞাতসার কোন স্থানে মাটিতে পুতিয়া রাখে কি গোপন রাখে। তথায় দুই কি তিন দিবস উপাসনা করে ও জাগরিত থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই সময় মধ্যে যে বাটীতে ধন থাকে তাহা তুলিয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম একটী রাখে। এই পরিবর্ত্তন অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সম্মুখেই করিয়া থাকে। “ঝালোর”—ইহা গোলা বদ্‌লার রূপান্তর মাত্র। অধিক টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, ও গোলা বদ্‌লা করা অসম্ভব হইলে ‘ঝালোর’ করিয়া থাকে। ‘ঝালোর’ করিতে হইলে ধন এক নূতন ঘড়ার মধ্যে সাবধান করিয়া রাখে, গৃহস্বামীকে বলিয়া দেয় যে এই ঘড়া কোন এক পুষ্করিণী, বা নদীর জলে নির্দ্দিষ্ট সময় ডুবাইয়া রাখা যাইবে; তৎপর কোন প্রকাশ্য স্থানে ঘড়া স্থাপন করিয়া পূজা করে। পূজা উপযুক্তমত সমাধা করা হয়, এবং যে ঘড়ায় ধন থাকে তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূর্ব্বের জলে ডুবাইয়া রাখা দ্বিতীয় এক ঘড়ার সহিত বদল করিয়া নেয়। উপরের লিখিত উদাহরণ দ্বারা পরদেশীদিগের দক্ষতা ও হঠাৎ নূতন কার্য্য করার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহা সহজেই অনুভব করা যায় যে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কুসংস্কার বশতঃ পরদেশীগণ তাহাদিগকে নানা প্রকারে ঠকায় ও প্রতারণা করে।

৪। পাটনা এবং মজঃফরপুর জেলায় যাচুয়া ব্রাহ্মণ,—ইহারা অত্যন্ত জুয়াচোর। মিথ্যা ধর্ম্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার জন্মাইয়া ইহারা কোন ব্যক্তিকে পরের মাল হাওলাত করিয়া আনিতে প্রবৃত্তি দেয়, ও নিজেরা ঐ মাল লইয়া শেষে পলায়ন করে এবং গৃহস্থ আজীবন পরের নিকট দায়ীক থাকে। ইহারা সচরাচর আপন বাড়ী হইতে বহু ব্যবধানে অপরাধ করে, কিন্তু সুবিধা পাইলে বাড়ীর নিকটেও করিতে ত্রুটি করে না।

নিঃসন্তান লোকদিগের সন্তান হইবে, তাহারা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে। ইহারা সচরাচর তিন বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে কাজ করে ও তন্মধ্যে এই ব্যবসা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক ১৭ হইতে ২০ বৎসর বয়ক্রমের একটী বালককে সঙ্গে রাখে। উপরের দফার লিখিত পরদেশীগণ যেমন জুয়াচুরি করে ইহারা তাহাও করিয়া থাকে। দলের কোন ব্যক্তি ধৃত হইলে ইহা দেখা গিয়াছে যে দলস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রায়ই মোকদ্দমার ফল দেখিবার আশায় ঐ ব্যক্তি যে স্থানে ধৃত হয় তাহার নিকট এবং আদালতের নিকট তাহাদের কাজ করিয়া থাকে। পাটনা এবং জেলা হাজিপুরের যাচুয়াগণ জুয়াচুরির জন্য বিশেষ বিখ্যাত; এবং সাহাবাদ, মজঃফরপুর, গয়া, ও মুঙ্গের জেলায় তাহাদের আত্মীয় আছে।

৫। যশোহর জেলার বাদিয়াগণ,—ইহারা রাত্রিকালে সিঁধচুরি করার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ইহারা অনেক দূরতর স্থানে যাইয়া নানারূপ ছদ্মবেশে আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিত, কিন্তু তাহারা এখন নজরবন্দীভাবে আছে সুতরাং এখন আর স্থানান্তরে যাইতে পারে না। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকের ফটোগ্রাফ ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের আফিসে আছে। ইহারা নীচের লিখিত প্রকারে কাজ করিত।

কুলনন্দপুর, বয়রা, সর্ব্বনন্দুদা, মসিলা, বেলতা, ও কাশীপুরের বাদিয়াগণ সর্ব্বদা উত্তর ও পূর্ব্বোত্তর দেশে চুরি করিতে যায়। (এই সকল গ্রামে মোট ১০০ বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ আছে)।

লক্ষণপুর, কামারপাড়া, উলসী, সোনাতনকাঠী, সোনানন্দীয়া, দিওপোল, ধূমা গ্রামের বাদিয়াগণ, (১৬১ জন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ) দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ কলিকাতা, হাবড়া, সালিখা, হুগলী, প্রভৃতি স্থানে যায়। উত্তর দিকে যে বাদিয়াগণ যায় তাহারা গশিলা কি চৌগাছা খেয়া ঘাটে কবতক্ষ নদী পার হয়। গশিলার খেয়া গবর্ণমেণ্টের নহে, টেঙ্গলপুর নিবাসী একজন গোয়ালা এই ঘাটের মালিক, সে বাদিয়াদের সহিত একযোগ। চৌগাছার ঘাট গবর্ণমেণ্টের বটে। তাহারা তৎপর মসিলা হইতে অনুমান দুই ক্রোশ ব্যবধান যশোহর জেলার অধীন গরিবপুর হইয়া উত্তর মুখে চলে, ও শক্রজিতপুরের ঘাটে এক বড় নদী (সম্ভবতঃ নবগঙ্গা) পার হয়; এই স্থান তাহাদের বাড়ী হইতে অনুমান ২০ কি ২২ ক্রোশ ব্যবধান।

তাহারা ইহার পর আর এক ঘাট (সম্ভবতঃ পাংগাসী বা কুমার নদী) পার হইয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত বাবুখালি ঘাটে গড়ই নদী পার হয়, তথা হইতে তাহারা বানিয়াবহ, এবং লক্ষ্মীকোল গ্রামে যায়। এই দুই গ্রাম গোয়ালন্দ ও গঙ্গা নদী হইতে এক কি দুই ক্রোশ ব্যবধান। এই স্থানে তাহারা আহারের জন্য গৌণ করে; তাহারা গোয়ালন্দ বাজারে যায় না। উপরোক্ত গ্রামে কোন সরাই বা আহারের স্থান নাই, কিন্তু ইহারা কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া তথায় পাক করে। তৎপর তাহারা গোয়ালন্দের অনতিদূরে বাইশ কোদালিয়া মোহনায় খেয়া ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া তেঁওতা বাজারে যায়। এই ঘাট খুব বড়, এখানে আট খানা নৌকায় খেয়া দেয় এবং অসংখ্য লোক সর্ব্বদা পারাপার হয়।

তেঁওতা পৌঁছিয়া, দশ জন বা ততোধিক ব্যক্তি দলে থাকিলে তাহারা দুই দলে বিভক্ত হয় ও ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করে; দলে পাঁচ জন আন্দাজ লোক থাকিলে আর ভিন্ন দল হয় না। যদি তাহাদের উত্তর বা পূর্ব্বদিকের জেলায় যাওয়ার অভিপ্রায় থাকে তবে তেঁওতা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার মধ্যে কোন স্থানে ইহারা চুরি

করে না, কিন্তু ইহার পরই আরম্ভ করে। সিরাজগঞ্জের দিকে যাহারা যায় তাহারা চুরি করিতে করিতে তথায় যায়, তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট পথে চলে না, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়। অনেক সময় তাহারা সৈলকোপা গ্রাম হইয়া যায়. সৈলকোপা একটী বড় গ্রাম। ঐ ভাবে তাহারা তেঁওতা হইতে ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, নাটোর, প্রভৃতি স্থানে যায়; পথে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চুরি করিতে করিতে চলে; তেঁওতার পর আর কোন রীতিমত পথ নাই, এবং সম্মুখে কোন ঘাট পাইলেই তাহাতে নদী পার হয়।

যে সকল বাদিয়া দক্ষিণ দিকে যায় তাহারা নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাঁচ ভোলাত্. বা পটখালি নামক স্থানে ইছামতী নদী পার হয়, তথা হইতে বাদিয়াদিগের বসতি ধূমা গ্রামে যায়। অন্ধকার হইলেই তাহারা ধূমা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতার পথে চলে ও রাত্রিতে সোজাসুজি যাইয়া বারাসতের দক্ষিণ গৌরীপুর আহারের জন্য বিলম্ব করে; এখানে আট কি দশ খান সরাই আছে। ইহার কোন এক সরাইতে তাহারা খায়; নির্দ্দিষ্ট কোন সরাইয়ে তাহারা যায় না, এবং তথায় ইহাদের কোন পরিচিত লোক নাই। তাহারা ধূমা হইতে প্রায়ই দশ, বা চৌদ্দ বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদাই রাত্রে চলে। বারাসত পৌছিলে যাহারা হুগলীতে যাইবে তাহারা ডান দিকে রওনা হয়, আর কলিকাতায় যাহারা যাইবে তাহারা সোজাসুজি গৌরীপুর যায়। হুগলীর দল বারাসত হইতে চাউল খরিদ করিয়া তথা হইতে দেড় মাইল পশ্চিম এক গ্রামে পাক করিয়া রাস্তার উপর খায়। তথায় কোন সরাই না থাকায় তাহারা বাহিরে বা অপর যে স্থানে হয়, পাক করে। তাহারা বহুবাজার আসিয়া রেল পার হয়; তথায় এক আউটপোষ্ট ও রেলওয়ের লাইন পারাপার হইয়াছে। তৎপর নীলগঞ্জ ও বারাকপুর হইয়া যায়। বারাসত পৌছিবার পূর্ব্বে তাহারা চুরি করে না। বারাকপুর আসিলেই সচরাচর চুরি করিতে আরম্ভ করে। মনিরামপুর ঘাটে তাহারা হুগলী নদী পার হইয়া

বৈদ্যবাটী যায়, তৎপর ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, ফরাসডাঙ্গা (নন্দন নগর), হুগলী, বাঁশবাড়ীয়া, ত্রিবেণী, মগরা, সিঝা ইত্যাদি স্থান হইয়া যায়, ও নদীর কিনারা দিয়া চুরি করিতে থাকে। উপরোক্ত গ্রাম সমূহের কোন স্থানে তাহাদের আগার করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, অথবা কোন সহযোগী অপরাধী নাই।

দেশে প্রত্যাগমন সময় তাহারা প্রায়ই মনিরামপুর আসিয়া নদী পার হয়, এবং বারাকপুর হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বারাসত পৌঁছে। তাহারা তথায় পাক করে না, "জল পান" করে; ও প্রদোষ সময় রওনা হইয়া ভোর সময় ধূমা পৌঁছে; এবং তথায় বা অন্য কোন স্থানে দিনে থাকিয়া রাত্রে বাড়ী যায়।

কলিকাতা যাহারা যায় তাহারা গৌরীপুর হইতে দমদমা হইয়া শোভাবাজার পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাহারা চুরি করে না। শোভাবাজারে অনেক সরাই আছে তাহার একটীতে ইহারা থাকে; এ স্থানে তাহারা অপরিচিত থাকে না, কলিকাতায় সহরের উপর তাহারা চুরি করে না; সহরতলীতে চুরি করে। তাহারা ষ্টীমারে খেয়া পার হইয়া হাবড়ায় যাইত, কিন্তু এখন পোল পার হইয়া যায়। মহাদেব হাবড়াতে ধৃত হওয়ার পর হইতে তাহারা তথায় যাওয়া সংপ্রতি ক্ষান্ত করিয়াছে; এবং তাহাদের কোন সহকারী অপরাধীও সেখানে নাই। কয়েক জনে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারুইপুর মহকুমাধীন গোরিয়া গ্রামে যাইয়া থাকে। বালি ও ভবানীপুর হইয়া গোরিয়া যাওয়ার এক পাকা রাস্তা আছে, এবং বারুইপুর যাওয়ার সময় পথে চুরি করিতে করিতে চলে। যে পথে যায় সেই পথে তাহারা বাড়ী ফেরত আইসে। সন্ধ্যাকালে বারাসত বিশ্রাম করিয়া সমুদয় রাত্রে হাটিয়া ধূমা পৌঁছে। দূরতর কোন স্থানে বাদিয়াগণ চুরি করিতে যাওয়ার সময় তাহারা ৫ হইতে ১০ জনে দলবদ্ধ হইয়া চলে। পাঁচ জনের দলে দুই জন "সরদার", দুই জন "পাইকর," ও এক জন "মুরব্বি" থাকে। দশ জনের দলে চারি জন "সর্দ্দার" চারি জন "পাইকর" ও দুই জন "মুরব্বি" থাকে।

"সরদার" ঘরের ডোয়া পরীক্ষা করে, কোন্ ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে তাহার ঠিকানা করে, নিজের হাতে সিঁদ কাটে, ও নিজে ঘরে প্রবেশ করে।

ভ্রমণ করিবার সময় "পাইকর" "সিঁদকাঠী" লইয়া চলে ও "সরদারের" সাহায্য করে। প্রত্যেক "সরদারের" এক "সিঁদকাঠী" আছে সুতরাং দশ জন দ্বারা গঠিত দলে চারিখানা সিঁদকাঠী থাকে। "মুরব্বির" সহিত চুরি করার কোন সংশ্রব নাই। সে কেবল দলস্থ লোকের জন্য পাক করে। সে প্রায়ই বয়ঃজেষ্ঠ হয়। দ্রষ্টব্যে কতক সম্মানিত দেখা যায়, কথা বার্ত্তার সময় সর্ব্বদাই অগ্রগামী হয়।

রাত্রে চুরি করিতে যাওয়ার সময় কেবলমাত্র "সরদার" ও তাহার "পাইকর," এই দুই জন একত্র হইয়া যায়। কখন বা তিন জনও যায় ও তাহাদের মধ্যে একজন দূরে থাকিয়া কেহ আইসে কি না তাহা দেখে। খাওয়ার জন্য কি রাত্রে অবস্থিতি জন্য তাহারা কোন গ্রামে যাওয়ার সময় "সিঁদকাঠী" সর্ব্বদাই কোন ময়দানে, বা জঙ্গলে লুকাইয়া রাখে।

উত্তর প্রদেশে যাহারা যায় তাহারা তিন দিবস ও তিন রাত্রে তেঁওতা বাজারে পৌঁছে। এবং দক্ষিণে যাহারা যায় তাহারা এক দিবস ও এক রাত্রে কলিকাতা বা বারাকপুর পৌঁছে। উত্তর দিকে যাহারা যায় তাহারা প্রথমতঃ রাত্রে হাটিতে আরম্ভ করে, ও প্রায় পোনর ক্রোশ পথ চলে; তৎপর পরিচিত হওয়ার আর কোন আশঙ্কা না থাকায় দিবসে চলিতে থাকে। দক্ষিণে যাহারা যায় তাহারা রাত্রে হাটিয়া বারাসত যায় ও তৎপর দিবসে চলে। অপহৃত মাল তাহারা কখন তৎক্ষণাৎ (বাড়ী ফেরত আসিবার সময়) বাড়ী আনে না। এক কি দুই ক্রোশ ব্যবধান কোন স্থানে মাল মৃত্তিকায় গাড়িয়া বা জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া বাদীয়ারা খালি হাতে আপন আপন গ্রামে যায়। যখন কেহই কোন অনুসন্ধান লয় না অর্থাৎ কেহই তাহাদের প্রতি কোন সন্দেহ করে না তাহারা মাল লইয়া

আইসে, ও শীঘ্র বিক্রয় করে। ঘরের মধ্যে অধিক সময় কদাচ মাল রাখে না।

৬। ফরিদপুর জেলার অধীন কুরলিয়া এবং যশোহর জেলার অধীন পাংশাচরের কায়েস্তগণ,—ইহারা নৌকায় ও হাটিয়া বাহির হইয়া থাকে। মেলা ও বন্দরে যাইয়া থাকে। কখন কখন ধনী বাবুদের ন্যায় ছদ্মবেশী হইয়া সঙ্গীয় অপর লোককে ভৃত্য সাজাইয়া ধনী কাপড় কি অলঙ্কার ব্যবসায়ীর দোকানে কাপড় বা গহনা খরিদ করার ছল করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে।

কৃত্রিম বাবু দোকানের নানাবিধ দ্রব্য দেখিতে থাকে, এবং দোকানদারের অদৃশ্য হইলেই ঐ দ্রব্য হাতে হাতে (একের হাত হইতে অন্যের হাতে) স্থানান্তর করে, তৎপর দোকানদার জিনিষের যে মূল্য চাহে তাহা হইতে অনেক কম মূল্য বলিয়া দোকান হইতে চলিয়া যায়।

ইহারা পোদ্দারের দোকানে যাইয়া এক মন্দ টাকা ফেলিয়া দেয়। পোদ্দার ঐ টাকা বদলাইতে (টাকার পরিবর্ত্তে পয়সা ইত্যাদি দিতে) অস্বীকার করিলে তাহারা ভাল টাকা দিয়াছে বলে; মন্দ টাকা দেওয়া স্বীকার করে না। এতজ্জন্য ইহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়; এবং দলস্থ অপর ব্যক্তি, যাহারা দর্শকভাবে থাকে তাহারা পোদ্দারের মাল চুরি করিয়া নেয়। চুরি করার সময় ইহাদের কেহ ধৃত হইলে ঐ ধৃত হওয়া ব্যক্তি কখন কখন মাল ফেলিয়া দিয়া পাগলামির ভান করে। চোর মাল লইয়া দৌড়িয়া যাইবার সময় যদি কেহ তাহার পশ্চাৎগামী হয়, দলস্থ কোন ব্যক্তি "ফেলা, ফেলা," বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। "ফেলা" শব্দ ব্যক্তি বিশেষের নাম, কিন্তু "নিক্ষেপ করাও" ইহার অর্থ হয়। চোর, মাল ফেলিয়া দেয় তখন আর কেহ তাহার পশ্চাদনুসরণ করে না, করিলেও তাহার মন্দগতি হয়। ইহারা বেশ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে, ও তাহাদিগকে সরাব খাওয়াইয়া উন্মত্ত করিয়া তাহাদের মাল চুরি করিয়া নেয়।

নাপিতের বেশ ধারণ করিয়া দলের মধ্যের কোন ব্যক্তি ক্ষৌরী করার উপলক্ষ করিয়া কোন দোকানে বা নৌকায় প্রবেশ করে। ক্ষৌরী করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গল্প বলিতে থাকে ও তদ্গতিকে দোকানদার কি মাঝির মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং দলস্থ অপর ব্যক্তিগণ দোকানে বা নৌকায় যাইয়া যাহা পায় চুরি করিয়া নেয়। তদনন্তর ঐ কৃত্রিম নাপিত তাহার ক্ষুর বাড়ী ফেলিয়া আসিয়াছে প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। পূর্ব্বে ফরিদপুরের কায়েস্থগণ সুন্দর বনের অনেক ডাকাইতি মোকদ্দমায় লিপ্ত ছিল।

৭। মালদহ এবং সাহাবাদ জেলার বিন্দগণ,—

ইহাদের কেহ কেহ কৃষিকার্য্য করে, কতক নৌকার মাল্লা হইয়া পূর্ব্বদেশে গমন করে, শীতকালে ধানকাটা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য মজুরি করিতেও তথায় যাইয়া থাকে। এই কার্য্য করিবার সময়, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা তাহাদের কার্য্য সমাধান্তে, চুরি করিবার উদ্দেশ্যে সুবিধা জনক স্থানের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায় তাহারা পূর্ব্বদেশে চাকরীও করিয়া থাকে।

সাহাবাদ জেলার বিন্দগণ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কোন গুরুতর অপরাধে ধৃত হয় নাই, এবং তাহারা এখন এক প্রকার শান্ত ও নিয়মিতরূপে থাকা জানা যায়; বিন্দগণ ডাকাইতি, ও সিঁধচুরি করিয়া বেড়ায়।

৮। উত্তর বেহারের মঘিয়া ডোমগণ,—

ইহারা কৈবল চুরি এবং সিঁধচুরিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা যে যে জেলায় বসতি করে তথায় ইহাদের ভাষা বুঝা যায় না। ইহারা মনুষ্যাকৃতি বন্য পশুবৎ; ইহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় বাসন্দাগণ ইহাদিগকে ঘৃণা করে, ও ভয় করে। কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজন জমিদার ডোমদিগের নিকট হইতে অল্পমূল্যে অপহৃত মাল খরিদ করিবার অভিপ্রায় ইহাদিগকে বসতি করিবার জন্য স্থান দিয়া থাকেন। ইহারা কোন বাড়ী কি ঘর প্রস্তুত

করে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ, জঙ্গল, অথবা কম্বলদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া থাকে, ও চুরি করিবার অভিপ্রায় স্থানে স্থানে বেড়ায়; ইহারা ছুরিকা লইয়া চলে, এবং তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করে; এই জাতির পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, ও ইহাদের কোন পীড়া হয় না। ইহাদের ধৃত করার কোন চেষ্টা করিলে তাহারা ভয়াবহ হয় ও উৎসাহ পূর্ব্বক প্রতিবন্ধক জন্মায় এবং পুলিশকে নিবৃত্তি (ধৃত করিতে ক্ষান্ত) করিবার জন্য নিজেরা জখমি হয়, বা কোন শিশু সন্তান মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিবার ভয় দেখায়। ইহারা রাত্রে দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করে, সিঁধ দিয়া ঘরে যায় না ও কোন আলো সঙ্গে নেয় না। যে জেলার যে স্থানে ইহারা চুরি করিবার অভিপ্রায় করে তথায় সময় সময় স্থানীয় বদমাইসগণকে সহযোগী করিয়া লয়।

৯। কিচক—"কিচক,"—

ইহা এই জাতির একটী স্থানীয় নাম মাত্র; উত্তর পশ্চিম প্রদেশের "নাথ"গণ এই 'কিচক' নামে রঙ্গপুর জেলায় পরিচিত। এই "নাথেরা" অধিক দিন হইল বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর দুষ্কর্ম্ম করণাভিপ্রায়ে আসিত ও শীত ঋতুর সময় অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসের মধ্যে রঙ্গপুর জেলায় যাইত। এখন ইহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রতি বৎসর আইসে না। ইহারা বলে যে তাহারা গাজীপুর এবং গোরকপুর জেলা হইতে আইসে। ইহাদের অধিকাংশ লোকের চুল লাল বর্ণ, এবং শরীরে কি মস্তকে তৈল ব্যবহার করে না।

ইহারা এক সময় অধিক লোক, অনুমান দুইশত ব্যক্তি, এই জেলায় আসিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দশ হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়, এবং বৃক্ষের নীচে, বা ময়দানে খোলা তাম্বু করিয়া এবং মোটা মাদুরের কুঁড়ে বান্ধিয়া জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু বাঙ্গালী যে সকল গ্রামে বাস করে তাহার নিকট কখন যায় না। এই বাৎসরিক পরি-

ভ্রমণে তাহারা আসাম পর্য্যন্ত যায় না, কুচবেহার, রঙ্গপুর, বগুড়া, এবং ময়মনসিংহ জেলা পর্য্যন্ত যাইয়া বাড়ীর দিকে প্রত্যাগমন করে।

প্রকাশ্যরূপে এই জাতি ভিক্ষা, ভেল্কি, যাদু, ও চিকিৎসা ব্যবসা ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহারা ভালরূপে ভেল্কি, যাদু এবং কবিরাজী করিতে পারে না; এবং যে সমুদয় মূর্খ লোক 'কিচক'দিগকে ভয় করে, ও বঞ্চনা দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে নেওয়া টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে না, সেই সকল লোকের নিকট এই সকল জুয়াচুরি করে। ভিক্ষা ব্যবসায়ে ইহারা অত্যন্ত পারদর্শী ও অত্যাচারী। যে সকল লোকের নিকট ইহারা ভিক্ষা চাহে তাহারা যদি ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করে, বা "কিচকেরা" তাহাদের নিকট যাহা পাইবার আশা করে তাহা হইতে কম দেয়, বা যাহা দেওয়া হয় তাহাতে যদি তাহারা সন্তুষ্ট না হয় তবে তাহারা নিজেরা জখম হওয়ার, কি তাহাদের সঙ্গীয় শিশু সন্তানদিগকে জখম করার ভয় দশায়। ইহাদের আচরণ সংক্ষেপতঃ "ব্লাক মেইল" সদৃশ্য। দস্যুগণ অনিষ্ট না করে এতদর্থে তাহাদিগকে যে অর্থ প্রদান করা যায় তাহাকে "ব্লাক মেইল" (black mail) বলে। এই ব্যবসা গ্রামস্থ সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট অধিক ফল দায়ী হয়। তাহারা ইহা জ্ঞাত থাকায়, ও ইহাদের সহিত অসদ্ভাব হওয়ার আশঙ্কায়, এবং নিরুদ্বেগে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা হওয়ার অভিপ্রায়ে কিচকেরা যাহা চাহে তাহাই দেয়। এই জাতীয় লোক তাহাদের প্রকাশ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়ের সহিত গরু চুরি, কৃত্রিম মুদ্রা চালান ও চুরি করে। যে সকল গরু ছাড়া থাকে তাহা তাড়াইয়া ইহাদের মাল বহনকারী গরুর সহিত একত্র করিয়া লয়, এবং স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাওয়ার পূর্ব্বে কেহ দাবি না করিলে ঐ গরু তাহাদের নিজের ন্যায় ব্যবহার করে। যদি কোন দাবিদার উপস্থিত হয় ঐ গরুর সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব থাকা

য় করে না। হাটের মধ্যে টাকা বদলাই করা ব্যক্তির (পোদ্দার) সহিত বিবাদ করিতে ইহারা খুব ভালবাসে। এই বিবাদের সময় তাহারা হয় কৃত্রিম মুদ্রা চালায়, নচেৎ জড়াজড়ির সময় পূর্ব্ব সংকল্পানুসারে পোদ্দারের টাকা কাড়িয়া লয়। সুবিধা পাইলেই তাহারা লাভের জন্য খুন, দস্যুতা, বা ডাকাতি করিতে পারে। ইহাদের কৃত কোন অপরাধ, বা দোষ উপলক্ষে পুলিশ, কি গ্রাম্য লোকের সহিত ইহাদের কোন বিবাদ হইলে পুরুষ লোকেরা তখন পলায়ন করে; সমুদয় বিষয় স্ত্রীলোকের উপর রাখিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই সুন্দর মত আত্মরক্ষা করিতে পারে; অত্যন্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহারা নিজকে, কি তাহাদের সন্তানদিগকে বধ করার ভয় দেখায়। পুলিশ এবং গ্রাম্য লোকদিগকে কার্য্য হইতে কেবল নিবৃত্তি করণাভিলাষে তাহারা সময় সময় ছুরিকা, বা অন্য কোন সুধার অস্ত্র দ্বারা নিজেরা জখম হয়, কি তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করে, বা অন্য রকমে তাহাদিগকে ক্লেশ দেয়। ঐ প্রকার অবস্থায় পুরুষ লোকেরাও অনেক সময় এতদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের জন্য ধৃত হইলে সমুদয় লোক, নিকট কি দূরে থাকুক, একত্র হয় ও অপরাধীকে মুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাহাদের পক্ষে আইনতঃ কাজ করিবার জন্য তাহারা দূর হইতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে; সুতরাং স্থানীয় মোক্তার এবং অন্য লোক কর্ত্তৃক বঞ্চিত হওয়ার, বা তাহাদিগকে বিশ্বাস করার কোন কারণ থাকে না।

১০। অপরাধকারী জাতিদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি ধৃত হইলে তদ্বিষয় ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে রিপোর্ট করিতে হয়। তাঁহার আফিসে ইহাদের (১) শাস্তির বিবরণ, (২) ফটোগ্রাফ্ লওয়া হয়, (৩) খালাসের পূর্ব্বে কয়েদীকে তাহার আপন জেলায় প্রেরণ করার বন্দোবস্ত করা হয়।

১১। এক দল জুয়াচোর (যাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই এলা-

হাবাদের বাসন্দা) বাঙ্গলা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সমুদয় প্রধান জেলায় ও মেলায় সাধারণ লোকের অনিষ্ট করিতেছে। তাহারা লছমন প্রসাদ, ও তাহার ভ্রাতা দেবী দয়ালের কর্তৃত্বাধীনে চলে। এই দুই ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনেক বার শাস্তি ভোগ করিয়াছে। লছমন প্রসাদ রাজপথে দস্যুতা করা অপরাধের সহায়তায় পাঁচবার ও অপহরণের সহায়তায় একবার শাস্তি পাইয়াছে। দেবী দয়ালের পূর্ব্ব শাস্তির ঠিকানা পাওয়া যায় নাই।

নীচের লিখিত প্রকারে ইহারা কাজ করে।

কোন জেলা বা মহকুমার সদর মোকামে পৌঁছিয়া ঐ এলেকা মধ্যে প্রকাশ্য নিলাম করার অনুমতি পাওয়ার প্রার্থনায় তাহারা মাজিষ্ট্রেট সমীপে ষ্টাম্প কাগজে এক দরখাস্ত করে। বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক মাজিষ্ট্রেটের এলেকা মধ্যে নিলাম করিবার অনুমতি পাওয়ার নিদর্শন স্বরূপ অনেক অনুমতি পত্রের নকল এই দরখাস্তের সহিত দাখিল করে; কিন্তু এই সকল অনুমতি পত্র সত্য কি মিথ্যা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। অনুমতি দেওয়া গেলে বিজ্ঞাপন লট্‌কাইয়া দেয়, এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। দলের অধিপতি ধনী মহাজনের ন্যায় বেশ করিয়া সহরের কাপড় বিক্রেতাদিগের নিকট যায়, ও তাহাদিগের নিকট হইতে বাকিতে (নগদ মূল্য না দিয়া) কাপড় লইয়া নিলাম করার স্থানের সদর মোকামে গমন যায়।

উপযুক্ত নিয়মানুসারে নিলাম হইয়া থাকে। যে স্থানে নিলাম হয় তথায় টেবিল সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকার, ও কোন কোন হিসাব রাখিবার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ইউরোপীয়াণদিগকে নিযুক্ত করে; চাপরাসীও নিযুক্ত হইয়া থাকে; কখন কখন স্থানীয় খালাসী কয়েদী, ও বদমাইসগণ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল কাপড় শেষে অনিয়মিত পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিলাম করার জন্য ছিঁড়িয়া লয়। চাপরাসী ও দলের অন্যান্য লোকে পথিকদিগকে সংগ্রহ করিয়া জনতা করে। তদনন্তর একখানা লম্বা

কাপড় অর্দ্ধেক মূল্যে দলের এক ব্যক্তির নিকট নিলাম করে, ও ঐ মত কাপড় পাওয়া যাইবে বলিয়া সকলকে দেখায়। যে কাপড় নিলাম হইতে থাকে তাহা সকলেই দেখিতে পাবে। এবং কোন ব্যক্তি নিলাম ডাকিলে, আর একখানা কাপড়, সম্ভব হইলে, আরও কম মূল্যে বিক্রয় করে। একজন চাপরাসী তখন খরিদদারকে মূল্য দেওয়ার জন্য হাত ধরিয়া উপরোক্ত ইউরোপীয়াণ সমীপে টেবিলের নিকট লইয়া যায়; তখন নিলাম করার স্থান খরিদদারের পিছনে পড়িবামাত্র ঐ আকৃতির নিরস কোন কাপড়ের সহিত তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়, অথবা খরিদদার যে কাপড় দেখিয়াছিল সেইরূপ কাপড়ের আর একখানা ছোট কাপড়ের সহিত বদল করিয়া তাহার হাতে দেয়। সে যদি এই বঞ্চনা বুঝিতে পারে তবে তাহাকে চাপরাসীরা তৎক্ষণাৎ নিলামের স্থান হইতে দূর করিয়া দেয়, ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নিলাম হইতেছে ইহা বলিয়া সত্যতা স্বরূপ, আবশ্যক হইলে, মাজিষ্ট্রেটের আদেশ উপস্থিত করে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইলে, সে বিরক্ত করায় ও মাল উত্তমরূপে দেখার পর গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ্য নিলামে আপত্তি করায় তাহাকে থানায় আবদ্ধ করিয়া রাখার ভয় দেখায়। তাহার পর খরিদদারের পশ্চাৎ কেহ কেহ যায়, ও সে পুলিশে নালিস করিলে তাহার নামে হয় কোন পাল্টা মোকদ্দমা করে, নচেৎ কোন উপায়ে তাহার নালিশী মোকদ্দমা গোপন করে। মাজিষ্ট্রেটের আদেশ হয়ত পুনরায় এই সময়ও কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

কিদয়ুন্ কুরম নামক এক ব্যক্তি এই দলের নামে পাটনায় এক বঞ্চনার অভিযোগ করায় তথাকার এক পুলিশ কনেষ্টবল ঐ মোকদ্দমায় অনাবশ্যক মতে হস্তক্ষেপণ করায় লছমন প্রসাদ তাহার নামে মারপিট ও অন্যায়রূপে কয়েদ রাখার এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া ডিস্‌মিস্ হয়; এবং লছমন প্রসাদ দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারা

মতে শাস্তি পাইয়াছিল। এই দলের এলাহাবাদ বাসিন্দা কয়েক ব্যক্তির নাম নীচে দেওয়া গেল।

লছমন প্রসাদ।
(তাহার ভাই) দেবী দয়াল।
আবেদ হোসেন।
আব্দুল রহমন।
ধুম্ম মোছলমান।
আলিজান।

পরমেশ্বর পাণ্ডে।
ছুট্টু মোছলমান।
ছুলদ হোসেন।
আলি হোসেন।
এলয়েৎ হোসেন।
মাতাদিন মিছির।

১২। সাধারণের অবগতির জন্য এক দল জুয়াচোরের নীচের লিখিত বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

বঙ্গদেশের কোন জেলায় ইহাদের কেহ আসিবার সংবাদ পাওয়া গেলে পুলিশের ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে তাহার এত্তলা করিতে হইবে। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল মির্জা বকুর লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতা আসিয়া বসতি করে। সে মির্জা কাশিম নামক এক ব্যক্তির ভগ্নীকে বিবাহ করে, মির্জা কাশিমের পিতা মোগল জাতীয় মেধি মিচ্‌কি কলুটোলার এক সম্পত্তিশালী ব্যবসায়ী ছিল। প্রায় সাত বৎসর হইল মির্জা কাশিমের পিতার মৃত্যুর পর সে জুয়াচোর হয় ও লালজী মিছিরের সহিত পরিচিত হয়। সেই সময়, মির্জা বকুলের জমিদারী লোপ হয়, ও তাহার কারাবারে লোকসান হওয়ায় সে মির্জা কাশিমের সহিত একযোগ হইয়া জুয়াচুরি করিতে থাকে। তাহাদের জুয়াচুরি করার নিয়ম।

ইহারা সচরাচর কোন ধনী ব্যবসায়ীর উপর জুয়াচুরি করে। ঐ ব্যক্তিকে ইহারা নিমন্ত্রণ করিয়া নেয়, একজন জুয়াচোর নবাব বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের ঐশ্বর্য্যের জাক জমকে বিমোহিত করে, ও অতি ভদ্রতার সহিত তাহার সঙ্গে ব্যবহার করে। তাহাকে মস্‌নন্দের উপর বসায় এবং তাহার কোন চাকর থাকিলে তাহাদিগকে কদাচ রিক্ত হস্তে যাইতে দেয় না। তৎপর দলস্থ এক ব্যক্তি সওদাগর হইয়া দর্শকের ভাবে তথায় আসিয়া পূর্ব্ব

পরিচিতের ন্যায় নবাব এবং তাহার মন্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে থাকে।

নবাব তারপর তাস খেলিতে আরম্ভ করে, ও কৃত্রিম সওদাগর অনেক টাকা জিতিয়া লয়। এই দেখিয়া ব্যবসায়ীর খেলিবার প্রবৃত্তি হয় ও সে কিছু টাকা জিতিবার পর তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। টাকা জিতিবার লোভে সে পুনরায় খেলিতে আইসে, ও যদিও প্রথমে জয়লাভ করে বটে; কিন্তু অবশেষে সে প্রতারিত হয় (তাহার টাকা জুয়াচোরেরা জিতিয়া লয়)।

আর এক প্রকার ইহারা জুয়াচুরি করিয়া থাকে।

বড় বড় ষ্টেটের জন্য ম্যানেজারের প্রয়োজন বলিয়া, সকলকে জানায় এবং একজন ধনাঢ্য লোককে তজ্জন্য মনোনীত করে; এতদ্দ্বারা ইহারা বিশেষ লাভবান হইয়া থাকে। কর্ম্মে নিযুক্ত করার আনুসঙ্গিক কার্য্য সকল সমাধানান্তে ২০০০্ টাকা পরিমাণের জামিন তলব করে: এবং কর্ম্ম-প্রার্থী কদাচিৎ তাহাতে অসম্মত হয়। জামিনের টাকা দেওয়ার পর কর্ম্ম-প্রার্থী ভাবি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিতে পান যে, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন।

এই দলে নীচের লিখিত ব্যক্তিগণ আছে।—মির্জা বকর, রামজী মিছির, মাহামুদ মির্জা, আবদুল কাছিম, মিরমামুদ জান, বাকেই মির্জা, মির্জা কাশিম, ফজন্দ আলি ওরফে বেজা আলি, আগা আবদুল কাছিম, আগাবীর মাহামুদ, মাহামুদ আলি, হাজী মহম্মদ সিরাজী, আগাআব্বাচ তেহেরাণী, মেঃ বেলিনোচ, (এক জন য়িহুদী) ছৈয়দ যোজাহর আলি, তুলশীদাস দত্ত, গোবিন্দ চাঁদ দাস, কালী বাবু, বামা সুন্দরী, (বেশ্যা) রামজী মিছিরের রক্ষিতা, লালবিবি মির্জা বকুরের রক্ষিতা, এবং মির্জা আব্বাচ। এই দলের বিরুদ্ধে অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তৎসমুদয় মোকদ্দমায় তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে, কেবলমাত্র এক মোকদ্দমায় তাহাদের শাস্তি হয়। এই মোকদ্দমায় জৈন পুরের চন্দ্রিকা প্রসাদ লালা নামক এক নীল কুঠিয়ালের ২৩৬০্ টাকা

মূল্যের নোট চুরি বা লুঠ করিয়া লওয়া অপরাধে নীচের লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ১৮৭৯ সনের ২৪এ এপ্রেল তারিখে সশ্রমে তিন বৎসর কারাবাস এবং ৫০০৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো প্রত্যেকের দুই বৎসর সশ্রমে কয়েদ থাকার আদেশ হইয়াছিল।

(১) মাহামুদ মির্জা,
(২) আবদুল কাসিম,
(৩) মির মাহামুদ জান,
(৪) বাকেই মির্জা,

(৫) মির্জা বকুর সশ্রম পাঁচ বৎসর কয়েদ, ও ১০০০৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে সশ্রমে আরো দুই বৎসর কয়েদ।

(৬) রামজী মিস্ত্রির সশ্রম সাত বৎসর কয়েদ। এই দলে নীচের লিখিত স্থানে অপরাধ করা জানা যায়।

মাটিয়াব্রুজ, চিৎপুর, কলুটোলা } কলিকাতার মধ্যে।

চন্দন নগর,
টীটাগড়,
চুঁচড়া,
মুর্শিদাবাদ,
কালনা,
মেদিনীপুর,
কটক,
পুরী,
মুঙ্গের,
বর্দ্ধমান,
ভাগলপুর,
জব্বলপুর,
বানারস,
এলাহাবাদ,
লক্ষ্ণৌ,
লাহোর।

১৩। কাবুলী, হিরাটী, বা খোরাসানী নামধারী বিদেশী ব্যক্তিগণ, এবং অন্যান্য যে সকল নিরুপদ্রবকারী সন্দিগ্ধ চরিত্রের ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের সম্বন্ধে নীচের লিখিত সাধারণ উপদেশ অনুযায়ী আচরণ করিতে হইবে।

(ক) স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করার অনুমতিপত্র, অথবা "রাহাদারি" পরওয়ানা প্রচার না করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ১৮৫৬ সনের

২৪ এ নবেম্বর তারিখের আদেশ আছে ঠিকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

(খ) যে সকল বিদেশী লোকের ব্যবসা, ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে এক কালীন নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না তাহাদের নিমিত্ত ১৮৭৮ সনের (অস্ত্র সম্বন্ধীয়) ১১ আইনের বিধান কঠিন ভাবে জারী করিতে হইবে (অর্থাৎ হঠাৎ তাহাদিগকে পাশ দেওয়া উচিত নহে।)

(গ) কোন জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার এলেকাখণ্ডের মধ্যে কোন বিদেশী লোক থাকা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিলে তিনি তাহাদিগকে সন্নিধ্য অন্য জেলায় না পাঠাইয়া আপন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর যোগে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সমীপে সমুদয় অবস্থা লিখিয়া রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কারণ থাকিলে ১৮৬৪ সনের ৩ আইনের ৩ এবং ৪ ধারানুসারে এ বিষয় মীমাংসা করিবেন।

(ঘ) কিন্তু যে সকল নিরীহ বিদেশী ব্যবসায়ী, কি বণিক ভারতবর্ষের কোন নির্দ্দিষ্ট বন্দরে কেবলমাত্র বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট বাণিজ্য প্রধান স্থানে বাস করণাভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করে তাহাদের প্রতি কোন প্রকার বিরক্তজনক, ও অনাবশ্যক মতে হস্তক্ষেপ না করা হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (১৮৬৮ সনের ১১৫ নম্বর সারকুলার মিমো)।

১৪। 'সুতারি মারনা' অথবা চামড়ার নিমিত্ত 'সুতারি' নামক বিষাক্ত অস্ত্র পশ্বাদির শরীরে প্রবেশ করাইয়া বধ করা।

(ক) কর্জরি নামক জঙ্গলি লতার বীজ হইতে "সুতারি" প্রস্তুত হয়। কর্জরি ঔষধের নিমিত্ত বণিকেরা বিক্রয় করিয়া থাকে। কর্জরি আপনিই রবিশস্যের সময় জন্মিয়া থাকে; ইহার বীজ মটরের বীজের ন্যায় ঢাকা থাকে। কর্জরি দুই প্রকার; এক প্রকারের সাদা ফুল ও বীজ, অন্য প্রকারের লাল ফুল ও ঘোর লাল রঙের বীজ তাহাতে একটী কাল দাগ আছে। প্রথমোক্ত প্রকার চামারগণ

"সুতারির" নিমিত্ত ব্যবহার করে। কর্জরি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলেই বিষাক্ত হয়, গিলিয়া খাইলে ইহাতে কোন অনিষ্ট করে না। বীজ সাদা মটরের ন্যায় ছোট, ইহার উপরের ভাগ উজ্জ্বল, ও পালিশ ও অত্যন্ত কঠিন। এই বীচির কতকটী লইয়া প্রত্যেকটীর উপরের আবরণ সাবধান হইয়া ভাঙ্গিয়া বীজ হইতে পৃথক করিতে হয়। আঁটী দুইভাগ হইয়া গেলে জলে ভিজাইয়া রাখে, ও তাহা নরম হইলে পাথরের উপর পিসিয়া আঠার মত করে। তদনন্তর হাতের তালুর দ্বারা পাথরের উপর ঐ আঠা পিশিতে পিশিতে স্তম্ভাকার করে, ও তাহার অগ্রভাগ অত্যন্ত চিকণ করে। এই চিকণ অংশ (প্রায় $\frac{১}{২}$ ইঞ্চ লম্বা হয়) চাকুদ্বারা কাটিয়া নেয়, এবং এই চিকণ অগ্রভাগকে "সুতারি" বলে। ছয়টা "সুতারি" প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ বারম্বার করিতে থাকে, আড়াই ইঞ্চ লম্বা করিয়া কতক খড় কাটে, ও খড়ের উভয় পার্শ্বের ফাঁপাস্থানে "সুতারি" প্রবেশ করাইয়া দেয়, সুতরাং এক একগাছ খড়ে দুইটী "সুতারি" থাকে। তৎপর উহা রৌদ্রে শুকায়, তখন চিকণ অগ্রভাগ কোন প্রকারে নষ্ট না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে। "সুতারি" উত্তমরূপে শুষ্ক হইয়া শক্ত হইলে হুল (চিকণ অগ্রভাগ) কোন ইটের উপর ঘসিয়া ধারাল করে, ও তৎপর একরাত্রি তাহা কোন জন্তুর চর্ব্বি মধ্যে ভিজাইয়া রাখে, তখনি এই অস্ত্র প্রস্তুত করা শেষ হয়। শেষে বাটুল বা চামড়া ছিদ্রকরা লোহ কাটার আছাড়ির ন্যায় তিন হইতে ৩$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ লম্বা কাষ্ঠদ্বারা এক আছাড়ি প্রস্তুত করে। এই আছাড়ির পরিধি প্রায় এক ইঞ্চি থাকে। তাহার একদিকে দুইটা গর্ত্ত করে। এই ছিদ্র এক ইঞ্চের $\frac{১}{৪}$ অংশ হইতে $\frac{১}{২}$ অংশ পর্য্যন্ত গভীর করিয়া থাকে। এইরূপ "সুতারি" কঠিন, ক্রমে সরু ও সুতীক্ষ্ণ কাঁটার ন্যায় হইলে তাহা আছাড়ির মোটাদিকে গর্ত্তের উপর দৃঢ় করিয়া বান্ধে; "সুতারি" দৃঢ়রূপে রাখিবার জন্য প্রথমতঃ ছিদ্রের উপর এক টুকরা নেকড়া পাতিয়া দেয়। সচরাচর আছাড়িতে দুইটা "সুতারি"

লাগান হয়; তাহার একটা হইতে অপরটা উর্দ্ধসংখ্যা এক ইঞ্চ ব্যবধান, ও তাহা পরস্পর সমসূত্রে লাগান।

(খ) এই অস্ত্রদ্বারা এমন জোরে আঘাত করে যে আছাড়ির শেষভাগ হইতে "সুতারি" যতটুকু বাহিরে থাকে তৎসমুদয় মাংসের মধ্যে প্রবেশ করে; আছাড়ি তৎপর টানিয়া আনে। কি উপরের লিখিত নেকড়া সোজা টান সহিবার উপযুক্ত না থাকায় "সুতারির" যে ভাগ মাংসের ভিতর প্রবেশ করে, তাহা শরীরের মধ্যে থাকে আর আছাড়ির সহিত যে অংশ থাকে তাহা চামড়ার উপর লাগিয়া রহে।

(গ) শরীরের বাহিরে যে অংশ থাকে তাহা ধরিয়া টানিয়া ভিতরের অংশ বাহির করার চেষ্টা করিলে "সুতারি" ভাঙ্গিয়া যায়, ও তাহার এক অংশ আঘাত প্রাপ্তস্থানে লাগিয়া থাকে।

(ঘ) আকন্দের রসদ্বারা যে "সুতারি" প্রস্তুত হয় তাহা জলদ্বারা প্রস্তুত "সুতারি" হইতে বেশী কার্য্যকারী হয়। এই রস অত্যন্ত কটু।

(ঙ) "সুতারির" আঘাতে মনুষ্য জীবনও শঙ্কটাপন্ন হয়। ১৮৭১ সনে এক ব্যক্তির পার্শ্বদেশে "সুতারি বিদ্ধ করিয়া তাহাকে খুন করিয়াছিল। কিছুদিন হইল আর এক ব্যক্তি নিদ্রিত থাকা সময় "সুতারি" দ্বারা জখম হইয়াছিল ও ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মরিয়া যায়। আর একব্যক্তি "সুতারি" দ্বারা জখম হইয়াছিল, কিন্তু আঘাত প্রাপ্তের স্থানচ্ছেদন করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়। এই ব্যক্তির খুড়তত ভ্রাতার গালে "সুতারি" লাগায় সে তদণ্ডিকে মরিয়াছিল। চামারগণ এই সকল অপরাধে লিপ্ত থাকা বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, কারণ তাহারা গরিব, ও নীচবংশজাত সুতরাং অল্প কিছু পরিতোষিক পাইলেই এইরূপ হত্যাকাণ্ড আনায়াসে করিতে পারে।

(চ) "সুতারি" যে স্থানে লাগে সেই স্থল তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে কাটিয়া ফেলিয়া নীলবর্ণ পাথর লাগাইয়া রাখিলে মৃত্যুর আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(ছ) বেহারের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ অধীনস্থ পুলিশদিগকে এক বিষয় সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিবেন, ও চৌকিদার দ্বারা গ্রামে গ্রামে ইহা সকলকে জানাইবেন যে চামারগণ “সুতারি” মারিয়া গরু নষ্ট করে, কোন ব্যক্তিকে “সুতারি” প্রস্তুত করিতে দেখা গেলে, কি তাহা কাহারও দখলে থাকা জানা গেলে এবং “সুতারি” আঘাতে পশ্বাদির মৃত্যু হইলে চৌকিদারগণ তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবে।

১৫। কোন এক জেলায় অত্যন্ত গো মড়ক উপস্থিত হয়, এবং সংক্রামক রোগ এই মড়ক উপস্থিতের কারণ বলিয়া প্রকাশ হয়। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানিতে পারিলেন যে ঐ জেলায় ও মড়ক উপস্থিত স্থানের নিকট বেহারের চামারগণ বসতি করে, তদনুসারে তিনি নীচের লিখিত উপদেশ প্রচার করায় এই নিয়মানুসারে সংক্রামক রোগ এক কালীন দূর হইয়া যায়। পশ্বাদির মধ্যে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে সকল অবস্থায়ই তদনুরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সকল গো মড়ক বিষাক্ত “সুতারির” গতিকে হওয়া অসম্ভব নহে।

(ক) মহকুমায় পশ্বাদির পীড়া উপস্থিত হইলে তথাকার ইনেস্পেক্টর বিশেষ সাবধান হইয়া তাহার অনুসন্ধান করিবেন ও জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবগতির জন্য তদ্বিষয়ের বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাইবেন।

(খ) তিনি স্বয়ং কয়েকটী পশুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিবেন। পশ্বাদির শরীরে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশক, বা যে পীড়ায় মৃত্যু হয় তাহার কারণ স্বরূপ বিশেষ দ্রব্য কিছু থাকিলে, কি তদ্বিষয়ের স্পষ্ট কোন চিহ্ন থাকিলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে।

(গ) পশ্বাদির পীড়া উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত ব্যারামের যে সকল লক্ষণ হয় তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে। আরও নীচের লিখিত বিষয়ের সঠিক বিবরণ দিতে হইবে।

১। প্রথমতঃ কি লক্ষণ দ্বারা পীড়া হওয়া জানা গিয়াছিল?

২। এই সকল লক্ষণ কি প্রকার বৃদ্ধি হয়, বা অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তন হয়?

৩। পশ্বাদির মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সকল লক্ষণের কিরূপ ক্রমিক গতি হয়, ও কত সময় এক লক্ষণের পূর্ণাবস্থা হইতে লাগে?

৪। এতৎসম্বন্ধে যে সকল তদন্ত করা হইয়াছে তাহাতে ব্যারামের পূর্ব্বাবস্থা একই প্রকার প্রকাশ পাওয়া গিয়াছে; মাথা কাঁপে, ক্ষুধামান্দ্য, মুখ দিয়া লাল ও গেজলা পড়ে, চামড়ায় কোন চিহ্ন থাকে না, মুখে বা পায় কোন ক্ষত হয় না, এবং তিন হইতে বার দিবসের মধ্যে মৃত্যু হয়।

(ঘ) মৃত পশ্বাদির চামড়া দ্বারা কি করা হয় তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১। চামড়া মৃত পশুর গায়ে থাকিয়া শুষ্ক হইয়া যায় কি?

২। চামার, বা মুচি, কি অপর লোকে তাহা লইয়া যায়?

৩। যদি কেহ লয় তবে কাহারা, ও তাহাদের কত জন তথায় আছে?

৪। তাহারা এখন কোথায় বসতি করে?

৫। তাহাদের বাড়ী কোন্ জেলায়?

৬। তাহারা কি বৎসরের সকল সময় নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকে, না পশুর পীড়া উপস্থিত হইলে কিছু কালের জন্য আসিয়া থাকে?

৭। চামড়া কাহার নিকট তাহারা বিক্রয় করে?

৮। তাহারা যে চামড়া বিক্রয় করে তজ্জন্য কাহার নিকট হইতে তাহারা অগ্রিম টাকা, খোরাকী, বা কাপড় ইত্যাদি পাইয়া থাকে?

৯। কি দ্রব্য বা মশলা দ্বারা চামড়া কসায়?

১০। কোন্ স্থানে কোন্ পথে চামড়া চালান করিয়া থাকে?

১১। নিকটবর্ত্তী স্থানে চামড়া কি মূল্যে বিক্রয় [illegible], এবং তাহা লোকে অধিক পরিমাণে খরিদ করে কি না?

১২। নদীপথে, কি গরুর গাড়ীতে চামড়া চালান করিয়া থাকে?

১৩। পশ্বাদির মালিক তাহাদের পালের মৃত গরুর চামড়া বিক্রয় করিয়া কি কোন লাভ করিয়া থাকে ?

(ঙ) সংপ্রতি দেশের কি পরিমাণ স্থানে পীড়া আছে ?

(চ) পীড়ার বিস্তৃতি নিবারণ জন্য কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক ?

(ছ) পীড়া আর বৃদ্ধি না হয় এবং পীড়িত পশুদিগের চিকিৎসা জন্য পশ্বাদির মালিকগণ কি কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার উৎসুক আছেন ?

(জ) এই সংবাদ শীঘ্র প্রেরণ করা আবশ্যক। যে সকল গ্রামে পীড়া উপস্থিত হয় তথাকার চৌকিদারের নিকট হইতে ইনেস্পেক্টর এতৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারেন।

(ঝ) তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কেবল এক ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিবেন না। কোন ব্যক্তির নিকট উপরের লিখিত বিবরণের অনেক সংবাদ পাওয়া গেলে অন্যান্য লোকের নিকট তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সত্যতা জানিয়া তৎপর রিপোর্ট করিবেন।

(ঞ) গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পশ্বাদির মালিকগণ সহ পরামর্শ করিতে হইবে, ও যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তাহাদের নাম ও সাকিন রিপোর্টে লিখিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মহকুমার ও সদর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ

১। কুড়ি টাকার ন্যূন বেতনের কোন হেড কনেষ্টবলকে কোন কোর্টের স্বাধীন চার্জ্জ দেওয়া যাইবে না। এবং কেবলমাত্র স্বাধীন চার্জ্জে থাকা কোর্ট হেড কনেষ্টবলের জামিন দিতে হইবে।

২। জেলার সদর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর—৫০০৲ টাকা।
মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর—২০০৲ টাকা।
মহকুমার কোর্টের স্বাধীন চার্জ্জে থাকা হেড কনেষ্টবল—১০০৲ টাকা পরিমাণ জামিন দিবেন।

৩। পোষ্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে নগদ টাকা, বা গবর্ণমেণ্টের প্রমিশরি নোট, কি ষ্টক নোট আমানত করিয়া জামিন দিতে হইবে।

জামিনের সমুদয় টাকা এক সময় দিতে পারিলেই ভাল হয়; সমুদয় টাকা দেওয়া হইলে কোর্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীকে ৩০ নম্বর ফারমে এক প্রতিজ্ঞা পত্র দেওয়ার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুজ্ঞা করিবেন। সমুদয় টাকা না দেওয়া হইলে কোর্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জামিনের উপযুক্ত টাকার জন্য নিজে দুই জন জামিন দিবেন; এই জামিন নামা ৩১ নম্বর ফারমে লিখিত হইবে। এবং জামিনের টাকা না পূরণ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন হইতে মাসিক নীচের লিখিত পরিমাণ অনুসারে জামিনের নিমিত্ত টাকা কর্ত্তন করিয়া লইতে তিনি স্বীকৃত হইবেন।

জামিনের টাকা পূরণ হইলে এই ৩১ নম্বর ফারমে লিখিত দলিল রহিত হইবে, এবং তখন পুনরায় ৩০ নম্বর ফারমে এক নূতন এক-

রার তাঁহার লিখিয়া দিতে হইবে। সমুদয় টাকা আমানত হইলে উক্ত দলিল রেজেষ্টরী করিতে হইবে।

চতুর্থ বা তদুপরিস্থ শ্রেণীর সব ইনেস্পেক্টর সদর কোর্টের হইলে, ২৫৲ টাকা।

ঐরূপ পদস্থ কর্ম্মচারী মহকুমার কোর্টের হইলে, ২০৲ টাকা।

৫ম শ্রেণীর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর---১০৲ টাকা।

কোর্টের স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত হেড কনেষ্টবল---৫৲ টাকা।

জামিন দাতাগণ বৎসরান্তে তাঁহাদের টাকার সুদ পাইতে পারেন এই সুবিধার জন্য জামিনের টাকা পোষ্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানত রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির ১০০৲ শত টাকা আমানত হইলেই তাহা তাঁহার সুবিধার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট করিয়া রাখা যাইতে পারে, ও সেই প্রমিসরি নোট উপযুক্ত রক্ষণার জন্য ট্রেজারিতে রাখিতে হইবে।

৫। নীচের লিখিত সর্ত্ত অনুসারে জামিনের টাকা পোষ্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানত করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি টাকা আমানত করেন তাঁহার নামে হিসাব খুলিতে হইবে। তাঁহারই নিকট হইতে একা এক টাকা লওয়া যাইবে; পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পোষ্ট মাষ্টারের নিকট তিনি ৩২ নম্বর ফারমে এই মর্ম্মে এক চিঠি লিখিবেন যে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের লিখিত স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত আমানতি আসল টাকার জন্য ব্যাঙ্কের প্রতি কোন দাবি করিতে পারিবেন না; পোষ্ট আফিস হইতে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে টাকা দিতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না; ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুদ গ্রহণের অনুমতি রহিত করিলে তজ্জন্য কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কের পাশ বহি আমানতকারীর (Depositor) নিকট থাকিবে।

৬। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী যে দলীল (একরার) দেন তাহা তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর হইলে এক বৎসর পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে।

৭। অন্য জেলায় বদলী হইলে আমানতি টাকা স্থানান্তর করা সম্বন্ধে পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে আচরণ করিতে হইবে।

৮। এই সারকিউলার দ্বারা অন্য প্রকার আদিষ্ট না হইলে সদর, ও মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের একই প্রকার কর্ম্ম করিতে হইবে।

মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরগণ সব ডিষ্ট্রীক্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর অধীন; তিনি মহকুমার পুলিশের কার্য্যের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে দায়ী। সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারী সময় সময় কোর্ট আফিস পরিদর্শন করিয়া তাহার ফল তাঁহার দৈনিকে লিখিবেন।

৯। সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর অনুপস্থিত সময়, ও তাঁহার অনুমতি ক্রমে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ডেইলি (daily) রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন।

নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে ডেইলি রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে হইবে।

(১) যে কর্ম্মচারী সচরাচর ডেইলি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তিনি মফঃস্বল থাকিলে, ও তাহা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অন্য কোন ইনেস্পেক্টর উপস্থিত না থাকিলে ডেইলি রিপোর্ট লেখার ভার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের প্রতি অর্পণ করা যাইতে পারে; কিন্তু যতদূর সম্ভব এই নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(২) ষ্টেশন দৈনিক দৃষ্টে প্রত্যহ এই রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের অবগতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে, এবং তা[illegible]নিকট হইতে ফেরত পাওয়ার পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের [illegible]বগতার্থে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে পাঠাইতে হইবে।

(৩) এই রিপোর্টে যে কেবল অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে তাহা নয়; আবশ্যকীয় যে কোন বিষয় লেখক জানিতে পারেন তাহাই লিখিতে হইবে। স্থানীয় দৈনিক সম্বন্ধের নিয়মাবলীতে ডেইলি রিপোর্টে ভুক্ত করার কয়েকটী আবশ্যকীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সকল স্থানীয় দৈনিক যে তারিখে পৌঁছে সেই দিবসেই

পাঠ করিতে হইবে। এবং তাহা হইতে আবশ্যকীয় বিষয় এরূপ বিস্তৃতভাবে ডেইলি রিপোর্টে লিখিতে হইবে যেন তদৃষ্টে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন কার্য্য করা, বা আরো অনুসন্ধান আবশ্যক কি না তাহা সহজে অনুভব করিতে পারেন।

১০। পুলিশের কার্য্য-প্রণালী, কোন্ মোকদ্দমায় কি প্রকারের প্রমাণ আবশ্যক, এবং বিচার আদালতে কি প্রণালীতে মোকদ্দমা চালাইতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হেড কনেষ্টবল বা কনেষ্টবলদিগকে কোর্টে রাখা হয়; কিন্তু এক সময় কোন হেড কনেষ্টবল বা কনেষ্টবলকে এক বৎসরের অধিক কাল কোর্টের কার্য্যে রাখা কর্ত্তব্য নহে। কাহারও এক বৎসর পূর্ণ হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে রিপোর্ট দ্বারা জানাইবেন।

১১। কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে পুলিশ গ্রহণ যোগ্য, বা অযোগ্য কোন নালিশ হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎ লিখিত রিপোর্ট দ্বারা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জানাইবেন।

পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে কোন দেওয়ানি আদালতে নালিশ হইলে তাহা তিনি স্বয়ং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তৎক্ষণাৎ জানাইবেন।

১২। জেলার মাজিষ্ট্রেট, এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ব্যতীত অপর কোন মাজিষ্ট্রেট কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ২৯ ধারামতে মোকদ্দমা স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(ক) প্রহরীগণের ত্রুটিতে আসামী পলায়ন করিলে তাহাদিগের সম্বন্ধে ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম অনুসারে সরাসরি কোন [illegible]দেশ না দিয়া ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে হইবে। এই সকল মোকদ্দমা উপযুক্তরূপে চালাইবার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর দায়ী

(খ) ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের সম্বন্ধীয় ১৮৭৪ সনের আইনের ২৭ ধারা অনুসারে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বা আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উক্ত আইন অনুসারে সকল অভিযোগ স্থাপন করিবেন ও তাহা চালাইবেন।

১৩। সদর কোর্টের কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের সর্ব্বদা সদর মোকামে থাকিয়া অনেক গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, এবং তাহার এক দিবস অনুপস্থিতির জন্য অনেক অসুবিধা হয় বিধায় তাহাকে কখন কোন মাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল লইয়া যাইবেন না। জেলার মাজিষ্ট্রেট বা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল থাকা সময় তাঁহার কোর্টের কার্য্য করণার্থ কোন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইলে একজন হেড কনেষ্টবলকে তজ্জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

সালতামামি নক্সা প্রস্তুত জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরদিগকে সদরে আনাইতে পারেন।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আফিসের বহি।

মাজিষ্ট্রেটের জেনারেল রেজেষ্টরী।

১ নম্বর ফারম।

১৪। পুলিশের নিকট এজেহার হওয়া সমুদয় গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমা এই বহিতে লিখিতে হয়। গ্রহণ যোগ্য যে সকল মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট নিজ ক্ষমতায় (পুলিশের যোগে ব্যতীত) গ্রহণ করেন তাহাতে কোন প্রথম সংবাদ ব্যবহার হয় না এবং তাহা মাজিষ্ট্রেটের আমলা (অন্য রেজেষ্টরিতে) ভুক্ত করেন। এই শেষোক্ত প্রকারের মোকদ্দমা এবং মিউনিসিপাল বা রেলওয়ে, কি টেলিগ্রাফ আইনান্তর্গত উপবিধি অনুসারে যে সকল গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমা রুজু হয়, এবং ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ৩৪ ধারা, ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৮ম অধ্যায় অনুসারে যে সকল পুলিশ গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমা রুজু হয় তাহাতে কোন প্রথম এত্তলা ব্যবহার করিতে হইবে না, বা এই রেজেষ্টরিতে তাহা ভুক্ত করিতে হইবে না। এই সকল মোকদ্দমা ২ নম্বর ফারমে এক রেজেষ্টরী বহিতে লিখিতে হইবে, ও খতিয়ান বহিতে রীতিমত লিখিতে হইবে।

এই জেনারেল রেজেষ্টরী বহি উপযুক্ত রূপে রাখিবার জন্য সদর ও মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর দায়ী।

সব ডিষ্ট্রীক্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী পুলিশ ষ্টেশনের রিপোর্ট শ্রবণান্তে সমুদয় প্রথম সংবাদ কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে দিবেন, তিনি তদ্দৃষ্টে জেনারেল রেজেষ্টরীর প্রথম আট ঘর পূরণ করিয়া ক্ষমতা-বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত জন্য বহি সমেত প্রথম এজেহার তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিবেন, ও নবম ঘরে তাঁহার সহী করাইবেন। গুরুতর মোকদ্দমার প্রথম সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র মাজিষ্ট্রেট সমীপে দরপেস করিতে হইবে। মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রথম সংবাদ কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট থাকিবে, তৎপর তাহা মাজিষ্ট্রেটের আমলার নিকট দিতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট শুনিবার সময় কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ অর্ডার বহিতে লিখিয়া রীতিমত জারী করিতে হইবে।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর আবশ্যকীয় সকল অর্ডার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে দেখাইবেন।

এ, বি, বা সি ফারমে মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া মাত্র কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর রেজেষ্টরীর ১০ হইতে ১৪ ঘর পূরণ করিয়া বহি ও শেষ রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত করিবেন; তিনি কোন আসামী বিচারার্থ চালান হইয়া থাকিলে (এ ফারমে শেষ রিপোর্ট আগত হইলে) কোন মাজিষ্ট্রেট সমীপে মোকদ্দমা বিচার জন্য সোপর্দ্দ করিয়া ১৫ ঘরে তাহা লিখিবেন। বি, কি সি ফারমে শেষ রিপোর্ট আগত হইলে পুলিশের আর কোন কার্য্য করা আবশ্যক কি না তাহাও এই ১৫ ঘরে লিখিবেন।

বি, এবং সি ফারমে যে সকল মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট আগত হয় তাহার চূড়ান্ত আদেশ ১৬ ঘরে সদর মোকামের জেলার মাজিষ্ট্রেট, বা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, এবং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট নিজেরা লিখিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। এই সকল আদেশ অনুসারে মোকদ্দমার নক্সা আদি প্রস্তুত করিতে হইবে।

এ ফারমের সমুদয় মোকদ্দমা এই রেজেষ্টরী হইতে, যাঁহার নিকট বিচার জন্য অর্পিত হয় তাঁহার বহিতে লিখিতে হইবে; তিনি যে ধারানুসারে আসামী খালাস, সোপর্দ্দ, বা শাস্তি দেন তাহা ঐ বহিতে লিখিবেন; এবং তদ্দৃষ্টে কোর্টের কর্ম্মচারী ১৬ ঘর লিখিয়া বিচারকের দস্তখত করাইবেন। যে মোকদ্দমায় কোন আসামী বিচার জন্য চালান না হয় তাহা নীচের লিখিত পাঁচ প্রকার মধ্যে এক প্রকারান্তর্গত হইবে।

প্রথম—আসামী ফেরার হইলে;

দ্বিতীয়—আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ না হইলে এবং মোকদ্দমা এক কালীন মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইলে;

তৃতীয়—মোকদ্দমা সত্য কিন্তু প্রমাণ অভাব হইলে;

চতুর্থ—মিথ্যা মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে অভিযোগ না হইলে;

পঞ্চম। সত্য মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে অভিযোগ না হইলে;

যে সকল মোকদ্দমায় আসামী ফেরার থাকে তাহার শেষ রিপোর্ট সি ফারমে প্রেরণ করিতে হয়, এবং উক্ত মোকদ্দমা কিনারা না হওয়া জ্ঞান করিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন সময় আসামী ধৃত হইলে সি ফরম (ক্যান্‌সেল) রদ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে এ ফারম প্রেরণ করিতে হইবে, এবং আসামীকে বিচার জন্য চালান দিতে হইবে।

১৮৬৫ সনের ১৮ই নবেম্বর তারিখের ৬৪৭৫ নম্বর চিঠিদ্বারা গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে মোকদ্দমা সত্য কি মিথ্যা তাহা মাজিষ্ট্রেট নিদ্দেশ করিবেন। বি এবং সি ফারমে রিপোর্ট প্রেরণ করার কারণ পুলিশ কর্ম্মচারীগণ বিস্তৃত ও পরিষ্কাররূপে লিখিবেন। পুলিশের রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট কোন বিষয় মীমাংসা করিতে না পারিলে তিনি বাদী কি সংবাদদাতাকে তলব দিয়া তাহার নিকট মোকদ্দমার অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন।

পুলিশ যে সকল আসামী ধৃত করিয়া জামিন বা মুচলিকায় মুক্ত দেন, এবং যাহাদের মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হইতে হয় না তাহাদিগকে "খালাস" বলিয়া দেখাইতে হইবে না। মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইলে "মিথ্যা মোকদ্দমার" ঘরে তাহা দেখাইতে হইবে।

যে মোকদ্দমায় কোন আসামী বিচার জন্য চালান না হয় সেই মোকদ্দমা সত্য কি না তাহা মাজিষ্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট করিবেন; এবং অপরাধ ঘটনা হইয়াছে তাঁহার এরূপ বিবেচনা হইলে এ চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগের (Statement A, Part 1) কোন্ ধারায় ঐ মোকদ্দমা ভুক্ত করিতে হইবে তাহা তিনি ঠিক করিয়া দিবেন।

মাসের মধ্যে পুলিশ ষ্টেশনে যে সকল মোকদ্দমার সংবাদ হয়, (যে কোন সময় তাহার ঘটনা হউক না কেন) সেই মাসের রেজেষ্টরিতে ভুক্ত করিতে হইবে, এবং প্রথম সংবাদ মাস মধ্যে না পাওয়া গেলেও ইহাতে সেই মাসের নম্বর পড়িবে। এতন্নিমিত্ত প্রত্যেক মাসের শেষে একটী সাদা পাতা রাখা কর্ত্তব্য।

মাসের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট প্রাপ্ত না হওয়া যায় তৎসম্বন্ধে ১০ হইতে ১৪ ঘর শেষ রিপোর্ট পাওয়ার পর, লাল কালীদ্বারা লিখিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ঐ সকল মোকদ্দমা মাসের শেষ দিবস পর্য্যন্ত পুলিশে মুলতবি থাকা বুঝা যাইবে।

মাসের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পেস করা যায়, কিন্তু যাহা মাজিষ্ট্রেট সমীপে মুলতবি থাকে (অর্থাৎ মাসের মধ্যে শেষ রিপোর্ট পাওয়ার পর মাজিষ্ট্রেট যাহাতে ঐ মাস মধ্যে কোন হুকুম প্রদান না করেন) এরূপ মোকদ্দমার ১৫, বা ১৬ কি তদুভয় ঘর লাল কালীদ্বারা লিখিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ঐ মোকদ্দমা মাসের শেষে মাজিষ্ট্রেট সমীপে মুলতবি থাকা বুঝাইবে। যে সকল মোকদ্দমার আসামী ফেরার থাকে তাহার মন্তব্য ঘরে লাল কালীদ্বারা এক প্রকাশ্য চিহ্ন দিতে হইবে।

ইহাতে এবম্প্রকার কত মোকদ্দমা মুলতবি আছে তাহা সহজে বুঝা যায়।

পূর্ব্ব শাস্তি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বিচারার্থে চালান হইলে তাহার নামের নীচে এই বহিতে, এবং মোকদ্দমার বহিতে (Case Register) লাল কালি দ্বারা টান দিতে হইবে।

এ, চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগে (A, part I) প্রত্যেক মোকদ্দমা কিরূপে দেখান যাইবে তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ ১৬ ঘরে থাকা কর্ত্তব্য। কি পরিমাণ মাল চুরি ও পুনঃপ্রাপ্ত হয় তাহাও মাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুসারে এই ঘরে লিখিতে হইবে।

কোন মোকদ্দমা এ চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগে ভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট নীচের লিখিত বিবরণে স্পষ্ট আদেশ প্রদান করিবেন।

(১) "সত্য ;—ধারায় লেখ।"
"অভ্রান্ত মিথ্যা।"
"আইনতঃ ভ্রম ; ভুক্ত হইবে না।"
"বৃত্তান্ত ঘটিত ভ্রম ; ভুক্ত হইবে না।"
"পুলিশ তদন্তের অযোগ্য ;—ধারায় ভুক্ত কর।

(২) "ডিস্মিস," "মোকদ্দমা মিথ্যা,""খারিজ" ইত্যাদি আদেশ ভ্রমাত্মক। উপরের লিখিত ভাষায় ভিন্ন আর কোন শব্দ দ্বারা মোকদ্দমার চূড়ান্ত আদেশ জেনারেল রেজেষ্টরিতে লেখা যাইবে না।

(৩) বি, বা সি ফারমের মোকদ্দমার প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান করার পূর্ব্বে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান, ও তাহা রেজেষ্টরিতে লিপি করা যুক্তিসঙ্গত নহে; কিন্তু যে সকল মোকদ্দমায় শাস্তি হয় তাহা আপীলের সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া বহিতে লেখা কর্ত্তব্য। আপীলে কোন আদেশ রহিত, বা তরমিম হইলে তদ্বিষয় লাল কালীদ্বারা নোট করিতে হইবে, ও পুলিশ ষ্টেশনে তাহার সংবাদ ৫ নম্বর ফারম প্রেরণ করার পর তৎপশ্চাৎ পাঠাইতে হইবে; অর্থাৎ মোকদ্দমা প্রথম আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইলে তাহা ৫ নম্বর

ফারমে ষ্টেশনে জানাইতে হইবে, তদনন্তর আপীল আদালতের চূড়ান্ত আদেশও জানাইতে হইবে।

মিথ্যা নালিস করা অপরাধে কাহার নামে মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইলে তাহা দণ্ডবিধি আইনের ১৮২ ধারার পরিবর্ত্তে ২১১ ধারামতে স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

(৪) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ১৭ ঘরে খতিয়ানের সহিত যোগ রাখিবেন, (অর্থাৎ খতিয়ানে যে নম্বরে, যে মোকদ্দমা ভুক্ত হয় এই ঘরে তাহা লিখিবেন) এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত আদেশের মিমো প্রেরণের তারিখ লিখিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমার (এ ফারম সেহার) বহি।

৩ নম্বর ফারম।

১৫। উপরোক্ত বহি নিয়মিত রূপে রাখিবার জন্য নীচের লিখিত বিধান করা গেল।

(১) প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটের নিমিত্ত একখানি পৃথক বহি রাখিতে হইবে, এবং জেলার, বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিকট বিচার জন্য যে সকল এ ফারমের মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাহা তাঁহার বহিতে লিখিতে হইবে।

(২) প্রথম দশ ঘর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর পূরণ করিবেন, এবং তৎপরের দুই ঘরে মাজিষ্ট্রেট স্বহস্তে লিখিবেন।

(৩) পুলিশ যে অপরাধের বিচার জন্য আসামীকে চালান দেন তাহা ৭ম ঘরে লেখা যাইবে, যে আইনের যে ধারানুসারে আসামী চালান হয় তাহা সর্ব্বদাই লিখিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা সম্বন্ধে পুলিশের প্রতি যে আদেশ প্রচার করেন তৎসম্বন্ধে অর্ডার বহির ৮ নম্বর ঘরে লিখিতে হইবে, এবং আসামী যে যে তারিখে মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হয় (অর্থাৎ মোকদ্দমা যে যে তারিখে মুলতবি থাকে ও বিচারের জন্য যে দিন ধার্য্য হয়) তাহা তৎপরের

দুই ঘরে লিখিতে হইবে। এই মুলতবির তারিখ শুদ্ধরূপে সর্ব্বদা লেখার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর দায়ী।

(৪) যে আইনের যে ধারানুসারে আসামী খালাস, সোপর্দ্দ, বা শাস্তি পায় তাহা মাজিষ্ট্রেট ১১ ঘরে লিখিবেন; এবং ১২ ঘরে পুলিশ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিবেন। শেষ ঘরে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিশ সম্বন্ধীয় মাজিষ্ট্রেটেব লিখিত বিষয়ের উত্তর লিখিবেন।

(৫) গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে অধস্ত মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় পুলিশের চরিত্র সম্বন্ধে কোন "রোবকারী" প্রেরণ করিবেন না; তাঁহারা আবশ্যক বোধ করিলে তাঁহাদের মন্তব্যের নকল জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে পাঠাইতে পারেন, তিনি এতৎসম্বন্ধে যাহা উচিত বোধ হয় করিবেন।

(৬) মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট পুলিশের চরিত্র সম্বন্ধে কোন দোষারোপ করিলে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী তাহার এক নকল অবিলম্বে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে প্রেরণ করিবেন। রেজেষ্টরীব ১৩ ঘরে কেবল মাত্র তিনিই (ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) তাঁহার উত্তর প্রদান করিবেন।

(৭) কোন মাজিষ্ট্রেট এক মোকদ্দমার বিচার সম্পূর্ণ (নিষ্পত্তি) করিবার পূর্ব্বে অপর কাহার নিকট ঐ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইলে যাঁহার নিকট মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাঁহার রেজেষ্টরী বহিতে ঐ মোকদ্দমা লিখিতে হইবে।

(৮) যে মহকুমায় কেবল মাত্র একজন মাজিষ্ট্রেট তথায় এই বহি এবং জেনারেল রেজেষ্টরী রাখিতে হইবে। শেষোক্ত বহিতে (জেনারেল রেজেষ্টরী) গ্রহণ যোগ্য যত মোকদ্দমা পুলিশ তদন্ত করেন (কিনারা হউক বা না হউক, সত্য কি মিথ্যা) তাহা লিখিতে হইবে; এবং এই (মোকদ্দমার) বহিতে কেবল মাত্র যে সকল মোকদ্দমার আসামী বিচার জন্য চালান হয় তাহাই লিখিতে হইবে।

(৯) যে সকল আসামী পূর্ব্বে শাস্তি পাইয়াছে তাহাদের নামের

নীচে এই বহিতে লাল কালীদ্বারা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর টান দিয়া রাখিবেন।

(১০) কোন ব্যক্তির শাস্তি হইলে তাহাকে পুলিশের তদন্তাধীনে রাখা কর্ত্তব্য কি না তৎসম্বন্ধে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এই বহির ১১ ঘরে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ গ্রহণ করিবেন।

(১১) সমুদয় রেলওয়ে মোকদ্দমা ১, ২, এবং ৩ নম্বর ফারম রেজেষ্টরী বহিতে লাল কালীদ্বারা "আর" (R) এই অক্ষর দ্বারা বিশেষরূপ চিহ্নিত করিতে হইবে।

১৬। মোকদ্দমা বিচার আদালতে চালান সম্বন্ধে নীচের লিখিত উপদেশ প্রদান করা যাইতেছে।

(১) ১৮৮৬ সনের ১০ আইনের ১৩ ধারা দ্বারা সংশোধিত ১৮৮২ সনের ১০ আইনের ৪৯৫ ধারার বিধান অনুসারে কোর্টের সব ইনেস্পেক্টরের পদ পর্য্যন্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর আদালতে সওয়াল জবাব, ও সাক্ষীর পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বিচারাধিপতি মাজিষ্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে সব ইনেস্পেক্টর কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

(২) ইনেস্পেক্টরের পদস্ত কোন কর্ম্মচারী কোন মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিলে, তিনি মাজিষ্ট্রেটের অনুমত্যানুসারে মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বিশেষ অবস্থা ব্যতীত ইনেস্পেক্টরকে মাজিষ্ট্রেট সমীপে মোকদ্দমা চালাইতে নিযুক্ত করা বিধেয় নহে; ইহাতে তাঁহাদের অন্যান্য কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে!

(৩) সব ইনেস্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি ভার অর্পিত হইলে মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং মোকদ্দমা চালাইবেন, এবং কোর্টের কর্ম্মচারী মোকদ্দমার অনুসন্ধান, বা বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদয় আবশ্যকীয় বিবরণ মাজিষ্ট্রেটকে জানাইবেন।

(৪) গুরুতর মোকদ্দমা চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উকীল,

বা মহকুমায় হইলে, তাঁহার সাহায্যকারীকে নিযুক্ত করিবার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার মাজিষ্ট্রেট সমীপে আবেদন করিবেন।

(৫) ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে কার্য্যবিধি আইনের ৪৯৫ ধারার বিধান অনুসারে মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান বা বিচার করিবার সময় সেই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য পুলিশের সব ইনেস্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ কোন কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন; এতদ্দ্বারা কেবল মাত্র নিম্ন শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারী বর্জ্জিত হইতেছেন বটে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে আদালতের অপর কোন ব্যক্তিকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; তদ্রূপ অপর কোন ব্যক্তি মোকদ্দমা চালাইতে আদিষ্ট হইলে কোর্টের পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহাকে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সমুদয় আবশ্যকীয় বিষয় অবগত করাইবেন।

(৬) সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় দাওরায় বিচারে সোপর্দ্দ করার কারণ সম্পূর্ণ ও স্পষ্টরূপে লেখা না থাকিলে জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট উকীল বা অন্য যে ব্যক্তি মোকদ্দমা চালাইবেন তাঁহার অবগতির জন্য মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত এক ইতিহাস ও প্রত্যেক সাক্ষী কি কি বিষয় প্রমাণ করিবে তাহার এক স্মারক লিপী প্রস্তুত করিবেন। মোকদ্দমার বিচারের তারিখের অন্যূন এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই স্মারক লিপী, মোকদ্দমার স্পিসিয়াল রিপোর্ট, বা বিশেষ দৈনিক. এবং সাক্ষীর জবানবন্দী. ও দাওরায় সোপর্দ্দ করার কারণ গবর্ণমেণ্ট উকীলের নিকট দিবেন। তিনি মোকদ্দমার বিচার অন্তে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলে তৎসহ কাগজাদি প্রত্যর্পণ করিবেন। এই স্মারক লিপী গোপনীয় দলিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায় হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর কি মোকদ্দমার অবস্থা জ্ঞাতসার অন্য পুলিশ কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট উকীলের সাহায্যার্থে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত থাকিবেন। গুরুতর মোকদ্দমার আপীল সম্বন্ধে গবর্ণ-

মেণ্ট উকীলকে আবশ্যকীয় উপদেশ প্রদান করিতে হইবে, এবং তিনি নথিস্থ সমুদয় কাগজের অবস্থা অবগত হইবেন।

(৭) সদর ষ্টেশন বা মহকুমার যে সকল মোকদ্দমা বিচার জন্য চালান হয় তাহা নিষ্পত্তি অন্তে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এই সারকিউলারের ১৮ প্রকরণের লিখিত ফারম অনুসারে বিচারের ফল সম্পর্কীয় ষ্টেশনে, অর্থাৎ যে ষ্টেশন হইতে মোকদ্দমা চালান হইয়াছিল তথায় প্রেরণ করিবেন। মোকদ্দমা ডিসমিস হওয়ার কারণ না জানিতে পারিলে তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী অত্যন্ত নিরুৎসাহ হন, অতএব পুলিশ কম্মচারীর অদূরদর্শিতা বা প্রমাণ সম্বন্ধীয় আইনের অপরিপক্কভাব গতিকে কোন ভ্রম জন্মিলে তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিলে অনেক উপকার হওয়ার সম্ভব। অন্য কোন অসন্তোষ জনক কারণে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার অসন্তোষের কারণ লিপীবদ্ধ করিয়া তদন্তকারী কর্ম্মচারীকে সতর্ক করিয়া দিবেন।

(৮) কোন পুলিশ কর্ম্মচারী মোকদ্দমার সম্যক অবস্থা জ্ঞাত না হইয়া আদালতে উপস্থিত, ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের শৈথিল্য থাকা বিবরণে কোন মাজিষ্ট্রেট মন্তব্য প্রকাশ করিলে তৎসম্বন্ধে বিশেষ আদেশ প্রদান করিতে হইবে।

রিমাণ্ড। (মোকদ্দমা মুলতবি রাখার প্রার্থনা পত্র।) Remands.

৪ নম্বর ফারম।

১৭। কোন মোকদ্দমা মুলতবি রাখার নিমিত্ত আবেদন করিতে হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ৪ নম্বর ফারম পূরণ করিয়া আদালতে দাখিল করিবেন। এই আবেদন পত্র নথির সহিত থাকিবে।

কোন আসামীর পূর্ব্ব শাস্তি প্রমাণ, বা কোন বিদেশী লোক বিচার জন্য চালান হইলে তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস, বাসস্থান, এবং

চরিত্র অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবি রাখার প্রার্থনায় সর্ব্বদাই আবেদন করিতে হইবে।

পুলিশ ষ্টেশনে, সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ আফিসে, এব ডিষ্ট্রীক্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে মোকদ্দমার বিচারের ফল প্রেরণ করার মিমো।

৫ নম্বর ফারম।

১৮। এ, বি, এবং সি ফারমে রিপোর্ট হওয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি, এবং ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ কি ১১০ ধারানুসারে সদাচারের জামিন দেওয়ার আদেশ হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ৫ নম্বর ফারমের শেষ অংশ দেশীয় ভাষায় লিখিয়া পুলিশ ষ্টেশনে, মধ্যের অংশ ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া সব ডিষ্ট্রীক্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে পাঠাইবেন, এবং প্রথম অংশ (মুড়ি) ভবিষ্যতের প্রয়োজনার্থে তাঁহার আপন আফিসে রাখিবেন। এ চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগে লিখিবার জন্য যে পরিমাণ মাল চুরি ও পুনঃপ্রাপ্ত হয় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর বিচারক দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লইবেন, ও খতিয়ান রেজেষ্টরী বহিতে লিখিবার জন্য জেনারেল রেজেষ্টরী (General Register) বহির মন্তব্য ঘরে ইহার এক টোকা রাখিবেন। মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত (direct) কোন পুলিশ গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমায়, এবং দণ্ডবিধি আইনের ১৭ অধ্যায়ের লিখিত পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য অপরাধে কাহার শাস্তি হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্বিবরণ হাতে লিখিয়া (কোন প্রচলিত ফারমে নহে) সম্পর্কীত ষ্টেশনে জানাইবেন; ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তদ্দৃষ্টে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির বহি পূরণ করিবেন। ৫ নম্বর ফারমে যে যে বিষয় লিখিতে হয় এই হস্ত লিখিত মিমোতেও তৎসমুদয় লিখিতে হইবে।

রেলওয়ে পুলিশ যে সকল মোকদ্দমা বিচারার্থ চালান দেন তাহার বিচারের ফল উপরোক্ত ফারমে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবকে জানাইতে হইবে।

রেলওয়ে লাইনের উপর কোন দুর্ঘটনা হইলে মাজিষ্ট্রেট তৎসম্বন্ধে যে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন তাহার নকল গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে যত সত্বর হয় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। মাজিষ্ট্রেটের রায় ও মন্তব্যের নকল তৎসহ ৬ নম্বর ফারমে পাঠাইতে হইবে।

রেলওয়ে পুলিশের আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার জবানবন্দী, রায় ইত্যাদির নকল যাহা চাহেন কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর বিনা ব্যয়ে তাঁহাকে তাহা দিবেন।

খতিয়ান রেজেষ্টরী সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

৭ নম্বর ফারম।

১৯। সালতামামি নক্সা সহজে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেক সদর ও মহকুমার কোর্টে ৭ নম্বর ফারমে আলগা ফর্দ বান্ধিয়া এক খতিয়ান রেজেষ্টরী বহি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক ক্রমিক নম্বরে আবশ্যক অনুসারে এক বা ততোধিক ফর্দ রাখিতে হইবে। যে সকল অপরাধ কদাচিত ঘটনা হয়, এবং যাহা এক ক্রমিক নম্বরে ভুক্ত হয় তাহাতে বোধ হয় এক পাতের ; কি ; অংশ লাগিতে পারে, পক্ষান্তরে সিঁধচুরি, এবং ঐ শ্রেণীর অপরাধ যাহা একাধিক ক্রমিক নম্বরান্তর্গত তাহাতে তিন, চারি বা ততোধিক পাত লাগিতে পারে।*

(ক) এ চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগে তিন প্রকার মোকদ্দমা ভুক্ত করিতে হয়।

---

* উপরে যে "ক্রমিক নম্বরের" কথা উল্লেখ করা গেল তাহা এ চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগের বটে।

(১) পুলিশ যে সকল মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া প্রথম সংবাদ প্রেরণ করেন ; (২) ক্ষুদ্র মোকদ্দমা যাহাতে কোন প্রথম সংবাদ ব্যবহার হয় না ; (৩) দরখাস্ত বা অন্য প্রকারে মাজিষ্ট্রেট একা এক যে সকল পুলিশ গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমা গ্রহণ করেন।

প্রথম—যে সকল মোকদ্দমায় প্রথম সংবাদ ব্যবহার হয় তাহা জেনারেল রেজেষ্টরী বহিতে ভুক্ত হয়, এবং ঐ সকল মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় বিবরণ তাহা হইতে খতিয়ান রেজেষ্টরিতে লিখিতে হইবে।

দ্বিতীয়—মিউনিসিপাল, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ আইন, এবং তদন্তর্গত উপবিধি, ও ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী পুলিশ গ্রহণ যোগ্য ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় প্রথম সংবাদ ব্যবহার হয় না, সুতরাং তাহা জেনারেল রেজেষ্টরী বহিতে লেখা যায় না। এই সকল মোকদ্দমা সালতামামি এ চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগে ভুক্ত করিতে হয়, অতএব তৎসমুদয়ের এক সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ হিসাব রাখিবার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ২ নম্বর ফারমে এক রেজেষ্টরী রাখিবেন।

তৃতীয়—দরখাস্ত বা অন্য প্রকারে মাজিষ্ট্রেট যে সকল পুলিশ গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমা একা এক গ্রহণ করেন তাহা পুলিশের কোন রেজেষ্টরিতে লেখা হয় না, সুতরাং সেই সকল মোকদ্দমার জন্য হাইকোর্টের ১৮৬৮ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৫এ নম্বর সারকিউলারের আদেশানুসারে মাজিষ্ট্রেটের আফিসে যে নালিস সেহা বহি (Register of complaints) রাখা হয় তাহা ভালরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট সমীপে একা এক যে সকল মোকদ্দমা দায়ের হয় তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমা কিরূপে নিষ্পত্তি হয় (ডিসমিস হইলে, "চার্জ্জ করা হইয়াছে" "মিথ্যা দেখাইতে হইবে," বা "পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য দেখাইতে হইবে") তদ্বিবরণ তিনি স্বহস্তে এই রেজেষ্টরিতে লিখিবেন। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে প্রত্যহ এই রেজেষ্টরী দেখিতে দিতে হইবে।

(খ) এই তিন প্রকারের মোকদ্দমার মধ্যে কোন একটী সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ হইলেই তাহা খতিয়ান বহিতে লিখিতে হইবে।

কিন্তু ৪ ঘরের লিখিত মোকদ্দমা মধ্যে বৎসরের শেষে যে সকল মোকদ্দমা পুলিশে মুলতবি থাকে (অর্থাৎ ৩৪ ঘরের মোকদ্দমা) তাহা মুলতবিই দেখাইতে হইবে; নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার সমষ্টির নীচে এই সকল মোকদ্দমা লিখিতে হইবে। খতিয়ানের ৪ ঘরের লিখিত মোকদ্দমা মধ্যে ১৩ ঘরের যে সকল মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট, বা সেসন আদালতে মুলতবি থাকে তাহা এবং ৪ ঘরের নীচে যে সকল মোকদ্দমা মুলতবি দেখান হয় অর্থাৎ ৩৪ ঘরের মোকদ্দমা একত্র সমষ্টি করিয়া নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার সহিত যোগ করিতে হইবে। তৎপর ৪ ঘরের মোট সমষ্টি হইতে ১৬ হইতে ২১ ঘরের সমষ্টি বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা এ চিহ্নিত নক্সার প্রথম ভাগের ৪ ঘরে দেখাইতে হইবে। মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত মোকদ্দমা মধ্যে যাহা মুলতবি থাকে তাহা লাল কালী দ্বারা লিখিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত মোকদ্দমা মধ্যে যে সকল মিথ্যা বলিয়া নিষ্পত্তি হয় তাহা খতিয়ানের ১৫ ঘর হইতে বিশেষরূপ চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত মন্তব্য ঘরে লাল কালী দ্বারা "মিথ্যা" বলিয়া লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(গ) পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার রেজেষ্টরীর সহিত খতিয়ানের সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত জেনারেল রেজেষ্টরী, ক্ষুদ্র মোকদ্দমার রেজেষ্টরী, বা মাজিষ্ট্রেটের নালিস সেহা বহি হইতে কোন মোকদ্দমা খতিয়ানে উঠাইলে যে ক্রমিক নম্বর পড়ে তাহা ঐ রেজেষ্টরী বহির মন্তব্য ঘরে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(ঘ) জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আফিসের নালিস সেহা বহি যে আমলার জিম্মায় থাকে তিনি প্রত্যহ ঐ বহি কিছুকালের জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে দেখাইবেন, ও পূর্ব্ব দিবস হইতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার এক টোকা দিবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের মোকদ্দমা হইতে তৃতীয় প্রকারের মোকদ্দমা খতিয়ান বহিতে পৃথক রূপে দেখাইবার নিমিত্ত তাহা লাল কালী দ্বারা খতিয়ানে লিখিতে হইবে।

(ঙ) বৎসরান্তে লাল ও কাল কালীর পৃথক পৃথক সমষ্টি করিতে হইবে; প্রথমোক্ত (লাল কালীর) লেখার দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত এবং শেষোক্ত (কাল কালীর) লেখার দ্বারা পুলিশের গুরুতর ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সমষ্টি বুঝিতে হইবে।

(চ) খতিয়ান লেখা কদাচ মুলতবি রাখিতে হইবে না। গুরুতর মোকদ্দমার ত্রৈমাসিক নক্সার সহিত এই রেজেষ্টরীর শুদ্ধতা সম্বন্ধে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এক সার্টিফিকেট দিবেন।

(ছ) খতিয়ানের সর্ব্ব শেষ ঘরে "ক্রমিক নম্বর" লিখিয়া লইতে হইবে। এই ক্রমিক নম্বর দ্বারা অন্যান্য ঘরের সমষ্টির শুদ্ধতা পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে।

(জ) আপীলের ফল খতিয়ানে লিখিতে হইবে। কোন মোকদ্দমার আপীল হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে জানাইবেন।

(ঝ) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর আপীল হওয়ার বিবরণ জানিতে পারিলে খতিয়ানের প্রথম ঘরের বাম দিকে লাল কালী দ্বারা যে মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার পার্শ্বে বড় হাতে "A" লিখিয়া রাখিবেন, এবং আপীল নিষ্পত্তির ফল জানিতে পারিলে শাস্তি সম্বন্ধে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিবেন; এবং ৭১ ঘরে যত আসামী আপীলে মাজিষ্ট্রেট, সেসন জজ, বা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক মুক্ত হয় তাহা লিখিবেন।

(ঞ) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর খতিয়ান দুইবার দস্তখত করিবেন; প্রথমতঃ যখন মোকদ্দমার পার্শ্বে বড় হাতের "এ" লেখেন, (যখন আপীল রুজুর সংবাদ পান) দ্বিতীয়তঃ আপীলের ফল যে সময় ভুক্ত করেন।

(ট) ডিসেম্বর মাসের ৩১এ তারিখ পর্য্যন্ত যে সকল আপীল নিষ্পত্তি হয় তাহার ফল খতিয়ান বহিতে লেখা হইয়াছে কিনা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর নিজে বৎসরান্তে তাহা বিশেষরূপ দেখিবেন।

(ঠ) ডিসেম্বর মাসের ৩১এ তারিখে খতিয়ান বহি বন্ধ করিতে

হইবে; তৎপর নূতন বৎসরের বহিতে মুলতবি মোকদ্দমা জের টানিয়া আনিতে হইবে।

(ড) ৩৬ (অনধিকার গৃহ প্রবেশ) এই নম্বরের শেষ ঘরে নীচের লিখিত বিবরণ লেখা যাইতে পারে।

৮১ ঘর— উদ্যোগ।

৮২ ঘর— যে সকল মোকদ্দমায় মাল চুরি হয়।

৮৩ ঘর— যে সকল মোকদ্দমায় মাল চুরি হয় নাই।

দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭৪, ৪৪৭ এবং ৪৪৯ ধারার মোকদ্দমায়।

৮১ ঘর— যত মোকদ্দমা আপোষ হয়।

৮২ ঘর— আপোষ অনুসারে যত ব্যক্তি খালাষ হয়।

৪৪ নম্বর— পশু চুরি মোকদ্দমায়।

৮১ ঘর— যত পশু চুরি হয়।

৮২ ঘর— যত পশু পুনঃপ্রাপ্ত।

৫০ নম্বর— বদমাইসী মোকদ্দমা।

৮১ ঘর— আসামীর বাসস্থানে যত মোকদ্দমা বিচার হইয়াছে।

৫২ নম্বর— আবকারী আইন।

৮১ ঘর— যত মোকদ্দমা পুলিশ দ্বারা রুজু।

৮২ ঘর— আবকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রুজু।

৮৩ ঘর— যত জরিমানা দেওয়ার আদেশ হয়।

৮৪ ঘর— যত জরিমানা আদায় হয়।

খতিয়ান রেজেষ্টরী হইতে কিরূপে সালতামামি নক্সা প্রস্তুত করা যায় তাহা নীচের লিখিত উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

খতিয়ান সম্বন্ধে টীকা।

১ ও ২ ঘর— কেবল মাত্র ঠিকানা রাখিবার জন্য লিখিত হয়; এই দুই ঘরের সমষ্টি করা নিষ্প্রয়োজন।

৩ ঘর—	পূর্ব্ব বৎসর রিপোর্ট হওয়া তদন্তে মুলতবি থাকা মোকদ্দমা এই ঘরে দেখাইতে হয়। বৎসরের প্রারম্ভে এই সকল মোকদ্দমা নূতন বহির এই ঘরে ভুক্ত করা কর্ত্তব্য; তৎপর শেষ রিপোর্ট আসিলে অন্যান্য ঘর ক্রমে পূরণ করিতে হইবে।
৪ ঘর—	কোন উপদেশ অনাবশ্যক।
৫ ঘর—	বৎসরের প্রথম এই ঘর পূরণ করিতে হয়, পূর্ব্ব বৎসর যে সকল মোকদ্দমা বিচারে নিষ্পত্তি হওয়া বলিয়া ৬ ঘরে দেখান হয় নাই, তাহা এবং ১৩ ঘরের মোকদ্দমা এই ঘরে লিখিতে হইবে।
৬ ঘর—	সমুদয় নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমা (পুলিশের তদন্তীয় ও মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত) এই ঘরে দেখাইতে হইবে।
৭ ঘর—	যে কোন মোকদ্দমায় শাস্তি হউক (পুলিশের তদন্তীয় এবং মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত) এই ঘরে দেখাইতে হইবে।
৮, ৯, ১০ ঘর—	হেডিং দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়; কেবল মাত্র পুলিশের তদন্তীয় মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই ঘর পূরণ করিতে হয়।
১১, ১২, ১৩ ঘর—	এই সকল ঘরে কেবল পুলিশ তদন্তীয় মোকদ্দমা দেখাইতে হয়।
১৪ ঘর—	কোন উপদেশ অনাবশ্যক।
১৫ ঘর—	১ এবং ২ ঘরের লাল কালীর লিখিত অঙ্কের শুদ্ধতা পরীক্ষা জন্য এই ঘর লেখা প্রয়োজন।
১৬ হইতে ২১ ঘর—	হেডিং দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, "আই" নক্সার জন্য এই সকল ঘর পূরণ করিতে হয়।

২২ হইতে ২৬ ঘর—	"আই" নক্সার জন্য প্রয়োজন।
২৭ ঘর—	এই ঘরের সমষ্টি এ চিহ্নিত সালতামামি নক্সার প্রথম ভাগের ৪ ঘরে লিখিতে হইবে।
২৮ হইতে ৩৩ ঘর—	সালতামামির জন্য প্রয়োজন করে না; কোন্ ফারমে কত মোকদ্দমায় শেষ রিপোর্ট হইয়াছে তজ্জন্য এই ঘর পূরণ করিতে হইবে।
৩৪ ঘর—	কোন উপদেশ অনাবশ্যক।
৩৫ ঘর—	যে সকল এ ফারম ১৬, ১৯ বা ২২ ঘরে ভুক্ত হয় নাই তাহা এই ঘরে লিখিতে হইবে। ১৬, ১৯, ২২ এবং ৩৫ এই ৪ ঘরের সমষ্টিতে যত এ ফারম হয় তাহা ষাণ্মাসিক নক্সার ৩ ঘরে লিখিতে হয়। শেষোক্ত নক্সা ডিপার্টমেণ্টাল, সুতরাং তাহা হইতে কোন মোকদ্দমা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।
৩৬, ৩৭ ঘর—	৩৫ ঘরের সহিত এই ঘরের সমষ্টি ঐক্য হইবে।
৩৮ ঘর—	সেসনে অর্পিত সকল (পুলিশ তদন্তীয় ও মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত) মোকদ্দমা এই ঘরে লিখিতে হইবে।
৩৯ হইতে ৪৮ ঘর—	হেডিং দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়; এই সকল ঘরে পুলিশ তদন্তীয় ও মাজিষ্ট্রেটের একা এক গৃহীত মোকদ্দমা ভুক্ত করিতে হয়।

গুরুতর অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের রেজেষ্টরী বহি।

৮ নম্বর ফারম।

২০। নীচের লিখিত অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত সমুদয় ব্যক্তিগণের নাম এই রেজেষ্টরী বহিতে লিখিতে হইবে।

(১) মুদ্রা, এবং গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় অপরাধ, (দণ্ডবিধির ১২ অধ্যায়।)

(২) মাল সম্বন্ধীয় অপরাধ, যদি তাহাতে বেত্রাঘাত, অথবা তিন কি ততোধিক বৎসর কয়েদ থাকার বিধান থাকে, (দণ্ডবিধির ১৭ অধ্যায়।)

(৩) মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া কি প্রস্তুত করণ, (দণ্ডবিধির ১৯৩ হইতে ১৯৫ ধারা।)

(৪) কাহার নামে অস্বাভাবিক অভিগমন করা অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ করা, (দণ্ডবিধিব $\frac{৩৭৭}{২১১}$ ধারা।)

(৫) স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি আক্রমণ, বা বলপ্রকাশ, (দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারা।)

(৬) বলাৎকার, (দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধাবা।)

(৭) অস্বাভাবিক অভিগমন, (দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা।)

(৮) কৃত্রিম (জাল) করণ, (দণ্ডবিধির ৪৬৫ হইতে ৪৬৯ ধারা।)

(৯) অপরাধযুক্ত নরহত্যা, (দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা।)

(১০) গুরুতর পীড়া জন্মান, (দণ্ডবিধির ৩২৫, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৫ এবং ৩৩৮ ধারা।)

দণ্ডাজ্ঞা হওয়া মাত্র নাম ভুক্ত করিতে হইবে, কোন ব্যক্তি আপীলে মুক্ত হইলে আপীল আদালতের আজ্ঞার সারাংশ, ও তারিখ মন্তব্য ঘরে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

এই বহি প্রত্যেক সদর মোকামে ও মহকুমায় রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে পূর্ব্ব মাসের শাস্তি-প্রাপ্ত যে সকল ব্যক্তির নাম মহকুমার রেজেষ্টরী ভুক্ত হয় তাহার এক নকল ছাপার ফারমে পাঠাইতে হইবে।

সদর মোকামের রেজেষ্টরীর ঐ মাসের শেষে এই নকল গাঁথিয়া রাখিতে হইবে।

বৎসরান্তে সদর, ও মহকুমার প্রত্যেক বহির এক বর্ণাবলি ক্রমে

সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। মহকুমার শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নামের যে নকল সদর মোকামে আগত হয় তাহাদের নাম অবশ্য সদরের সূচী ভুক্ত করিতে হইবে।

বাৎসরিক সূচী প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সদর মোকামের রেজেষ্টরী বান্ধিতে হইবে, ও তাহাতে পত্রাঙ্ক দিতে হইবে।

পাঁচ বৎসর অন্তে ঐ কালের (৫ বৎসরের) বহির বর্ণাবলি ক্রমে এক সাধারণ সূচীপত্র সদর এবং মহকুমার বহির জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। সূচী প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ঐ পাঁচ বৎসরের বহি একত্র করিয়া বান্ধিতে হইবে ও পুনরায় পত্রাঙ্ক দিতে হইবে।

বিচার জন্য চালান হওয়া প্রত্যেক আসামীর পূর্ব্ব শাস্তি আছে কি না তাহা নিরাকরণ জন্য এই বহির সূচীপত্র কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

প্রতি সপ্তাহে এই বহি পরীক্ষা ও দস্তখত জন্য মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এবং সদর মোকামের যে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এ বিষয়ের ভারার্পিত হয় তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিতে হইবে।

২১। কোন শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তির সহিত দেখা করিলে কোন ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ইহা বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জানাইবেন, এবং এতৎ সম্বন্ধে এই সারকিউলার বহির পূর্ব্ব লিখিত নিয়মানুসারে আচরণ করিবেন।

মাজিষ্ট্রেট, সেসন আদালত, এবং হাইকোর্ট সমীপে সাক্ষীগণ ও পক্ষদিগকে উপস্থিত রাখার রেজেষ্টরী।

৯ নম্বর ফারম।

২২। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর মাজিষ্ট্রেট, ও সেসন আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষী ও পক্ষদিগকে উপস্থিত রাখিবেন,

সাক্ষীগণের উপস্থিতির দিনের সংখ্যা নিরাকরণ সম্বন্ধে যে রেজেষ্টরী বহি আছে তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর রাখিবেন না, মাজিষ্ট্রেটের আমলা রাখিবেন।

সাক্ষীগণ উপস্থিত হওয়া মাত্র একজন পুলিশ কর্ম্মচারী ৯ নম্বর ফারমে তাহাদের নাম এক রেজেষ্টরী বহিতে লিখিবেন, এবং তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট যে আমলাকে যেরূপ বুঝিয়া লওয়ার অনুমতি করেন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন; তিনি হাইকোর্টের আদেশানুযায়ী যে "সাক্ষীর দৈনিক উপস্থিত বহি" মাজিষ্ট্রেটের আফিসে রাখা হয় তাহাতে তাহাদের নাম লিখিবেন। সাক্ষীগণকে একবার উপস্থিত করিয়া দিলেই পুলিশের কর্ম্ম শেষ হইল; সাক্ষীগণকে বুঝাইয়া দেওয়ার পর যদি তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তবে তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট দায়ী, পুলিশ নহে। উপরোক্ত নিয়ম কেবল মাত্র সাক্ষীগণের সম্বন্ধে বর্ত্তিবে না; পুলিশ গ্রহণ যোগ্য, অযোগ্য সমুদয় মোকদ্দমার যে সকল ব্যক্তির ফৌজদারী আদালতে সমন হয় তাহাদের সকলের সম্বন্ধে বর্ত্তে। উপরোক্ত সকল ব্যক্তি উপস্থিত হইলেই কোর্টের পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাদের নাম রেজেষ্টরিতে লিখিবেন।

পুলিশ আদালতের চতুষ্পার্শ্বস্থ বাহিরের কর্ম্ম করিবে; যে সকল ব্যক্তি সমনে উপস্থিত হয়, বা যাহাদিগকে পুলিশ চালান দেয় তাহাদের সকলের উপযুক্ত উপস্থিতির জন্য পুলিশ দায়ী, এবং উপস্থিত হওয়া ব্যক্তির নাম মাজিষ্ট্রেটের আমলা রেজেষ্টরী না করা পর্য্যন্ত পুলিশের দায়িত্ব লোপ হয় না; অতএব কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর মাজিষ্ট্রেটের আমলার দস্তখত জন্য রেজেষ্টরীর যে ঘর আছে তাহাতে বিশেষ সাবধান হইয়া তাঁহার দস্তখত লইবেন।

সাক্ষী হাজিরের দৈনিক রেজেষ্টরী বহি কোন কোন জেলায় রাখা হইত না, ইহা নিতান্ত অন্যায়। কোন স্থানের রেজেষ্টরী না থাকিলে তাহা পুনরায় রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এই বহি অবশ্য রাখিতে হইবে। এই রেজেষ্টরী

রাখিতে অসুবিধা হয় বটে, এবং তন্নিমিত্ত একজন হেড কনেষ্টবল, অথবা মহকুমায় একজন কনেষ্টবল এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আফিসে উপস্থিত থাকিতে হয়, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হাজির হয় তাহাদের পক্ষে ইহা বড়ই সুবিধাজনক। যে সকল ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে মাজিষ্ট্রেটের আমলা কার্য্যতঃ সচরাচর কেবল তাহাদের নাম রেজেষ্টরী করেন, সুতরাং অনেক ব্যক্তির নাম বহি ভুক্ত হয় না। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের রেজেষ্টরীতে যে সকল সাক্ষীর নাম ভুক্ত হয় তদ্ব্যতীত অপর লোকের নাম হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের আফিসে রাখিত রেজেষ্টরিতে লেখা না হয় তদ্বিষয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বন্দোবস্ত করিবেন। সাক্ষীর খরচ দেওয়া হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর রেজেষ্টরীর মন্তব্য ঘরে তাহা সর্ব্বদা লিখিবেন। এই বহি যে কেবল যে সকল ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইতে আইসে তাহাদের পক্ষে উপকারী তাহা নহে, ইহা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও অত্যন্ত ব্যবহার্য্য। তিনি এতদ্দ্বারা অনায়াসে দেখিতে পারেন যে ১৮৭৭ সনের ২৪ নম্বর গবর্ণমেণ্ট সারকিউলার অনুসারে সমুদয় উপযুক্ত মোকদ্দমায় সাক্ষীর খোরাকী ও পাথেয় দেওয়া হয় কি না, এবং প্রত্যেক আদালতে যে পরিমাণ সাক্ষী জবানবন্দী হইতে অবশিষ্ট থাকে তাহা দেখিয়া তদনুসারে মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারেন।

মাজিষ্ট্রেটের পারমেনেণ্ট এডভান্স।
(Permanent advance.)

২৩। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় হইলে তিনি তাঁহার পারমেনেণ্ট এডভান্স বা তাহার কিয়দংশ কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট রাখিতে ও খরচ করিতে দিতে পারেন, কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এই সমুদয় টাকার হিসাব রাখিবেন।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর মাজিষ্ট্রেটের আফিসের অন্য কোন প্রকার টাকা খরচ করিতে পারেন না, এবং তাঁহার নিজের আফিসের ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ব্যয় দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না। সদর মোকাম হইতে যে সকল বিল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা ভাঙ্গাইয়া টাকা গ্রহণ করা সম্বন্ধে মহকুমার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কোন সংশ্রব নাই। এই কর্ম্ম সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর করা কর্ত্তব্য।

২৪। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, যে সকল বাদী, ও সাক্ষীকে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিতির জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ব্যয় দেওয়া হয় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই ব্যয় মাজিষ্ট্রেটের পারমেনেণ্ট এডভান্স হইতে দেওয়া হয়।

কয়েদীর নিমিত্ত পুলিশের যে ব্যয় হয় তাহা জেল বিভাগ হইতে দেওয়া যায়। এই টাকার জন্য প্রতি মাসে পুলিশ আফিস হইতে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে বিল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

মাজিষ্ট্রেটের দৈনিক ক্যাস বহি।

১০ নম্বর ফারম।

২৫। মাজিষ্ট্রেটের পারমেনেণ্ট এডভান্স থাকিলে তাহার এবং অন্য যে সকল টাকা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের হাত হইয়া যায় তিনি তৎসমুদয়ের জমা ও খরচের এক দৈনিক হিসাব বহি রাখিবেন। এই বহিতে রোজ জমা খরচ কাটিয়া মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত করাইতে হইবে। ১০ নম্বর ফারমে এই বহি রাখিতে হইবে।

যে সকল জরিমানা আদায় হয়, এবং অন্য সমুদয় টাকা এই বহিতে লিখিতে হইবে। ইহা বিশেষ রূপ স্মরণ রাখা আবশ্যক যে জরিমানার টাকা পৃথক ভাবে রাখিতে হইবে, কোন বাবদে তাহা খরচ করা যাইবে না। জরিমানার টাকা পাওয়া গেলে কোর্ট

সব ইনেস্পেক্টর তাহা (টাকা প্রাপ্তির) পর প্রথম কাছারীর দিবস তাহা অবশ্য ট্রেজারিতে দাখিল করিবেন। বন্য জন্তু বধ করার পুরস্কার, মোকদ্দমার সাক্ষী প্রভৃতির পাথেয়, ও খোরাকি ইত্যাদি আফিসের কণ্টিঞ্জেণ্ট ব্যয়ের জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর মাজিষ্ট্রেট নিকট হইতে স্পিশেল এডভান্স পাইতে পারেন।

মহামান্য হাইকোর্ট তাঁহাদের প্রচারিত সারকিউলার বহির ২২, এবং ২৩ পৃষ্ঠায় আদালতে টাকা প্রাপ্তি ও খরচের যে ক্যাস বহি রাখিবার আদেশ করিয়াছেন তাহা এই বহি নহে।

উপরোক্ত সারকিউলার অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের আফিসে যে ক্যাস বহি, জরিমানার বহি (একাউন্টেণ্ট জেনারেল, ৫০ নম্বর ফারম) চালান বহি (একাউন্টেণ্ট জেনারেল, ১৭২ নম্বর ফারম) পাস বহি (একাউন্টেণ্ট জেনারেল, নম্বর ১৭৫), এবং বিবিধ প্রকার টাকা প্রাপ্তির বহি (একাউন্টেণ্ট জেনারেল, নম্বর ১৯৮) রাখা হয় তৎসমুদয় মাজিষ্ট্রেটের কেরাণী রাখিবেন। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এই সকল বহি রাখিবেন না।

রসীদ চেক বহি।

১১ নম্বর ফারম।

২৬। যে কোন প্রকারের টাকা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট আগত হয় তিনি ১১ নম্বর ফারমে সর্ব্বদা তৎসমুদয়ের রসিদ দিবেন।

কেবল মাত্র এই ফারমেই রসিদ দিতে হইবে, অন্য কোন ফারমে নহে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে যে ব্যক্তি টাকা দাখিল করে তাঁহাকে সর্ব্বদা চেকে রসিদ দিতে হইবে।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের ক্যাস বহির প্রত্যেক জমার নিমিত্ত চেকের রসিদ থাকা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ক্যাস বহির প্রত্যেক লেখা (Entry) সম্বন্ধে চেক ব্যবহার করিতে হইবে।

কোর্টের অর্ডার বহি।

১২ নম্বর ফারম।

২৭। মাজিষ্ট্রেট অধস্থ পুলিশ প্রতি যে সকল আদেশ প্রচার করেন তাহা সম্পর্কীয় পুলিশকে অবগত করাইবার জন্য তাঁহার আদালতে উপস্থিত থাকা উপরিস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীকে জানাইবেন। ওয়ারেণ্ট, সমন, সফিনা বা কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ ইত্যাদি প্রকার মাজিষ্ট্রেটের আদেশ হইবে। ওয়ারেণ্ট কি সমন ইত্যাদি ব্যতীত অন্য সকল আদেশ অর্ডার বহিতে লিখিতে হইবে। এই বহি ১২ নম্বর ফারমে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটের আফিসে রাখিতে হইবে। মাজিষ্ট্রেট কাছারী পরিত্যাগের, এবং আদেশ প্রেরণের পূর্ব্বে প্রত্যেক আদেশ মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত করাইতে হইবে। যে তারিখে আদেশ প্রচার হয় সেই তারিখেই তাহা প্রেরণ করিতে হইবে, এবং তাহা উপযুক্ত মতে সত্বর যাহাতে প্রতিপালন হয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহা দেখিবেন।

অর্ডার বহি প্রত্যহ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখাইতে হইবে; কোন মাজিষ্ট্রেট কোন অসংলগ্ন আদেশ প্রদান করিলে তিনি তদ্বিষয় জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইবেন।

কোর্টের অর্ডার বহি কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের জিম্মায় থাকিবে।

পুলিশ কর্ম্মচারীর জ্ঞাতার্থে আদেশ প্রেরণ কালে পৃথক কোন অর্ডার বা পরওয়ানা প্রচার করা অনাবশ্যক। প্রত্যেক দিবস সন্ধ্যাকালে যে পুলিশ ষ্টেশনের জন্য যত আদেশ প্রচার হয় তাহা অর্ডার বহি হইতে নকল করিয়া পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে।

কোন বিষয়ের আবশ্যক হইলে দেখিবার জন্য, বা তদন্ত করনাদেশ যুক্ত কোন আসল কাগজ পুলিশে পাঠাইতে হইলে তদ্বিষয়ের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অর্ডার বহিতে লিখিয়া রাখিলেই চলিবে।

পুলিশ কর্ম্মচারী এই সকল আদেশ পাইলে তাহা প্রাপ্তের তারিখ অনুসারে ষ্টেশন অর্ডার বহিতে ভুক্ত করিবেন; আদেশ প্রতিপালন করা হইলে, কিরূপে করা হইল তদ্বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট অর্ডার ফেরত পাঠাইবেন। সকল আদেশ উপযুক্ত ভাবে প্রতিপালন করা হয় কি না কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

যোগ্য মোকদ্দমার সমন, ওয়ারেণ্টের রেজেষ্টরী।

১৩ নম্বর ফারম।

২৮। পুলিশ গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমার ওয়ারেণ্ট ইত্যাদি আদালতে উপস্থিত থাকা উপরিস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর নামে বাহির হইবে, তিনি তাহা জারীর জন্য যে কর্ম্মচারীর হাওলা করেন তাহার নাম লিখিয়া দিবেন, এবং ১৩ নম্বর ফারমের এক রেজেষ্টরিতে তাহা সেহা করিবেন।

কোন বিশেষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন না হইলে সমন, ওয়ারেণ্ট একা এক পুলিশ ষ্টেশনে প্রেরণ করিতে হইবে; বিশেষ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা সব ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর, কিংবা তাঁহারা অনুপস্থিত থাকিলে জেলার মাজিষ্ট্রেট, বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সমীপে রিপোর্ট করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের আদেশ গ্রহণ করিবেন। সমন, ওয়ারেণ্ট জারী হওয়ার পর কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর সমীপে একা এক প্রেরণ করিতে হইবে।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের নামে ওয়ারেণ্ট হইলে তাহা উচ্চ পদস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর জিম্মায় দেওয়া কর্ত্তব্য; তিনি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে যাইয়া যদি দেখেন যে ঐ কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিলে আশঙ্কা ও অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা তাহা

হইলে সে পলায়ন করিতে না পারে তজ্জন্য সাবধান হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবসর করিয়া দেওয়ার জন্য তাহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে জানাইবেন, এবং সে অবসর না হওয়া পর্য্যন্ত ধৃত করিবেন না।

কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ মধ্যে ফেরত দেওয়ার আদেশ না থাকিলে, এবং ওয়ারেণ্টের লিখিত ব্যক্তি ধৃত না হইলে ওয়ারেণ্টের রিটার্ণ করা অনাবশ্যক। কোন ওয়ারেণ্ট জারী হইতে না পারিলে ষ্টেশনের পুলিশ কর্ম্মচারীর উচিত ঘোষণা জারীর প্রার্থনায় রিপোর্ট করেন। ঘোষণা জারী করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা মাজিষ্ট্রেট অবধারণ করিবেন। ঘোষণা জারী করার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায় হইলে পলাতক ব্যক্তির গোপন থাকা সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন। ঘোষণা জারী হইলে পলাতক ব্যক্তির গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধক জন্মে না; ওয়ারেণ্টের লিখিত ব্যক্তি ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সমীপে চালান না হওয়া পর্য্যন্ত, বা মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট রহিত না করিলে ওয়ারেণ্ট বলবৎ থাকে।

কোন পলাতক অপরাধী আদালতে উপস্থিত হইলে, বা যে পুলিশ ষ্টেশনে তাহাকে ধৃত জন্য ওয়ারেণ্ট প্রেরিত হইয়াছিল তদ্ভিন্ন অন্য কোন পুলিশ ষ্টেশন হইতে সে ধৃত হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর উক্ত পুলিশ ষ্টেশনে এবিষয়ের সংবাদ দিবেন, ও ওয়ারেণ্ট ফেরত দেওয়ার জন্য লিখিবেন। প্রত্যেক মাসের প্রারম্ভে এক মাসের অতিরিক্ত সময় পর্য্যন্ত যে সমন ইত্যাদি পুলিশের মুলতবি থাকে তাহা লাল কালীদ্বারা জের টানিয়া আনিতে হইবে।

পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য মোকদ্দমা।

২৯। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়ের অন্তর্গত কোন মোকদ্দমার কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা মাজিষ্ট্রেট জানিতে চাহিলে পুলিশ কেবল তাহাই অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবেন; নালিশের অন্যান্য বিবরণ তদন্ত করা অনাবশ্যক।

উপরোক্ত বিধি কেবল মাত্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তে; গুরুতর কোন অপরাধ বা সাধারণের অনিষ্ট জনক কি নীতির বহির্ভূত পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য কোন অপরাধের প্রতি বর্ত্তিবে না। যেমন দণ্ডবিধি আইনের ১২২, ১৭৬, ১৯৪, ২৬৪ হইতে ২৬৭ ধারা, এবং ঐরূপ আরো অপরাধের সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৪ ধারানুসারে পুলিশ কর্ম্মচারী নিজেই অভিযোক্তা হইবেন।

অযোগ্য মোকদ্দমার সমন, ওয়ারেণ্ট রেজেষ্টরী বহি।

১৪ নম্বর ফারম।

৩০। যে সকল মোকদ্দমার সমন, ওয়ারেণ্ট জারী হওয়ার পর পক্ষগণ নিকট হইতে তাহার খরচ আদায় হয় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্দ্বারা কোর্টফী খরিদ করিয়া সমনে লাগাইবেন, এবং ছেনি দ্বারা নষ্ট করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত করিবেন। ২৮ প্রকরণের লিখিত নিয়মাবলী পুলিশ গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমার সমন, ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তে। পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য মোকদ্দমায় এবং যে সকল মোকদ্দমায় কোর্টফী আমানত করিতে হয় তাহার সমন, ওয়ারেণ্ট সম্বন্ধে অন্য নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম ১৮৭০ সনের কোর্টফী সম্বন্ধীয় আইনের ২২ ধারা; উক্ত ধারার ১, ২, এবং ৩ প্রকরণ অনুসারে হাইকোর্টের কৃত নিয়মাবলী; হাইকোর্টের ১৮৭৪ সনের ১২ই মে তারিখের ১৩ নম্বর সারকিউলার; ১৮৭৪ সনের ২৭ শে অক্টোবর তারিখের ৪৮ নম্বর গবর্ণমেণ্ট সারকিউলার; ১৮৭৫ সনের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ৩২৭ নম্বর একাউণ্টেণ্ট জেনারেল সাহেবের সারকিউলার; এবং ১৮৭৫ সনের ২০ শে জুলাই তারিখের, ১৮৭৬ সনের ২৮ শে অক্টোবর

তারিখের, ১৮৭৭ সনের ১৫ই মে, এবং ২২ শে ডিসেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্ট রিজোলিউসনে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে।

গবর্ণমেণ্ট নীচের লিখিত নিয়ম প্রচারিত করিয়াছেন।

(ক) গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট জারীর জন্য সচরাচর পুলিশের নিকট পাঠাইতে হইবে, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে প্যাদা দ্বারা জারী করা যাইতে পারে।

(খ) গ্রহণ অযোগ্য মোকদ্দমার গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট পুলিশ বা প্যাদা যাহার দ্বারা জারী হউক না কেন, কোর্টফী আইনের ২০ ধারা, এবং হাইকোর্টের প্রণীত নিয়মানুসারে তাহার ফী আদায় করিতে হইবে। উক্ত নিয়মে এরূপ কোন বিধান নাই যে কেবল প্যাদা দ্বারা জারী হওয়া সমন, ওয়ারেণ্টের নিমিত্ত ফী গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং উক্ত সমন আদি পুলিশ, কি প্যাদা যাহার দ্বারা জারী হউক তজ্জন্য ফী আদায় করিতে হইবে।

(গ) যোগ্য মোকদ্দমার গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট জন্য কোন ফী আদায় করা যায় না; কারণ কোর্টফী আইনের ২০ ধারার ২ প্রকরণ কেবল মাত্র অযোগ্য মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তে। ১৮৮২ সনের ১০ আইনের ৭৭ ধারায় বিধান আছে যে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট সচরাচর পুলিশ দ্বারা জারী হইবে, এবং বিশেষ প্রয়োজন হইলে অপর লোক দ্বারা জারী করা যায়। এই নিয়ম যোগ্য, এবং অযোগ্য উভয় প্রকার মোকদ্দমার প্রতি তুল্য রূপে বর্ত্তে।

সমন জারীর প্যাদা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের অধীন। কোর্টফী ষ্ট্যাম্প পরীক্ষা এবং নষ্ট করা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ম্ম নহে, কিন্তু প্রত্যেক সমন, ওয়ারেণ্টে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প আছে কিনা তজ্জন্য তিনি দায়ী। কোন সমন, ওয়ারেণ্টে অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্প থাকিলে, এবং তাহা ছেনি দ্বারা নষ্ট করা না থাকিলে তিনি গ্রহণ করিবেন না। উপযুক্ত কোর্টফী ভিন্ন কোন সমন, ওয়ারেণ্ট প্রচার করা কর্ত্তব্য

নহে; কিন্তু অনুপযুক্ত কোর্টফী হইলেও মাজিষ্ট্রেট সমন, ওয়ারেণ্টের উপরিভাগে জারী করার আদেশ লিখিয়া দিলে বাহির করা যাইবে। এই প্রকারের সমন, ওয়ারেণ্ট সম্বন্ধে ফী আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত বহির ষষ্ঠ ঘর খালি রাখিতে হইবে।

প্যাদাগণ যে সমন, ওয়ারেণ্ট জারী করে তাহার রিটার্ণ তাহারা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট একা এক দাখিল করিবে।

পুলিশ অযোগ্য মোকদ্দমার সমন, ওয়ারেণ্ট, নোটীস; জমিদারী ডাক ওয়ারেণ্ট, নিষেধ আজ্ঞা ইত্যাদি যাহা কোর্টের প্যাদাগণ জারী করে তৎসমুদয় ১৪ নম্বর ফারমের এক রেজেষ্টরী বহিতে লিখিতে হইবে।

হাজত রেজেষ্টরী

১৫ নম্বর ফারম।

৩১। পুলিশ ষ্টেশন হইতে এ ফারম অথবা কার্য্যবিধি আইনের ১৬৭ ধারার লিখিত রিপোর্ট সহ প্রত্যেক আসামীকে নিকটস্থ ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে; উপরিস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইবে না।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এই সকল আসামী গ্রহণ করিবেন।

জেল অথবা হাজত হইতে বিচারাধীনে থাকা আসামীগণকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে লইয়া যাওয়া ও তথায় তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করা পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হাজতে আবদ্ধ থাকা কোন ব্যক্তির বিচার কোন কারণ বশতঃ মুলতবি থাকিলে মোকদ্দমার পুনঃবিচার জন্য মাজিষ্ট্রেট অন্য তারিখ ধার্য্য করিবেন, এবং ঐ আসামীকে সেই দিবস উপস্থিত করা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কাজ। এতদ্দ্বারা যে সকল আসামীর উপস্থিত হওয়া অনাবশ্যক তাহাদিগকে প্রত্যহ মাজিষ্ট্রেটের আদালতে লইয়া আইসার অসুবিধা ও অনাবশ্যক পরিশ্রম দূর হইবে।

মাজিষ্ট্রেট যে সকল ব্যক্তির কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন

বা যাহাদের মোকদ্দমা বিচারে মুলতবি থাকে তাহাদিগকে নিরাপদে পুনঃ জেলে প্রেরণ করার জন্য কোর্ট পুলিশ দায়ী।

মোকদ্দমা মুলতবি ও পুনঃ বিচারের তারিখ মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমার বহির ৯ এবং ১০ ঘরে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া লিখিতে হইবে।

উপরের লিখিত উপদেশ অনুসারে কার্য্য করার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর মাজিষ্ট্রেটের আফিসে ১৫ নম্বর ফারমে হাজত রেজেষ্টরী রাখিবেন।

প্রত্যেক দিবস মাজিষ্ট্রেটের সমীপে যত আসামী উপস্থিত করিতে হইবে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহাদের নাম এই বহিতে লিখিয়া দিবেন। জেলার (কারাধ্যক্ষ) ঐ সকল আসামী ও তাহাদের ওয়ারেণ্ট কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের গার্ডের নিকট বুঝাইয়া দিবেন।

যে সকল আসামী খালাষ হয় তাহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে ছাড়িয়া দিতে হইবে; যাহাদের শাস্তি হয় বা যাহাদের মোকদ্দমা মুলতবি রাখা হয় তাহাদিগকে উপযুক্ত ওয়ারেণ্ট সহ জেলে প্রেরণ করিতে হইবে; এবং যে সকল আসামী জামিন বা মুচলিকায় খালাষ হয়, তাহারা আদালতে উপস্থিত থাকিলে তথা হইতেই মুক্ত হইবে। প্রত্যেক আসামী সম্বন্ধে যে আদেশ হয় তাহার সত্যতা প্রমাণ জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর হাজত রেজেষ্টরিতে ঐ সকল ব্যক্তির নামের পার্শ্বে মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত করাইবেন।

কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৪ ধারার বিধান অনুসারে কোন আসামীকে একবার ১৫ দিবসের অতিরিক্ত সময় হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না; এবং আসামীকে জেলে আবদ্ধ রাখার জন্য কারাধ্যক্ষের নামে যে ওয়ারেণ্ট জারী হয় তাহাতে আসামীকে কোন্ তারিখে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে তাহা সর্ব্বদাই লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ঐ তারিখে কোন কারণ বশতঃ আসামীকে পুনরায় জেলে প্রেরণ করার আবশ্যক হইলে আসামীকে যে তারিখে উপস্থিত করিতে হইবে তাহা লিখিয়া নূতন ওয়ারেণ্ট প্রচার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ কোন আসামী ওয়ারেণ্টে ধৃত হইলে বা কার্য্যবিধির ১৭০ ধারার বিধানানুসারে পুলিশ কর্ত্তৃক চালান হইলে, এবং কোন্ দিবস বাদী ও সাক্ষীগণ উপস্থিত হইবে মাজিষ্ট্রেট তাহা জানিতে না পারিলে তিনি ওয়ারেণ্ট দ্বারা আসামীকে জেলে পাঠাইবেন; ও বাদী এবং সাক্ষী যে তারিখে উপস্থিত হওয়ার সম্ভব তাহা অনুমান করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট তারিখ, বা আদেশ পাইলে তৎপূর্ব্বে আসামীকে উপস্থিত করিবার জন্য জেলারের নামে ওয়ারেণ্ট প্রেরণ করিবেন।

বিচারাধীনে থাকা জেলারের জিম্মায় হাজতের কোন আসামীর জামিন লওয়া হইলে তাহাকে জেল হইতে মুক্ত দেওয়ার জন্য নীচের লিখিত ফারমে জেলারের নামে ওয়ারেণ্ট প্রচার করিতে হইবে।

“যে হেতু অমুক আসামী অমুক অপরাধে যে জেলে আবদ্ধ আছে, এবং কার্য্যবিধি আইনের ৩৪৪ ধারার বিধান অনুসারে অমুক তারিখে হাজির করাইবার আদেশ আছে, সে উক্ত তারিখে অত্র আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত জামিন দিয়াছে অতএব আপনি এই আদেশ অনুবলে উক্ত ব্যক্তিকে খালাষ দিবেন।”

স্বাক্ষর—
“মাজিষ্ট্রেট”

জেলে প্রেরিত আসামী মধ্যে কেহ দুঃসাহসী হইলে, বা কাহার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের কোন অভিযোগ হইলে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অবগত করাইবার নিমিত্ত কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্বিষয় জেলারকে জানাইবেন। এই বিবরণ সর্ব্বদাই লিখিয়া জানাইতে হইবে। জেল ওয়ারেণ্টে ইহা লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, পৃথক কাগজে লিখিয়া কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর জেলারকে জানাইবেন। জেল ওয়ারেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আমলা লিখিবেন। পুলিশ যে

অভিযোগ পত্র, অথবা চালান সহ আসামীকে প্রেরণ করেন তাহাতেই এই বিষয় জানা যাইবে। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল স্ত্রীলোক-কয়েদীর সন্তান কেবল মাতৃ দুগ্ধ পান করে তাহাকে মাতার সহিত জেলে প্রেরণ করিতে হইবে। দুই বৎসরের অনধিক বয়ক্রমের সন্তানকে সুবিধামতে কোন আত্মীয়ের তত্বাবধারণে দিতে না পারিলে, এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য আর কোন ভাল বন্দোবস্ত না হইলে তাহার মাতার সহিত জেলে পাঠাইতে হইবে। দুই বৎসরের অতিরিক্ত বয়সের সন্তান মাতৃ দুগ্ধ পান করুক বা না করুক কোন ক্রমেই জেলে পাঠাইতে হইবে না।

বিচার জন্য চালান হওয়া আসামীর নিকট প্রাপ্ত মালের রেজেষ্টরী।

১৬ নম্বর ফারম।

৩২। কোন আসামী পৌঁছিবা মাত্র কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহার সমুদয় মাল বুঝিয়া লইবেন, ও তাহা ১৬ নম্বর ফারমের মালখানা রেজেষ্টরিতে ভুক্ত করিবেন।

উক্ত আসামীর নামীয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে মাল সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

মাল যাহাকে দেওয়া যায় তাহার রসিদ রেজেষ্টরিতে লইতে হইবে। মাল সম্বন্ধে বিচারক যে আদেশ প্রদান করেন তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর করাইতে হইবে।

আসামী হাজতে প্রেরিত হইলে মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মাল কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের মালখানায় থাকিবে। তাহার কারাবাসের আদেশ হইলে মাল জেলারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; ও আসামী অন্য কোন রূপে তাহা হস্তান্তর না করিলে সে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মাল তাঁহার নিকট থাকিবে। আসামীর কোন জরিমানা দেওয়ার আদেশ হইলে, ও তাহা আদায়

না হইলে মাল ক্রোকী ওয়ারেণ্ট তৎক্ষণাৎ বাহির করাইয়া তাহার নিকট প্রাপ্ত হওয়া মাল ক্রোক ও নিলাম দ্বারা জরিমানার টাকা আদায় করিতে হইবে।

আসামীর নিকট যে মাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে টিকিট লাগাইয়া নম্বর দিতে হইবে, ও রেজেষ্টরিতে লিখিতে হইবে। রেজেষ্টরিতে যে নম্বর লেখা হয় মালেও সেই নম্বর থাকিবে; মফঃস্বলের পুলিশ কর্ম্মচারী আসামীর শরীরে যে মাল প্রাপ্ত হন তাহার তালিকা বিশেষ দৈনিক কি শেষ রিপোর্ট সহ প্রেরণ করিবেন, ও ঐ মাল আসামীর সমভিব্যাহারে চালান দিবেন।

এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হয় কি না কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং ইহার অন্যথাচরণ হইলে তদ্বিষয় রিপোর্ট করিবেন।

মফঃস্বলের পুলিশ কর্ম্মচারী আসামীর নিকট হইতে যে সকল মাল লইবেন তাহার রসিদ আসামীকে দিবেন, আসামীর ঐ রসিদ আছে কি না কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহা দেখিবেন।

পুলিশের জিম্মায় হাজতে কোন আসামী প্রেরিত হইলে তাহাকে তথায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গার্ডের হেড কনেষ্টবল বা ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী তাহার তলাশ করিবেন যেন সে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য সঙ্গে করিয়া না লইতে পারে।

ক্ষুদ্র আকারের মূল্যবান দ্রব্য রসিদ গ্রহণে ট্রেজারির মোহরের নিকট দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং আর সমুদয় জিনিষ কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের মালখানার বাক্সে রাখিতে হইবে। পুলিশ প্রহরীর কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোক, বা সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের অনুমোদিত অপর কোন স্ত্রীলোক দ্বারা স্ত্রীলোক কয়েদীর শরীর তলাশ করাইতে হইবে এবং প্রত্যেক কয়েদীর জন্য তাহাকে চারি আনা ফী দিতে হইবে। এই ব্যয় জেল বিভাগ হইতে দিতে হইবে। ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন প্রকারে তাহার মাল ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু হাজতের ভিতর লইয়া

যাইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি মালের ভার গ্রহণ করেন তিনি আসামীর প্রার্থনানুসারে তাহার রসিদ গ্রহণে সাক্ষীগণের মোকাবেলা কোন ব্যক্তিকে মাল দিতে পারেন।

মালখানা সম্বন্ধে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্য।

১৬ এবং ১৭ নম্বর ফারম।

৩৩। পুলিশ ষ্টেশনে, এবং কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের মালখানায় কি কি মাল আছে তাহার বিবরণ মাজিষ্ট্রেট, ও ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবগত থাকা আবশ্যক বিধায় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, প্রতি মাসে প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনেব ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ১৭ নম্বর ফারমে এক নক্সা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের সমীপে প্রেরণ করিবেন, তিনি এই নক্সা (নাওয়ারিশ মাল সম্বন্ধে) জজ সাহেবের নাজীরের রেজেষ্টরী, এবং মালখানা রেজেষ্টরীর সহিত মোকাবেলা করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি আবশ্যক বোধ করিলে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ জন্য উপস্থিত করিবেন। মালখানার রেজেষ্টরিতে (১) বিচারাধীনে থাকা হাজতের আসামীর নিকট যে মাল পাওয়া যায়; (২) মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে মাল চালান হয়; এবং (৩) না দাবি এবং চোরা মাল, সন্দেহযুক্ত মাল লিখিতে হয়। এই নক্সা ভ্রম নিবারণের অর্থাৎ সমুদয় মাল ভুক্ত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা স্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে; মাল সম্বন্ধে আদেশ প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হইবে না। মালের আদেশ রীতিমত রিপোর্ট পাওয়া গেলেই তাহাতে প্রদান করিতে হয়।

ষ্টেশনের কর্ম্মচারীগণের যোগে মাসের মধ্যে যে সকল মাল আমদানী, রপ্তানি হয় তৎসমুদয় না লিখিয়া তাঁহারা যদি কেবল মালের শেষে যাহা মজুত থাকে তাহা এই নক্সায় ভুক্ত করেন

তবে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এ বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে জানাইবেন।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ১৬ নম্বর ফারমে মালখানার এক রেজেষ্টরী রাখিবেন। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর সমীপে কোন মাল চালান হইলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ তৎসহ লিখিয়া দিতে হইবে যে তদ্দৃষ্টে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর রেজেষ্টরী বহি শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারেন।

কোন মাল পৌঁছা মাত্র তৎসম্বন্ধে ১৬ নম্বর ফারমে রেজেষ্টরীর ১০ ঘরে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

সন্দিগ্ধ মাল কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট আসিলে উক্ত রেজেষ্টরিতে ভুক্ত করিতে হইবে।

সন্দিগ্ধ, এবং না দাবি মাল সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ সত্বর গ্রহণ করিয়া ৯ ঘরে লিখিতে হইবে।

চালান হওয়া মালের কতকাংশ, বা তৎসমুদয় এক কালীন বিক্রয় না হইয়া মালিককে ফেরত দেওয়া গেলে তৎসম্বন্ধীয় আদেশ বহির পাশাপাশী বা মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে, এবং যে আদেশ ক্রমে মাল ফেরত দেওয়া যায় তাহাও লিখিয়া রাখিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে না দাবী, বা অন্য কোন মাল বিক্রয়ের নিমিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারীগণ কোন কমিশন পাইবেন না।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের মালখানায় কি কি প্রকারের মাল থাকিবে তাহা সাধারণের অবগতার্থে লেখা যাইতেছে।

(১) সেনাক্ত জন্য যে সকল অপহৃত মাল প্রেরিত হয়; (২) বিচারাধীনে থাকা আসামীর নিকট যে মাল পাওয়া যায়; (৩) ফৌজদারী মোকদ্দমার চিহ্ন (আলামত) স্বরূপ যে সকল অস্ত্রাদি চালান হয়; (৪) ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৫ ধারা অনুসারে পুলিশ যে সকল না দাবী মাল হস্তগত করেন; এবং (৫) ১৮৮২

সনের ১০ আইনের ৫২৩ ধারানুসারে যে সকল সন্দেহ জনক মাল চালান হয়।

মাজিষ্ট্রেট, বা আদালতের কোন মালে আর প্রয়োজন না থাকিলে তন্মধ্য হইতে নগদ টাকা, ধাতু নির্ম্মিত মূল্যবান জিনিষ, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, বা ক্ষুদ্রাকৃতির অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য ট্রেজারিতে রাখিতে হইবে। নগদ টাকা ব্যতীত অন্য সমুদয় দ্রব্য পৃথক একটী ছোট টীনের বাক্সের ভিতর খাজাঞ্চীর জিম্মায় রাখিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রকারের মূল্যবান জিনিষ মালখানায়, বা ট্রেজারিতে থাকুক, তাহা আইনানুযায়ী যত সত্বর হয় নগদ টাকায় পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিতে হইবে।

ষ্টেশনের পুলিশ নাওয়ারিস মাল একা এক জজ সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিবেন।

সদর ষ্টেশনের পুলিশ ষ্টেশন হইতে যে মাল সদর মোকামে প্রেরিত হয় তাহা, ও মফঃস্বলের মহকুমায় প্রাপ্ত মাল সম্বন্ধে তুল্যরূপ আচরণ করিতে হইবে। নগদ টাকা, এবং ক্ষুদ্রাকার মূল্যবান সমুদয় সদর ষ্টেশনে প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ডবল তালার ভিতর টাকার বাক্সে রাখিতে হইবে।

লাস এবং জখম পরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়ম।

১৮ নম্বর ফারম।

৩৪। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট করার জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮ নম্বর ফারম অনুমোদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে পুলিশের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়ম প্রচার করা গেল।

(১) সদর মোকামে, বা মহকুমায় যে কনেষ্টবল মারফত মৃতদেহ প্রেরণ করা হয় সে তাহা একা এক লাসকাটা ঘরে লইয়া যাইবে, এবং আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বা ভারপ্রাপ্ত ইনেস্পেক্টর,

কি কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরকে তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয় জানাইবে, এবং ডাক্তারকে তাহার সংবাদ দিবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যাঁহার প্রতি ভারার্পণ করেন তিনি ১৮ নম্বর ফারম পূরণ করিয়া ডাক্তার সমীপে প্রেরণ করিবেন। মৃতদেহ সম্বন্ধে যে কোন সংবাদ পাওয়া যায় তৎসমুদয় ডাক্তারকে অবগত করান নিতান্ত প্রয়োজন, এবং কোন সন্দেহের বিষয় থাকিলে তৎপ্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে। রিপোর্ট শুদ্ধ ও উপযুক্ত ভাবে লেখা হয় কি না, ও তাহাতে সমুদয় বিবরণ দেওয়া হয় কি না ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং তদ্বিষয় দৃষ্টি রাখিবেন। *

(২) মৃতদেহ পরীক্ষা করার ফল কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের রেজেষ্টরীর অপর পৃষ্ঠে নকল করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) যদি সম্ভব হয় এই ফারম ইংরাজী ভাষায় পূরণ করা কর্ত্তব্য।

(৪) লাস পরীক্ষার রিপোর্টের কোন বিষয় সন্দেহ থাকিলে তাহা উপরিস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী ডাক্তারের নিকট লিখিয়া জানিতে পারেন।

(৫) মৃতদেহ, বা আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা, কি চিকিৎসা জন্য ডাক্তার সমীপে প্রেরণ করিতে যে ব্যয় হয় তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব, অথবা মিউনিসিপাল কমিসনার দিবেন; পুলিশ বজেট হইতে দেওয়া যাইবে না। এই নিয়ম রেলওয়ের লাস এবং জখমি সম্বন্ধেও খাটিবে। রেলওয়ে সম্পর্কীয় বিল কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যোগে মাজিষ্ট্রেট সমীপে পাঠাইতে হইবে, বিল মঞ্জুর হইয়া টাকা পাইতে অনাবশ্যক বিলম্ব না হয় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৬) গবর্ণমেণ্ট এবং রেলওয়ে কোম্পানির সহিত এইরূপে বন্দোবস্ত হইয়াছে যে রেলওয়ের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির আঘাতে মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ, বা কোন ব্যক্তি আঘাত পাইলে তাহাকে গবর্ণমেণ্ট কি রেলওয়ে কোম্পানির নিযুক্ত ডাক্তার দ্বারা

---

* এই সকল বিবরণ সুরতহাল হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিতে হইবে।

পরীক্ষা, কি চিকিৎসা করা যাইতে পারিবে; অতএব আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হউন বা রেলওয়ে কোম্পানির বেতন ভোগী হউন, যে কোন ডাক্তারকে অনায়াসে পাওয়া যায় তাঁহার নিকট মৃতদেহ পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিতে হইবে, কিম্বা আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তির চিকিৎসার্থে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইবে। কেবল মাত্র আঘাত হইলে আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ সম্বন্ধে তাহার সম্মতি লওয়া আবশ্যক।

(৭) রেলওয়ে সীমানার মধ্যে প্রাপ্ত কোন দৃতদেহ পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইলে তাহার সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশের একজন কনেষ্টবল পাঠাইতে হইবে; এবং তৎসহ মৃত্যুর আনুমানিক কারণ এবং মৃত্যুতে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহার অবস্থাযুক্ত সংক্ষিপ্ত দুই খানা রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে। এই রিপোর্ট মধ্যে একখানা ডাক্তারের নিকট, এবং অপর খানা লাস পরীক্ষার চিঠি লিখিবার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। তিনি তাহা ক্ষমতা-বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত করিবেন ও মৃতদেহ পরীক্ষার ফল অনতিবিলম্বে রেলওয়ে পুলিশের আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল, ও স্থানীয় রেলওয়ে পুলিশকে জানাইবেন। রেলওয়ে মোকদ্দমায় ১৮ এবং ১৯ নম্বর ফারম ব্যবহার করিতে হইবে।

(৮) রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য রেলওয়ে পুলিশ এবং ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ মৃতদেহ সম্পর্কীয় বা অন্য প্রকারের যে সকল দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহা বুঝিয়া লইবেন। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার সমীপে এতৎসম্বন্ধে চিঠি লিখিবেন ও তৎসহ এই দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে। রাসায়নিক পরীক্ষার ফল সম্পর্কীয় মফঃস্বলস্থ, বা অপর পুলিশ কর্ম্মচারীকে অনতিবিলম্বে জানাইতে হইবে। এবং রাসায়নিক পরীক্ষকের আসল রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নথির সামিল রাখিতে হইবে; কারণ এই রিপোট কার্য্যবিধি আইনের ৫১০ ধারা মত প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৯) আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তির পরীক্ষার রিপোর্ট জন্য ১৯ নম্বর ফারম পূরণ করিয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইতে হইবে। সিভিল সার্জ্জন বা অন্য ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করার নিমিত্ত কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ১৮ এবং ১৯ নম্বর ফারম সর্ব্বদা আপনার নিকট রাখিবেন। মৃতদেহ পরীক্ষা সম্বন্ধে ডবল চালান প্রেরণ, ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং সিভিল সার্জ্জন সমীপে সংবাদ প্রেরণ, এবং মফঃস্বলস্থ পুলিশকে তাহার ফল অবগত করান সম্বন্ধে উপরে যে বিধান করা হইয়াছে জখমি মোকদ্দমায়ও তদ্রূপ আচরণ করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তির আঘাত সাংঘাতিক হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর অনতিবিলম্বে তাহার জবানবন্দী জনৈক মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা করিবেন।

পুলিশের প্রেরিত কোন আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকিলে তাহাকে চিকিৎসা জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইতে হইবে, এবং যে সকল আঘাত-প্রাপ্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজাতে চালান দেন তাহারা জামিন না দিলে জেল হাঁসপাতালে প্রেরিত হইবে, এবং জামিন দিলে দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠান যাইবে। জেল হাঁসপাতালে আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক।

(১০) ১৮ এবং ১৯ নম্বর ফারমে সিভিল সার্জ্জন যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে, সুতরাং তাহা মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট সহিত গাথিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নথির সামিল করা অনাবশ্যক।

পলাতক অপরাধী সম্বন্ধে কার্য্য প্রণালী।

৩৫। পুলিশ কর্ম্মচারীগণের অবগতির জন্য পলাতক অপরাধী সম্বন্ধে নীচের লিখিত নিয়ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

(১) এ, বি, এবং সি ফারমে রিপোর্ট হওয়া মোকদ্দমায় প্রমা-

পিত কোন আসামী পলাতক থাকিলে তাহার গ্রেপ্তার জন্য ওয়ারেণ্ট প্রচারের প্রার্থনায় অনতিবিলম্বে রিপোর্ট করিতে হইবে।

(২) ওয়ারেণ্ট প্রচার সময়ে তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট দিবস মধ্যে পুলিশ ফেরত পাঠাইবার আদেশ জন্য মাজিষ্ট্রেট সমীপে প্রার্থনা করিতে হইবে। ওয়ারেণ্টের আদেশানুসারে মফঃস্বলস্থ পুলিশ কার্য্য করার উপযুক্ত সময় পান; যে আদালত ওয়ারেণ্ট বাহির করেন তথা হইতে পুলিশ ষ্টেশনের দূরতা ও গমনাগমনের সুবিধা এবং পুলিশ ষ্টেশন হইতে পলাতক ব্যক্তির বাড়ীর দূরতা এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবার দিন ধার্য্য করিতে হইবে।

(৩) ওয়ারেণ্ট জারির জন্য যাহার জিম্মা করা হয়, আবশ্যক হইলে তাহাকে রিপোর্ট সহ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য; ও তাহাতে অপরাধীকে ধৃত করা সম্বন্ধে পুলিশের অকৃতকার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইবে, যেমন তাহার বিরুদ্ধে কার্য্যবিধি আইনের ৮৭ এবং ৮৮ ধারানুসারে কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৪) মাজিষ্ট্রেটের আফিস হইতে তিন খানা ঘোষণা পত্র পাওয়া যাইবে; তাহার এক খানা মাজিষ্ট্রেটের কাছারি; দ্বিতীয় খানা পুলিশ ষ্টেশনে, এবং তৃতীয় খানা পলাতক ব্যক্তির গ্রামে জারী করিতে হইবে।

(৫) কার্য্যবিধি আইনের ৮৭ ধারার বিধানানুসারে ঘোষণা পত্র উপযুক্ত রূপে জারী না হইলে পুলিশ কর্ম্মচারী তজ্জন্য দায়ী হইবেন। আদালতে যে ঘোষণা পত্র জারী করিতে হইবে তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর সাক্ষীর মোকাবেলা লট্‌কাইয়া দিয়া তদ্বিবরণে রিপোর্ট করিবেন।

মফঃস্বলের পুলিশ এক খানা ঘোষণা পত্র ষ্টেশনে লট্‌কাইয়া দিবেন; এবং অপর খানা পলাতক ব্যক্তির গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া তদনন্তর তাহার নিয়ত বাসস্থানে

লট্‌কাইয়া দিবেন; এইরূপ কার্য্য করা হইলে তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন, ও ঘোষণা পত্র যে উপযুক্ত রূপে জারী হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম সর্ব্বদা সাক্ষী স্বরূপ লিখিয়া দিবেন।

(৬) ঘোষণা পত্রের রিটার্ণ পাওয়া গেলে, ও তাহা শুদ্ধ রূপে জারী হইয়া থাকিলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহার উপযুক্ত রূপে জারী হওয়া সম্বন্ধে এক কার্য্য প্রণালী (Proceedings) লিখিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিবেন। এই কার্য্য প্রণালীতে ঘোষণা পত্র জারী হওয়ার তারিখ ঠিক রূপে লিখাইতে হইবে, কারণ সেই দিবস হইতে জারীর ৩০ ত্রিশ দিবস গণনা করিতে হইবে।

(৭) ঘোষণা পত্রের লিখিত সময় মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে, ও তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে ক্রোকী সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আনিবার জন্য এক কার্য্য প্রণালী (Proceedings) লিখিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সমীপে আবেদন করিতে হইবে।

(৮) পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার জন্য আইনতঃ সমুদয় উপায় ব্যর্থ হইলে আর বিলম্ব না করিয়া গুরুতর মোকদ্দমার বাদী ও সাক্ষীগণের উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে সমন করিয়া কার্য্যবিধি আইনের ৫১২ ধারানুসারে জবানবন্দী করিবার প্রার্থনায় মাজিষ্ট্রেট সমীপে পুলিশের আবেদন করা কর্ত্তব্য।

(৯) যে সকল ব্যক্তির নামে ঘোষণা জারী হয় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর পুলিশ গেজেটে প্রকাশ জন্য গেজেটের ক্রোড় পত্রের ফারমে তাহাদের নাম ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে প্রেরণ করিবেন।

জামিন এবং মুচলিকা সম্বন্ধে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্যতা।

২০ নম্বর ফারম।

৩৬। জামিন এবং মুচলিকা লেখা, এবং তাহা উপযুক্তরূপে স্বাক্ষর করান কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কার্য্য।

জামিন এবং মুচলিকা দেওয়া সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ হইলে সাক্ষী, মোকদ্দমার পক্ষগণ, এবং প্রতিভূগণকে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আফিসে লইয়া যাইতে হইবে; তথায় জামিন, মুচলিকা লিখিয়া দস্তখত করাইতে হইবে।

যে সকল ব্যক্তি জামিন হইতে ইচ্ছুক হয়, কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন, এবং তাহাদের জামিন হওয়ার উপযুক্ততা সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে বিচারক সমীপে তদ্বিবরণে অবিলম্বে রিপোর্ট করিতে হইবে।

কার্য্যবিধি আইনের ৫১৩ ধারা মত জামিনের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি নগদ টাকা দাখিল করিলে তাহা উপযুক্ত রক্ষণার জন্য সত্বর ট্রেজারিতে আমানত রাখিবার কারণ কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর দায়ী। সদাচারের প্রতিভূ স্বরূপ নগদ টাকা গ্রহণ করা যাইতে পারে না; এবং উক্ত প্রকার (বদমাইসী) মোকদ্দমার প্রতিভূ মাজিষ্ট্রেটের সম্মতি ক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর জামিন এবং মুচলিকার এক রেজেষ্টরী বহি রাখিবেন; জামিন, মুচলিকা দস্তখত হইলে তাহা নথির সামিল করার জন্য মাজিষ্ট্রেটের আমলার নিকট দেওয়ার সময় তাহার রসিদ ঐ আমলা হইতে গ্রহণ করিবেন। এই রসিদ রেজেষ্টরীর ৯ ঘরে লইতে হইবে। এই রেজেষ্টরী বহি ২০ নম্বর ফারমে রাখিতে হইবে।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যে ফারমে জামিন, ও মুচলিকা লইবেন তাহা ১৮৮২ সনের ১০ আইনের পঞ্চম তপশীলে নির্দ্দিষ্ট আছে।

জরিমানার বহি।

২১ এবং ২২ নম্বর ফারম।

৩৭। ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৮৬ ধারানুসারে জরিমানা দেওয়ার আদেশ হয়। ফৌজদারী জরিমানার টাকা আদায় করার জন্য ১৮৬৮ সনের ২২ শে নবেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট নীচের লিখিত নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।

(১) কেবল মাত্র জরিমানার রেজেষ্টরী বহি, এবং বাকীর হিসাব বহি রাখিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক সদর ষ্টেশনে, বা সব ডিবিসনে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর এ চিহ্নিত ফারমে এক খানি বহি রাখিবেন, স্থানীয় কোন মাজিষ্ট্রেট যে জরিমানা করেন, বা সেসন জজ, কি হাইকোর্ট যে জরিমানার আদেশ করিয়া আদায় জন্য মাজিষ্ট্রেটের সমীপে ওয়ারেন্ট প্রেরণ করেন তৎসমুদয় ক্রমান্বয়ে মাসিক হিসাবে এই বহিতে জমা করিতে হইবে। আদালত হইতে যে জরিমানা বা অপর কোন আদেশ প্রচার হয় তৎসমুদয় দেখিবার জন্য প্রত্যেক আদালতের একজন মোহরেরকে বিশেষরূপ বলিয়া দিতে হইবে।

(৩) মাজিষ্ট্রেট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির জরিমানা করিলে তদ্বিবরণ ২১ নম্বর ছাপার ফারমে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া তৎসহ আসামীকে একজন কনেষ্টবলের জিম্মায় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আফিসে পাঠাইতে হইবে।

(৪) তৃতীয় দফার লিখিত ছাপার ফারম পুস্তক আকারে বান্ধিয়া লইতে হইবে; তাহার ডানদিগের অংশ ছিঁড়িয়া আসামীর সহিত কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আফিসে পাঠাইতে হইবে, এবং বামদিগের অংশ মাজিষ্ট্রেটের আফিসে থাকিবে। প্রত্যেক ফারমে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে; মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং, বা সেসন জজ, কি হাইকোর্ট যে জরিমানা করেন তৎসমুদয়ই এই ফারমে লিখিতে হইবে। বামদিগের অংশ দ্বারা মোহরের অনায়াসে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের বহি পরীক্ষা করিতে পারেন। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর মাজিষ্ট্রেটের অবগতির জন্য ডানদিগের অংশে জরিমানা সম্পূর্ণ কি আংশিক আদায় হইলে, বা এক কালীন বাকি থাকিলে তদ্বিবরণ লিখিয়া ফেরত পাঠাইবেন।

(৫) জরিমানার আদেশ দণ্ডের একাংশ হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ২২ নম্বর ফারমে জরিমানার রেজেষ্টরী বহিতে আবশ্যকীয় বিবরণ সকল লিখিয়া আসামীর নিকট জরিমানা তলব করিবেন।

কারাদণ্ডের আদেশ না থাকিলে আসামী জরিমানার টাকা দিলে রেজেষ্টরিতে তাহা লিখিয়া তাহাকে মুক্ত দিবেন; কেবল মাত্র জরিমানার আদেশ থাকিলে, এবং তাহার কতকাংশ আদায় হইলে, জরিমানার বহিতে তাহা লিখিয়া আসামীকে খালায দিতে হইবে, ও বাকী জরিমানা আদায় জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যে আদালতে জরিমানা হয় তথায় ওয়ারেণ্ট জারীর প্রার্থনা করিবেন। কেবল মাত্র জরিমানার আদেশ থাকিলে, ও তাহা এক কালীন আদায় না হইলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য ওয়ারেণ্টের প্রার্থনা করিবেন।

জরিমানার পরিবর্ত্তে কারাদণ্ড, কি কেবল কারাদণ্ডের আদেশ না থাকিলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর জরিমানার টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখিবেন না। জরিমানা না দিতে পারিলে কারাদণ্ড হইবে এরূপ আদেশ থাকিলে যদি তৎক্ষণাৎ জরিমানার সমুদয় টাকা আদায় না হয়, তবে যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তৎসমীপে রিপোর্ট করিবেন, ও দণ্ডবিধি আইনের ৬০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ঐ আদালতের আদেশ ক্রমে অনাদায়ী জরিমানার টাকার পরিমাণ অনুসারে দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারাবাস থাকাব আজ্ঞা লিখাইয়া লইবেন।

(৬) যে ব্যক্তি কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর বা অন্য কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট জরিমানার টাকা দেয় তিনি তাহাকে তাহার রসিদ দিবেন।

(৭) কারাবদ্ধ থাকা সময়ে দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন যে টাকা দেয় তৎপরিমাণে কারাবাসের ন্যূনতা করিবার জন্য, বা জরিমানার টাকা বাকি না থাকিলে তাহাকে মুক্ত দেওয়ার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেট সমীপে রিপোর্ট করিবেন; এবং যে টাকা আদায় হয় তাহা জরিমানার বহিতে লিখিয়া তৎসহ তাঁহার রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিবেন, এবং জরিমানার বহিতে তাঁহার দস্তখত করাইবেন।

(৮) কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনান্নুসারে জরিমানার পরিবর্ত্তে কয়েদ রূপ দণ্ড ভোগ করিলে আর ঐ জরিমানার টাকা আদায়ের বিধান না থাকিলে, দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কয়েদ থাকিতে ইচ্ছুক হয় তবে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তাহাকে অবিলম্বে দণ্ড প্রদানকারী আদালত সমক্ষে উপস্থিত করিবেন, এবং ঐ আদালত আসামীর কয়েদ থাকার অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিবেন; আসামীর জরিমানা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের বহি ভুক্ত হইয়া থাকিলে তাহা তখন কাটিয়া ফেলিতে হইবে। দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার পূর্ব্বে যদি আইনের কোন বিশেষ বিধান অন্নুসারে মাল ক্রোক বা অন্য উপায়ে জরিমানার টাকা আদায়ের চেষ্টা করা যায় তবে উল্লিখিত বিধান হেতু কোন দোষ স্পর্শিবে না।

(৯) সেসন আদালত, বা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন অপর কোন আদালত জরিমানার টাকা আদায় জন্য কোন ওয়ারেণ্ট প্রেরণ করিলে ঐ জরিমানা রেজেষ্টরী ভুক্ত করিতে হইবে, এবং উক্ত ওয়ারেণ্ট জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৃত জরিমানা যাহা আসামী আদায় করিতে অস্বীকার করায় আদায় করার নিমিত্ত বাহির হওয়া জ্ঞান করিতে হইবে। জরিমানা সেসন আদালত বা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে ইহা সহজে বুঝিবার জন্য লাল কালী দ্বারা S বা H. C. অক্ষর লিখিয়া চিহ্ন করিতে হইবে।

(১০) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যে জরিমানা প্রাপ্ত হয়েন তাহা প্রত্যহ ট্রেজারিতে দাখিল করিবেন; ঐ টাকার চালান বিস্তারিত রূপে লিখিয়া তৎসহ জরিমানার বহি পাঠাইবেন। ট্রেজারির যে মোহরের টাকা গ্রহণ করেন তিনি চালানের সহিত জরিমানা বহি মিলাইয়া রেজেষ্টরীর উপযুক্ত ঘরে আপন নাম স্বাক্ষর করিবেন।

(১১) ট্রেজারির কর্ম্মচারী যে চালানে রসিদ দিবেন তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর রাখিবেন; এই চালান তাঁহার টাকা দাখিলের নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হইবে।

(১২) প্রত্যেক আদালতের জরিমানার মোহরের কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের রেজেষ্টরী বহি প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, যে সকল জরিমানার আদেশ হইয়াছে তাহা ঠিকরূপে ঐ বহিভুক্ত করা হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষার নিদর্শন স্বরূপ রেজেষ্টরীর নির্দ্দিষ্ট ঘরে দস্তখত করিবেন। জরিমানা আদায়ের ওয়ারেণ্ট সত্বর প্রস্তুত জন্য তিনি দায়ী। সদর মোকামের প্রধান আদালতের অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিজের মোহরের, এবং মহকুমায় একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে তথাকার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের আফিসের একজন মোহরের কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কৃত মাসিক নক্সা, ও রেজেষ্টরীর নগদ টাকা লিখিবার ঘরের সমষ্টি পরীক্ষা করিবেন। প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট প্রত্যহ জরিমানার বহি পরীক্ষা করিবেন, ও তাঁহার নিজ কৃত সমুদয় জরিমানা ভুক্ত হইয়াছে কি না দেখিয়া দস্তখত করিবেন, এবং জরিমানা আদায় জন্য সত্বর ওয়ারেণ্ট প্রচার হয় কি না, এবং আদায়ী টাকা দাখিল হইয়া রসিদ পাওয়া গিয়াছে কি না তাহা দেখিবেন।

(১৩) জেলার এবং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট সময় সময় এই রেজেষ্টরী দেখিবেন, তাঁহাদেয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং প্রতি মাসান্তে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের বহির সমষ্টি পরীক্ষা করিবেন।

(১৪) যে মাসে জরিমানার আদেশ হয় তৎপর কোন মাসে যদি সমুদয় জরিমানা, বা তাহার কোন অংশ আপীল আদালতের আদেশ ক্রমে বা অন্য প্রকারে রহিত হয়, কিংবা জরিমানার তারিখ হইতে ছয় বৎসর অতীত হওয়া প্রযুক্ত কি জরিমানার পরিবর্ত্তে কারাবাস ভোগ করা হেতু আদায়ের অনুপযুক্ত হয় তবে যে মাসে ঐ জরিমানা রহিত হয় বা আদায়ের অনুপযুক্ত হয় সেই মাসে লাল কালী দ্বারা তাহা লিখিতে হইবে এবং যে পরিমাণ জরিমানা রহিত হয় বা আদায়ের অনুপযুক্ত হয় তাহা রেজেষ্টরীর ৮ ঘরে দেখাইতে হইবে। যে মাসে জরিমানা হয় সেই মাস মধ্যেই

তাহা রহিতের আদেশ হইলে জরীমানা যে স্থানে প্রথম লেখা গিয়াছে তাহার সমক্ষে ৮ ঘরে কাল কালী দ্বারা তাহা লিখিতে হইবে।

(১৫) যে মাসে জরিমানা হয় সেই মাসে তাহা সম্পূর্ণ বা তাহার কোন অংশ আদায় না হইলে যে মাসে ঐ জরিমানার কোন অংশ আদায় হয় সেই মাসে বাকী থাকা সমুদয় জরিমানা বা তাহার অংশ লাল কালী দ্বারা লিখিতে হইবে, ও পূর্ব্বে যে মাসের যত নম্বরে তাহা সেহা আছে তাহা মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে। জরিমানার আদেশের পর ক্রমে যত টাকা আদায় হয় তাহা প্রথম লেখার স্থানে মন্তব্য ঘরে লিখিয়া রাখিতে হইবে। যে মাসে জরিমানা হয় সেই মাসে একের অধিক বার জরিমানার টাকা আদায় হইলে প্রথম লেখার স্থানেই তাহা উপযুক্ত ঘরে কাল কালী দ্বারা দেখাইয়া ঠিক দিয়া রাখিতে হইবে।

(১৬) রেজেষ্টরী ৬, ৮, ১২, ১৩, এবং ১৪ ঘরের লাল ও কাল কালীর সমষ্টি পৃথকরূপে এবং একত্রিত ভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় ও মাসান্তে দেখাইতে হইবে, যেমন—

কাল কালীর সমষ্টি———২২
লাল কালীর সমষ্টি———১০
মোট ———
৩২

(১৭) আদালতের কোন নৈমিত্তিক কি অন্য ব্যয়ের জন্য কোন টাকার প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর অগ্রিম টাকা লইবেন; ও তাহার হিসাব জরিমানার হিসাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিবেন। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট জরিমানা আদায়ী যে টাকা থাকে তাহা কদাচ কোন কারণে খরচ করা যাইবে না। জরিমানার টাকা ফেরত দিতে হইলে তাহা মাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে ট্রেজারির কর্ম্মচারী দিবেন।

(১৮) বাদীকে জরিমানার টাকা সম্পূর্ণ বা তাহার কোন অংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়ার আদেশ থাকিলে তাহা এবং যত

টাকা দেওয়া হয় লাল কালী দ্বারা রেজেষ্টরীর মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে; কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর জরিমানা আদায়ের রিপোর্ট করার পর ক্ষতি পূরণের টাকা মাজিষ্ট্রেটের আদেশ ক্রমে ট্রেজারি হইতে দিতে হইবে। কার্য্যবিধি আইনের ২৫০ ধারা অনুসারে যে জরিমানা হয় তাহা প্রথম মোকদ্দমার আসামীর অভিযোগ অনুসারে হওয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

(১৯) আপীলের অনুপযুক্ত মোকদ্দমায় পক্ষগণ আদালত হইতে যাওয়ার পূর্ব্বে যদি কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর জরিমানা, বা কার্য্যবিধি আইনের ২৫০ ধারানুসারে আদিষ্ট ক্ষতিপূরণের টাকা প্রাপ্ত হওয়ার রিপোর্ট করেন তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার পারমেনেণ্টে এডভান্স হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতি পূরণের টাকা দেওয়ার অনুমতি দিতে পারেন; তৎপর এই টাকা ট্রেজারি হইতেই খরচ হওয়া জ্ঞান করিয়া তথাকার জরিমানার হিসাব সংশোধন করিতে হইবে। অন্যান্য সমুদয় অবস্থায় ১৮ দফার নিয়মানুসারে ট্রেজারি হইতে টাকা দেওয়ার জন্য মাজিষ্ট্রেট আদেশ প্রদান করিবেন।

(২০) যে সকল মহকুমায় ট্রেজারি নাই, এবং মাস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আদায়ী জরিমানার টাকা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট থাকে, তথায় জেলার ট্রেজারিতে জরিমানার টাকা চালান না হওয়া পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটের আদেশ ক্রমে ক্ষতি পূরণের টাকা আইনানুসারে দেওয়া যাইতে পারিলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর দিতে পারেন; জরিমানার টাকা চালান হইলে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার পারমেনেণ্ট এডভান্স হইতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ প্রদান করিতে পারেন, তৎপর ১৯ দফার নিয়ম অনুসারে হিসাব মিল করিতে হইবে। এই সকল মহকুমার এ চিহ্নিত জরিমানার রেজেষ্টরীর ১৪ ঘর দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, ও তাহাতে আদায় হওয়া জরিমানা মধ্যে যে টাকা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেন, ও যত টাকা

ট্রেজারিতে চালান দেওয়া হয় তাহা পৃথক পৃথক দেখাইতে হইবে।*

(২১) পৃথক এক বহিতে মাসিক একটী বাকীর হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে ও তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে লিখিতে হইবে।

অনাদায়ী মোট বাকী জরিমানা।

মাস মধ্যে যত জরিমানা হইয়াছে অর্থাৎ ষ্টি }…

মোট আদায় যোগ্য …

আপীলে যত রহিত হয়, অথবা কমিসনারের আদেশ অনুসারে যত খারিজ দেওয়া যায়, অর্থাৎ ৮ ঘরের সমষ্টি। }…

যত টাকা আদায়।

নূতন জরিমানা, অর্থাৎ ১২ ঘরের কাল কালীর মোট। }…

পুরাতন জরিমানা অর্থাৎ ১২ ঘরের লাল কালীর মোট। }…

১২ ঘরের মোট …

বাকী।

নূতন জরিমানা, অর্থাৎ ১৩ ঘরের কাল কালীর মোট। }…

---

* কোন জরিমানার টাকা ফেরত বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইলে রেজেষ্টরীর মন্তব্য ঘরে তদ্বিবরণ লিখিয়া কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তথায় মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত করাইবেন।

পুরাতন জরিমানা অর্থাৎ ১৩ ঘরের লাল কালীর মোট। }...

১৩ ঘরের মোট

পূর্ব্ব মাসের মোট বাকী হইতে ৮ এবং ১২ ঘরের লাল কালীর লিখিত সমষ্টি বাদ দিলে যাহা থাকে তৎসহ ১৩ ঘরের কাল কালীর লিখিত সমষ্টির টাকা যোগ করিলে যাহা হয় তাহাই বর্ত্তমান মাসের মোট বাকী হইবে; তন্নিম্নে নীচের লিখিত বিবরণে এক সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

“আমি এতদ্দ্বারা সার্টিফিকেট দিতেছি যে উপরোক্ত আদায় হওয়া সমুদয় জরিমানার টাকা ট্রেজারির হিসাব ভুক্ত হইয়াছে।”

স্বাক্ষর—ট্রেজারির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।
„ —কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর।
„ —জরিমানার মোহরের।
মাজিষ্ট্রেট।

(২২) মাস শেষ হওয়ার পর দুই দিবস মধ্যে প্রত্যেক মহকুমার বাকী জরিমানার হিসাবের এক নকল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে পাঠাইতে হইবে, এবং সদর মোকামের বাকীর হিসাব ঐ সময় মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২৩) উপরি উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের ডিপার্টমেণ্টে আর কোন গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। দণ্ডবিধি আইনানুসারে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত, অথবা অপরাধীর ছয় বৎসরের অতিরিক্ত কাল কারাবাসের আদেশ হইলে সেই কয়েদ থাকা সময় পর্য্যন্ত জরিমানার টাকা আদায় করা যাইতে পারে, অতএব ষ্টেশন চক্রের মধ্যে জরিমানা আদায় জন্য যত ওয়ারেণ্ট পাওয়া যায় তাহার এক রেজেষ্টরী প্রত্যেক থানায় রাখা আবশ্যক। কোন জরিমানা বাকী পড়িলে দায়ীকের কোন

সম্পত্তি হইয়াছে কি না পুলিশের তাহা সময় সময় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই অনুসন্ধানের বিবরণ ও তাহার ফল অন্যূন তিন মাস মধ্যে একবার মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে।

(২৪) প্রথমতঃ রীত্যানুযায়ী অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক; পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী গ্রামে যাইলে, অথবা গ্রাম্য চৌকিদারের নিকট সংবাদ গ্রহণ কালে তাঁহার এলেকাস্থ জরিমানা দায়ীকের অবস্থা ও ব্যবসায়ের বিষয় সময় সময় বাচনিক অনুসন্ধান করিবেন। যদি দায়ীকের তাহার জরিমানা দিতে পারার সম্ভাবনা থাকা বুঝা যায় তবে পুলিশ কর্ম্মচারী অবিলম্বে ক্ষমতা-বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে ওয়ারেণ্ট জারীর প্রার্থনায় রিপোর্ট করিবেন, অন্যান্য সমুদয় অবস্থা “কোন সংস্থান নাই” রেজেষ্টরীর মন্তব্য ঘরে এই লিখিয়া তারিখ দিয়া রাখিবেন।

(২৫) ওয়ারেণ্ট প্রচার করা কর্ত্তব্য কিনা মাজিষ্ট্রেট তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক স্থলে আপন বিবেচনা মত কার্য্য করিবেন। এবং উচিত বিবেচনা করিলে ওয়ারেণ্ট প্রচারের পূর্ব্বে উপরিস্থ কোন পুলিশ কর্ম্মচারী দ্বারা স্থানীয় অনুসন্ধান হওয়ার আদেশ দিতে পারেন।

(২৬) উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ ও তত্ত্বাবধানে ২৩, ২৪, এবং ২৫ দফার লিখিত অনুসন্ধান হেড কনেষ্টবলের দ্বারা করান যাইতে পারে। কোন্ কোন্ ব্যক্তির অনুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উক্ত হেড কনেষ্টবলকে সর্ব্বদা উপযুক্ত উপদেশ দিতে হইবে।

(২৭) প্রথম বারের পর যে ওয়ারেণ্ট পাওয়া যায় তাহা লাল কালীতে থানার বহি ভুক্ত করিতে হইবে, কিন্তু নূতন লেখার ন্যায় গণ্য হইবে এবং প্রথম ওয়ারেণ্ট যে বৎসরের যে নম্বরে জমা আছে তাহা মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে।

(২৮) কোন দায়ীকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেলে তাহার দেনার জন্য আবদ্ধ করা যাইতে পারে এরূপ কোন প্রকার কোন সম্পত্তি

কোন স্থানে তাহার আছে কিনা তাহার একবার শেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(২৯) জরিমানার যে টাকা আদায় হয় তাহা ওয়ারেণ্টের রিটার্ণ সহ অবিলম্বে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট প্রেরণ কবিতে হইবে।

(৩০) মাজিষ্ট্রেট অন্ততঃ তিন মাস মধ্যে একবার প্রত্যেক থানার রেজেষ্টরী বহি আনাইয়া জনৈক অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেট দ্বারা তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের বহির সহিত মোকাবেলা করিবেন। পুলিশ তদন্ত উপযুক্তমত হইয়াছে কিনা তিনি তদ্বিষয় দেখিবেন। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর কদাচ এই মোকাবেলা কবিবেন না; যদি সম্ভব হয় জনৈক মাজিষ্ট্রেট ইহা করিবেন, তদাভাবে মাজিষ্ট্রেটের কোন আমলা করিবেন।

(৩১) কমিসনার সাহেব তাঁহার বাৎসরিক পরিদর্শন সময় কি অপর যে সময় তাঁহার উচিত বোধ হয় তখন জরিমানার বহি পরীক্ষা করিবেন, এবং দায়ীকের মৃত্যু হওয়া প্রযুক্ত, বা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানে কোন মাল না থাকা জানা হেতু কোন জরিমানা আদায়ের অনুপযুক্ত হইলে তিনি তৎসমুদয় খারিজ দেওয়ার আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩২) এক জেলায় জরিমানা হইয়া অন্য জেলায় তাহা আদায় হইলে নীচের লিখিত কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) যে আদালত জরিমানা করেন সেই আদালত আসামীর সম্পত্তি যে জেলায় থাকে তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের নামে জরিমানা আদায়ের ওয়ারেণ্ট প্রেরণ করিবেন। তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট এই ওয়ারেণ্ট পাইয়া জরিমানা তাঁহার আপন জেলায় হওয়া জ্ঞান করিবেন। এই ওয়ারেণ্টে নীচের লিখিত বিবরণ লেখা থাকিবে।

কয়েদীর নাম, দণ্ডাজ্ঞা, দণ্ডাজ্ঞার তারিখ, কয়েদী যে জেলে আবদ্ধ আছে, এবং যে আদালত ওয়ারেণ্ট প্রচার করেন তাহার নাম।

(খ) এইরূপে যত জরিমানা আদায় হয় তাহা যে আদালত কর্তৃক আদায় হয় তথাকার অন্য-আদায়ী-জরিমানার সহিত স্থানীয় ট্রেজারিতে দাখিল করিতে হইবে। স্থানীয় জরিমানা হইতে উহা পৃথক দেখাইতে হইবে, এবং ট্রেজারির কর্ম্মচারী তাহার স্বতন্ত্র রসিদ দিবেন। যে জেলায় এই জরিমানা আদায় হয় তথাকার জরিমানার বহিতে ইহা ভুক্ত হইবে না; কিন্তু যে টাকা আদায় হয় তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের ক্যাস বহিতে জমা করিতে হইবে। এবং প্রত্যেক জেলার বাবদ যে জরিমানা আদায় হয় তাহা বিভিন্নরূপে জরিমানার মাসিক নক্সার নীচে উল্লেখ করিতে হইবে; যেন তদ্দৃষ্টে একাউণ্টেণ্ট জেনারেল সাহেবের আফিসে হিসাব মিল ও পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

(গ) যে কর্ম্মচারী জরিমানা করেন তাঁহার অবগতার্থে জরিমানা আদায়ী ওয়ারেণ্ট ও ট্রেজারির রসিদ তাঁহার নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করিতে হইবে; রেমিটান্স্ ট্রান্স্ফার রসিদ (Remittance Transfer) দ্বারা জরিমানার টাকা প্রেরণ করা বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ। উক্ত কর্ম্মচারী (যাঁহার আদেশ ক্রমে জরিমানা আদায় হয়) তাঁহার জরিমানার বহিতে এই আদায়ী জরিমানা দেখাইবেন; এবং তিনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল সমীপে জরিমানার যে মাসিক নক্সা প্রেরণ করেন তাহাতে উক্ত টাকা ভুক্ত করিবেন; ও যে তারিখে যে ট্রেজারিতে তাহা দাখিল হইয়াছে তাহা লিখিয়া দিবেন।

(ঘ) যে কর্ম্মচারী জরিমানা করেন তিনি জরিমানা আদায়ের সংবাদ জেলারের নিকট প্রেরণ করিবেন। *

(ঙ) যে কর্ম্মচারী প্রকৃত পক্ষে জরিমানা আদায় করেন, এবং যিনি অবশেষে তাহা ট্রেজারিতে দাখিল করেন অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মচারী টাকা আদায় ও প্রেরণ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন তাঁহারা সকলেই টাকা গ্রহীতার নিকট রসিদ চাহিয়া লইবেন। রীতিমত রসিদ প্রাপ্ত

---

* কেবলমাত্র আসামী কারাগারে থাকিলেই জরিমানা আদায়ের সংবাদ জেলে প্রেরণ করিতে হয়।

না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা টাকা প্রেরণ করেন তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ হয় না।

(চ) যে জেলায় জরিমানা হয় তথায় জরিমানা আদায়ের সংবাদ ট্রেজারির রসিদ প্রেরণ দ্বারা অবগত করানের পর যদি তাহার প্রাপ্তি স্বীকারে অনাবশ্যক বিলম্ব হয় তবে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তজ্জন্য তাগীদ দিবেন।

(ছ) যে কোন আইনানুসারে যে কোন জরিমানা হয় তাহা কেবল যে আদালত জরিমানা করেন তথায় অথবা যে কর্ম্মচারী তাহা আদায় করিবার ওয়ারেণ্ট প্রাপ্ত হন তাঁহার নিকট দিতে হইবে। জেলারকে জরিমানের টাকা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই সুতরাং কোন অবস্থাতেই তাঁহারা জরিমানার টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আফিসের উপস্থিত কার্য্য ও রেজেষ্টরী।

(৩৮) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর যে সকল কাগজ প্রাপ্ত হন তাহার রেজেষ্টরী ২৩ নম্বর ফারমে রাখিবেন।

(৩৯) তিনি যে সকল কাগজ প্রেরণ করেন তাহার রেজেষ্টরী ২৪ নম্বর ফারমে রাখিবেন; এবং থানার ন্যায় এক পরিদর্শন রিপোর্ট বহি রাখিবেন।

(৪০) তিনি ২৫ নম্বর ফারমে "এক পিয়ন" বা "চালান বহি" রাখিবেন। এই বহি হাতে বান্ধিয়া লইতে হইবে এবং ইহাতে চিঠি, টাকা, মাল, জরিমানার চেক, ইত্যাদির রসিদ লইতে হইবে।

(৪১) অস্ত্র, বারুদ ইত্যাদি দখলে রাখিবার, বা তাহা লইয়া গমনাগমন করিবার জন্য যে পাশ দেওয়া হয় তাহার রেজেষ্টরী বহি কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের রাখিতে হইবে না; কিম্বা স্ত্রী ও সন্তানের

ভরণপোষণের ব্যয় দেওয়ার কোন রেজেষ্টরী তিনি রাখিবেন না। এই সকল বহি মাজিষ্ট্রেটের আমলা রাখিবেন।

(৪২) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের সমুদয় বহিতে শুদ্ধ রূপে পত্রাঙ্ক দিতে হইবে, এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অনুমত্যনুসারে জনৈক উপরিস্থ কর্ম্মচারী প্রত্যেক বহির প্রথম ও শেষে দস্তখত করিবেন; প্রত্যেক বহিতে কত পৃষ্ঠা আছে তৎসম্বন্ধে তিনি এক সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

৪৩। বিবিধ বিষয়।

(১) কার্য্যোপলক্ষে কোন নথি বা অন্য কাগজ দেখা ব্যতীত মহাফেজখানা বা মোকদ্দমার নথির সহিত কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আর কোন সংশ্রব নাই। মহাফেজখানা সম্বন্ধে কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য মহাফেজের প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) হাইকোর্টের আদেশানুসারে যে প্রত্যেক মোকদ্দমার ডকেট্ প্রস্তুত করিতে হয় তাহা মাজিষ্ট্রেটের আমলা পূরণ করিবেন। কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের তাহা করিতে হইবে না।

(৩) বিচারকের টেবিলের উপর পুলিশের কাগজ রাখা হইলেই তৎসম্বন্ধে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের আর কোন দায়ীত্ব থাকে না।

(৪) গবর্ণমেণ্ট অথবা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের স্পষ্ট আদেশ ভিন্ন এই সারকিউলারের লিখিত কোন রেজেষ্টরী এবং নক্সা কদাচ পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করা যাইবে না। কোন মাজিষ্ট্রেট, বা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এতদতিরিক্ত আর কোন নক্সা এবং রেজেষ্টরী রাখিবার অভিপ্রায় হইলে, বা এতল্লিখিত কোন বিধি পরিবর্ত্তন কি সংশোধন করিতে চাহিলে তৎসম্বন্ধে উচিতাদেশ জন্য পুলিশের ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে রিপোর্ট করিবেন। সমুদয় জেলায় এক প্রকার কার্য্য প্রণালী প্রচলিত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ যদি

নির্দ্দিষ্ট নিয়ম এবং বিধান আপনাপন অভিপ্রায় অনুসারে সংশোধন করেন তবে কদাচ একরূপ কার্য্য প্রণালী চলিতে পারে না।

(৫) সমুদয় জেলা হইতে যে রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় বঙ্গ দেশের কোন দুই জেলার কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে এক প্রকার কার্য্য প্রণালী প্রচলিত নাই।

(৬) কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের প্রয়োজন অনুসারে ষ্টেশনরি, (কাগজ, কলম, কালী ইত্যাদি) ও পুলিশ বিভাগের প্রচারিত ফারমের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে ইণ্ডেণ্ট করিতে হইবে; হাইকোর্ট এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত ফারম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

(৭) দেশীয় কাগজ ইত্যাদি এবং বহি বান্ধাইবার জন্য মাসিক আড়াই টাকা হিসাবে প্রত্যেক কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিমিত্ত মঞ্জুর আছে।

(৮) সারভিষ ষ্টাম্প মাজিষ্ট্রেটের আফিস হইতে পাওয়া যাইবে।

(৯) মাজিষ্ট্রেটের আফিসের কাগজ প্রেরণ করা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের কর্ম্ম নহে। কোন কোন জেলায় এরূপ প্রথা আছে যে, মাজিষ্ট্রেটের আফিস হইতে প্যাদা বা ডাকযোগে কোন চিঠি প্রেরণ করার প্রয়োজন হইলে তাহা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং এতদ্দ্বারা কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ও তাঁহার কনেষ্টবলের অনেক অতিরিক্ত কার্য্য করিতে হয়। ডাকে যে চিঠি যাইবে তাহা মাজিষ্ট্রেটের কেরাণী প্রেরণ করিবেন; এবং ষ্টেশনের উপর যে সকল সরকারী চিঠি দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা তাঁহার চাপরাসী বিলি করিবে, কোর্টের পুলিশ কনেষ্টবল এই কার্য্য করিবে না।

(১০) এই সারকিউলারের লিখিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কোর্টের পুলিশের

করিতে হয়, এবং কোর্টের পুলিশের সংখ্যা কেবল মাত্র তাহাই সম্পাদনোপযোগী করিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

(১১) চার্জ্জ গ্রহণ এবং প্রদান সময় কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর নীচের লিখিত নিয়মানুসারে আচরণ করিবেন। যিনি চার্জ্জ গ্রহণ করেন তিনি চার্জ্জ দাতাকে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় সম্পত্তি, এবং মাজিষ্ট্রেটের মালখানার সমুদয় মালের জন্য বিস্তারিত রসিদ দিবেন।

(ক) রীতিমত অবসর না হইলে, বা বিশেষ অনুমতি না পাইলে কোন কর্ম্মচারী কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিবেন না।

(খ) চিঠির দ্বারা আফিসের চার্জ্জ দেওয়া এক কালীন নিষিদ্ধ।

(গ) চার্জ্জ গ্রহণ সময় নিম্নোক্ত প্রকারের এক সার্টিফিকেট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে প্রেরণ করিতে হয়। ইহাতে চার্জ্জ দাতা ও গৃহীতা উভয়ে দস্তখত করিবেন।

"আমরা নীচের লিখিত ব্যক্তিদ্বয় এতদ্দারা জানাইতেছি যে আমরা অদ্য অমুক সময় অমুক আফিসের চার্জ্জ প্রদান ও গ্রহণ করিলাম।"

স্বাক্ষর—চার্জ্জদাতা।

" —চার্জ্জ গৃহীতা।

"এবং আমি চার্জ্জ গৃহীতা পারমেনেণ্ট এডভান্সের এত টাকা নগদ বুঝিয়া পাইলাম, এবং পারমেনেণ্ট এডভান্সের সমুদয় টাকার জন্য আমি দায়ী হইলাম ও আমি তাহার হিসাব দিব।"

স্বাক্ষর—চার্জ্জ গৃহীতা।

(ঘ) এই সার্টিফিকেট ও নীচের লিখিত স্মারক লিপীর নকল যে কর্ম্মচারী চার্জ্জ প্রদান করেন তাঁহাকে দিতে হইবে, ও তাহার এক প্রতিলিপী ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

"আমি আফিসের সমুদয় বহি ও হিসাব বিশেষরূপে পরীক্ষা

করিয়াছি, এবং আমার সাধ্যানুসারে তাহার শুদ্ধতা দেখিয়া লইয়াছি।”

“অদ্য নীচের লিখিত বাবদ এত টাকা হাতে আছে (কি কি বাবদ তাহা লেখ)। আমি মুলতবি জরুরী বিষয় সমুদয় লিখিয়া লইয়াছি। পারমেনেণ্ট এডভান্সের রীতিমত হিসাব আছে।”

(১২) চার্জ্জ গ্রহণ করার পর কোন বিষয় অসম্পূর্ণ থাকা প্রকাশ হইলে চার্জ্জ গৃহীতা তাহা সংশোধন করিবেন।

(১৩) চেয়ার, টেবিল, এবং বেঞ্চ ইত্যাদি আফিসের সরঞ্জম কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে পাইবেন।

(১৪) সদাচারের নিমিত্ত প্রতিভূ দেওয়ার আদেশ ‘পূর্ব্ব শাস্তি’ বলিয়া গণ্য হইবে না; অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকার না করিলে, অথবা কার্য্যবিধি আইনের ৫১১ ধারার বিধানানুসারে প্রমাণ করিতে না পারিলে পূর্ব্ব শাস্তি ‘শাস্তি’ বলিয়া গণ্য হইবে না; প্রথম বারের শাস্তি প্রবল থাকা কালে দ্বিতীয়বার শাস্তি হইলে, শেষোক্ত দণ্ডকে ‘পুনঃ শাস্তি’ বলা যায় না। গুরুতর মোকদ্দমার ত্রৈমাসিক নক্সা প্রস্তুত করা কালে উপরোক্ত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১৫) গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে বদমাইসী মোকদ্দমায় এখন আর কোন প্রথম সংবাদ বা কোন ফারম ব্যবহার করিতে হয় না; প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া পৃথক রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হয়, কিন্তু মোকদ্দমা সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট কোন ক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কেবল পুলিশ রিপোর্টকে মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না।

আফিম সংক্রান্ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মাবলী।

(১৬) রেভিনিউ বোর্ডের নিম্নলিখিত বিধান কোর্ট সব ইনেস্পেক্টরের অবগতির জন্য প্রকাশ করা গেল। আফিম সংক্রান্ত মোক-

দ্দমায় কোন ব্যক্তির শাস্তি হইলে তিনি এই বিধান বিচারককে দেখাইবেন, এবং কয়েদীকে স্থানান্তর প্রেরণ করা ইত্যাদি সম্বন্ধে আবশ্যকীয় আদেশ গ্রহণ করিবেন।

বোর্ডের অভিপ্রায় যে বেহার প্রদেশের কোন ব্যক্তি আফিম সংক্রান্ত মোকদ্দমায় শাস্তি পাইয়া অনুসন্ধান ও সেনাক্ত জন্য পাটনা জেলে প্রেরণ করা সময় স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে তদ্বিষয় সর্ব্বদা অবগত করান হয়।

পুলিশকে অতিরিক্ত ক্লেশ দেওয়া বোর্ডের অভিপ্রায় নহে ; কিন্তু বে-আইন আফিম ব্যবসায়ীদিগের শাস্তি হইলে তাহাদিগকে তাহাদের গ্রামে সেনাক্ত করার সময়, এবং চাষীগণ অবিহিত রূপে আফিম ব্যবহার না করিতে পারে তজ্জন্য আফিমের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে পুলিশ সাহায্য করিলে বোর্ড আহ্লাদিত হইবেন।

বোর্ড পুনরায় জানাইতেছেন যে পুলিশ যে সকল মোকদ্দমা ধৃত করেন তাহাতে তাঁহারা মুক্ত হস্তে পুরস্কার দিবেন।

(১৭) বে-আইন আফিম ব্যবসায়ীদিগের শাস্তি হইলে তাহাদিগকে পাটনা জেলে প্রেরণ করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে আদেশ আছে তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি থাকা বোধ হয় না, অতএব তাহা এখন হইতে প্রতিপালন করার জন্য জেলের ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তির জরিমানার পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র ১৪ দিবস কয়েদ থাকার আদেশ হইলে তাহাকে পাটনা জেলে প্রেরণ করা বিশেষ অসুবিধা বটে কিন্তু মোকদ্দমার গুরুত্ব বিচারক সমীপে বিশেষরূপে দর্শান গেলে সম্ভবতঃ তিনি যে হিসাবে শাস্তি দেন তাহা হইতে অতিরিক্ত কাল কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(১৮) বে-আইন আফিম ব্যবসায়ী কোন ব্যক্তি শাস্তি পাইলে ও সে যদি বেহার প্রদেশের আফিম উৎপন্ন কোন জেলা হইতে আসিয়াছে প্রকাশ করে তবে সে জরিমানা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাগারে প্রেরিত হইলেই (কলিকাতায় শাস্তি হইলে তথা-

কার আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বা অপর কোন স্থানে হইলে জেলার কালেক্টর সাহেব) ঐ ব্যক্তিকে পাটনা জেলে প্রেরণ করার জন্য যে জেলে সে আবদ্ধ থাকে, তথাকার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনুরোধ করিবেন; এবং মোকদ্দমার অবস্থা সংযুক্ত রিপোর্ট শাখাখণ্ডের কমিসনার সাহেবের যোগে বোর্ডে প্রেরণ করিবেন। এই রিপোর্টে আসামী কোন্ গ্রামের কাহার নিকট হইতে আফিম আনিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে; এবং উক্ত রিপোর্টের এক নকল পাটনায় আফিমের এজেণ্ট সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে, যেন তিনি তদ্দৃষ্টে কয়েদী পাটনা জেলে পৌঁছিলে সে আফিম উৎপন্ন যে জেলা হইতে আসিয়াছিল ও আফিম আনিয়াছিল তথাকার দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাহাকে মোকাবেলা করিতে পারেন। সম্ভবতঃ আসামী তাহার বিচার সময় বা তৎপূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সমীপে মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু পাটনা মোকামে আফিমের কর্ম্মচারীগণ তাহাকে পরীক্ষা করা কালে তাহার প্রকৃত পরিচয় ও তাহার আর যে যে সহযোগী থাকে তাহা প্রকাশ হইতে পারে। যে সমস্ত চাষীগণ বে-আইন মতে আফিমের ব্যবসায়ে সাহায্য করিয়া ও তাহারা নিজে বে-আইন ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করণাভিপ্রায়ে তাহাদের উৎপন্ন সমুদয় আফিম গবর্ণমেণ্টে না দিয়া নিজেরা গোপনে রাখে তাহাদিগকে ধৃত করা অপেক্ষা কেবল মাত্র এক জনকে শাস্তি দেওয়ায় বিশেষ কোন উপকার দর্শে না। এইরূপ অবস্থায় জিল্লাদার এবং গোমস্তাগণও সহায়তা করাপরাধে দোষী হইতে পারে। বে-আইন মতে আফিমের ব্যবসায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত যে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং রেলওয়ের সুবিধা প্রযুক্ত বে-আইন ব্যবসায়ীগণ অনায়াসে কয়েক সের আফিম ছাগলের চামড়ায় জড়াইয়া, বা আফিমের গন্ধ অন্য কোন প্রকারে নিবারণ করত চালাইয়া থাকে। পাটনায় যে দরে আফিম বিক্রয় হয় তাহা হইতে চারি বা পাঁচ গুণ অতিরিক্ত মূল্যে কলিকাতায় আফিম বিক্রী হওয়ার সময় এই বে-আইন

আফিমের কারবার হয়। সুতরাং ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে বে-আইন ব্যবসায়ীগণ তাহাদের গ্রামে সংবাদ না দিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, এবং যদি আবশ্যক হয় তবে তাহাদিগের মধ্যে পোস্তের চাষ বন্দ করিতে হইবে; যে সকল ব্যক্তি বে-আইন আফিম ব্যবসায়ীগণ সম্বন্ধে সংবাদ দিবে, কি অপরাধীদিগকে ধৃত করিবে তাহাদিগকে মুক্ত হস্তে শীঘ্র শীঘ্র পারিতোষিক দিয়া বে-আইন ব্যবসায় নিবারণ করার চেষ্টা করিতে হইবে; এবং আবকারী আইন অন্তর্গত অপরাধীগণকে বিচার পূর্ব্বক গুরুতর দণ্ড দেওয়াইতে হইবে।

(১৯) কালেক্টর সাহেবের ডিপার্টমেণ্টের অজ্ঞাতসারে পুলিশ কোন আবকারী বা আফিম সংক্রান্ত মোকদ্দমা ধৃত করিয়া চালান দিলে কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর তদ্বিষয় তৎক্ষণাৎ জেলার কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন যেন আবকারী বিভাগ ইচ্ছা করিলে মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন।

৪৪। সাময়িক রিটার্ণ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে উপদেশ।

ক। গুরুতর অপরাধের, এবং পুনরায় শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ত্রৈমাসিক নক্সা।

৩৯ নম্বর ফারম।

(১) উক্ত ফারমের লিখিত ডাকাইতি, দস্যুতা, সিঁধচুরি, অন্য প্রকার চুরি, হাঙ্গামা, এবং জ্ঞানকৃত বধ করা অপরাধের যত মোকদ্দমা সত্য বলিয়া নিষ্পত্তি হয় তাহা এই নক্সায় দেখাইতে হইবে; মিথ্যা মোকদ্দমা এক কালীন দেখাইতে হইবে না।

(২) জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই, এবং অক্টোবর মাসের ৫ই তারিখের মধ্যে এই নক্সা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের আফিসে

প্রেরণ করিতে হইবে। নক্সা পাঠাইতে কোন বিলম্ব ঘটিলে পৃথক চিঠি দ্বারায় তাহার কারণ জানাইতে হইবে।

(৩) পুলিশের গ্রহণযোগ্য অপরাধের সালতামামি নক্সার, অর্থাৎ ষ্টেটমেণ্ট এ, প্রথম ভাগের ৩৬, ৩৭, এবং ৪৩ নম্বরের লিখিত দণ্ডবিধি আইনের ৪৪৯ হইতে ৪৬০ ধারা পর্য্যন্ত অপরাধের কেবল সত্য মোকদ্দমা "সিঁধ চুরি" বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৪) মন্তব্য ঘরে অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস বৃদ্ধির কারণ লিখিতে হইবে; এবং কত গুরুতর হাঙ্গামা হইয়াছে, ডাকাইতি মোকদ্দমার মধ্যে কতটা ব্যবসায়ী-ডাকাইত কর্ত্তৃক ঘটনা হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে। সিঁধ চুরি ও অন্য প্রকার চুরির হ্রাস বৃদ্ধির কারণ লিখিতে হইবে। হাঙ্গামা মোকদ্দমার মধ্যে কতটায় খুন হইয়াছে তাহাও লিখিতে হইবে।

(৫) পূর্ব্ব শাস্তি সম্বন্ধে নীচের লিখিত উপদেশ অনুসারে আচরণ করিতে হইবে।

১। সচ্চরিত্রের নিমিত্ত প্রতিভূ দেওয়ার আদেশ শাস্তি বলিয়া গণ্য হইবে না, ও তদ্রূপ কোন শাস্তি ভুক্ত করিতে হইবে না।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্ব শাস্তি স্বীকার না করিলে, অথবা তাহা প্রমাণ না হইলে তাহা এই নক্সায় ভুক্ত করা যাইবে না। পূর্ব্ব শাস্তির তারিখ এই নক্সায় না দেওয়া হইলে তাহার কারণ লিখিতে হইবে।

৩। প্রথম বারের শাস্তি প্রবল থাকা কালে দ্বিতীয় বার শাস্তি হইলে তাহাকে পুনঃ শাস্তি বলা যাইবে না।

(৬) সেসন আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার এক ত্রৈমাসিক নক্সা ৪০ নম্বর ফারমে প্রেরণ করিতে হইবে। এই নক্সা উপরোক্ত সময় প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) উপরের লিখিত দুইটী ত্রৈমাসিক নক্সার নকল বিভাগস্থ কমিসনার সাহেব সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে।

খ। ষাণ্মাসিক কৃতকার্য্যের বিবরণ।

৬৪ নম্বর ফারম।

(১) প্রতি ছয় মাস অন্তে, অর্থাৎ প্রতি বৎসর জুন ও ডিসেম্বর মাস গতে, পর মাসের পোনর কি তৎপূর্ব্বে কোন তারিখে পূর্ব্ব ছয় মাসের পুলিশের কৃতকার্য্যের এক নক্সা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে পাঠাইতে হইবে।

(২) নক্সার দ্বিতীয় ঘরের অঙ্ক হইতে ১৩শ ঘরের অঙ্ক বাদ দিয়া চতুর্থ ঘরের অঙ্ক বাহির করিতে হয়। মুলতবি মোকদ্দমা বাদ দিতে হইবে না। কোন ষ্টেশনে অধিক মোকদ্দমা মুলতবি থাকার গতিকে যদি চতুর্থ ঘরের ফল মন্দ দেখা যায় তবে ঐ ষ্টেশনের মুলতবি মোকদ্দমার সংখ্যা মন্তব্য ঘরে দেখাইতে হইবে। অষ্টম এবং নবম ঘরের অঙ্ক সতর্কতার সহিত গণনা করিতে হইবে।

(৩) ১৩শ ঘরের লিখিত মোকদ্দমার মধ্যে যাহা মাজিষ্ট্রেট অভ্রান্ত রূপে মিথ্যা বলিয়া নিষ্পত্তি করেন কেবল তাহাই ১৪শ ঘরে দেখাইতে হইবে। কিন্তু নীচের লিখিত প্রকারের মোকদ্দমা এই ১৪শ ঘরে দেখাইতে হইবে না।

১। ১৩শ ঘরের লিখিত মিথ্যা সি ফারমের মোকদ্দমা যাহা মাজিষ্ট্রেট "আইনতঃ" কি "অবস্থা ঘটিত ভ্রম" উল্লেখে নিষ্পত্তি করেন।

২। ১৩শ ঘরের লিখিত মিথ্যা সি ফারমের মোকদ্দমা যাহা মাজিষ্ট্রেট "পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য" বলিয়া নিষ্পত্তি করেন।

৩। মিথ্যা বি ফারমে রিপোর্ট হওয়া মোকদ্দমা।

(৪) ২ হইতে ১৯, এবং ২৬ হইতে ৩৬ ঘর পর্য্যন্ত ষ্টেশন ও আউটপোষ্টের অঙ্ক একত্র দেখাইতে হইবে। এবং ২০ হইতে ২৫ ঘরে ষ্টেশন ও আউটপোষ্টের অঙ্ক পৃথক পৃথক দেখাইতে হইবে।

(৫) আউটপোষ্টের নাম, অর্থাৎ প্রথম ঘর হইতে ২০ ঘর পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা যায় এজন্য এই নক্সায় পরিষ্কার করিয়া রুল টানিয়া লইতে হইবে। .

(৬) ১৩ ঘরের লিখিত কত মিথ্যা সি ফারমের মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট পুলিশ গ্রহণ যোগ্য সত্য অপরাধ বলিয়া নিষ্পত্তি করেন তাহার এক নোট নক্সার নীচে দিতে হইবে; প্রত্যেক ষ্টেশনের জন্য পৃথকরূপে এই নোট দেওয়া অনাবশ্যক। যে সকল মোকদ্দমা "বৃত্তান্ত ঘটিত" কি "আইনতঃ ভ্রম" বা "অযোগ্য" বলিয়া নিষ্পত্তি হয় তাহার নোট দিতে হইবে না।

(৭) নক্সার নীচে সমুদয় ঘরের ঠিক দিতে হইবে, ও তাহার নিকট গত ষান্মাসিক ও পূর্ব্ব বৎসরের তৎ সমকালীয় ষান্মাসিক নক্সার ঠিক তুলিয়া দিতে হইবে।

(৮) যে সকল ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় ফারম ব্যবহার হয় না তাহা এই নক্সায় দেখাইতে হইবে না, কিন্তু প্রত্যেক ষ্টেশনে এইরূপ কত ক্ষুদ্র মোকদ্দমা হয় তাহা মন্তব্য ঘরে দেখাইতে হইবে।

(৯) নক্সা প্রস্তুত হইলে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং তৎসম্বন্ধে এক মন্তব্য লিপীবদ্ধ করিবেন ও তাহা এই নক্সা সহ প্রেরণ করিতে হইবে।

গ। ডাকাইতি ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের ষাণ্মাসিক শাস্তির নক্সা।

৪৫ নম্বর ফারম।

প্রত্যেক ষাণ্মাসিক কৃতকার্য্য বিবরণের নক্সার সহিত এই নক্সা প্রেরণ করিতে হয়। ইহাতে গত ছয় মাসে যে সকল ডাকাইত, দস্যু, বিখ্যাত চোর, পশু চোর, জুয়াচোর, ব্যবসায়ী অপরাধী অর্থাৎ পুলিশ গ্রহণ যোগ্য অপরাধে যে সকল ব্যক্তির পূর্ব্ব শাস্তি আছে, বিষ প্রয়োগ কারী, বাদিয়া, বারওয়ার, পাঞ্জারুচর কায়েস্থদিগের মধ্যে কোন

ব্যক্তির তিন বৎসরের বা তাহার অতিরিক্ত শাস্তি হইলে তাহাদের নাম লিখিতে হইবে।

বাৎসরিক নক্সা।

ঘ। রিটার্ণ এ (প্রথম ভাগ)—গ্রহণ যোগ্য মোকদ্দমায় পুলিশের কৃতকার্য্যের সাধারণ নক্সা।

৫২ নম্বর ফারম।

নীচের লিখিত উপদেশ অনুসারে এই নক্সা পূরণ করিতে হইবে।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় ঘর—এই ঘরে যে সকল ধারা লেখা আছে তাহা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের। সি, পি, সি, এইরূপ যে স্থানে আছে তথায় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন বুঝিতে হইবে।

তৃতীয় ঘর—এই ঘরে দ্বিতীয় ঘরের লিখিত অপরাধের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লেখা।

সাধারণ।

১। কোন ব্যক্তি এক অপরাধে ধৃত হইয়া অন্য অপরাধে শাস্তি কি খালাষ হইলে ঐ মোকদ্দমা তাহার শাস্তি কি খালাষের ধারানুসারে দেখাইতে হইবে।

২। কোন মোকদ্দমায় শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি আর কোন গুরুতর অপরাধে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে সেই গুরুতর ধারায় উক্ত মোকদ্দমা দেখাইতে হইবে। যে ব্যক্তি যে অপরাধে শাস্তি পায় তাহাকে সেই ধারাতেই দেখাইতে হইবে। এক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অন্য অপরাধে শাস্তি পাইলে এই পরিবর্ত্তনের বিবরণ জেলার নক্সার মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে। আসামী খালাস হইলে তাহার নামে যে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ হয় সেই ধারায় তাহাকে দেখান যাইবে।

উদাহরণ ;—তিন জনে এক ব্যক্তিকে জ্ঞানকৃত. বধ করে তন্মধ্যে প্রধান আসামী যে খুন করে সে ফেরার থাকায় অপর দুই ব্যক্তি ধৃত হইয়া ৩২৫ ধারা মত শাস্তি পায়। এই স্থলে গুরুতর অপরাধী ধৃত না হওয়ায় ও তাহার ৩০২ ধারা মত শাস্তি পাওয়ার সম্ভব থাকায় এই মোকদ্দমা ৩০২ ধারাতেই দেখাইতে হইবে। কিন্তু শাস্তি-প্রাপ্ত দুই ব্যক্তিকে (মোকদ্দমা নহে) ৩২৫ ধারায় দেখান কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় ;—১৮৭৫ সনের শেষে কোন আসামী ৩০২ ধারার অপরাধে বিচার আদালতে কি পুলিশের নিকট মুলতবি থাকে, ঐ সনের সালতামামীতে তাহাকে ঐ ধারায় মুলতবি দেখানের পর ১৮৭৬ সনে ৩২৫ ধারা মত তাহার শাস্তি হয়; সুতরাং ১৮৭৬ সনে তাহাকে ৩২৫ ধারায় দেখাইতে হইবে, ও ৩০২ ধারা হইতে ৩২৫ ধারায় আনিবার বিবরণ ঐ দুই ধারার মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে।

৩। সহায়তা ও উদ্যোগ করার অপরাধ মূল যে অপরাধের সহায়তা ও উদ্যোগ করা যায় সেই ধারায় দেখাইতে হইবে। কিন্তু দণ্ডবিধি আইনের ১১৫ ও ১১৭ হইতে ১১৯ ধারার লিখিত অপরাধের সহায়তা এই নক্সায় পৃথক রূপে দেখাইতে হইবে।

৪। পৃথক পৃথক ব্যক্তি সাধারণ-উদ্দেশ্য ব্যতীত নিজে স্বাধীন ভাবে যে অপরাধ সংক্রান্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা যেন সাধারণের কৃত এক মোকদ্দমা বলিয়া দেখান না হয়; অনেক ব্যক্তি কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে একত্র হইয়া কোন অপরাধ করিলে তদ্রূপ-কৃত অপরাধকে এক মোকদ্দমা বলিয়া দেখাইতে পারা যায়। সাধারণের অনিষ্টজনক ক্রিয়া ও বদমাইসী মোকদ্দমার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন মোকদ্দমায় দেখাইতে হইবে।

৫। মোকদ্দমা যে জেলায় বিচার হয় সেই জেলায় তাহা দেখাইতে হইবে। ক জেলা হইতে খ জেলায় কোন মোকদ্দমা উঠিয়া গেলে ক জেলার নক্সায় এই মোকদ্দমার কোন উল্লেখ থাকিবে

না; কিন্তু যদি ক জেলায় ঐ মোকদ্দমার কোন আসামী ধৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা এবং ঐ আসামীর খ জেলায় যাওয়ার বিবরণ ক জেলার নক্সার আবশ্যকীয় ঘরে দেখাইতে হইবে, এবং খ জেলার নক্সায়ও এই আসামীর ক জেলা হইতে প্রাপ্তি দেখাইতে হইবে।

বৃটিশ শাসনাধীন ভিন্ন অপর কোন গবর্ণমেণ্টের এলেকায় কোন অপরাধ ঘটনা হইলে যদি অপরাধী বৃটিশ এলেকায় ধৃত হইয়া বিচার হয় তবে সেই মোকদ্দমা ষ্টেটমেণ্ট প্রথম ভাগের ৪ ঘরে ভুক্ত করিতে হইবে না, কিন্তু উক্ত নক্সার ২১ ঘরে আসামীর গ্রেপ্তার দেখাইয়া তাহার শাস্তি, খালাষের বিবরণ অন্যান্য আবশ্যকীয় ঘরে দেখাইতে হইবে।*

৪র্থ ঘর—মাজিষ্ট্রেটের নিকট একা এক, বা পুলিশের নিকট বৎসর মধ্যে যত পুলিশ গ্রহণীয় সত্য ও অভ্রান্ত মিথ্যা মোকদ্দমার সংবাদ হয় তৎসমুদয় এই ঘরে দেখাইতে হইবে। কিন্তু যে সকল মোকদ্দমা তদন্তে বা বিচারে "পুলিশ গ্রহণ অযোগ্য" বলিয়া নিষ্পত্তি হয়; এবং যে সকল মোকদ্দমা তদন্তে বা বিচারে "আইনতঃ" বা "বৃত্তান্ত ঘটিত ভ্রম" বলিয়া নিষ্পত্তি হয় তাহা এক কালীন এই নক্সায় দেখাইতে হইবে না। প্রথমোক্ত প্রকারের মোকদ্দমা ষ্টেটমেণ্ট দ্বিতীয় ভাগে (অযোগ্য মোকদ্দমার নক্সা) ভুক্ত করিতে হইবে।

৫ম ঘর—কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারা মত যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে। এই সকল মোকদ্দমার কোন অনুসন্ধান বা বিচার হয় না সুতরাং বাদী যে অভিযোগ উপস্থিত করে তদনুসারেই এই প্রকারের মোকদ্দমা দেখাইতে হয়।

৬ষ্ঠ ঘর—পুলিশের নিকট এজাহার হওয়া কোন মোকদ্দমার সেই বৎসর মধ্যে শেষ রিপোর্ট না দেওয়া হইলে সেই মোকদ্দমা এই

---

* এক "ফুট নোট দ্বারা ভিন্ন এলেকার আসামী যাহার মোকদ্দমা নক্সার ৪ ঘরে ভুক্ত হয় নাই তাহার শাস্তি, খালাষের বিবরণ পরিষ্কার রূপে দেখাইতে হইবে।

ঘরে দেখাইতে হইবে। এই সকল মোকদ্দমা যে বৎসর রুজু হয় সেই বৎসরের নক্সায় কেবল মাত্র ৪র্থ ঘরে দেখান হয় তৎপর বৎসর শেষ রিপোর্ট দেওয়া হইলে অন্যান্য আবশ্যকীয় ঘরে দেখাইতে হইবে।

৭ম ঘর—পূর্ব্ব সনের নক্সার ১৫ (সি) ঘরের লিখিত মোকদ্দমা এবং মাজিষ্ট্রেট বিচারাধীনে থাকা দরখাস্ত বা একা এক রুজু মোকদ্দমা এই ঘরে লিখিতে হইবে।

৮ম ঘর—৪, ৬, এবং ৭ ঘরের লিখিত মোকদ্দমা মধ্যে বৎসরে যত মোকদ্দমা বিচারে আনীত হইয়া নিষ্পত্তি হয় তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে। সেসনে সোপর্দ্দকে নিষ্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না।

৯ম ঘর—পুলিশ গ্রহণ যোগ্য যত মোকদ্দমায়, দরখাস্ত অনুসারে বা পুলিশ নিকট উপস্থিত হইয়া, শাস্তি হয় তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে। বৎসর মধ্যে কোন শাস্তি আপীল আদালত কর্ত্তৃক রহিত হইলে তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে না।

১০ম ঘর—১২+১৩+১৪, এবং ৪+৬ ঘরের অঙ্ক দ্বারা এই ঘর পূরণ করিতে হইবে।

১১শ ঘর—১৬ এবং ১৭ ঘরের সহিত তারতম্য করার জন্য এই ঘর পূরণ করিতে হয়।

১২, ১৩, ১৪শ ঘর—পুলিশ যত মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া শেষ রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

১২শ ঘর—৪ এবং ৬ ঘরের লিখিত যত মোকদ্দমা পুলিশ নিজ ক্ষমতায় তদন্ত করিয়াছেন, তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

১৩শ ঘর—দরখাস্ত দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সমীপে রুজু হওয়া, অথবা কার্য্যবিধি আইনের ১৯১ ধারার (গ) প্রকরণ অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক স্থাপন হওয়া যত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে পুলিশ-তদন্ত হয় তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

১৪শ ঘর—কার্য্যবিধি আইনের ১৫৭ ধারার বিধান অনুসারে

পুলিশ তদন্তে ক্ষান্ত থাকার পর মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে যত মোকদ্দমা তদন্ত হয় তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

১৫শ ঘর—উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির শেষ-শাস্তি হইলে অর্থাৎ শাস্তির আদেশ আপীল আদালত কর্ত্তৃক রহিত না হইলে সেই মোকদ্দমা এই ঘরের (এ) অংশে দেখাইতে হইবে। সেসনে সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইলে (সি) অংশে দেখাইতে হইবে। আপীল আদালত কর্ত্তৃক শাস্তির আদেশ রহিত হইলে, সেই মোকদ্দমা খালাষ দেখাইতে হইবে।

১৬শ ঘর—১৫ (এ), এবং ১২+১৩+১৪ ঘরের অঙ্ক দ্বারা এই ঘর পূরণ করিতে হইবে।

১৭শ ঘর—১৫ (এ), এবং ১৫ (এ)+১৫ (বি) ঘরের অঙ্ক দ্বারা এই ঘর পূরণ হইবে।

১৮শ ঘর—৪, ৬, এবং ৭ ঘরের লিখিত যত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট অভ্রান্ত মিথ্যা বলিয়া নিষ্পত্তি করেন তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

১৯শ ঘর—পূর্ব্ব বৎসরের নক্সার ৩৬ হইতে ৩৯ ঘরের সমষ্টি এই ঘরে লিখিতে হইবে।

২০শ ঘর—অন্য জেলা হইতে যত আসামী বিচারার্থ আগত হয় তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

২১শ ঘর—পুলিশ নিজ ক্ষমতায় বৎসর মধ্যে যত আসামী ধৃত করেন তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে। "আইনতঃ" বা "অবস্থা ঘটিত ভ্রম" বলিয়া যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহা এই রিটার্ণে ভুক্ত হয় না বটে, কিন্তু ঐ সকল মোকদ্দমায় পুলিশ যে সকল আসামী ধৃত করেন তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

২২শ ঘর—মাজিষ্ট্রেটের নিকট রুজু হওয়া মোকদ্দমায়, এবং সে সকল পুলিশের মোকদ্দমায় পুলিশ কোন আসামী ধৃত করেন না তৎসমুদয় মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে ওয়ারেণ্ট দ্বারা যত আসামী ধৃত হয়, যত ব্যক্তি সমনে বা নিজে উপস্থিত হয় তৎসমুদয় এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

২৪শ ঘর—অন্য জেলা বা প্রদেশের ওয়ারেণ্ট অনুসারে যে আসামী ধৃত হয় তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে না; কেবল মাত্র জেলার কর্তৃপক্ষীয়ের আদেশ অনুসারে যত আসামী ধৃত হইয়া স্থানান্তর প্রেরিত হয় তাহাই দেখাইতে হইবে। (সাধারণ নিয়মের ৫ম নিয়ম দেখ)।

২৫শ ঘর—কার্য্যবিধি আইনের ১৬৯ ধারার বিধান অনুসারে পুলিশ যত আসামীকে ধৃত করিয়া জামিন বা মুচলিকায় ছাড়িয়া দেন তাহাদিগকে এই ঘরে দেখাইতে হইবে।

২৬শ ঘর—২১ এবং ২৫ ঘরের অঙ্ক দ্বারা এই ঘর পূরণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব বৎসরের নক্সার ৩৬ এবং ৩৭ ঘরের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই।

২৭শ ঘর—২৩ ঘরের অঙ্ক হইতে ২৪, ২৫, ৩৬ এবং ৩৭ ঘরের সমষ্টি বাদ দিলে অবশিষ্ট যাহা হয় তাহা এই ঘরের অঙ্কের সহিত মিল হইবে। এবং ২৮ হইতে ৩১, এবং ৩৫, ৩৮, ৩৯ ঘরের সমষ্টির সহিতও এই ঘরের অঙ্ক মিল হইবে।

২৮ ও ২৯শ ঘর—২৭ ঘরের যত ব্যক্তি খালাষ হয় তাহা এই দুই ঘরে লিখিতে হইবে।

বৎসরের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি আপীলে খালাষ হয়, তাহাদিগকে প্রথম আদালতের নীচে খালাষ বলিয়া এই ঘরে দেখাইতে হইবে; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট বা সেসন আদালত কর্তৃক শাস্তি পাইয়া হাইকোর্টের বিচারে খালাষ পাইলে যে আদালত (মাজিষ্ট্রেট বা জজ) তাহাকে প্রথম শাস্তি দিয়াছেন, সেই আদালতের নীচে খালাষ দেখাইতে হইবে। যে সকল আসামীকে কার্য্যবিধি আইনের ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারার বিধানানুসারে সাক্ষী শ্রেণীতে মুক্ত দেওয়া যায় তাহাদিগকে ৩৫ ঘরে দেখাইতে হইবে, ও তাহার সংখ্যা মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে।

৩০ এবং ৩১শ ঘর সম্বন্ধে কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

৩২শ ঘর—৩০ এবং ৩১ ঘরের ব্যক্তিগণের মধ্যে যত ব্যক্তি পুলিশের দ্বারা চালান হয় তাহা এই ঘরে লিখিতে হইবে।

৩৩শ ঘর—২১ এবং ৩২ ঘরের অঙ্ক দ্বারা এই ঘর পূরণ করিতে হইবে।

৩৪শ ঘর—পুলিশ কর্ত্তৃক যত ব্যক্তি প্রেরিত না হয়, অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে যাহারা ধৃত হয় তাহা ২৭ ঘর হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা এবং ৩২ ঘরের অঙ্ক দ্বারা এই ঘর পূরণ করিতে হইবে।

৩৫ হইতে ৪৫শ ঘর সম্বন্ধে কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

৪৬শ ঘর—এই নক্সার ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৯, ৩২, এবং ৪১ নম্বরের লিখিত যত জখমী মোকদ্দমায় মৃত্যু ঘটনা হয় তাহার সংখ্যা এই ঘরে লিখিতে হইবে।

৯ এবং ৩০ নম্বরের ডাকাইতির মধ্যে কতটা ডাকাইতি-ব্যবসায়ী লোকের কৃত, এবং কতটা অন্য প্রকারের তাহা লিখিতে হইবে।

প্রত্যেক প্রকার অপরাধের ২৭ ঘরের লিখিত আসামী মধ্যে যত ব্যক্তি পুলিশ কর্ত্তৃক চালান হয় নাই তাহার সংখ্যা প্রত্যেক নম্বরে লাল কালী দ্বারা মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে।

বাৎসরিক কিউ (Q) নক্সার ৪ (১) ঘরে মোট যত ব্যক্তি দেখান হয় তাহার সংখ্যা ষ্টেটমেণ্ট প্রথম ভাগের মন্তব্য ঘরে লিখিয়া দিতে হইবে।

কত মোকদ্দমায় জ্ঞান কৃত বধ করা অপরাধের অভিযোগ স্থাপন হওয়ায় (চার্জ্জ করার) পর অন্য ক্ষুদ্র বা তদ্রূপ কোন অপরাধে শাস্তি হইয়াছে তাহার এক ছোট নক্সা এই নক্সা সহ প্রেরণ করিতে হইবে।

অগ্নি দ্বারা অপকার করা অপরাধে যত মোকদ্দমার রিপোর্ট হয়, কত আসামী বিচারার্থ চালান হয়, এবং ঐ সকল মোকদ্দমা ও আসামীর বিভাগ (মোকদ্দমা সত্য, মিথ্যা, আসামী শাস্তি, খালাষ, মুলতবি ইত্যাদি) সম্বন্ধে আর একটী পৃথক নক্সাও এতৎ সহ প্রেরণ করিতে হইবে।

চুরি এবং সিঁধচুরি এই দুই অপরাধের ন্যূনাধিক্যের কারণ পরিষ্কার রূপে লিখিতে হইবে।

ঙ। রিটার্ণ এ (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রহণ অযোগ্য মোকদ্দমায় পুলিশের কৃতকার্য্যের সাধারণ নক্সা।

৫৩ নম্বর ফারম।

যত মোকদ্দমা রুজু হয় তৎসমুদয় ৫ম ঘরে দেখাইতে হইবে কেবল যে মোকদ্দমায় সমন হয় তাহাই দেখাইতে হইবে না।

আসামী শ্রেণীতে আদালতে উপস্থিত হইয়া কার্য্যবিধি আইনের ২০৯, ২৪৯, ২৫৩, অথবা ২৫৯ ধারানুসারে যত ব্যক্তি খালাষ হয় তাহাদিগকে ১২শ ঘরে দেখাইতে হইবে। এই নক্সার অন্যান্য ঘর সম্বন্ধে কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

চ। বি—ঠগী এবং ডাকাইতির নক্সা।

৫৪ নম্বর ফারম।

এই নক্সায় ঠগী, সমুদয় ডাকাইতি এবং বিষ দ্বারা দস্যুতা করা মোকদ্দমা দেখাইতে হইবে। সমুদয় পশু চুরি মোকদ্দমা দেখান অনাবশ্যক; কেবল পশু-চুরি-ব্যবসায়ীগণ যে সকল অপরাধ (পশু চুরি) করে তাহাই দেখাইতে হইবে। বেশ্য-বৃত্তি-ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ অথবা কুলি-সংগ্রহকারী-ব্যক্তিগণ কোন মনুষ্য চুরি করা অপরাধে লিপ্ত থাকা বিবেচনা হইলে সেই মোকদ্দমা এই নক্সায় ভুক্ত করিতে হইবে।

২ ঘর—গত দুই বৎসর যে সকল অপরাধ ঘটনা হইয়া বৎসরের প্রারম্ভে কিনারা হইতে বাকী আছে তাহা এই ঘরে দেখাইতে হইবে। ২ এবং ৩ ঘরের সমষ্টি, ৪ এবং ৫ ঘরের সমষ্টির সহিত ঐক্য হওয়া আবশ্যক।

৬ ঘর—এই ঘরে যে "লিপ্ত" শব্দ আছে তদর্থে "অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত লিপ্ত থাকা", বুঝিতে হইবে; কেবল মাত্র বাদীর আনুমানিক উক্তি সত্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না। *

---

* ৭ এবং ১২ ঘরের সমষ্টির সহিত এই ঘরের সাধারণতঃ মিল থাকিবে, যদি না হয় তবে তাহার কারণ লিখিতে হইবে।

১৩ হইতে ১৫ ঘর—বৎসরের মধ্যে প্রথম ঘরের লিখিত অপরাধে যত ব্যক্তি ধৃত, বিচারে আনীত হয়, এবং শাস্তি পায় তাহা শেষ ভাগের ক্ষুদ্র ঘরে দেখাইতে হইবে। এই সকল ব্যক্তিকে ৭, ৮, এবং ৯ ঘরে দেখাইতে হইবে না কারণ ঐ সকল ঘরে কেবল মাত্র ২ এবং ৩ ঘরের লিখিত মোকদ্দমার ব্যক্তিগণকে দেখান যায়। কোন পার্থক্য দেখা যাইলে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

ছ। ষ্টেটমেণ্ট "আই"—মিথ্যা মোকদ্দমার বিচারের ফল।

৬১ নম্বর ফারম।

এই ফারমই অতি স্পষ্ট। কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

জ। ষ্টেটমেণ্ট "জে",—পুলিশের রিপোর্ট, এবং দরখাস্ত দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সমীপে রুজু হওয়া বদমাইসী মোকদ্দমার নক্সা।

৬২ নম্বর ফারম।

এই নক্সার প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরের সমষ্টি ষ্টেটমেণ্ট=প্রথম ভাগ সহ মিল হইবে। অন্যান্য ঘর সম্বন্ধে উপদেশ অনাবশ্যক।

"জে" নক্সার প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরের সমষ্টির বিবরণ নীচের লিখিত প্রকারে দেখাইতে হয়।

প্রথম ঘর		মোট	দ্বিতীয় ঘর		মোট
এ ফারম	...	...	এ ফারম	...	...
বি ফারম	সত্য	...	বি ফারম	সত্য	...
	মিথ্যা	...		মিথ্যা	...
সি ফারম	সত্য	...	সি ফারম	সত্য	...
	মিথ্যা	...		মিথ্যা	...

পুলিশের বিনা সংযোগে অর্থাৎ দরখাস্তের মোকদ্দমা যাহাতে পুলিশ কোন ক্রিয়া করেন না এমত যত মোকদ্দমা হয় তাহার সংখ্যা ... ...

এ, বি, সি, ফারম ব্যতীত পুলিশের সরাসরি রিপোর্ট অনুসারে যত মোকদ্দমা রুজু ... ...

এই নক্সা প্রতি কোয়ার্টার (ত্রৈমাসিক) হিসাবে প্রস্তুত করিতে হয়।

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে এখন আর বদমাইসী মোকদ্দমায় কোন প্রথম এতালা, বা এ, বি, সি, ফারমে শেষ রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হয় না। বদমাইসী মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে অনুসন্ধান করিয়া সরাসবি রিপোর্ট করিতে হয়। মোকদ্দমা সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট কোন ক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কেবল পুলিশ রিপোর্টকে মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য করিতে হয় না।

ঝ। "কে"—পুলিশ গ্রহণ যোগ্য অপরাধের শ্রেণী অনুসারে প্রদর্শিত সেসনের মোকদ্দমার বিচারের ফল।

৬৩ নম্বর ফারম।

এই নক্সার দ্বিতীয় ঘরের অঙ্ক প্রথম ভাগ ষ্টেটমেণ্টের ৩১ ঘরের সহিত মিল হইবে। অন্যান্য ঘর সম্বন্ধে কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

ঞ। "এল"—পুলিশের গ্রহণ যোগ্য যত মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক শাস্তি হওয়ার পর জজ আদালতে আপীল হয় তাহার নক্সা।

৬৪ নম্বর ফারম।

এই ফারম অতি স্পষ্ট, কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

ট। "এম" লবণের-আইন-প্রচলিত-জেলায় লবণ সম্বন্ধে পুলিশের কৃতকার্য্যের নক্সা।

৬৫ নম্বর ফারম।

পুলিশ "গ্রহণ যোগ্য" এবং "অযোগ্য" উভয় প্রকার মোকদ্দমা এই নক্সায় দেখাইতে হয়; এবং ষ্টেটমেণ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সহিত ইহার মিল থাকিবে।

লবণের মোকদ্দমায় যত জরিমানা হয়, এবং জব্দ হওয়া লবণ বিক্রয়ের মূল্য এই নক্সায় দেখাইতে হয়।

ঠ। অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং আত্মহত্যার নক্সা।

৬৮ নম্বর ফারম।

কোন উপদেশ অনাবশ্যক।

ড। বৎসর মধ্যে যত আবকারী এবং আফিম আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমা হয় তাহার নক্সা।

৭১ নম্বর ফারম।

এই নক্সার লিখিত মোট মোকদ্দমা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ষ্টেটমেণ্টের সহিত মিল হইবে। প্রথম ঘরের লিখিত মোকদ্দমা ২ এবং ৩, এবং ৪ ও ৫ ঘরের সহিত ক্রমান্বয় মিল হইবে।

ঢ। পুলিশের মোকদ্দমা (এ ফারম) নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে যতবার তারিখ পরিবর্ত্তন হইয়া বিচার আদালতে মুলতবি থাকে তাহার নক্সা।

৭৩ নম্বর ফারম।

বিচারাধীনে থাকা মোকদ্দমার কোন মুলতবি বিবরণ দেখাইতে হয় না; তদ্রূপ মোকদ্দমা মোট মোকদ্দমার (এ ফারমের) ঘরে দেখাইয়া মন্তব্য ঘরে বিচারাধীনে থাকা বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

পুলিশের প্রেরিত যত এ ফারমের মোকদ্দমা "অযোগ্য" এবং "ভুক্ত হইবে না" বলিয়া নিষ্পত্তি হয় তাহাও এই নক্সায় দেখান কর্ত্তব্য।

ণ। মাতা কর্ত্তৃক শিশু সন্তান হত্যা হওয়ার নক্সা।

৭৫ নম্বর ফারম।

এই নক্সায় কি কি আবশ্যক তাহা ফারম দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়।

ত। সালতামামী সম্বন্ধে যত নক্সা যায় তাহার নকল বিভাগস্থ কমিসনার সাহেব সমীপে প্রেরণ করিতে হয়।

থ। রেলওয়ে পুলিশ যে সকল মোকদ্দমা তদন্ত করেন, তাহা যে জেলায় ঘটনা হয় সেই জেলার নক্সা ভুক্ত করিতে হইবে। এবং এই নক্সা (এ, বি, সি, নক্সা) হইতে রেলওয়ে পুলিশের সমুদয় তদন্তীয় মোকদ্দমা উদ্ধৃত করিয়া আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে শিয়ালদহ এবং হাবড়া একা এক প্রেরণ করিতে হইবে।

দ। নক্সায় কোন ভ্রম বাহির হইলে, বা তৎসম্বন্ধে কোন বিষয়ের কৈফিয়ৎ তলব করিতে হইলে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব বিভাগস্থ কমিসনার সাহেবের যোগে তাহা জানাইবেন। কমিসনার সাহেব একা এক তদ্রূপ কোন কৈফিয়ৎ তলব করিলে তাহার নকলও ইনেস্পেক্টর জেনারেল সমীপে জেলার কর্ত্তৃপক্ষ প্রেরণ করিবেন।

৪৫। খতিয়ান রেজেষ্টরী হইতে কিরূপে সালতামামী নক্সা প্রস্তুত করিতে হয় তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী।

ষ্টেটমেণ্ট এ—প্রথম ভাগ।

মোকদ্দমা সম্পর্কীয়।

৪ ঘর	খতিয়ানের	২৭ ঘর	হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।
৫ ঘর	„	১৪ ঘর	„
৬ ঘর	„	৩ ঘর	„
৭ ঘর	„	৫ ঘর	„
৮ ঘর	„	৬ ঘর	„
৯ ঘর	„	৭ ঘর	„

১০ এবং ১১ ঘর খতিয়ানে নাই, বাহির করিয়া লইতে হইবে।

১২, ১৩, এবং ১৪ ঘর খতিয়ানের ৮, ৯, এবং ১০ ঘরে পাওয়া যায়।

১৫ ঘর খতিয়ানের ১১, ১২ এবং ১৩ ঘরে পাওয়া যায়।

১৬ এবং ১৭ ঘর খতিয়ানে নাই, বাহির করিয়া লইবে।

১৮ ঘর খতিয়ানের ২২, ২৩, ২৪ ঘরে পাওয়া যায়।

আসামী সম্পর্কীয়।

১৯ ঘর	খতিয়ানের	৪৯ হইতে ৫২ ঘরে	পাওয়া যাইবে।
২০ ঘর	„	৫৩ ঘরে	পাওয়া যাইবে।
২১ ঘর	„	৫৪ ঘরে	„
২২ ঘর	„	৫৫ ঘরে	„
২৩ ঘর	„	৫৬ ঘরে	„
২৪ ঘর	„	৫৭ ঘরে	„
২৫ ঘর	„	৫৮ ঘরে	„

২৬ ঘর খতিয়ানে নাই, বাহির করিতে হইবে।

২৭ ঘর	খতিয়ানের	৫৯ ঘরে	পাওয়া	যাইবে।
২৮ ঘর	„	৬০ এবং ৬১	ঘরের	সমষ্টি।
২৯ ঘর	„	৬২ এবং ৬৩	„	„

৩০ ঘর খতিয়ানের ৬৪ এবং ৬৫ ঘরের সমষ্টি।
৩১ ঘর „ ৬৬ এবং ৬৭ „ „
৩২ ঘর „ ৬৪ এবং ৬৬ „ „

৩৩ এবং ৩৪ ঘর খতিয়ানে নাই।

৩৫ ঘর খতিয়ানের ৭০ ঘরে পাওয়া যাইবে।

৩৬ হইতে ৩৯ ঘর খতিয়ানের ৭১ হইতে ৭৪ ঘরে পাওয়া যাইবে।

৪০ এবং ৪১ ঘর খতিয়ানের ৭৫ এবং ৭৬ ঘর।

৪২ ঘর খতিয়ানে নাই।

৪৩ এবং ৪৪ ঘর খতিয়ানের ৭৭ এবং ৭৮ ঘর।

৪৫ ঘর খতিয়ানে নাই, কশিয়া বাহির করিতে হইবে।

ষ্টেটমেণ্ট “আই”।

৪ ঘর খতিয়ানের ২২, ২৩ এবং ২৪ ঘরে পাওয়া যায়।
৫ ঘর „ ২৫ ঘরে পাওয়া যাইবে।
৬ ঘর „ ২৬ ঘরে „
৭ ঘর „ ৬৮ ঘরে „
৮ ঘর „ ১৬, ১৭, এবং ১৮ ঘরে পাইবে।
৯ ঘর „ ১৯, ২০, এবং ২১ ঘরে পাইবে।

ষ্টেটমেণ্ট “জে”।

১ ঘর খতিয়ানের ৫০ নম্বরের কাল কালীর ৪ ঘরে পাইবে।

২ ঘর খতিয়ানের লাল কালীর ৪ ঘরে বা ১৫ ঘরে পাইবে।

৩ ঘর খতিয়ানের ১১ ঘরে পাইবে।
৪ ঘর „ ১২ ঘরে „
৫ ঘর „ ৭ ঘরের লাল কালির সমষ্টিতে আছে।

৬ ঘর—মুলতবি মোকদ্দমা বাদ দিয়া ২ এবং ৫ ঘরে যে তারতম্য থাকে তাহা হইতে এই ঘর পূরণ করিতে হইবে।

৭ এবং ৮ ঘর এবং ৯ ও ১০ ঘর	এই ঘর পূরণ করিবার জন্য খতিয়ানের ডান দিকের সাদা ঘরে আবশ্যকীয় বিবরণ লিখিতে হইবে।

ষ্টেটমেণ্ট "কে"।

২ ঘর খতিয়ানের ৬৬ এবং ৬৭ ঘরের সমষ্টি।

৩ ঘর—খতিয়ানের প্রত্যেক শ্রেণীর ৬২ এবং ৬৩ ঘরের সমষ্টি।

ষ্টেটমেণ্ট "এল"।

এই নক্সা প্রস্তুত জন্য আবশ্যকীয় বিবরণ যথা সময় খতিয়ানে লিখিয়া রাখিতে হইবে। খতিয়ান বহি সম্বন্ধীয় উপদেশে ইহার বিস্তারিত লেখা হইয়াছে।

ষ্টেটমেণ্ট "এম"।

২ ঘর—খতিয়ানের লিখিত "লবণের আইন" অর্থাৎ ৫৫ নম্বরের ৪ ঘর, এবং এ ষ্টেটমেণ্ট দ্বিতীয় ভাগে যে সকল লবণ আইন সংক্রান্ত অযোগ্য মোকদ্দমা দেখান হয় তাহা হইতে এই ঘর পূরণ হইবে।

৩, ৪ এবং ৫ ঘর—এ ষ্টেটমেণ্ট প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগের আবশ্যকীয় ঘর হইতে এই তিন ঘর পূরণ করিতে হইবে।

৬, ৭, এবং আট ঘর—এই ঘর পূরণ করিবার জন্য খতিয়ানের ডান দিকের সাদা ঘরে আবশ্যকীয় বিবরণ লিখিবে।

"রিমাণ্ড" নক্সা।

খতিয়ানের ৮০ ঘর হইতে পূরণ করিতে হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টরের যে যে বহি রাখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ।

সারভিস সিট।

৫ নম্বর ফারম।

(১) পুরাতন লং রোলের পরিবর্ত্তে ইহা রাখিতে হইবে। এক শত করিয়া এক ফাইলে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নাম পৃথক ফর্দ্দে লিখিতে হইবে; এবং ঐ ব্যক্তির অন্য কোন জেলায় বদলী হইলে তাহার নামীয় ফর্দ্দ বাহির করিয়া ঐ জেলায় প্রেরণ করিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এতল্লিখিত প্রত্যেক বিবরণ স্বাক্ষর করিবেন।

(২) এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নতি বা অবনতি হইলে তাহার তারিখ এই বহির “কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার তারিখ ইত্যাদি” এই ঘরে লিখিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক পদের কর্ম্মচারীর এক হইতে ক্রমিক নম্বর পড়িবে, ও এই নম্বর উক্ত ব্যক্তির নিজের হইবে। তাহার পদ শূন্য হইলে ঐ নম্বর খালী রহিবে। নূতন নিযুক্ত ব্যক্তির ঐ শ্রেণীর সর্ব্ব নিম্নে ভিন্ন নম্বর পড়িবে।

(৪) বিদেশীয় লোক কত জন কার্য্য করে তাহা সহজে দেখিবার জন্য “বাসস্থান’’ এই ঘরে সংক্ষেপে “বেঙ্গল” “বেহার’’ “উড়িষ্যা” “উত্তর পশ্চিম প্রদেশ”, “পঞ্জাব” “আসাম” ইত্যাদি প্রদেশের নাম লিখিত হইবে।

(৫) "নূতন পুলিশে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কি কাজ কত দিন করা হইয়াছে" এই ঘর অতি সতর্কতার সহিত শুদ্ধ করিয়া পূরণ করিতে হইবে।

(৬) সমুদয় শাস্তি ইহাতে লিখিতে হইবে। প্রথমতঃ অর্ডার বহিতে শাস্তির বিবরণ বিস্তারিত রূপে লিখিতে হইবে, তৎপর অর্ডার বহির নম্বর ও সন এই বহির শাস্তির ঘরে লিখিতে হইবে; যেমন ১৮৭৭ সনের নং ১০৭,—নং ২১১ চতুর্থ শ্রেণীর কনেষ্টবল রাম সিং পাহারার সময় অপরিষ্কৃত থাকায় তিন দিবস কাওয়াজ করিবে; অর্ডার বহিতে এইরূপ লেখা যাইবে। কিন্তু এই সারভিষ সিটের শাস্তির ঘরে কেবল মাত্র ১৮৭৭ সনের নং ১০৭ ডি, ও (D. O.) লিখিলেই হইবে। ভিন্ন জেলায় সারভিষ সিট প্রেরণ কালে অর্ডার বহি হইতে সম্পূর্ণ অর্ডার নকল করিয়া তৎসহ প্রেরণ করিতে হয়।

(৭) কোন ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতি হইলে তাহার সারভিষ সিট পুনরায় লেখা অনাবশ্যক। কেবল মাত্র ১৩ ঘরে "অমুক সনের অমুক তারিখ হইতে ৭৲ সাত টাকা বেতনে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নতি" বা "অমুক সনের অমুক তারিখ হইতে ৬৲ ছয় টাকা বেতনে চতুর্থ শ্রেণীতে অবনতি" এইরূপ লিখিলেই চলিবে। কোন জেলায় বদলী হইলে, অমুক জেলা হইতে অমুক সনে অমুক জেলায় বদলী এইরূপ লিখিতে হইবে।

(৮) কি প্রকার বিদায় দেওয়া হয় তাহা শব্দ দ্বারা লিখিতে হইবে। কেবল মাত্র বিদায় সংক্রান্ত বহির ধারা লেখা যথেষ্ট নহে।

২। পুলিশ কর্ম্মচারীর গ্রেডেসন (Gradation) লিষ্ট।

৬ নম্বর ফারম।

(১) সারভিষ সিট দ্বারা সমুদয় শ্রেণীর অগ্রে-নিযুক্ত-হওয়া কর্ম্মচারীগণের ঠিকানা পাওয়া যায় না বিধায় প্রত্যেক পদের প্রত্যেক

শ্রেণীর লোকদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার তারিখ অনুসারে এক বহিতে স্বতন্ত্রভাবে হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তির অবনতি হইলে তাহার নাম নীচের শ্রেণীর সর্ব্বোপরি লিখিতে হইবে।

(৩) ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিপার্টমেণ্টাল (বিভাগের) আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তির নাম তাহার আপন শ্রেণীর কয়েক ব্যক্তির, বা সকলের নামের নীচে লিখিয়া লইবার অনুজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন।

৩। ডিস্‌পজিসন (পুলিশ বণ্টনের) রেজেষ্টরী।

৭ নম্বর ফারম।

(১) এই রেজেষ্টরিতে প্রত্যেক ষ্টেশন, আউটপোষ্ট, ও কোর্ট আফিসের পুলিশ বণ্টন ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি বদলী হইলে তাহার বদলীর তারিখ ও স্থানের নাম এই বহির শেষ ঘরে সর্ব্বদাই লিখিতে হইবে।

৪। মর্‌নিং (প্রাতঃকালীয়) রিপোর্ট বহি।

৮ নম্বর ফারম।

(১) বিভাগের ইনেস্পেক্টর এই বহি রাখিবেন।

(২) প্রত্যেক তারিখের নীচে পূর্ব্ব দিবসের রিপোর্টের পর পুলিশে যে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে হইবে। যথা—

সব ইনেস্পেক্টর—একজন মৃত্যু।

হেড কনেষ্টবল—এক জনের পদোন্নতি।

কনেষ্টবল—এক জন নূতন ভর্ত্তি, এবং এক জনের পদোন্নতি।

(৩) "বিবিধ কর্ত্তব্য কাজ"—ইহার বিস্তারিত বিবরণ সর্ব্বদা টিপ্পনিতে লিখিতে হইবে।

(৪) কনেষ্টবল হেড কনেষ্টবলের পদে একটীন হইলে তাহাকে

হেড কনেষ্টবল বলিয়া মর্নিং রিপোর্টে দেখাইতে হইবে, ও তাহার কৈফিয়ৎ টিপ্পনিতে দিতে হইবে।

৫। ডিষ্ট্রীক্ট অর্ডার বহি।

(১) পুলিশ সম্পর্কীয় সমুদয় পরিবর্ত্তন এই বহিতে লিখিতে হইবে; যথা নিযুক্ত, বদলী, পদোন্নতি, অবনতি, পদচ্যুতি, অবসর, জরিমানা, স্কর্ট সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ, সারকিউলার সম্বন্ধে আদেশ ইত্যাদি; রেজেষ্টরীর বাম পার্শ্বে ১/৩ অংশ ফাঁক রাখিয়া লিখিতে হইবে, ও সেই স্থানে প্রত্যেক অর্ডারের ক্রমিক নম্বর ও তাহার বিবরণ একটী শব্দ দ্বারা লাল কালীতে লিখিতে হইবে; যেমন "জরিমানা", "স্কর্ট" "সারকিউলার" "পদোন্নতি" "বিদায়" ইত্যাদি, বৎসর অন্তে অর্ডারের নম্বর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(২) অর্ডার বহি হইতে (১) জরিমানার বহি; (২) পদোন্নতি ও পদ শূন্যের বহি; (৩) সার্ভিস সিট, এবং (৪) বিদায়ের রেজেষ্টরী বহিতে চুম্বক লিখিতে হইবে।

(৩) কোন কর্ম্মচারী কার্য্যে যোগদান করা, বা স্থানান্তর হওয়া কালে নীচের লিখিত প্রণালীতে তদ্বিবরণ অর্ডার বহিতে লিখিতে হইবে।

"মেঃ এ, বি, অদ্য বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে এই জেলায় বদলী সূত্রে উপস্থিত হইয়াছেন"।

"মেঃ এ, বি, পুলিশ গেজেটের ১০০০ প্রকরণের প্রকাশিত বিদায় অন্তে অদ্য দুই প্রহরের পর পুনরায় কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।"

৬। পুলিশের শাস্তির বহি।

৯ নম্বর ফারম।

(১) মাসের মধ্যে যে কোন প্রকার শাস্তি হয় তাহা এই বহিতে লিখিতে হইবে। যে সকল জরিমানা সম্বন্ধে উপরিস্থ

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপীল হইতে পারে তাহা মঞ্জুর হওয়ার পর মাসের বেতনের বিল হইতে কর্ত্তন করিতে হয়; অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে কাহার জরিমানা হইলে তাহা ঐ মাসের Force রিটার্ণের চতুর্থ অংশে ভুক্ত করিতে হইবে, এবং ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন যাহা মার্চ্চ মাসে পাওয়া যায়, সেই বিল হইতে জরিমানা কর্ত্তন করিতে হইবে।

(২) ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কনেষ্টবলদিগের জরিমানা করিলে তাহার কোন আপীল নাই সুতরাং তাহাদের জরিমানা পর মাসের বেতন হইতেই কর্ত্তন করিতে হইবে।

(৩) যিনি জরিমানা করেন তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করার (রহিতের) আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

(৪) "যে অপরাধের নিমিত্ত শাস্তি হয়" এই ঘরে উক্ত অপরাধের স্পষ্টরূপ বর্ণনা লিখিতে হইবে। "কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি," "অসাবধানতা" এবং "হুকুম অমান্য'' প্রভৃতি লেখা যথেষ্ট নহে। অপরাধের বর্ণনা বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইবে।

মাসের মধ্যে যত জরিমানা হয় তাহা মাসান্তে ঠিক দিতে হইবে এবং কোন জরিমানার টাকা রহিত হইলে বা আদায় না হইলে তাহার নোট দিতে হইবে, তৎপর টাকা যেমন আদায় হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) শাস্তি সম্বন্ধে আর কোন শেষ আদেশ হইলে তাহা শেষ ঘরে দেখাইতে হইবে। যেমন কোন শাস্তি ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব কর্ত্তৃক হ্রাস হইলে, কি এক কালীন রহিত হইলে তাহা দেখাইতে হইবে।

(৬) কোন মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক দণ্ড হইলে তাহা দেখাইতে হইবে। এবং যে আদেশানুসারে দণ্ড হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) এই রেজেষ্টরী হইতে Force রিটার্ণের ৩। ৪ অংশ পূরণ করিতে হইবে।

৭। Casualty (পদ খালি) এবং পদোন্নতির রেজেষ্টরী।

১০ নম্বর ফারম।

(১) পুলিশের সকল প্রকার পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু ইত্যাদি গতিকে পদ খালি হইলেই তৎসমুদয় এই বহিতে লিখিতে হইবে।

(২) ঘটনা উপস্থিত হওয়া মাত্রেই অর্থাৎ পদশূন্য বা উন্নতি সম্বন্ধে আদেশ হইলেই এই বহি লেখা কর্ত্তব্য তাহা হইলে বেতনের বিল এবং পুলিশ সম্বন্ধে অন্যান্য নক্সা প্রস্তুত করিতে অনেক সুবিধা হইবে।

(৩) "পদোন্নতি" এবং "অবনতি" এই ঘরে কোন্ পদ এবং কোন্ শ্রেণী হইতে কোন্ পদ এবং কোন্ শ্রেণীতে উন্নতি বা অবনতি হয় তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে।

(৪) "পদ খালি হওয়ার কারণ," এই ঘরে সকল মৃত্যু, পদচ্যুতি দুইমাস পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, বা সিভিল সার্জ্জনের লেখানুসারে অবসর ইত্যাদি লিখিতে হইবে। মৃত্যুর কারণ লিখিতে হইবে। শারীরিক অপারগতা বশতঃ অবসর হইলে, পেনশন কি পারিতোষিকের রোল প্রস্তুত হইতেছে কি প্রেরণ করা হইয়াছে অথবা ঐ ব্যক্তি ইহার কিছুই পাওয়ার উপযুক্ত নহে; যে কোন অবস্থা হয় তাহাই লিখিতে হইবে। পদচ্যুত হইলে তাহার কারণ পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে।

(৫) ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে নীচের লিখিত চারি প্রকারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা যায়, মৃত্যু, বদলী, অবসর, এবং পদচ্যুতি। প্রথম দুইটী সম্বন্ধে কোন উপদেশ নিষ্প্রয়োজন; শেষের দুইটী অর্থ করা আবশ্যক। 'অবসর" এই শব্দে এস্তেফা, পেনশন লইয়া কর্ম্মত্যাগ বা পুলিশের সংখ্যা এবালিশ হওয়ায় কর্ম্ম হইতে অবসর বুঝায়, এবং এই শব্দে কোন অসচ্চরিত্রতা বুঝায় না। "পদচ্যুতি" শব্দ অসচ্চরিত্রের অন্তর্গত। এবং ইহাতে শাস্তি স্বরূপ অথবা

বিচার আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে তাহার ফল স্বরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ ও তাহা হইতে অবসর বুঝায়।

(৬) উপরের লিখিত ব্যাখ্যা সর্ব্বদা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে।

বিদায়ের রেজেষ্টরী।

১১ নম্বর ফারম।

(১) সমুদয় বিদায়ের আরজী এই রেজেষ্টরিতে লিখিতে হইবে। যে সকল বিশেষ জরুরী বা ডাক্তারের সার্টিফিকেট সম্বলিত তৎসম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিতে হইবে; এবং প্রতি মাসের দুই তারিখ বা তৎপূর্ব্বে কি পরে বক্রী আর সমুদয় আরজী সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে সকল আরজী মুলতবি থাকে কি আদেশ হইতে বাকী থাকে তাহা পর মাসে লিখিতে হইবে। এই রেজেষ্টরী প্রতি মাসে লিখিতে হয়।

৯। Conduct (চরিত্র সম্বন্ধীয়) বহি।

১। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর দিতে হইবে, এবং কনেষ্টবলের উপরিস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত এক পুরা পাত রাখিতে হইবে, যে সকল কনেষ্টবল বিশেষ প্রশংসা পাইয়াছে তাহাদেব প্রত্যেকের জন্য ও পুরা এক পাত রাখিতে হইবে। এক পাতা লেখা সম্পূর্ণ হইলে পরের সাদা পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে; এবং লেখা শেষ হওয়া পৃষ্ঠার নীচে ও নূতন পৃষ্ঠার উপরে তদ্বিষয়ের ঠিকানা রাখিতে হইবে। যেমন, "অমুক পৃষ্ঠায় নীত," বা "অমুক পৃষ্ঠা হইতে আনীত।" বর্ণাবলি অনুসারে রেজেষ্টরীস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির নামের এক সূচী থাকিবে, ও তাহাতে কোন্ ব্যক্তির নাম কত পৃষ্ঠায় তাহা লেখা যাইবে।

(২) অপরাধ, শাস্তি, এবং পুরস্কারের বিবরণ সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

(৩) পুলিশ কর্ম্মচারীগণ কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে এবং বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইয়া প্রমাণাভাবে খালাষ হইলে সেই মোকদ্দমার বিবরণ এই বহিতে লিখিতে হইবে। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইয়া খালাষ হইলে তদ্বিবরণ লিখিতে হইবে না।

(৪) ফৌজদারী অপরাধে কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর শাস্তি হইলে ঐ মোকদ্দমার বিচারের ফল এই বহিতে লেখার জন্য কোর্ট সব ইনেস্পেক্টর ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সমীপে রিপোর্ট করিবেন।

(৫) সমুদয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটগণ তাঁহাদের বিচারিত কোন মোকদ্দমায় কোন পুলিশ কর্ম্মচারীকে পুরস্কার কি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তদ্বিষয় জেলার মাজিষ্ট্রেট সমীপে রিপোর্ট করিবেন; তিনি এই অনুরোধ রক্ষা কি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা বিভাগস্থ কমিশনার সাহেব কোন পুলিশ কর্ম্মচারী সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় লিখিতে পারেন এবং তাহা এই বহিতে লিখিতে হইবে।

(৬) প্রতি বৎসরের শেষে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কনেষ্টবলের উপরিস্থ প্রত্যেক কর্ম্মচারীর সাধারণ চরিত্র ও কার্য্যে পারদর্শিতা সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় এই বহিতে লিখিবেন, এবং তাহা জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমোদনার্থ প্রেরণ করিবেন।

(৭) এই বহির প্রত্যেক বিবরণ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বহস্তে লিখিবেন, কি দস্তখত করিবেন।

(৮) এই বহি না দেখিয়া কোন বিদায় দেওয়া যাইবে না, বা পদোন্নতি করা হইবে না।

(৯) বহির প্রথম পৃষ্ঠায় উপরের লিখিত নিয়ম আঁটিয়া রাখিতে হইবে।

(১০) উপরের লিখিত বহি ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপন বাক্স মধ্যে তালা বন্দ করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মচারী সম্বন্ধে আর এক খানি গোপনীয় Conduct বহি রাখিবেন। এই বহি কখন আফিসে দেওয়া হইবে না; তিনি নিজে ইহা লিখিবেন। মাজিষ্ট্রেট কি পরিদর্শকগণ ইহা দেখিতে পাইবেন।

১০। সচ্চরিত্রের নিমিত্ত প্রদত্ত বেল্লার রেজেষ্টরী বহি।

১৩ নম্বর ফারম।

(এই বহি হাতে লিখিয়া রাখিতে হইবে।)

এই রেজেষ্টরী হাতে লিখিয়া চারিভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। কোন বেল্লা উঠাইয়া লইলে তৎ সম্বন্ধের অর্ডার বহির লিখিত অর্ডারের নম্বর ও তারিখ এই বহির মন্তব্য ঘরে লিখিতে হইবে। একের অধিক বেল্লাধারী ব্যক্তির নিকট হইতে একটা বেল্লা তুলিয়া লইলে তাহার নাম নীচের শ্রেণীর প্রথম থাকিবে। এইরূপ নাম লিখিবার জন্য প্রত্যেক ভাগে জায়গা রাখিতে হইবে।

১১। পাহারার তত্ত্বাবধারণ করা রেজেষ্টরী।

১৪ নম্বর ফারম।

এক জন কর্ম্মচারীকে প্রত্যহ অনির্দ্দিষ্ট সময় একবার দিবসে ও একবার রাত্রে সমুদয় পাহারা দেখিবার জন্য বলিয়া দিতে হইবে। এই কর্ম্মচারীর নাম ও অন্যান্য বিবরণ এই রেজেষ্টরিতে লিখিতে হইবে। অর্ডার বহিতে এতৎসম্বন্ধে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন। সদর মোকামের সমুদয় কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিবেন যে একই সময় পাহারা দেখা না হয়, এবং টাউন পুলিশ সতর্ক আছে কিনা তাহাও এই কর্ম্মচারী দ্বারা অনুসন্ধান করান হয়।

১২। ষ্টক (মজুত) অস্ত্রাদির বহি।

১৫ নম্বর ফারম।

(১) যুদ্ধ সামগ্রী (বারুদ, গুলি ইত্যাদি) ব্যতীত ইউরোপের যে অস্ত্রাদি ও গবর্ণমেণ্টের যে সম্পত্তি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিম্মায় থাকে তৎসমুদয় এই বহিতে লিখিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশন বা আফিসের জন্য অন্যূন দুই পাত করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) এই বহিতে ৩১এ মার্চ্চ তারিখে যে মাল মজুত থাকে তাহার এক তালিকা ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক বৎসর মালের বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধে এক মিমোও পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে এই নক্সা প্রেরণ সময় যে মাল থাকে তাহার এক সম্পূর্ণ নক্সা আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য দস্তখত করিয়া পাঠাইবেন।

১৩। গুলি বারুদ ইত্যাদির হিসাব বহি।

১৬ নম্বর ফারম।

গুলি বারুদ আদি যে তারিখে পাওয়া যায়, তাহার এক রেজেষ্টরী রাখিতে হইবে। প্রত্যেক প্রকারের মাল খরচ হইলে তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে। জেলার মধ্যে ব্যবহারে থাকাকে "খরচ" বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না; অন্য জেলায় প্রেরিত, অপচয়, কিংবা বন্দুকে পূরিয়া আওয়াজ করাকেই "খরচ" বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

১৪। কর্ম্ম হইতে অবসৃত ব্যক্তিগণের মকরোরী সার্টিফিকেটের ফাইল।

(১) সমুদয় ব্যক্তি বিদায় লইয়া যাইবার সময় তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মোকরোরী সার্টিফিকেট রাখিতে হইবে। কর্ম্ম

হইতে অবসর হওয়া সমুদয় পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তাহাদের মোকরোরী সার্টিফিকেট রাখিতে হইবে, এবং জেলার সদর মোকামে না আনাইয়া কাহাকে অবসৃত করা যাইবে না। মফঃস্বলস্থ কোন ব্যক্তিকে অবসর করা আবশ্যক হইলে তাহাকে প্রথমে লাইনে বদলী করিয়া আনিতে হইবে তৎপর তাহার হিসাব পরিষ্কার করিয়া তাহার মোকরোরী সার্টিফিকেট ফেরত লইতে হইবে; তাহার পোষাক নিলাম করাইতে হইবে, এবং কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়ার নিদর্শন পত্র (discharge certificate) প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দিতে হইবে। এইরূপে যত সার্টিফিকেট গ্রহণ করা যায় তাহার এক ফাইল থাকিবে ও তাহা casualty রেজেষ্টরী সহিত মোকাবেলা করিয়া প্রতি বৎসর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে নষ্ট করিতে হইবে, এবং তদ্বিষয়ের এক রিপোর্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে। কাহার সার্টিফিকেট না পাওয়া গেলে তাহার কারণ লিখিতে হইবে।

(২) বিদায় লইয়া যাওয়ার সময় মোকরোরী সার্টিফিকেট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে রাখিয়া যাইতে হয়। সার্টিফিকেট হারাইলে যদি তৎক্ষণাৎ তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট না করা হয়, এবং দৈবাৎ হারাইয়াছে প্রমাণ করিতে না পারিলে ত্রুটিকারীর জরিমানা হইবে।

(৩) কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়ার পূর্ব্বে লাইনে যাওয়ার হুকুম পাইয়া কেহ সেই আদেশ অমান্য করিলে তাহাকে কর্ম্ম হইতে পলায়ন করা জ্ঞান করিতে হইবে, এবং তাহার বিরুদ্ধে ১৮৬১ সনের ৫ আইনানুসারে মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইবে।

১৫। স্কর্ট পাওয়ার প্রার্থনা পত্র।

গার্ড দেওয়া হইলে তাহার প্রার্থনা পত্র ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে ফাইল করিয়া রাখিতে হইবে, এবং গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ডিউটী সার্টিফিকেট প্রত্যর্পণ করিলে তাহা এই ফাইল ভুক্ত

করিয়া রাখিতে হইবে। কনেষ্টবলগণ তাহাদের সীমানার অন্তরায়ে প্রেরিত হইলেই তাহাদিগকে ডিউটী সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

১৬। clothing ledger (কাপড়ের হিসাব)।

৩ নম্বর ফারম।

(১) রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টর প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত ৩ নম্বর ফারমে এক কাপড়ের খতিয়ান হিসাব রাখিবেন।

(২) এই হিসাব সাদা বহিতে রাখিতে হইবে, ও তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা হাত দ্বারা রুল করিয়া লইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক কর্ম্মচারী এবং ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথক কাপড়ের হিসাব রাখিতে হইবে।

(৪) বৎসরের প্রারম্ভে যে সকল ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রত্যেক হেড কনেষ্টবল, কনেষ্টবল, এবং অশ্বারোহী কনেষ্টবল যে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত চারি টাকা কাপড় খরিদ করার সাহায্যার্থ প্রাপ্ত হন তাহা তাহাদের হিসাবে লিখিতে হইবে।

(৫) যখন যে কাপড় দেওয়া হয় তাহার তারিখ, কাপড়ের নাম ও মূল্য আবশ্যক অনুসারে হিসাবের বিপরীত দিকে দেখাইতে হইবে। বেতন হইতে কাপড়ের মূল্য বাবদ টাকা কর্ত্তন হইলে তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকার নীচে দেখাইতে হইবে, এবং বৎসরান্তে হিসাব ঠিক দিয়া বন্ধ করিতে হইবে।

১৭। কাপড় প্রাপ্তি ও বিতরণের রেজেষ্টরী।

৪ নম্বর ফারম।

(১) যে সকল কাপড় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই (কোন দোষ প্রকাশ না হইলে) এই রেজেষ্টরিতে ভুক্ত করিতে হইবে। যে কাপড় বণ্টন করা হয় তাহা প্রেরণ করা মাত্র বহিতে লিখিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সাক্ষাৎ আদেশ (বিনা প্রার্থনায় আপন অভিপ্রায়ে) অথবা তাঁহার অনু-

মোদিত ইণ্ডেণ্ট অনুসারে কাপড় বিলি করিতে হইবে। রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টরের নিকট এক ইণ্ডেণ্ট থাকে সুতরাং যে ব্যক্তিকে কাপড় দেওয়া যায় তাহার নাম লেখা অনাবশ্যক, ঐ ইণ্ডেণ্টেই সকলের নাম থাকে। এই বহিতে "নম্বর ১ ইণ্ডেণ্ট অনুসারে আদমপুরের রাম সিংহ সব ইনেস্পেক্টরকে দেওয়া গেল," এইরূপ লিখিলেই চলিবে। সমুদয় ইণ্ডেণ্ট এবং ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে যে সকল ব্যক্তিগণকে কাপড় দেওয়া হয় তাহার তালিকা শ্রেণী মত ক্রমান্বয় নম্বর দিয়া রাখিতে হইবে।

(২) বক্‌সার জেল হইতে গ্রীষ্মকালের, এবং ভাগলপুর জেল হইতে শীতকালের কাপড় আনাইতে হইবে। কাপড় আনাইবার আবশ্যক হইলে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে ইণ্ডেণ্ট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং তাহাতে কি আকারের কত কাপড়ের প্রয়োজন তাহা লিখিতে হইবে। গ্রীষ্মকালের কাপড়ের জন্য এমত ভাবে ইণ্ডেণ্ট প্রেরণ করিতে হইবে যে তাহা জানুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে বক্‌সার জেলে পৌছে, এবং শীতকালের কাপড়ের ইণ্ডেণ্ট এমত ভাবে প্রেরণ করিতে হইবে যে তাহা জুন মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে ভাগলপুর জেলে পৌছে।

(৩) জেল হইতে কাপড় প্রাপ্তির পর তাহা পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য এক কমিটির অধিবেশন হইবে। কমিটি ঐ কাপড় "পাস" করিলে তাহা প্রাপ্তির বহিতে জমা করিতে হইবে। তাঁহারা কোন দ্রব্য পছন্দ না করিলে তৎকারণ সহ সেই দ্রব্য ফেরত পাঠাইতে হইবে।

(৪) কাপড় যে ব্যক্তির নিমিত্ত দেওয়া যায় তাহার নম্বর কাপড় প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তাহাতে দিতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি পলায়ন করিলে, বা কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলে তাহার পোষাক নিলাম করিয়া তন্মূল্য দ্বারা হিসাব পরিষ্কার করিতে হইবে। হিসাব পরিষ্কারান্তে কিছু অতিরিক্ত থাকিলে তাহা (১) কর্ম্ম হইতে পলায়নকারীর সম্বন্ধে হইলে, গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবে,

এবং (২) অবসর হওয়া লোকের হইলে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার বাড়ী নিম্ন বঙ্গ প্রদেশে হইলে, এবং উত্তরাধীকারী ঠিকানা হইলে তাহার প্রাপ্য টাকা মনিঅর্ডার দ্বারা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস যে জেলায় বসতি করে তথাকার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে। উক্ত ব্যক্তির অন্য কোন গবর্ণমেণ্টের অধীনে বসতি করিলে উপরোক্ত প্রকারে টাকা প্রেরণ করা সম্বন্ধে তাহার সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর মৃতুকালে কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার পোষাক নিলাম করিয়া হিসাব পরিষ্কার করতঃ উদ্বর্ত্ত টাকা দেওয়ানী আদালতে "না ওয়ারিস," বলিয়া প্রেরণ করিতে হইবে। প্রকাশ্যে নোটিশ দিয়া সমুদয় প্রকার কাপড় সর্ব্বোচ্চ মূল্যে নিলাম করাইতে হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কোন কাপড় নিলাম করান উচিত নহে। কাপড় নিলাম দ্বারা যে মূল্য আদায় হয় তাহা গবর্ণমেণ্টে জমা দিতে হইবে, এবং ট্রেজারি হইতে টাকা পুনরায় বাহির করিয়া প্রাপককে দিতে হইবে। ইনেস্পেক্টর হইতে কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধে এই নিয়মানুসারে আচরণ করিতে হইবে।

(৬) অকর্ম্মণ্য পোষাক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রতি-গ্রহণ করিয়া নষ্ট করিতে হইবে, যেন আর তাহা পোষাক বলিয়া ব্যবহৃত না হইতে পারে। পোষাকের ছেড়া নেকড়া বিক্রয় হইলে তন্মূল্য মালিককে ফেরত দিতে হইবে। কোন ব্যক্তি কাপড় প্রাপ্তির অল্প দিবস পরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাহার ঐ কাপড় যদি নূতন কাপড়ের ন্যায় থাকে তবে তাহা ফেরত লইয়া সম্পূর্ণ মূল্য ঐ ব্যক্তির হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৭) কোন ব্যক্তি পুলিশ বিভাগের নিয়মানুসারে বা আদালত কর্ত্তৃক অর্থদণ্ড দিতে আদিষ্ট হইয়া কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহার কাপড়ের বাবদ যদি কিছু পাওনা থাকে তবে জরিমানার নিমিত্ত তাহা ক্রোক করা যাইতে পারে। কিন্তু কাপড়ের মূল্য ট্রেজারিতে প্রথমতঃ দাখিল করিয়া পরে জরিমানা বাবদ টাকা ফেরত লইয়া যে আদালত

কর্ত্তৃক জরিমানা হয় তথায় বা ট্রেজারিতে পুনরায় দাখিল করিতে হইবে।

৮। কোন ব্যক্তি বিদায় লইয়া মার্চ্চ মাসের ৩১ এ তারিখ মধ্যে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে সে বিদায় গ্রহণ করার পূর্ব্বেই তাহার কাপড়ের হিসাব পরিষ্কার করিতে হইবে। অতিরিক্ত বিদায় লওয়া হেতু যদি উক্ত তারিখ মধ্যে তাহার উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে হিসাব পরিষ্কারান্তে প্রাপকের ব্যয়ে মনিঅর্ডার দ্বারা টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। "টাকা জব্দ হইবে," এই আশঙ্কায় টাকা বাহির করিয়া হাতে রাখা এক কালীন নিষিদ্ধ।

১৮। রিজার্ভ সব ইনেস্পেক্টর বন্দুক দ্বারা হাত সহি করা অর্থাৎ টারগেট প্রাকৃটিস সম্বন্ধে এক রেজেষ্টরী বহি রাখিবেন।

১৯। যে সকল ব্যক্তি পুলিশের কর্ম্মে নূতন নিযুক্ত হয় তাহাদের ভেরিফিকেসন রোলের এক ফাইল রাখিবেন।

২০। রেলওয়ে পুলিশের পোষাক সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

(১) রেলওয়ে পুলিশ অনুগ্রহ স্বরূপ বিনা মূল্যে তাঁহাদের পোষাক সরকার হইতে পাইয়া থাকেন; তাঁহাদের প্রত্যেককে যে কাপড় দেওয়া হয় তাহার এক পৃথক পৃথক হিসাব আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের আফিসে রাখিতে হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেই তাহাকে ৩ জাম্ফর (আবশ্যক অনুসারে একটা পশমি), ৩ পাওজামা, ২ পাগড়ী, ১ ঝোলা, ১ জোড়া জুতা দিতে হইবে। তিন বৎসর অন্তর একটা বরাণ্ডি দিতে হইবে।

(৩) মার্চ্চ মাসে গ্রীষ্মকালের পোষাক, এবং নবেম্বর মাসে শীত কালের পোষাক সচরাচর দেওয়া যাইবে। কিন্তু কাপড়

রীতিমত পরিধান করায় নষ্ট হইলে আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল অপর কোন সময় সরকারী গুদাম হইতে তাহা প্রদানের আদেশ করিতে পারেন, যদি ব্যবহারকারীর ত্রুটিতে নষ্ট হয় তবে শেষে যে কাপড় দেওয়া যায় তাহার মূল্য দিতে হইবে। কাপড়ের মূল্য কাহারও নিকট মাসে ১৲ টাকার অতিরিক্ত আদায় করিতে হইবে না।

(৪) রেলওয়ে পুলিশের কোন ব্যক্তি, বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী নিজে কি পরোক্ষে কাপড় কি অন্য কোন দ্রব্য সরবরাহ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না।

(৫) কোন কনেষ্টবলের ব্যবহার্য্য পোষাক ছোট কি বড় হইলে তাহা তাহার নিকট হইতে ফেরত লইয়া বিক্রয় করিতে হইবে।

(৬) রেলওয়ে পুলিশের সমুদয় পোষাক গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। কোন কাপড় পুরাতন বা কদর্য্য হইলে তাহা বিক্রয় করিতে হইবে, কিন্তু বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিহ্ন অর্থাৎ সাদা ফিতা, বোতাম ইত্যাদি তুলিয়া লইতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অপরাধকারী জাতি।

ক। বারওয়ার।

১। গণ্ডা এবং অযোধ্যা প্রদেশবাসী বারওয়ার নামীয় এক অপরাধকারী জাতি চুরি করণাভিপ্রায় বাঙ্গালা দেশে আসিয়া থাকে। এই বারওয়ার জাতি সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র পুস্তক সর্ব্বত্র প্রচার করা হইয়াছে। ১৮৭১ সনের ২৭ আইন অনুসারে ইহারা অপরাধকারী জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে।

২। বারওয়ারগণ বাঙ্গালা দেশ হইতে বালকদিগকে ভুলাইয়া তাহাদের দলভুক্ত করিয়া থাকে। এই সকল বালকেরা গণ্ডা জেলায় যাইয়া এইরূপ শিক্ষিত হয় এবং তাহাদের সংসার যাত্রায় এরূপ সন্তুষ্ট হয় যে তাহারা সর্ব্বদাই মিথ্যা পরিচয় দিয়া থাকে; অর্থাৎ তাহাদের কোন বাড়ী ঘর নাই, বাজারে ভিক্ষা করিবার সময় দৈবাৎ বারওয়ারদিগের সহিত দেখা হওয়ায় তাহারা চাকরি দিবে আশা দিয়া তাহাদের সহিত মিলিবার পরামর্শ দিয়া দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। চৌকিদারগণ দ্বারা এই বিষয় সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ করিয়া জানাইতে হইবে। বারওয়ারদিগের সহিত যে সকল বালক পাওয়া যায় তাহাদিগকে বিশেষরূপ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে ঠিক জানা গেলে তাহাদের আত্মীয়ের নিকট তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

৩। ধৃত হওয়া কোন ব্যক্তি বারওয়ার বলিয়া জানা গেলে, বা সন্দেহ হইলে মোকদ্দমা মুলতবি রাখার প্রার্থনা করিতে হইবে। ঐ ব্যক্তির পূর্ব্ব বিবরণ এবং শাস্তির নিরাকরণ জন্য তাহার এক আকৃতি বিশুদ্ধ ভাবে লিখিয়া গণ্ডা প্রদেশের ডিপুটী কমিসনার সমীপে পাঠাইতে হইবে, যেন সুবিধা হইলে ঐ ব্যক্তিকে সেনাক্ত ও তাহার পূর্ব্ব শাস্তি প্রমাণ জন্য গণ্ডা হইতে লোক পাঠান যাইতে পারে।

৪। বারওয়ারগণ প্রায়ই মিথ্যা পরিচয় দিয়া থাকে এবং তৎপ্রতিকে তাহাদের কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না, সুতরাং বারওয়ার সন্দেহে কোন ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহার বাড়ী কোথায়, ঐ গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের কি নাম, তাহার আত্মীয় কুটুম্ব, জমিদার এবং মহাজন কোন গ্রামে বসতি করে ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি বারওয়ারদিগের বসতি কোন গ্রামের নাম বলে তবে তাহার নামীয় মোকদ্দমা মুলতবি রাখার প্রার্থনা করার, ও গণ্ডা প্রদেশে অনুসন্ধানের যথেষ্ট কারণ হইবে। কোন কোন বারওয়ারগণ এইরূপ পরীক্ষার সময় তাহাদের প্রকৃত নাম ধাম বলিয়াছিল; ইহাও দেখা গিয়াছে যে বারওয়ারগণ যদিও প্রায় মিথ্যা নাম বলিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের প্রকৃত বাসস্থান বলে, কিন্তু সংপ্রতি আর প্রায় এই প্রকার করে না। সন্দিগ্ধ বারওয়ার যে পরিচয় দেয় তাহার সত্যতা অনুসন্ধান করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হয় এজন্য উক্ত ব্যক্তি যাহা কেন বলুক না তাহার কথিত-আপন-জেলায় এ বিষয় লিখিতে হইবে; কিন্তু তথা হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া তাহার এক শুদ্ধ হুলিয়া গণ্ডা জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমীপে পাঠাইতে হইবে। অনুমান করিয়া তাহার ঠিকানা অন্য কোন জেলায় থাকা লেখা অনাবশ্যক, এইরূপ লেখার সহিত গণ্ডা জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোন সংশ্রব নাই, তিনি ইহাতে ভ্রমে পতিত হইবেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন চোরকে পরীক্ষা করিবার সময় প্রত্যেক সব ডিষ্ট্রীক্টে যে বারওয়ারদিগের বসতি গণ্ডা জেলার মানচিত্র সম্বলিত গ্রামের নামের তালিকা আছে তাহা বিশেষরূপ দেখিতে হইবে।

৫। বারওয়ারদিগের বসতি অধিকাংশ গ্রামেই "পুরওয়া" অর্থাৎ টোলা, পাড়া বা তৎলগ্ন সুদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। মানচিত্রে যে গ্রামের নম্বর দেওয়া হইয়াছে তাহাকে "নম্বরি" গ্রাম বলে, সুতরাং কোন বারওয়ার "পুরওয়ার" নাম করিলে তাহার পুরওয়া যে নম্বরি গ্রামান্তর্গত তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং তাহা স্থিরীকৃত

হইলে রোলে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিতে হইবে। মানচিত্রে পুরওয়া শব্দ দেখা অনাবশ্যক, কারণ তাহাতে "পিয়ারি—কা—পুরওয়া ইহার পরিবর্ত্তে "পিয়ারি" পাওয়া যাইবে।

৬। কোন বারওয়ারের শাস্তি হইলে তদ্বিবরণ নীচের লিখিত ফারমে ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের আফিসে জানাইতে হইবে; যেন উক্ত ব্যক্তি জেল হইতে মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার বাড়ী যে জেলায় হয় তথাকার পুলিশকে উহার শাস্তির বিষয় অবগত করাইবার, ও তাহাকে চিনিয়া রাখিবার জন্য তাহার আপন জেলাস্থ জেলে তাহাকে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

উক্ত কয়েদীর যথার্থ পরিচয় গণ্ডা জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা নির্দ্দেশ করার বিবরণ এই নক্সার নীচে উল্লেখ করিতে হইবে।

কয়েদীর নাম; উক্ত ব্যক্তি বারওয়ার বা অপর কোন অপরাধকারী জাতি হইলে তাহা এই স্থানে লিখ।	পিতার নাম।	কয়েদীর বাসস্থান।			অপরাধ	দণ্ডাজ্ঞা	মুক্ত হওয়ার তারিখ
		গ্রাম	থানা	জেলা			

৭। সোনপুরের মেলা মিলিবার বা অপর কোন প্রসিদ্ধ স্নান যাত্রার সময় নিকট হইলে, বা যাত্রিকেরা ধর্ম্মোদ্দেশে গয়া, স্নানার্থ মুঙ্গের, রথযাত্রা দর্শন করিতে পুরী ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করিতে

আরম্ভ করিলে ঐ সকল জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এবং সারণ, মজঃফরপুর, দরভাঙ্গা, পাটনা, ও সাহাবাদ জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ বারওয়ারদিগের সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থ তাঁহাদের অধীনস্থ পুলিশকে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিবেন। বারওয়ারগণ আগমন না করিতে পারে তজ্জন্য সরাই রক্ষক, চৌকিদার, ও গ্রাম্য পঞ্চাইতদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর জেনারেল সাহেব ব্বার, আরা, এবং যে যে ষ্টেশন হইতে বারওয়ারগণ বেহার অভিমুখে যায় তৎসমুদয় স্থানের পুলিশদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিবেন। যে সকল বারওয়ারগণ পুরীর দিকে যায় তাহাদের প্রতি বাঁকুড়া, বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, এবং কটক জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। ষ্টিমার যাত্রিক লইয়া যখন চাঁদবালী পৌঁছে তখন তথায় বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে হইবে। বারওয়ারদিগকে চিনিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত সাদা কাপড়ে (পুলিশের পোশাক নহে, অন্য প্রকারে) সুচতুর পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে কোন বিশেষ পর্ব্বের সময় পুরী যাইতে পথের ধর্ম্মশালার যাত্রিকদিগের সহিত মিসিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। এবং সমুদয় খেয়া ঘাটের পাটনীদিগকে বলিয়া দিতে হইবে যে বারওয়ার জাতির কোন দলকে পুরী কি অন্য কোন তীর্থস্থানে যাইতে কি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময় ধৃত করিতে পারিলে তাহাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

৮। ১৮৭১ সনের ২৭ আইন অনুসারে বারওয়ারগণ অপরাধকারী জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহারা গণ্ডা জেলার যে যে গ্রামে বসতি করে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং প্রত্যেক পদের প্রত্যেক পুলিশ কর্ম্মচারী এই সকল গ্রামের নাম কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবেন, যেন ইহার মধ্যের কোন গ্রামের নাম লইলেই ইহা সহজে স্থির করা যাইতে পারে যে, যে ব্যক্তি উক্ত গ্রামের মধ্যে কোন স্থানের, বা তন্নিকটের বাসন্দা বলিয়া পরিচয় দেয় সে বারওয়ার।

গণ্ডা জেলার অন্তর্গত বারওয়ারদিগের বসতি গ্রামের তালিকা।

পুলিশ ষ্টেশন।	গ্রামের নাম।	বারওয়ারদিগের বসতি গ্রামের কোন ক্ষুদ্র পাড়া থাকিলে তাহার নাম।	মন্তব্য।
উজীরগঞ্জ।	মথেপুর	খারেরি	* ইহা সোহানা গ্রামের পাড়া; নিজ সোহানায় কোন বার-ওয়ার বসতি করে না।
	পুরে পানওয়ার *		
	মেন্‌হা		
	ধরমপুর চৌক্‌বৎ		
	ঘিরিয়া		
	অর্‌মনপুর		
	কর্‌মদী		
	মহাদেব		
	সম্ভূনগর		
	হরদৌয়া।		
শ্রীনগর।	ডুলহাপুর	রাম গরয়া	
	ধুধয়ান		
	সাপুর		
	কউন্‌রাহি		
	মতওয়ারিয়া		
	চাজ্‌ওয়া		
	বন্‌গেইন	মুন্দাদিহা	
	ছোলি		
	ধনেপুর	পুরে নেওয়াজ	
	জৈতাপুর		
	বনকাটী সূর্য্যবলি সিং		
	কোলেওয়া।		

পুলিশ ষ্টেশন।	গ্রামের নাম।	বারওয়ারদিগের বসতি গ্রামের কোন ক্ষুদ্র পাড়া থাকিলে তাহার নাম।	মন্তব্য।
আম্বিয়ারি	ভিট্‌উরা	মুছেগঞ্জ পুরে পিয়ারে " পাট্রিক " পাট্রিন " শুভা সিং " বস্তি সিং " দলিপ্‌ সিং " ফরৌন্‌ডি	
	মাহওয়া		
	বেদ্রাইপুর		
	মুধয়াপুর		
	ছেমরহ		
	পেগুরণ		
	ভুর্‌হা		
	বন্‌কশিয়ানৌরাং সিং		
	সিবনগর		
	অম্বরপুর		
	কুঞ্জনপুর		
	দিওরানা		
	বলিপুর		
	বেনিপুর		
	নাগাঁরাপট্টীলাল		
	জোগাপুর	কুঙ্গলাপুর	
	সোহান্‌চ		
	জিগ্‌না		
	বন্‌কশিয়া শিউরত্ন সিং		

খ। বউরিয়া।

১। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত মজঃফর নগর জেলায় বউরিয়া নামক এক অপরাধকারী সম্প্রদায় আছে; ইহারা আট বা দশজন একত্র হইয়া বৈরাগীর বেশে বাহির হয়। ইহারা যে আথরায় থাকে তাহার নিকটস্থ গ্রামে দিবসে ভিক্ষা করে,এবং কিরূপে অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ঠিকানা করে। রাত্রে কয়েক ব্যক্তি চুরি করিতে যায়, এবং তাহারা যে স্থানে অবস্থিতি করে তথায় সকলেরই বিছানা পাতিয়া রাখে,এবং চুরি করিতে যাওয়ার সময় প্রত্যেক খালি বিছানায় একখানা কাঠ বা এক আঁটী খেড় চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখে; যেন লোক ঐ বিছানায় নিদ্রিত আছে। রাত্রে যদি তাহাদের বিষয় কেহ কোন অনুসন্ধান করিতে আইসে তবে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন সমুদয় জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করে।

২। প্রত্যূষে সকল মাল মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া রাখে, রাত্রে সচরাচর কেহ তাহার উপর শয়ন করে। স্থান পরিবর্ত্তন করিলে মাল মৃত্তিকার নীচে রাখিয়া যায় ও রাত্রে স্থানান্তরিত করে। বৃহদাকারের জিনিষ খেড়ের পালার নীচে লুকাইয়া রাখে। দলস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির এক কৃত্রিম বৈরাগী নাম আছে এবং নামের শেষে "দাস" শব্দ সংযুক্ত আছে; তাহারা সর্ব্বদাই বাড়ীর মিথ্যা ঠিকানা বলিয়া থাকে।

৩। ইহা নিশ্চিত ঘটনা যে প্রকৃত বৈরাগী যে কোন প্রকারে তাহার জপের মালা ফিরায়,কিন্তু এই কৃত্রিম বৈরাগীগণ কোন কারণবশতঃ তাহা করিতে পারেনা,এবং ইহাতেই তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়। ইহারা প্রত্যেক জপমালা শরীরের দিকে ফিরায়,এবং অঙ্গুলি হইতে মালা নীচের দিকে ছাড়িয়া দিয়া ইহারা ফিরাইতে (জপ করিতে) পারে না।

৪। ইহাদের অপহৃত মাল গ্রহণ করিবার রীতিমত বান্দাবস্ত আছে, এবং ইহারা ইহাদের আত্মীয়দের নিকট টাকা প্রেরণ করিয়া থাকে।

গ। অধিয়া।

১। এই জাতীয় লোক প্রায় ফতেগড় জেলায় বসতি করে; কানপুর জেলায় ইহাদের কতক আছে।

২। এই সম্প্রদায়ের লোক বর্ষা অন্তে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গ্রীষ্মাবশেষে দেশে প্রত্যাগমন করে।

৩। ইহারা প্রসিদ্ধ চোর ও কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত কারক; ইহাদের চুরি করার রীতি এক অদ্ভুত প্রকারের। যে স্থানে ইহারা চুরি করিতে চাহে সেই স্থানের সীমানার বাহিরে কোন নির্জ্জন বাগানে পুরাতন দেব মন্দিরে বা গৃহে অবস্থিতি করে যেন লোকে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যোগী, বা ফকির বলিয়া অনুমান করে। তৎপর দলের দুই কি তিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, তাহারা যে ঘরে মাল পাওয়ার সম্ভব এমত ঘরের নিকট, এবং ঘর দেখা যাইতে পারে এমত স্থানে অবস্থিতি করে; এবং উক্ত গৃহের স্বামী বাহিরে না যাওয়া পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করে। গৃহস্বামী বাহিরে যাওয়া মাত্র সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ মেলা দরজা দিয়া, বা তালা বন্দ করা থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং মূল্যবান যে কোন জিনিষ পায় তাহা লইয়া যায়। ইহারা সচরাচর এরূপভাবে থাকে যে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলে একে অপরের নিকট মাল দিয়া হাতে হাতে স্থানান্তর করে। ইহাদের প্রতিনিধি অথবা থাঙ্গাদার যত সত্বর হয় অপহৃত মাল হস্তান্তর করে। এবং তাহারা নগদ টাকা ব্যতীত কোন মাল বাড়ীতে পাঠায় না, কি সঙ্গে করিয়া নেয় না।

৪। ইহারা যে কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করে তাহা নীচের লিখিত প্রকারে চালাইয়া থাকে।

দলের কোন ব্যক্তি ভিক্ষা করার জন্য কোন গ্রামে যায় এবং ভিক্ষা করিয়া যে তামার পয়সা পাইয়াছে তাহা রৌপ্য মুদ্রায় বদলাইতে চাহে, ও প্রত্যেক টাকায় সতর আনার পয়সা লইয়া যাচ্ঞা করে। উক্ত বক্তিকে কোন টাকা দেওয়া গেলে সে তাহা পরীক্ষা করে এবং কৌশল ক্রমে কোন এক কৃত্রিম মুদ্রার সহিত তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া কোন আপত্তি দর্শাইয়া কৃত্রিম মুদ্রা ফেরত দেয়। প্রকৃত টাকা যতক্ষণ পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতে থাকে।

সম্পূর্ণ।